মহারাজ-নন্দকুমার-চরিত।

নাস্য শ্লাঘামকলিতগুণঃ পোষয়ন্ প্রীতয়ে নঃ
কোহপ্যৈক্ষৈশ্চিত্রস্তুতিশতবিধৌ শিল্পিনঃ স্যাৎ প্রকর্ষঃ।
নিন্দামেব প্রথয়তু জনঃ কিন্তু দোষান্নিরূপ্য
প্রেক্ষাং তস্য স্খলিতবচনং প্রীণয়েদেব ভূয়ঃ॥

উদয়নাচার্য্য

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী
প্রণীত।

সন ১৩০৫ সাল।

কলিকাতা—২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশি

 [মূল্য ১৷০

কলিকাতা।

বাগবাজার, ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি,
পত্রিকা প্রেসে শ্রীকেশবলাল রায় দ্বারা
মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র।

পরমারাধ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পিতৃদেব মহাশয়ের পবিত্র নামে

মহারাজ-নন্দকুমার-চরিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

পরিশিষ্ট।

শ্রীশ্রীরামঃ।

তরফ সাহা নগর আমলে পরগণে যাওা মতালকে চাকলে রাজসাহি তালুক হরিপ্রসাদ রায়ের প্রজা কর্ম্মচারী হাল সাহানা কোটাল প্রতীলিখনং কার্য্যঞ্চাগে তরফ মজকুর তালুকদার হরিপ্রসাদ রায় মজকুর শ্রীযুক্ত রাজা গুরুদাস গৌড়পৎ বাহাদুরের স্থানে বাটী ও বাগবতে পনযাহা লইয়া কবালা করিয়া খরিদগী দিল অতএব লিখি তোমরা গৌড়পৎ বাহাদুরের তালুকদার মশুকীম জানিয়া ইহার নিকট রুজু হইয়া আবাদ বশত মালগুজারি আদায় সরবরাহ করহ কোন বাবদে পোশাদা না রাখীবা ইতি সন ১১৯১ তারিখ ৭ শ্রাবণ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

---

৯৫ পৃষ্ঠায় যে ফ্রেঞ্চ দলীল লিখিত হইয়াছে নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী চন্দন নগরের ডিরেক্টারগণ স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত নন্দকুমারের নিকট হইতে ৫৭ হাজার আরকটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিলাম, তাহা আমরা ৯টাকা হিঃ সুদ সহ প্রত্যর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিতেছি ১৯সে ডিসেম্বর ১৭৫০ খৃঃ।

ভূমিকা।

মহারাজ নন্দকুমারের ভাল জীবন বৃত্তান্ত নাই বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বড় লজ্জার কথা। মহারাজা স্বীয় প্রভু মুসলমান নরপতির স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি তখনকার প্রভূত ইংরাজ কর্ম্মচারীর বিদ্বেষ পাত্র হন, এমন কি পরিণামে তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সকল ইংরাজ লেখকদিগের লিখিত মহারাজার নিন্দা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই ক্লেশ পাইয়া থাকেন। আমরা দেখাইব যে তিনি প্রকৃত নিন্দার পাত্র ছিলেন না বরং আদর্শ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রভুর স্বার্থ সমর্থনের নিমিত্ত যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা অবগত হইলে কেহই তাঁহাকে নিন্দা করিবেন না এমন কি ইংরাজেরাও নহে।

এই জীবনী পাঠে জানা যাইবে যে, ইংরাজ রাজ্যের পূর্ব্বে ও প্রারম্ভে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালীর কি অবস্থা ছিল, তখনকার সমাজ এখনকার সমাজের সহিত তুলনা করিয়া পাঠক দেখিতে পাইবেন বর্ত্তমান কালে আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নত ও তাঁহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে অবনত ছিলেন।

ইহা প্রণয়নকালে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আমাকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা আমি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। ইহার জন্য আমাকে অনেকবার বীরভূম মুর্শিদাবাদ

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ। শুদ্ধ।

নথুর মজুমদার কাশ্যপ-গোত্রীয় লিখিত হইয়াছে অনুসন্ধানে জানা গেল যে তিনি বাৎস-গোত্রীয়।

		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪ পৃষ্ঠা	১৯ পংক্তি	করাইতেন	করাইলেন
২৮ "	২১ "	ইন্দোস্তানের ভারতবর্ষের ইতিহাস	ভারতবর্ষের ইতিহাস
৩২ "	১৫ "	রোফা	রোকা
৩৩ "	১৪ "	সে জিউকে	সেথ জিউকে
৪২ "	২৩ "	নাপুর কর	নাগপুর কর
৫০ "	২২ "	প্রতি সহানুভূতি সমবেদনা	প্রতি সমবেদনা
৫৩ ও ৫৪		৫৩ পৃষ্ঠার নোট	৫৪ পৃষ্ঠায় আসিবে
৫৯ "	১৫ "	ফ্রাঞ্চে	ফ্রান্সে
৬০ "	২৩ "	পত্র চতুর্দ্দিকে ঘোষণা	ঘোষণাপত্র চতুর্দ্দিকে
৬১ "	১ "	বিবিধ পতিপয়	কতিপয় বিবিধ
৬৩ "	১৩ "	আরজেবের	আরংজেবের
৬৩ "	১৯ "	ফেলন	ফেলেন
৬৫ "	২২ "	বিস্তৃত	বিস্মৃত
৬৮ "	২৫ "	1893	1813
১০৩ "	১ "	চক্রিনির	চক্রধর
১২৬ "	২ "	"air	"fair
১৩০ "	১৭ "	নিঃশোষিত	নিঃশেষিত
১৩১ "	৪ "	ঘড়্গাঘাত ইত্যাদি	নবাবের উপর খড়্গাঘাত
১৫৭ "	১৮ "	থাকিলে হইত।	থাকিতে হইল।
২১০ "	২ "	বংশ পরম্পরা মহাপ্রভুর	বংশ পরম্পরা আগত মহাপ্রভুর
২৪৭ "	১৯ "	বক বেগম	[illegible]

প্রভৃতি প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। এই সময় মহারাজার বংশধর কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় আমাকে অনেক কাগজপত্র দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মহারাজার সহোদরের বংশধর শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন রায় মহাশয়ও যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান শ্রীযুক্ত ফজলরব্বীখাঁ বাহাদুর মহাশয় নবাববাটী হইতে আলিবর্দ্দী, সিরাজ, মীরজাফর প্রভৃতি নবাবগণের চিত্রের ফটোলইবার অনুমতি দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন ইহাঁদিগের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষ ঋণী আছি। তিনি নন্দকুমার বিষয়ক তাঁহার মন্তব্য পুস্তক ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণও পুস্তকাদি প্রদান করিয়া আমাকে সেইরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন এ জন্য তাঁহাদিগের কাছে উপকৃত আছি।

মহারাজা নন্দকুমারের দোষক্ষালণের জন্য যিনি অসাধারণ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই সুপ্রতিষ্ঠিত বিভারিজ সাহেব আমাকে তাঁহার Trial of Nund Kumar নামক গ্রন্থ যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া আমার প্রতি পরম অনুগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন।

চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, টাকীর জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যোতীন্দ্রনাথ চৌধুরী M. A. B. L. শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বন্ধুবর্গ এই পুস্তক প্রণয়ন কালে আমাকে নানা প্রকার পুস্তক প্রদানাদি করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এজন্য ইঁহাদিগের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।

শ্রীরামপুরের স্বধর্ম্ম-পরায়ণ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সাহা এই পুস্তক লিখিবার জন্য ৫৫ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন এ জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষরূপে বাধ্য আছি।

এই পুস্তক মুদ্রণ ও লিখনকালে আমি অত্যন্ত পীড়িত হই এ জন্য কিছু দিবস আমাকে কাশীতে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব কাশীতে যে স্থানে ছিলেন আমাকেও সেই বাঙ্গালাতে থাকিয়া এই পুস্তকের কিয়দংশ লিখিতে হইয়াছিল। যাঁহার কথায় এই পুস্তক লিখিতে আমি ব্রতী হই, যিনি নানা প্রকারে আমার সহায়তা করিতেছেন, উত্তরপাড়া নিবাসী সেই মহাত্মাকে আমি উদ্দেশে নমস্কার করিলাম। ইতি

মাহেশ।
সন ১৩০৫ সাল। ১৫ই মাঘ। } শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

মহারাজ-নন্দকুমার-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দ।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের ভারত-ইতিহাস বিচিত্র ঘটনা পরিপূর্ণ। এই শতাব্দীতে ভারত-বক্ষ হইতে একটি বিদেশীয় বিশাল রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া তাহার স্থলে অধিকতর দুরস্থ ক্ষুদ্রকায় শ্বেতদ্বীপের অক্লিষ্টকর্ম্মা অধিবাসিগণ অধিকতর বিশাল রাজ্য সংস্থাপন করিয়া একটি মহা পরাক্রান্ত জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

এই শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে চিরসুপ্ত হিন্দুগণ রাজ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত যেরূপ অভূতপূর্ব্ব অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা, রণ-পাণ্ডিত্য এবং স্বার্থরক্ষার জন্য অসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুর অন্যান্য শতাব্দীর ইতিহাসে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শতাব্দীর হিন্দুগণ ভারতের সর্ব্বত্রই বিপুল পরাক্রান্ত, আপন আপন ক্ষমতা প্রয়োগে সুনিপুণ এবং অবসরজ্ঞ। স্থানে স্থানে মুসলমানগণও আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অসীম অধ্যাবসায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুদুর দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হায়দারনাইক আশ্রয়দাতাকে স্বীয় করতলগত করিয়া স্বয়ং মহিশূর প্রদেশের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। *

* হায়দার আলি মহিশূরের রাজসংসারে একজন সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে বুদ্ধিবলে নানাবিধ চক্রান্ত করিয়া মহিশূর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই শতাব্দীতে প্রভুহত্যা, একটু ক্ষমতাপন্ন হইলেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা, এক প্রকার সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল-মুল্ক প্রমুখ নিজামগণ সমরবিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতেন; আবার অবসর পাইলে, অন্য শক্তির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর-ভারতবর্ষে, আফগান প্রদেশ হইতে এক দল পাঠান, আপনাদিগের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাহুবলে একটি উর্ব্বরপ্রদেশ অধিকার করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রদেশ সাধারণের নিকট রোহিলখণ্ড নামে সুপরিচিত। যিনি এ যুগে একটু উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও রণপাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিয়াছেন, তিনিই একজন স্বাধীন নরপতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তিনি ভারতবাসীই হউন বা সুদূর বিদেশবাসীই হউন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় নাই।

এ যুগে দিল্লীর সম্রাটদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা ঘাতকহস্তে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন; কেহ বা সমস্ত ধন-সম্পত্তি নিষ্ঠুর নাদিরসার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন; কেহ বা অন্ধ, সিংহাসনচ্যুত এবং কারাগারে আবদ্ধ হইয়া ভবলীলা ভোগ করিয়াছেন। আবার কেহ বা মহারাট্টা, রোহিলা-প্রভৃতির হস্তে বিশেষ রূপে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট্‌দিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইলেও, তাঁহাদিগের নামের এমনই ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল যে, জনসাধারণ তাঁহাদিগের সুখদুঃখে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সমবেদনা প্রকাশ করিত, তাঁহাদিগের জন্য একত্রিত হইয়া অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতেও পরাঙ্মুখ হইত না। পার্শ্বস্থ

শক্তিবর্গ এই সকল সম্রাট্‌গণকে কোনরূপে করতলগত করিতে পারিলে নিজেকে পরম ভাগ্যবান্‌ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

এই যুগে কৃষিপ্রিয় জাঠগণ * শাণিত তরবারী গ্রহণ করিয়া একটি বিস্তৃত রাজ্য সংস্থাপন করেন। দিল্লী ও আগরা প্রদেশ অনেক দিন ইঁহাদিগের অঙ্গুলী চালনার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল, ইঁহাদিগের ভয়ে দিল্লীর সম্রাট্‌ অধিকাংশ সময় ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। সূর্য্যমল, ইঁহাদিগের প্রধান নায়ক এবং দুর্ভেদ্য ভরতপুরই ইঁহাদিগের প্রধান দুর্গ।

এই যুগের প্রারম্ভে গোদাবরীতটে নাদেড় নামক স্থানে একজন মহাপুরুষ ঘাতকহস্তে নিহত হন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ শিখসমাজ মধ্যে বৈরনির্যাতনস্পৃহা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া গুরুনিহন্তা মুসলমান বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ করেন। এই মহাত্মাই শিখগণ মধ্যে জীবন-সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় করিয়া তুলেন। এই অসীম শক্তিশালী ব্যক্তি ইতিহাসে গুরুগোবিন্দ নামে পরিচিত। † অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহারা মহাবীর রণজিত সিংহ কর্ত্তৃক

---

* ইহারা শূদ্র বিশেষ। শিখ সমাজ অধিকাংশ জাঠগণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ইহারা দৃঢ়কায় বলবান ও পরিশ্রমী।

† গুরুগোবিন্দ উত্তর-ভারতবর্ষীয় বলিয়া চিরপরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ভগবদ্ভক্ত শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলেন, ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিবার সময় গুরুগোবিন্দ সিংহের বিষয় দেখিতে পান, তাহাতে স্পষ্ট লিখা আছে যে, তিনি বাঙ্গালী। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "কাহার দলিলে এরূপ দেখিয়াছি তাহা আমার স্মরণ নাই। কিন্তু গুরুগোবিন্দ সিংহ বাঙ্গালী, এ কথাটি আমার মনে সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত আছে।" কথাটী অত্যন্ত গুরুতর, বাঙ্গালীর এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

পরিচালিত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উন্নতির চরম-সীমায় উপনীত হয়।

মহারাষ্ট্রীয়রাই এই যুগের সর্ব্বপ্রধান হিন্দুশক্তি ; বালাজী বাজীরাও প্রমুখ পেশোয়াগণ, ভোঁসলা, গায়েকবাড়, সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি সেনানায়কগণ সহ মহারাষ্ট্র-বাহিনী চালনা করিয়া বিপুল পরাক্রমের সহিত অটক-প্রান্তে গৈরিক-পতাকা উড্ডীন করেন। নানাফড়নবীশ প্রভৃতি রাজকার্য্যধুরন্ধর বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ, অত্যন্ত দুরদর্শিতার সহিত ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, হায়দার ও নিজামআলি প্রভৃতি বহিঃশত্রুগণকে কৌশল-জালে আবদ্ধ করিয়া সুচারুরূপে রাজকার্য্য করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও এই মহা পরিবর্ত্তন মধ্যে আপনাদিগের অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তন করিতে শিথিলপ্রযত্ন হন নাই। এই শতাব্দীর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের শোভাসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, মুমূর্ষু আরাঞ্জেবের দেহাবসানের পরে তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইবে, সেই বিশৃঙ্খল সময়ে দৃঢ়রূপে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ঘোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেন। তাঁহাদের সহিত বহুসংখ্যক মুসলমান, সাধারণ বাঙ্গালী ও জমীদার মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের দলবল বিশেষরূপে পুষ্ট করিয়াছিল। শোভাসিংহ তাঁহার যুদ্ধানভিজ্ঞ সেনাদল লইয়া প্রথমে বর্দ্ধমান পরাজয় করিয়া হুগলী আক্রমণ করেন। পরে ফৌজদারকে পরাস্ত করিয়া হুগলী-দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন। হুগলী-বিজয়-গর্ব্বিত শোভাসিংহ, পাঠান-সেনাপতি রোহিমসার অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়া নদিয়া, মুকসদাবাদ (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ) প্রভৃতি জয় করিতে প্রেরণ করেন, এবং স্বয়ং বন্দিনী বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যার উপর পাশব-বল প্রয়োগকালে ছুরিকাঘাতে তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। এইরূপে

অল্পকাল মধ্যে পাপাত্মা পাপলীলা সম্বরণ করিয়া যমলোকে গমন করে। শোভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হিম্মতসিংহ, রোহিমসার সহিত মিলিত হইয়া রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন। এ সময় পশ্চিম-বঙ্গে তাঁহাদিগের অপ্রতিহত ক্ষমতা। যে সকল ব্যক্তি ইঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূর করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন নাই, তাঁহারা লুণ্ঠীত ও নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন, পরিবর্ত্তনপ্রিয় জনসাধারণ কেহ বা লুণ্ঠনলোভে, কেহ বা কর্ম্মলোভে তাহাদিগের জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা কুঠির প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী ১৬৯৬ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "বিদ্রোহিরা যে সকল ভূমি এক্ষণে অধিকার করিয়া আছে তাহার বাৎসরিক রাজস্ব ষাটলক্ষ টাকা এবং তাহাদিগের অধীনে বারহাজার অশ্বারোহী এবং ত্রিশহাজার পদাতিক সৈন্য অবস্থান করিতেছে।" বিদ্রোহীরা প্রবলপরাক্রান্ত হইলেও তাহাদিগের মধ্যে উপযুক্ত নেতা ও নৈতিকবল না থাকায় অল্পকাল মধ্যে তাহারা সম্রাট্-সেনানীগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। *

সম্রাট আরাঙ্গেবের মৃত্যুর পর জৈয়ন-আবদীন নামক একজন হুগলীর ফৌজদার বঙ্গের সুবেদারের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ের বঙ্গেশ্বর মুরশিদকুলিখাঁ, দলপতিসিংহ নামক একজন বাঙ্গালী সৈনিকপুরুষকে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রদান করিয়া ফৌজদার দমনে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধকালে ডচ ও ফ্রেঞ্চেরা জৈয়ন আবদীনকে প্রচুরপরিমাণে

* শোভাসিংহ জাতিতে রাজপুত ছিলেন। ৺ তারকেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাতা ভারামল এই বংশীয় ছিলেন।

গোলাগুলী বারুদ ও কামান দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। আবদীনের প্রধান কর্ম্মচারী কিঙ্করসেন নামক একজন বাঙ্গালী এই যুদ্ধে বিশেষ উদ্যম ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদকুলিখাঁর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পরিখা-পরিবেষ্টিত একটি গড় প্রস্তুত করেন, ইহা চন্দননগরের সংলগ্ন; বর্ত্তমান কালেও তাহা "কিঙ্কর-সেনের গড়" বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয়, তাহা বহুদিন তাঁহার স্বদেশীয়দিগের হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে। *

এই যুগে মামুদপুরের প্রবলপ্রতাপ জমীদার সীতারাম রায়। ইনি বহুসংখ্যক শ্রমজীবিসৈন্য একত্রিত করিয়া বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে মুসলমান-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের এই বিপ্লবপূর্ণ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজা নন্দকুমার জন্ম গ্রহণ করেন।

---

* কিঙ্কর সেনের বংশধরদিগের বিষয় কিছু জানা যায় না। তাঁহার স্থাপিত রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব-পুরুষ।

সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময় ভদ্রপুরের * একজন ধনবান্ গৃহস্থের জননী, পর্ব্ব উপলক্ষে মুর্শিদবাদের অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জের গঙ্গারঘাটে স্নান করিতে আগমন করেন। ঘটনাক্রমে এই ঘাটে ঐ সময় জরুল হইতে কতিপয় রমণী স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। সেকালে তীর্থস্থানে বিভিন্ন প্রদেশের লোক একত্রিত হইয়া অনেক সময় পরস্পর সম্বন্ধ বন্ধন, সদ্ভাব সংস্থাপন, এবং বিবাহ বন্ধনের সূত্রপাত করিতেন। বর্ত্তমান কালেও এরূপ প্রথা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একেবারে লোপ পায় নাই। ভদ্রপুর হইতে যে স্ত্রীলোকটি আইসেন, তাঁহার সহিত জরুলবাসিনী একটি স্ত্রীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া একটু বেশী রকম ঘনিষ্টতা হয়। পরস্পর নানাবিধ কথোপকথনের পর, উভয়ে উভয়ের পুত্র-কন্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। মনোগত ভাব এই যে, পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে মিলিত হইয়া পুণ্যক্ষেত্রজাত বন্ধুতা চিরস্থায়ী করেন। জরুলবাসিনী বলিলেন, "ঈশ্বরকৃপায় আমার চারিটি

---

* ভদ্রপুর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে বীরভূম জেলার ভিতর গিয়াছে। নলহাটী আজিমগঞ্জ রেলে নওদা এষ্টেসন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।” ভদ্রপুরবাসিনী প্রত্যুত্তরে কহিলেন, „বিবাহোপযুক্তা আমার একটি পৌত্রী আছে, আমার একান্ত ইচ্ছা আপনার একটি পুত্রের হস্তে আমার নাতনীটিকে সমর্পণ করি।” এ কথা কহিতে না কহিতে জরুলবাসিনী কহিলেন, “আমারও একান্ত ইচ্ছা যে এই শুভবিবাহ শীঘ্রই সম্পন্ন হউক।” এই বলিয়া উভয়ে গঙ্গাতটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভদ্রপুর অভিমুখে যে রমণী গমন করিলেন, তিনি মথুরানাথ মজুমদারের গর্ভধারিণী। মথুরানাথ ঢাকাতে নবাব-দরবারে কার্য্য করিতেন। এরূপ কিংবদন্তি যে, তিনি একজন বুদ্ধিমান ও রাজ-কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ প্রীতিপাত্র ছিলেন। রাজপুরুষদিগের এই প্রীতির জন্য তিনি তাঁহার স্বজাতীয়দিগের নিকট খোজা-মথুরানাথ বলিয়া অভিহিত হইতেন। কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, মহাপ্রাজ্ঞ দক্ষ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম; কাশ্যপ গোত্রীয় মথুরানাথ উক্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

জরুল হইতে যে রমণী রঘুনাথগঞ্জের ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রামগোপাল রায়ের মাতাঠাকুরাণী। রায়জননী গৃহে গিয়া পুত্র-চতুষ্টয়কে আহ্বান করিয়া রঘুনাথগঞ্জের ঘাটের সমস্ত কথা বর্ণনা করিয়া কহিলেন, “তোমাদের মধ্যে এক জনকে ভদ্রপুরের মথুর মজুমদারের কন্যার পাণিপীড়ন করিতে হইবে।” মাতার কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র কহিলেন, “মথুর মজুমদার কাশ্যপ-গোত্রীয়, সুতরাং এ বিবাহ কখনই হইতে পারে না, অতএব আপনি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।” রামগোপাল-জননী, পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন, “কথা সমস্তই সত্য বটে, কিন্তু আমি গঙ্গাতটে তোমাদের মধ্যে একজনের সহিত তাঁহার পৌত্রীর সহিত বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত

হইয়াছি, তাহা না করিলে আমায় ধর্ম্মচ্যুত—পতিত হইতে হইবে। অতএব আমাকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমাদের মধ্যে কাহারও বিবাহ করা উচিত।” এই কঠিন সমস্যা রায়-পরিবারবর্গকে অত্যন্ত আকুলিত করিয়া তুলিল। একপক্ষে মাতার সত্যভঙ্গ ও মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত মহাপাপ, অপর দিকে শাস্ত্র ও সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও দণ্ডিত হইতে হইবে। এক্ষণে পুত্রগণ কোন পথ অবলম্বন করিবেন তাহার উপায় নির্দ্ধারণে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রায়-জননী, পুত্র-চতুষ্টয়কে পুনরায় আহ্বান করিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রথম পুত্রকে কহিলেন, “কেমন, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছ কি না তাহার সদুত্তর প্রদান কর।” জ্যেষ্ঠ মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাপ্রকার আপত্তি দেখাইয়া বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রও জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদানুসরণ করিলেন। অনন্তর তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমার ইচ্ছা তুমি মথুর মজুমদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমাকে সত্যবন্ধন হইতে মুক্ত করিবে। এ বিষয় তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আমাকে সুখী কর।” কনিষ্ঠ রামগোপাল, মাতাঠাকুরাণীর আদেশ অনুসারে মথুরানাথের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। জননী অশ্রুপূর্ণনেত্রে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া শত শতবার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, “তোমার বংশধরেরা লক্ষপোষক ও রাজা হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠের সন্ততিরা তোমার সন্ততিগণের দ্বারস্থ হইয়া থাকিবে।” রায়-জননীর সত্য-নিষ্ঠা এবং রামগোপালের মাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন সকল কালেই স্মরণীয় বিষয় তাহার সন্দেহ নাই।

রাঢ়ীশ্রেণীয় ধবল পীতমুণ্ডীগাঁই কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রোত্রিয় পুত্র

রামগোপাল বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, তাঁহার জননী বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য ভদ্রপুরে অনতিবিলম্বে লোক প্রেরণ করিলেন। মথুরানাথের মা স্নান করিয়া ভদ্রপুরে আসিলে পর, তিনি পথের সমস্ত কথা পুত্রের নিকট খুলিয়া কহিয়া যাহাতে শীঘ্র এই বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বগোত্রে বিবাহ শাস্ত্র ও সমাজ বিরুদ্ধ, ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া এরূপ পাত্রে কন্যা দান করিলে তিনি ধনবান্ হইলেও তাঁহাকে সমাজমধ্যে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে, এ সকল কথা মথুরানাথ মাতার নিকট নিবেদন করিলেন। বিশেষতঃ তিনি মুসলমানভাবাপন্ন খোজা-মথুরানাথ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত এ কার্য্য সম্পন্ন হইলে তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা বাস্তবিকই তিনি খোজা (মুসলমান), হিন্দুর আচার-ব্যবহার কিছুই মানেন না, এইরূপ দুর্নাম সর্ব্বত্র রটনা করিবে, এই ভয়ে মাতাকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে প্রথমতঃ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম-ভীরু জননী পাছে দুঃখিতা হন, এই আশঙ্কায় মাতৃভক্ত মথুর মাতার ইচ্ছাপূর্ণ করিতে অবশেষে প্রতিশ্রুত হইলেন। মাতার আনন্দের আর সীমা রহিল না। একটি ভাল দিন দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির হইল। এ সংবাদ জরুল গ্রামে প্রেরণ করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুভ-দিনে শুভক্ষণে মাতৃভক্ত রামগোপাল মথুরানাথের কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিলেন এবং এই সময় হইতে জরুর পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে তাঁহার দুইটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। প্রথম হরিকৃষ্ণ, দ্বিতীয় চণ্ডীচরণ; চণ্ডীচরণের উপর প্রথমে ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহ না হওয়াতে, তিনি দুই বার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভে পদ্মনাভ এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে রঘুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন।

এই রঘুনাথের পুত্র শম্ভুনাথ। ইনি কাশীর নরেশের অধীনে কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। চণ্ডীচরণ পুত্রদ্বয়কে তাৎকালীক রাজভাষা পারসী অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতা পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাতামহ কর্তৃক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। জ্যেষ্ঠ পদ্মনাভ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। তিনি মুরশিদকুলিখাঁ, সুজা, সরফরাজখাঁ, আলিবর্দ্দী মহবৎজঙ্গ প্রভৃতি নবাবের অধীনে রাজস্ব সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হন। উক্ত পরগণাত্রয় হইতে দেড় লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হইত। ফতেসিং পরগণার নামকরণ বাগডাঙ্গার রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ ফতেসিংহের নামানুসারে হয়। উহা এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত, সাতসইকা ও ঘোড়াঘাট বর্দ্ধমানের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাল্যকাল, যৌবন ও কার্য্যারম্ভ।

আমীন পদ্মনাভের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকুমার সম্ভবতঃ ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। * নন্দকুমারের কেবলকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ নামে সহোদর এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়া নামে দুইটি সহোদরা জন্ম গ্রহণ করেন। ভদ্রপুরই নন্দকুমারের জন্মভূমি। যে গৃহে তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সে গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে স্থান এখনও নিদর্শিত হইয়া থাকে। এরূপ কিংবদন্তি যে নন্দকুমার বাল্যকাল হইতে অসাধারণ বুদ্ধিমান, সাহসী, অধ্যবসায়ী ও তেজস্বী ছিলেন। বাল্যকালে ক্রীড়াকালে তিনি সকলের নেতা হইতেন; কোন বালক অপর কর্ত্তৃক প্রহারিত হইলে তিনি নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার নির্ভীকতা ও নেতৃত্বলাভস্পৃহা লক্ষিত হইয়াছিল। যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ হইলে

---

* মহারাজার বধ-দণ্ডের আদেশ হইলে তাঁহার খুড়তুতো ভাই শম্ভুনাথ রায় প্রভৃতি একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে মহারাজ ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এইরূপ উল্লেখ করেন। কমল উদ্দিন সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষ্য প্রদানকালে মহারাজ-নন্দকুমার তাঁহার পিতা ও পিতামহের বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করেন।

তিনি গুরুমহাশয়ের নিকট প্রচলিত বাঙ্গালা ও অঙ্কশাস্ত্র অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে তিনি পারস্ত ভাষার শিক্ষকের নিকট পারসী অধ্যয়ন করেন। পারস্য ভাষা সে সময়কার রাজভাষা, ইহা জানা না থাকিলে রাজার নিকট উচ্চপদ বা মানসম্ভ্রম লাভ করা যাইত না। নন্দকুমার আপনার প্রতিভা বলে পারস্ত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি সুশিক্ষিত মুসলমান সন্তান অপেক্ষা অতি উত্তমরূপে পারস্ত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। তাঁহার রচনা অতি মার্জ্জিত ছিল; পারস্ত ভাষায় কিছু লিখিতে হইলে লোকে তাহা নন্দকুমারের নিকট লিখাইয়া লইত, তাঁহার হস্তাক্ষরও বেশ পরিষ্কার ছিল।

নন্দকুমার, পারস্য ভাষায় বুৎপত্তি লাভের সহিত গ্রামস্থ একটি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া টোল ছিল। তার মধ্যে একটু বড় ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম হইলে দুইটি কি ততোধিক টোল থাকিত। সেকালের বড় লোকেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ছাত্রগণকে পোষণ করা একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভদ্রপুরের অবস্থা সে সময় খুব উন্নত, নিকটবর্ত্তী নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ ভদ্রপুরে আগমন করিয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। নন্দকুমার টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া, পরে দর্শনাদিও কিছু কিছু অধ্যয়ন করেন। পদ্মনাভ পুত্রকে সুশিক্ষিত দেখিয়া নিজের কার্য্যস্থানে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পুস্তকগত বিদ্যা অভ্যাসে পুত্রকে অধিক সময় না কাটাইতে দিয়া তিনি স্বীয় কর্ম্মস্থানে তাঁহাকে বিষয়কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। নন্দকুমার পিতার কাছে অবস্থান করিয়া রাজস্ব-সংগ্রহ হিসাব-পত্র রাখা প্রভৃতি কার্য্য অতি নিপুণতার সহিত শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনতিকাল মধ্যে তিনি জমিদারী কার্য্যে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার পিতার অধীনে ফতেসিং, ঘোড়াঘাট ও সাতসইকা পরগণার নায়েব পদে নিযুক্ত হন।

পদ্মনাভ, পুত্র বয়স্থ ও কার্য্যে নিপুণ হইয়াছে দেখিয়া, একটি সুলক্ষণ-সম্পন্না কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। এই কন্যা পরে রাণী ক্ষেমঙ্করী নামে প্রসিদ্ধা হন। * জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ বলিয়া পদ্মনাভ ইহাতে অনেক টাকা খরচ করিয়া মহা সমারোহের সহিত এই উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করান। প্রাচীনের মুখে এরূপ শুনা যায় যে ক্ষেমঙ্করীর পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্র হইলেও সে কালের লোকেরা মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য ক্লেশ পাইতেন না। আজ কালকার চাকরি-গত-প্রাণ সুসভ্য বাঙ্গালী চাকরী টুকু হারাইলে উদরান্নের জন্য সমস্ত জগত যেরূপ অন্ধকার দেখেন, তখন কিন্তু কর্ম্ম থাক ভালই, না থাকিলেও তাঁহাদিগের গৃহে ধান্যধনে পরিপূর্ণ থাকিত এবং সমস্ত পৃথিবী আনন্দময় বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইত।

আজকাল যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও যেরূপ বরপক্ষের মন পাওয়া যায় না, সেরূপ কিন্তু সে কালে ছিল না, পাল্টী ঘর হইলেই বিবাহের আর বড় বেশী প্রতিবন্ধক থাকিত না। আদান-প্রদানের কথা আদৌ উত্থাপিত হইল না, দরিদ্র ব্রাহ্মণ উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া শুভবিবাহ সম্পন্ন করাইতেন। সেকালে কন্যার বিবাহ শুভজনক হইতে পারে, একালে কিন্তু ইহার ন্যায় অশুভজনক আর কিছু আছে কি না জানি না। বর মূর্খ হউক বা পণ্ডিতই হউক, ধনী হউক বা নির্ধন হউক, উপাধিধারী হউক বা জেল-ফেরত আসামী হউক, কিছুতেই

* মহারাজা নন্দকুমারের কন্যা ও জগচ্চন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী সম্মানী-দেবীর পুত্র রাজা মহানন্দের স্ত্রীর নামও রাণী ক্ষেমঙ্করী ছিল

কিছু আসে যায় না, সকলেই এক, সকলেই অবিচলিতচিত্ত এবং সকলেরই গলা-কাটা পণ। বাঙ্গালীর একতা বিষয়ে যাঁহার সন্দেহ আছে তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন যে, জ্ঞানালোক-বিভাসিত বা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, সকলেই এক। পাঠক! এই অবকাশে একবার ক্ষেমঙ্করীকে দেখিয়া লউন, ইনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে দেখা তো দূরের কথা, নাম শুনা ঘটিয়া উঠিবে কি না সন্দেহ। রাণী ক্ষেমঙ্করী যথার্থই ক্ষেমঙ্করী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় পরদুঃখ-কাতরা ও পতিপরায়ণা রমণী সে সময় অতি বিরল ছিল, এখনও ভদ্রপুর অঞ্চলে অতি প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগের মুখে মহারাণীর গুণপরম্পরা ও রূপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষেমঙ্করী যেরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, নন্দকুমারও সেইরূপ একপত্নীব্রত ছিলেন। সেকালে বহুবিবাহ বা ব্যভিচার ধনবান্‌দিগের মধ্যে নিতান্ত কম ছিল না। নন্দকুমারের উক্ত দোষদ্বয়ের মধ্যে কোনটাই ছিল না, ইহাতে তাঁহার উপর তাঁহার পত্নীর প্রভাব কিরূপ ছিল তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একপত্নীব্রত ব্যক্তি সকল কালেই প্রশংসনীয়, বিশেষতঃ মহারাজা যে সময়ের লোক সে সময় ব্যভিচারদোষ দেশের মধ্যে প্রবল ছিল, দেশের রাজা মুসলমান, ইহাদিগের মধ্যে ইহা একরূপ অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজার দোষগুণ প্রজার মধ্যে অনেকটা সংক্রামিত হয়, মুসলমান রাজাদিগের এই দোষটা হিন্দুদিগের মধ্যেও বেশ সংক্রামিত হইয়াছিল। বিবাহের পর নন্দকুমার, আবার পিতার সহিত কর্ম্মস্থানে গমন করিয়া তথায় খুব দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যপটুতা দেখিয়া উপরের কর্ম্মচারীরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

নন্দকুমার যে সময় পিতার সহিত রাজধানী হইতে দূরতর প্রদেশে

অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় নবাব সারফরাজখাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলিত হইয়া একটি ষড়যন্ত্র হইতেছিল। অশীতি বর্ষ বয়স্ক জগৎশেঠ-ফতেচাঁদ, রায়রাঁয়া-আলমচাঁদ, এবং আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রধানমন্ত্রী হাজী-আহম্মদ, ইঁহারা সকলেই সুজাউদ্দিনের নিকট বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন, পুত্র অপেক্ষাও তিনি ইঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতেন, তাই ইঁহারা প্রভুর পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দীকে বঙ্গের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে মন্ত্রণা করিতেছিলেন। স্ত্রীপরায়ণ সারফরাজখাঁ, অধিকাংশ সময় অন্তঃপুরে রমণীগণ পরিবেষ্টিত থাকিয়া সময় যাপন করিতেন। এরূপ কথিত হয় যে, তাঁহার মহলে একসহস্র পঞ্চশত সুন্দরী স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিত। চক্রান্তকারীরা এই সুযোগে মহব্বতজঙ্গ আলিবর্দ্দীখাঁকে বিহার হইতে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান। মসত কুলিখাঁ, বেকার আলি, গোয়াসখাঁ প্রমুখ সরফরাজখাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্যবর্গ নবাবকে এই সকল চক্রান্তের বিষয় নিবেদন করিলে বিশ্বাসঘাতকেরা নানাপ্রকার মায়াজাল বিস্তার করিয়া অমৃতমাখা বাক্যে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতেন। নবাব তাঁহাদিগের দ্বারা এরূপ প্রতারিত হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধের কিছু কাল পূর্ব্বেও আলিবর্দ্দী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

আলিবর্দ্দী খাঁ সৈন্যসামন্ত সহ অতি দ্রুতগতিতে বিহার প্রদেশ অতিক্রমণ করিয়া সিকরিগলির গিরিপথ অধিকার করেন। পূর্ব্বকালে ইহা বঙ্গদেশের দ্বার বলিয়া কথিত হইত। এই গিরিপথ হস্তগত করিতে পারিলে বঙ্গদেশ জয় করা সহজসাধ্য হয়, তাই আলিবর্দ্দী খাঁ খুব তাড়াতাড়ি সিকরি গলি অধিকার করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ, সৈন্যগণকে

উত্তেজিত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালায় পদার্পণ করিলেই তিনি তাহাদিগের পাওনা টাকা ব্যতীত চারি মাসের অগ্রিম বেতন এবং তিনলক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন। এক্ষণে তিনি বাঙ্গালায় সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, সৈন্যগণ একবাক্যে তাঁহার পূর্ব্বকথা অনুসারে সমস্ত টাকা প্রার্থনা করিল এবং বলিল যে, তাহা প্রদান না করিলে তাহারা আর এক হাতও অগ্রসর হইবে না। আলিবর্দ্দী এই অভিনব বিপদে কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাদিগকে শিবিরের বহির্দ্দেশে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এ সময় আলিবর্দ্দীর নিকট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার বেশী ছিল না, অথচ সৈন্যগণকে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিতে না পারিলে, তাহারা সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং সারফরাজখাঁ এ সকল বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন। আলিবর্দ্দী এই ঘোরতর বিপদ হইতে নিম্নোক্ত উপায়ে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

উমিচাঁদ ও দীপচাঁদ দুই ভাই প্রসিদ্ধ বণিক, উমিচাঁদ আলিবর্দ্দির অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। তিনি সৈনিককর্ম্মচারিগণকে বেশী সুদে টাকা ধার দিতেন, টাকা আদান প্রদান করিবার জন্য তিনি আলিবর্দ্দীর সহিত পাটনা হইতে আগমন করেন, তিনিও আলিবর্দ্দীর মন্ত্রণা সভায় আহূত হইলেন। এ সময় উমিচাঁদের নিকট প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ছিল, তিনি নিজের ও নবাবের টাকা একত্র মিলিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনার সৈন্যগণকে আমার নিকট হইতে টাকা লইতে আদেশ করুন। নবাবের আদেশানুসারে সৈন্যগণ উমিচাঁদের নিকট হইতে টাকা লইতে আরম্ভ করিল। যাহাদিগের অল্প পাওনা উমিচাঁদ তাহাদিগকে অগ্রে দিতে লাগিলেন, এবং হিসাব ভুল হইয়াছে ইত্যাদি

ছল করিয়া বেতন দিতে অনেক বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এ দিকে সায়ংকালে পূর্ব্বপরামর্শানুসারে আলিবর্দ্দী ডঙ্কা বাজাইয়া সৈন্যগণ মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, সারফরাজখাঁ সসৈন্যে যুদ্ধ করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং কল্য প্রাতঃকালে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। সৈন্যগণ মধ্যে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইবা মাত্র, যাহারা টাকা লইয়াছিল, তাহারা টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিল এবং যাহারা টাকা লইতে আসিয়াছিল তাহারা টাকা না লইয়া প্রতিগমন করিল। বাঙ্গালা আক্রমণের প্রথমেই আলিবর্দ্দী অভিনবপন্থা অবলম্বন করিয়া বিপদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গিরিয়ার সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধে সারফরাজখাঁকে পরাস্ত ও নিহত করেন। নবাব সারফরাজখাঁ, স্ত্রৈণপরায়ণ হইলেও মদ্যপ ছিলেন না, কিংবা প্রজাপীড়ক বলিয়া তাঁহার অপবাদ নাই।

যে সকল বিশ্বাসঘাতক এই রাজ্যবিপ্লবে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রায়রাঁয়া-আলমচাঁদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। গিরিয়ার যুদ্ধের পর আলিবর্দ্দীখাঁ মুর্শিদাবাদে আগমন করিলে, আলমচাঁদ প্রভৃতি তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অভিষেক-কার্য্য সমাধার পর আলমচাঁদ স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, যিনি আপনাকে এত যত্ন ও পদগৌরবে উন্নত করিয়াছিলেন সেই প্রভুর পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করা কি ধর্ম্মোচিত কার্য্য হইয়াছে? আপনি দেখিবেন, যাহার জন্য আপনি এই ঘোরতর কলঙ্কে মগ্ন হইলেন, সেই ব্যক্তিই কালে, বিশ্বাসঘাতককে যেরূপ দণ্ড প্রদান করিতে হয়, সেইরূপ দণ্ড আপনাকে প্রদান করিবেন। আলমচাঁদ, ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর মুখে নিজের দুষ্কার্য্যের তীব্র সমালোচনা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হন.

এবং বিষপাণ করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্য করেন। যে রমণী যথাকালে ধীরভাবে স্বামীর পুণ্য ও পাপ কার্য্যের সমালোচনা করিতে পারেন, তিনিই সহধর্ম্মিনী নামের উপযুক্তা, যিনি আপনার পতিকে পুণ্যপথে প্রবর্ত্তিত এবং পাপপথ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই গৃহ-লক্ষ্মীরূপে অবস্থান করিয়া স্বামীর সকল প্রকার উন্নতির কারণ হইয়া থাকেন।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী-মহব্বতজঙ্গ, প্রভু-পুত্র সারফরাজখাঁকে হত্যা করিয়া সুবে-বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করেন। এই নবাব-পরিবর্ত্তনের সহিত সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্যের আমূল পরিবর্ত্তন বড় কিছু হয় নাই। সারফরাজখাঁর পরিবর্ত্তে আলিবর্দ্দী নবাব হইলেন, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবের কতিপয় অন্তরঙ্গ ব্যক্তি নিহত ও বন্দী হইলে, নবীন নবাবের অনুগ্রহভাজনদিগের সৌভাগ্যসোপান প্রশস্ততর হইয়াছিল। ইঁহারা ব্যতীত অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই বিপ্লবের সময় নন্দকুমারের বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর। বিপ্লব উপশমের পর হিজলী ও মহিষাদলের রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদ শূন্য হওয়াতে প্রধান কর্ম্মচারীরা নন্দকুমারকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। নন্দকুমার ইতিপূর্ব্বেই পিতার নিকট অবস্থান করিয়া রাজস্ব-বিষয়ক গূঢ়তত্ত্ব সকল অবগত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার নূতন জানিবার বড় কিছুই ছিল না।

নন্দকুমার, পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া হিজলী অভিমুখে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হন। এই ক্ষুদ্র নগরীতে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন, তিনিই ঐ প্রদেশ শাসন করিতেন। হিজলী প্রদেশ বহুকাল হইতে উৎকৃষ্ট লবণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। নন্দকুমার হিজলী ও মহিষাদলের রাজস্ব সংগ্রহ

করিতে আরম্ভ করিলে, বাঙ্গালা দেশ একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই জাতি আমাদের দেশে "বর্গী" বলিয়া সুপরিচিত। * এই বর্গীর উৎপাতে পশ্চিম-বাঙ্গালা অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়। বর্গীরা গ্রাম ও নগর দগ্ধ করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিয়াছিল; ইহাদিগের শাণিত তরবারির অগ্রভাগ হইতে বালকবালিকা, বৃদ্ধবৃদ্ধা, হিন্দুমুসলমান কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আলিবর্দ্দীও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, প্রজাগণের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেরূপ অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার উদাহরণ ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। † যে স্থানে তরবারী কার্য্যকরী হয় নাই, সে স্থানে তিনি পৈশাচিক মায়াজাল বিস্তার করিয়া আহুত মহারাষ্ট্র সেনাপতিকে ‡ বধ করিয়া কূট-রাজনীতিতে পারদর্শিতার

---

* বর্গী শব্দ লইয়া আমাদের দেশের অনেকে অনেক কথা কহিয়াছেন। কেহ বলেন সংস্কৃত বর্গ শব্দ হইতে বর্গী শব্দের উৎপত্তি; আবার কেহ বলেন, পারসী বাগি অর্থাৎ বিদ্রোহী শব্দ হইতে বর্গী শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করি মহারাষ্ট্র "বারগীর" শব্দ হইতে আমাদের বর্গী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, বারগীর অর্থাৎ অশ্বারোহী —"বারগীরস্ত্বশ্ববহঃ"।—রাজব্যবহার কোষ।

† If we consider the retreat of these veterans (from Burdwan to the opposite shore of Cutwah river) in all its circumstances, it will appear as amazing an effort of human bravery, as the history of any age or people have chronicled, and we think it merits as much being recorded and transmitted to posterity, as that of the celebrated Athenian general and historian.—*Holwell's Interesting Historical Events,* Part 1, page. 119. (1765.)

‡ মহারাষ্ট্রা সেনাপতি ভাস্বররাম।

পরিচয় দেন। মহারাষ্ট্রীয়রাও সেনাপতিবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নির্দ্দয় ভাবে বাঙ্গালার সেনা ও প্রজাকুলকে সংহার করিতে আরম্ভ করেন। * এই ঘোরতর যুদ্ধ একাদিক্রমে দশ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। অবশেষে উভয় পক্ষ যুদ্ধে ক্লান্ত হইলে নবাব মহারাষ্ট্রদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ এবং বাৎসরিক দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া সন্ধি স্থাপন করেন।

নন্দকুমার যে সময় হিজলীতে রাজস্বসংগ্রাহকরূপে গমন করেন, প্রায় সেই সময় হইতেই মহারাষ্ট্রীয়রা বারংবার বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। হিজলী প্রদেশ উড়িষ্যা প্রদেশের সমীপবর্ত্তী, উড়িষ্যা হইয়া যে মহারাষ্ট্রদল বাঙ্গালা আক্রমণ করিত, তাহারা সর্ব্ব প্রথমে মেদিনীপুর, হিজলী প্রভৃতির প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এরূপ রাজ্যবিপ্লবের সময় রাজস্বসংগ্রহ করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রজারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে; রাজকোষ নিঃশেষিত হইয়াছে; কিন্তু সমরানল দিন দিন অধিকতর প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রাজস্ব-বৃদ্ধি ব্যতীত রাজকোষ পূরণের অন্য উপায় নাই, অর্থ না হইলেও

*. They (the Mahrattas) detached a strong body to Bukchs Bunder (হিজলী) which they attacked, took and plundered; perpetrating everywhere the most execrable cruelties, cutting off the ears, noses and hands of many of the inhabitants whom they suspected of concealing the wealth or valuable moveables, sometimes carrying their barbarity so far as cutting of the breasts of women on the same pretence, neither sex or age proving any security against these enraged barbarians.—*Vide Holwell's Historical Events*, page. 135.

মহারাষ্ট্রীদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা যায় না, এজন্য নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ এদেশে কতকগুলি নূতন রাজকর স্থাপন করেন; ইহাতে মহারাষ্ট্রপীড়িত প্রজাগণ অধিকতর প্রপীড়িত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কালক্রমে এই সকল করের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। *

---

* পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা সে কালের বাঙ্গালার এক বৎসরের একটি রাজস্ব তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। ইহাতে রাজা তোড়ল মল্লের আসল-জমা-তুমারি-রখবা আলিবর্দ্দী ও সিরাজদ্দৌলার আমলের আবোআব এবং মীরকাশীমের কিফায়েৎ এই ত্রিবিধ রাজস্বের বন্দোবস্তের বিষয় দেখিতে পাইবেন। এই দেওয়ানী জমীর জমা অনুসারে ইংরাজ-কোম্পানী প্রথম রাজস্ব সংগ্রহ করেন।

প্রথম—আসল-জমা-তুমারি-রখবা।

খালসা সেরেস্তা বা দিল্লীর রাজকোষে প্রেরিত হইত	৬৭,৯৮,৩৮৬।/১১৸
নাজিম ও মুনসবদার বাবদ	২৫,১৮,০৬৯৸৴/১১॥
সাম্রাজ্যের বক্সীর জায়গীর বাবদ ...	১,১৫,০৯১৴।
মস্কুরত দেওয়ানী।—দেওয়ানের জায়গীর বাবদ ...	৪,৫৭,৬৩৬৴।
মস্কুরত থানাজাত।—ফৌজদার, থানাদার প্রভৃতি রাজ্যের শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী বাবদ ...	২,৪৮,৮২৩৴/১৸
	১,০১,৩৮,০০৬৸৴/১৯॥

দ্বিতীয়—আবোআব।

(অর্থাৎ আসল জমা ব্যতীত অন্য রাজস্ব।)

খাসনবিসি অর্থাৎ দিল্লীতে সম্রাটের নিকট নজরানা এবং বাঙ্গালার দুর্লভ দ্রব্য প্রেরণের জন্য যে ব্যয় পড়িত সেই টাকা পশ্চাৎকালে একটি কররূপে পরিণত হইয়া জমার সহিত মিলিত হয়	২,২২,২৩৩।৬৸

নন্দকুমার যে সময় হিজলীর রাজকর সংগ্রহ করেন, সে সময় নবাব আলিবর্দ্দী যুদ্ধব্যয় চালাইবার জন্য প্রজাদের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং নন্দকুমার মহারাষ্ট্রীয় পীড়িত প্রজাদিগের নিকট

চৌথ।—মহারাষ্ট্রাদিগকে দিবার জন্য নবাব আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক খালসা মহলের উপর টাকা প্রতি ৵২ = ক্রান্তি করিয়া কর ধার্য্য হয় ...	১১,০৫,২১৩৷৷১৭৷৷
নজরানা মনসুর।—মুর্শিদাবাদে মনসুরগঞ্জের নিকট রাজভবন নির্ম্মাণ জন্য সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক একটি কর ধার্য্য হয়	৩,৭০,০২৫৸৯।
পিলখানা।—নাজিমের হস্তিশালার খরচ বাবদ	২,১০,৯৩৮/১০
আবোআব ফৌজদারী।—জমীদারেরা আগে ফৌজদারকে যাহা দিত তাহা জমার সহিত মিলিত করা হয়	৬,০৫,৪৬৮/৫৸
চুণ।—নাজিমদিগের গৃহ নির্ম্মাণের চুণ সরবরাহ করিবার জন্য বিশেষতঃ নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক একটি কর ধার্য্য হয় ...	১,৫১,৮১৮৶১৪৸
চক-চাঁদনী।—মুর্শিদাবাদের বাজারের উপর কর ধার্য্য হয়	৩,৫৬০৸৶৫৷৷
স্থায়ী নজরানা।—জমীদারেরা নাজিমকে যে নজর প্রদান করিতেন তাহা জমাভুক্ত হয় ...	৪,৪১,৯৭৭৸৩
জের মাথাট।—খালসা কর্ম্মচারীদিগের ব্যয় সংকুলনের জন্য ইহা আদায় হইত ...	১,০১,৪১৬/৬
গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর আনয়ন ব্যয় জন্য কর	৮,০০০৲
সরাফ বা বাঁটা।—নবাব কাশীম-আলি-খাঁ আদায়ের উপর প্রতি টাকায় ৶৷৷ = ক্রান্তি কর ধার্য্য করেন	৪,৫৩,৪৮৮/৬।
	৩৬,৭৪,৪৩৬৸৵/৪৸

সম্যক্‌রূপে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। নবাবের টাকার বড় অনাটন হইয়াছিল; তিনি চিন্ময়-রায় রাঁয়াকে * অতিশীঘ্র টাকা আদায়ের জন্য হুকুম করিতে লাগিলেন। এ সময় নন্দকুমারের মহলে আশী হাজার টাকা অনাদায়, এ কথা ক্রমে ক্রমে চিন্ময়-রায়ের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি নন্দকুমারকে রাজধানী মুরশিদাবাদে আহ্বান করিয়া হিসাব নিকাস লইয়া কর্ম্মচ্যুত করেন। কলিকাতা কাউন্সেলের অন্যতম সভ্য বারওয়েল সাহেব তাঁহার ভগ্নীকে যে পত্রে নন্দকুমারের বিবরণ লেখেন, তাহাতে উল্লেখ আছে যে চিন্ময়-রায় নন্দকুমারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রত্যহ খালসা কাছারীর

তৃতীয় কিস্তায়ৎ বা হস্তবুতের মুনাফা।

কাশীমআলিখাঁ রাজস্ব সংগ্রহের প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিয়া নিজের প্রেরিত কর্ম্মচারিগণ দ্বারা হস্তবুত দৃষ্টে আদায় করেন ...	৪৮,৪৭,২৭৭/১৩।
১১৭২ সনের (যে সময় কোম্পানি দেওয়ানী প্রাপ্ত হন সেই বৎসরের) সকল প্রকার আদায় মিলিত মোট জমা, সিক্কাটাকা ...	১,৮৬,৫৯,৭২০৸৴১৪॥
বিশেষ দ্রষ্টব্য।—১১৮৩ সনে কমিটির বন্দোবস্ত অনুসারে মোট রাজস্ব ...	১,৭৭,৭৩,৭৭৫/৫।
বর্ত্তমান আদায় আসল ও আবোআব উভয়ের সমতুল	১,৩৮,১২,৪৪৩৶/৪।

—See *Franci's Revenues of Bengal.*

* শ্রীযুক্ত বারওয়েল সাহেব ইহাকে চায়েনরায় নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম চিন্ময়রায়। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন, কার্য্যপটু বলিয়া খুব যশ ছিল, এজন্য নবাব বড় শ্রদ্ধা করিতেন, রাজকার্য্যে ইহার চক্ষুলজ্জা মোটেই ছিল না এবং উপরোধ অনুরোধ গ্রাহ্য করিতেন না।

সম্মুখে আনয়ন করিয়া প্রহার করিতে আদেশ দেন। নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ, পুত্রের দুর্দ্দশার কথা অবগত হইয়া নবাবের প্রাপ্য টাকা প্রদান করিয়া পুত্রকে কারামুক্ত করেন। নন্দকুমারের শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিরা রটনা করেন যে, এই সময় হইতে পদ্মনাভ নন্দকুমারের উপর এরূপ বিরক্ত হন যে তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতেন না। * গ্রহ-পীড়িত নন্দকুমার, অদৃষ্টক্রমে রাজস্বসংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে, তাঁহার বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ পিতা যে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই এ কথা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কেন না রাজস্ব-বিভাগে কার্য্য করিতে গেলে দেনা পাওনা হইয়া থাকে, ইহা নূতন কথা নহে, বর্ত্তমান কালেও জমীদার-সেরেস্তার মধ্যে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

হিজলীর কর্ম্ম যাওয়ার পর নন্দকুমার চিন্ময়-রায়ের অধীনে কার্য্যের চেষ্টা না করিয়া, নবাব সা-আমেদজঙ্গের নায়েব হোসেনকুলিখাঁর অধীনে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গমন করেন। এই হোসেনকুলিখাঁ সিরাজ-দ্দৌলার হস্তে নিহত হইয়া ছিলেন। নন্দকুমার কুলিখাঁর অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন এ কথা চিন্ময়-রায় শুনিতে পাইয়া অনতিবিলম্বে তিনি খাঁ-সাহেবের নিকট নন্দকুমারের কুৎসাপূর্ণ এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। হোসেনকুলিখাঁ রায়রায়াঁর অনুরোধপত্র পাইয়া নন্দকুমারকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অস্বীকৃত হন। সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা কাহারও উপকার করা ভাল কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন না; নিজে তো করেনই না, অপর কেহ যদি কাহারও উপকার করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে সেই সৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে বিশেষ রূপে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। রায়রাঁয়

* Barwell's letter to his sister.

মহাশয়, এ ক্ষেত্রে ভাল কাজ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না, বিশেষতঃ জীবিকার জন্য যদি কেহ কিছু উদ্যোগ করে তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হিন্দুর চক্ষে বড় খারাপ দেখায়।

নন্দকুমার চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। একের কাছে বিফলমনোরথ হইয়াছেন, কিন্তু অন্য শত শত ব্যক্তির কাছে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা আছে, এই ধারণায় তিনি সেনানায়ক মুস্তফাখাঁর দরবারে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা সৈনিকবিভাগ, এখানে আর চিন্ময়-রায়ের আধিপত্য নাই, সুতরাং লাগালাগির ভয়েরও কারণ নাই। নবাব আলিবর্দ্দী-মহব্বতজঙ্গের নীচেই মুস্তফাখাঁর আসন, ইনি নবাবের ভাগ্যসহচর, ইঁহারই বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় নবাব বহু সংখ্যক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, এজন্য আলিবর্দ্দীখাঁ ইঁহাকে পদগৌরবে ও রাজসম্মানে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি ভাস্কররাম-পণ্ডিতের মৃত্যুর পর আলিবর্দ্দীখাঁ, মুস্তফাখাঁর কার্য্যপটুতায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু পাছে মুস্তফাখাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, এই ভয়ে নবাব স্বীয় অঙ্গীকার পালনে অমনোযোগী হইয়াছিলেন। মুস্তফাখাঁ কিন্তু নবাবকে তাঁহার অঙ্গীকার অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। এই উপলক্ষ করিয়া যে সময় উভয়ের মধ্যে একটা অসদ্ভাবের লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল, সেই সময়ে নন্দকুমার মুস্তফাখাঁর নিকট উপস্থিত হন। মুস্তফাখাঁ মনে করিয়াছিলেন, নবাব যদি তাঁহাকে বিহারের আধিপত্য সহজে প্রদান না করেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় বাহুবলে তাহা গ্রহণ করিবেন। এরূপ বিবেচনা করিয়া, তিনি নিজের অধীনস্থ সেনাদলের প্রাপ্য বেতন নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন। নবাব সেনাপতিকে

তুষ্ট করিবার জন্য কতকগুলি জমীদারের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করেন। মুস্তফাখাঁ নবাবের আদেশানুসারে জমীদারদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈনিকপুরুষদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার পড়িলে প্রায়ই অত্যাচার হইয়া থাকে, বিশেষতঃ মুস্তফাখাঁর উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, শীঘ্র শীঘ্র টাকা আদায় করিয়া আলিবর্দ্দীর সহিত সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করাই তাঁহার অভিপ্রায়, সুতরাং তিনি জমীদারদিগের সচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। নন্দকুমারের সহিত মুস্তফাখাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল; জমীদারেরা ইহা অবগত হইয়া এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহাদিগের জামিন হইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। বৈষয়িক কার্য্যে জামিন হওয়ার ন্যায় বিপজ্জনক বিষয় আর নাই। নন্দকুমার জমীদারদিগের উপকার করিতে স্বীকৃত হইয়া মুস্তফাখাঁর নিকট তাঁহাদিগের জামিন হইতে প্রতিশ্রুত হন। পরের উপকার করিতে গিয়া নন্দকুমার গুরুতর বিপদের বোঝা আপনার মস্তকে স্থাপন করিলেন। মুস্তফা অতি শীঘ্র শীঘ্র টাকা আদায় করিতে লাগিলে মহারাষ্ট্রলুণ্ঠিত জমীদারগণ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের দেয় সমস্ত টাকা প্রদান করিতে না পারায়, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। এখন তিনি জমীদারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের জামিন নন্দকুমারের উপর পতিত হইলেন এবং তাঁহার প্রধান প্রতিবাদী রায় রাঁয়া-চিন্ময়-রায়ের নিকট বন্দী করিয়া প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নন্দকুমার চিন্ময় রায়ের নিকট প্রেরিত হইলে বিশেষরূপে নিগৃহীত হইবেন, এই ভয়ে নন্দকুমারের জনৈক

সহৃদয় সুহৃদ্ মুস্তফার সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাঁহাকে গোপনে সতর্ক করিয়া দেন। নন্দকুমার পরের বিপদ দূর করিতে গিয়া নিজে বিপজ্জালে বেষ্টিত হইলেন। একদিকে সেনানায়ক মুস্তফা অপরদিকে রায়রাঁয়া-চিন্ময়-রায়, দুইজনই দুই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী; এরূপ অবস্থায় মুর্শিদাবাদে অবস্থান করা কোন রূপে নিরাপদ্ নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি গোপনে কলিকাতায় গমন করিলেন। ইহাই নন্দকুমারের কলিকাতায় প্রথম আগমন।

নন্দকুমার, মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিলে, মুস্তফাখাঁ তাঁহার অন্বেষণ করিবার অবকাশ পাইলেন না; কারণ সে সময়ে নবাবের সহিত মুস্তফাখাঁর বিবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। মুস্তফাখাঁ দরবারে আগমন করিলেই তাঁহাকে হত্যা করা হইবে এইরূপ ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। সেনাপতি এই সকল বিষয় অবগত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে পাঠান সেনাগণকে আলিবর্দ্দীর বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সমসেরখাঁ নামক জনৈক পাঠান-কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সহিত মিলিত হইল না। অবশেষে উভয়ে প্রায় ৬০০০ পাঠান সৈন্য লইয়া বিহার অভিমুখে গমন করিলেন। রাজ্যের মধ্যে এরূপ পরাক্রান্ত বিদ্রোহী সৈন্যকে অবস্থান করিতে দিয়া আলিবর্দ্দীর ন্যায় সন্দিগ্ধ ব্যক্তি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি পাটনায় দ্রুতগামী পত্রবাহক পাঠাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামতা জৈনুদ্দীনকে সসৈন্য অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং উপযুক্ত সৈন্য লইয়া বিদ্রোহিদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দোস্থানের ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক অর্ম্মে বলেন, মুস্তফা পাটনা ও সিকরিগলির মধ্যে কোন এক স্থানে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া নিহত হন, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসলেখক ষ্টুয়ার্ট বলেন, মুস্তফা এ যাত্রায় অযোধ্যার নবাবের

রাজ্যে পলায়ন করিয়া চুণারগড়ে আশ্রয় লন, পর বৎসর পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করিলে জগদীশপুরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জৈনুদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হন। ১৭৪৫-৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। মুস্তফার মৃত্যুর পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে রায়রাঁয়া-চিন্ময়-রায়ও পরলোকে গমন করেন।

সেনানী মুস্তফা এবং রায়রাঁয়া-চিন্ময়-রায় কিছুদিন নন্দকুমারের বিপক্ষতা করিয়া ছিলেন, এক্ষণে উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাজধানীতে নন্দকুমারের উল্লেখযোগ্য কোন শত্রু নাই। নন্দকুমার উভয়ের মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া আবার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। বারওয়েল বলেন যে, তিনি পুনরায় মুৎসুদ্দীগণের অনুরোধে সাতসইকা পরগণার রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হন। কিছু দিবস পূর্ব্বে যথায় তিনি বিশেষ রূপে নিগৃহীত হইয়া ছিলেন, আজ আবার তথায় তিনি সম্মানিত হইলেন। আজ যে ব্যক্তি নবাবের বিশেষ কৃপাপাত্র, কল্য তাঁহার উপর "বৈকুণ্ঠ" * বাসের হুকুম হইয়াছে, অনুগ্রহ নিগ্রহ সে সময় কমলদলগত-জলের ন্যায় অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। বিশেষতঃ হেষ্টিংস্-বন্ধু বারওয়েল সাহেব নন্দকুমারের নিগ্রহচিত্র খুব গাঢ় রঙ্গে চিত্রিত করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। বারওয়েল সাহেব বলেন যে, নন্দকুমার এই সময় হুগলীনিবাসী মীর হাবাতুল্লার † নিকট দুই হাজার টাকা ঋণগ্রহণ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে সাতসাইকার কর্ম্ম হইতে বরতরফ হন। কর্ম্মচ্যুত হও-

* একটি বিস্তৃত গর্ত্তে নানাবিধ ন্যক্কারজনক ও পূতিগন্ধযুক্ত পদার্থে পূর্ণ করিয়া হিন্দুদিগের বৈকুণ্ঠকে বিদ্রূপ করিবার জন্য ইহার "বৈকুণ্ঠ" নাম প্রদান করা হয়। ইহা মুর্শিদকুলিখাঁর সময়ে গঠিত হয়।

† ইনি মহারাজ-নন্দকুমারের পত্রোক্ত সেখ-হিদাতুল্লা।

য়াতে নন্দকুমার পুনরায় মুর্শিদাবাদে আসিয়া আপনার হিসাবপত্র খালসা কাছারীতে বুঝাইয়া দিয়া অন্যত্র জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

হুগলীতে আগমন।

সপ্তগ্রামের পতনের পর হইতে হুগলীর অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। এই নগরে পর্টুগিজ ডেনস্ ইংরাজ ফ্রেঞ্চ আরব প্রভৃতি নানাদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য আগমন করিতেন। ক্রমে ক্রমে ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর ও প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। মুশলমান ইতিহাসে ইহা "বকসী বন্দর" নামে অভিহিত হইত। এস্থানে একজন শাসনকর্ত্তা অবস্থান করিতেন, তাঁহার হস্তে নগররক্ষা এবং এ প্রদেশ শাসন করিবার ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি ফৌজদার নামে কথিত হইতেন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সেনানী মুস্তফা সমরক্ষেত্রে নিহত হইলে নন্দকুমার তাহার কিয়দ্দিবস পরে মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তাহার পর কিছু দিবস তাঁহার সাতসইকা পরগণার কার্য্য ও হিসাব প্রদান করিতে অতিবাহিত হয়। ইহাতে বোধহয় তিনি ১৭৪৮।৯ খৃঃ হুগলীতে গমন করিয়া থাকিবেন। হুগলীতে আসিয়া তিনি এক অভিনব বিপদে পতিত হইলেন। বারওয়েল সাহেব বলেন, নন্দকুমার মীর-হাবাতুল্লার নিকট যে দুই হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, তাহা আদায় করিবার জন্য মীর-সাহেব পাঁচ দিন পেয়াদা মশীর দিয়া তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। এ সময় নন্দকুমার যে পত্র লিখেন, তাহাতে কিন্তু টাকার কথা আদৌ উল্লেখিত হয় নাই। সুতরাং বারওয়েল সাহেব কথিত ঋণের কথা সত্য

কি না তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। নন্দকুমার যে কি কারণে এই অসীম ক্লেশ ভোগ করেন, বর্ত্তমান কালে সে রহস্য ভেদ করা দুরূহ। নন্দকুমার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বন্দী অবস্থায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্।

প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় ভায়া চিরঞ্জীবেষু।

পরমশুভাশীর্ব্বাদ শিবঞ্চ আগে তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে প্রাণ রক্ষা পাইতেছে পরং সকল সমাচার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মজুমদার দ্বারায় পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি তাহাতে জ্ঞাত হইয়া থাকিবে অদ্য চারিরোজ এথা পৌছিয়াছি ইহার মধ্যে একটী অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই নাসাগ্রে প্রাণ হইল ফজীহৎ * যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব তবে যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি সে কেবল তোমার রোকা খোসবাগে † পাইয়াছিলাম সেই ক্রমে জীবিত আছি সংপ্রতি যদি আমার প্রাণ রক্ষা করা থাকে তবে পত্র পাঠ করিবামাত্র শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মজুমদারের নিকট তুমি এবং শ্রীযুক্ত পিতৃব্য ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত দিননাথ সামন্ত ও শ্রীরামকান্ত মজুমদার সকলে যাইয়া শ্রীযুক্ত সেখ

* ক্লেশ।

† মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ ও ভাগীরথির পশ্চিম তটে খোসবাগ নামে একটি উদ্যান আছে, ইহাতে নবাব আলিবর্দ্দী, সিরাজদ্দৌল্লা প্রভৃতি সমাহিত আছেন। এই বাগানের নামানুসারে পার্শবর্ত্তী স্থান খোসবাগ নামে অভিহিত হইয়াছে।

হিদাতুল্লা জিউকে তাহার লিখন করিয়া পাঠাবা এই ধারাতে যে নন্দকুমারের ভাই ও উকিল সকলে এই খানে এক রফা করিয়া শ্রীযুক্ত ৺ সাহেবের পরওয়ানা করিয়া পশ্চাৎ পাঠাইবে সম্প্রতি নন্দকুমারকে তস্‌দি না দিবে যদি এরূপ লিখন নাগাদি ৩রা ভাদ্র এথা পৌছে তবে যে আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে নতুবা ব্যজ হইলে এ জন্মের মতন বিদায় হইলাম ইহা নিশ্চয় জানিবা যদি দুর্ভাগ্য বশত বাগহানিতে ঠেকিয়াছি তবে কমোবেশেতে তথাতে রক্ষা করিবা আমি তথায় পোঁছিয়া তাহার জায়দাদ করিয়া দিব অতএব এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার নাম লোপ হইল ইহা মকরূরর জানিবা নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোমদাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ * এথা পৌছে তাহা করিবা এ বিষয় এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা আমার দিব্য দিব্য আর এক পত্র আমি শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ মজুমদারকে লিখিলাম ইহা তাঁহাকে দিবা এবং লিখনের জওয়াবও সে জিউকে লিখন লইয়া রাতি বিরাতি এথা পাঠাইবা ইহাতে যদি কদাচিৎ গাফিলি কর তবে আমার হত্যার ভাগী হইবা এবং আমার অনাহুত অপমৃত্যু হইবে ইহা নিজস নিজস জানিবা আর সে খানে যে যে বড় মানুষ মুরুব্বী আছেন তাঁহাদিগের নামের ফর্দ্দ পাঠাই তাহাতে ওয়াকিব † হইয়া যেখানে যেমত ধারায় হয় সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া আমার উদ্ধারের চেষ্টা করিবা তোমাকে যে পুনশ্চ পুনঃ লিখি সে অধিক কেবল অতিক্রমে লিখিলাম শ্রীযুক্ত ৺ মহাশয়কে আমার সমাচার নিবেদন লিখিবে এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত কেবলকৃষ্ণ

* সংবাদবাহী।
† জ্ঞাত।

রায় ভায়াকে আমার জবানী আশীর্ব্বাদ অনেক অনেক লিখিবে অধিক কি লিখিব ইতি তারিখ ৩১ শ্রাবণ।

কাসীদরা যেমন তথায় পৌঁছে তাহার সমাচার লিখিবা এবং যে সময় বাহির হয় সে সময়ের সমাচার লিখিবা ও অতি শীঘ্র মজুমদারের লিখন সমেত এ কাসীদ জোড়িকে রাহি করিবা যদি পার তবে ২৷৷০ আড়াই টাকা আড়কাট * কাসীদকে তথায় দিবা ইতি।

ইং বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিননাথ সামন্ত জিউ তথা সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মজুমদার জী প্রণামা নিবেদনঞ্চ ও পরম শুভাশীর্ব্বাদ শিরঞ্চ বিশেষ সকল সমাচার মূল পত্রে জ্ঞাত হইবে এ যাত্রা যেরূপে রক্ষা হয় তাহা করিবা রাতি বিরাতি সমাচার লিখিবে প্রথমতঃ পত্র পাঠ মাত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ মজুমদারের দ্বারা সুচেষ্টা করিয়া তাহার লিখন রাতি বিরাতি নাগাদি ৩রা ভাদ্র এথা পৌঁছে তাহা করিবা তেসরা রোজ লিখন না পৌঁছিলে আমি মারা পড়ি এথানে কেহ জিজ্ঞাসিবার পাত্র নাই অতএব মজুমদারের লিখন রাতি বিরাতি পাঠাইবা আমার দিব্য আমার দিব্য যেথানে যে বিহিত চেষ্টা করিবা, জমাদারকে সেলাম কহিবা অবশ্য ইতি।

ইং পরম বন্দনীয় শ্রীযুক্ত পিতৃব্য ঠাকুর চরণেষু তথা মহামহিম শ্রীযুক্ত শতজীব বন্দোপাধ্যায় জীউ দণ্ডবৎ প্রণামা ও নমস্কারা নিবেদনঞ্চ আগে সকল সমাচার মূল পত্রে জ্ঞাত হইয়া যে যে বিষয় লিখিলাম চিত্ত দিয়া করিয়া করিয়া পাঠাইবেন ইহাতে গৌণ হয় তবে আমার নামে হাত ধুইবেন ইহা নিষ্কর্শ জানিয়া যে বিহিত তাহা করিবেন নাগাদি ৩রা ভাদ্র যাহাতে সকল জওয়াব আইসে তাহা করিবেন নিবেদন ইতি।”

* আরকটী টাকা।

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এই বিস্তৃত পত্রে কোন স্থানে টাকার কথা উল্লেখ করেন নাই। মজুমদারবংশীয় সূর্য্যনারায়ণ ও নন্দকুমারের পিতৃব্য রঘুনাথ রায়, ইঁহারা প্রত্যেকেই দুই চারি হাজার টাকা অল্প সময়ের মধ্যে অবলীলাক্রমে পাঠাইতে পারিতেন, ইঁহারা সকলেই উপার্জ্জনশীল এবং প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার অর্থের কথা আদৌ উত্থাপন না করিয়া তাঁহার প্রধান প্রধান অভিভাবক ও বন্ধুবর্গের নামের তালিকা পাঠান, তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া অনতিবিলম্বে হিদাতুল্লার নামে তাঁহার রক্ষাপত্র পাঠাইতে কনিষ্ঠকে আদেশ করেন। যদি টাকারই আবশ্যক ছিল তাহা হইলে কোন ধনবান্ অভিভাবক বা বন্ধুর নিকট লিখিলেই কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারিত। পত্র খানি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে বোধ হয় যে নন্দকুমারের সহিত হিদাতুল্লার কোন বিশেষ কারণে শত্রুতা ছিল; এই সূত্রে হিদাতুল্লা নন্দকুমারকে স্বীয় করতলগত করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। এই অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি কনিষ্ঠকে হিদাতুল্লার কাছে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। পত্রস্থ "শ্রীযুক্ত ৺ মহাশয়কে আমার সমাচার নিবেদন লিখিবে" এই পঙ্‌ক্তির শ্রীযুক্ত ৺ মহাশয় নন্দকুমারের গুরুদেব মালিহাটি নিবাসী ভগবদ্ভক্ত রাধামোহন ঠাকুর। কি বিপদে কি সম্পদে নন্দকুমার কোন সময়ে ইঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। ইঁহার কথা আমরা সময়ান্তরে উত্থাপিত করিব।

পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে নন্দকুমারের দ্বিতীয় ভ্রাতা কেবলকৃষ্ণ এ সময় বাটী ছিলেন না, তিনি হিজলী মহিষাদলের আমিন পদে নিযুক্ত থাকিয়া বহু দিবস যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সে সময় তিনি স্বীয় কর্ম্মস্থানে আবদ্ধ ছিলেন, এজন্য নন্দকুমার তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ লিখিতে আদেশ করেন।

নন্দকুমার এই পত্র মধ্যে অনেকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় পিতৃদেব পদ্মনাভ রায়ের কথা উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে বারওয়েল যে লিখিয়াছেন, নন্দকুমারের পিতা তাঁহার মুখদর্শন করিতেন না, এ কথা আপাততঃ সত্য বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু আমরা বিবেচনা করি এ সময় পদ্মনাভ জীবিত ছিলেন না। নন্দকুমার বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু আসন্নবর্ত্তী এইজন্য তিনি গুরুদেব, পিতৃব্যদেব ও ভ্রাতৃগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ রকম সঙ্কট সময়ে তাঁহার পিতৃদেব জীবিত থাকিলে তিনি যে তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন, এ কথা হিন্দুর নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

বারওয়েল বলেন, কমল-উদ্দীনের পিতা সেখ-রস্তম প্রতাপপুর হইতে এক জন ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ১৫ দিনের জন্য নন্দকুমারের জামিন হইয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করেন। রস্তমের পিতার সহিত নন্দকুমারের বহুদিবস হইতে সদ্ভাব ছিল। এই রস্তমের পুত্র কমল-উদ্দীনই পশ্চাৎকালে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া নামজাদা হইয়া গিয়াছেন। নন্দকুমার কারামুক্ত হইয়া চন্দননগরে গমন করেন এবং দুই হাজার টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল বার শত টাকায় বিক্রয় করিয়া তাহার মধ্য হইতে হাজার টাকা যিনি তাঁহার জন্য জামিন হইয়াছিলেন তাঁহাকে প্রদান করেন, এবং অবশিষ্ট দুইশত টাকা লইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন। বারওয়েল সাহেব, একটু বেশী মাত্রায় রং-চড়াইয়া লিখিয়াছেন যে, নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে আসিয়া যুবরাজ সিরাজদ্দৌলার দরবারে যাতায়াত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দরবারে গমন করিতে হইলে ভাল পোষাক ও ঘোড়ার দরকার, হাতে পয়সা না থাকায় নন্দকুমার প্রায় দুই হাজার

টাকা ঋণ করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করেন ;—কিন্তু দোকানদারদিগের বারংবার তাগাদায় দুই হাজার টাকার জিনিস এক হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া পঞ্চশত টাকা ঋণ পরিশোধ এবং অবশিষ্ট টাকা নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাখিয়া দেন। সাহেব আরও বলেন যে, এক দিন নন্দকুমার সিরাজদ্দৌলার নিকট গমন করেন, সে সময় তিনি রাজপ্রাসাদের একটি নির্জন কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। নন্দকুমার যুবরাজকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া তাঁহার কাণে কাণে কোন কথা কহেন, তাহাতে সিরাজ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বংশখণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু নন্দকুমার অত্যন্ত বলিষ্ঠ থাকায় সে যাত্রায় কোন রূপে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পান ; যদি অন্য কোন পুরুষ এরূপ ভাবে প্রহারিত হইত তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহ যমলোকে গমন করিত।

শ্রীযুক্ত বারওয়েল তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী মেরী-বারওয়েলকে নন্দকুমারের জীবনীর বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অপূর্ব্ব পদার্থ। হিংসাদ্বেষ থাকিলে শত্রুর নামে যাহা তাহা লিখিতে কিঞ্চিৎমাত্রও যে লজ্জার উদ্রেক হয় না, তাহার ইহা একটি সুন্দর উদাহরণ। বারওয়েল সাহেব নন্দকুমারের জীবনের ঘটনাপরম্পরা যেরূপ ক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে নন্দকুমার সম্ভবতঃ ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক প্রহারিত ও অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছিলেন বুঝা যায়। আমরা নন্দকুমারের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ কালে, একখানি অতি বহুমূল্য ফরাসী ভাষায় লিখিত দলীল প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানান্তরে আমাদিগকে ইহার বিষয় আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া এ স্থানে কেবলমাত্র তাহার একদেশ উল্লিখিত হইল। সেই দলীলে আমরা দেখিতে পাই ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরে, নন্দকুমার ফরাসী ইষ্ট-

ইণ্ডিয়া-কোম্পানিকে সাতান্ন হাজার আরকট টাকা ঋণ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি কিছু দিবস পূর্ব্বে দুই হাজার টাকার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত এবং গ্রসাচ্ছাদনের জন্য উত্তমর্ণ বণিকদিগের নিকট যারপর নাই অপমানিত হইতেছিলেন, সে ব্যক্তি ইহার কিছুকাল পরে বিদেশীয় মহাজনকে সাতান্ন হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে সমর্থ হন, এই আশ্চর্য্যজনক রহস্যের উত্তর কি? মনুষ্য বিদ্বেষ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে, শত্রুর নামে মিথ্যা কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদিগের রসময়ী রসনা কটু অম্লাদি রসপূরিত বাক্যে শত্রুর স্বরূপ বর্ণনে পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাঁহাদিগের সেই সকল বাক্যপরম্পরা ভদ্রসমাজে ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাই উহার একমাত্র উত্তর।

হতভাগ্য শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা নানাবিধ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শত্রু ও মিত্রেরা তাঁহার উপর কত রকম যে নিন্দা কুৎসা আরোপ করিয়াছেন, তাহা গণনাতীত বিষয়। সাহেবপ্রবর বারওয়েল বলেন, নবাব সিরাজদ্দৌলা প্রাসাদের নির্জ্জন কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, নন্দকুমার তাঁহার কাণে কাণে কি বলিলেন, আর অমনি নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া বাঁসের বাড়ি মারিতে হুকুম দিলেন। এ সময় সিরাজদ্দৌলার বয়ঃক্রম ১২ বৎসরের অধিক নহে। সুতরাং তাঁহার কাছে নন্দকুমারের চাকরীর উমেদার হইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইহা ব্যতীত নন্দকুমারের ন্যায় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষীয় বালকের কাণে চুপি চুপি তাহার চরিত্রকথা অথবা রাজনৈতিক উপদেশ প্রদান করিবেন, ইহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। দ্বাদশবর্ষীয় সিরাজ তখন যে মদ্যের তরঙ্গে কামিনীর ভ্রূভঙ্গে নিমগ্ন হইয়া তাহার প্রভাবে নন্দকুমারকে প্রহার করিবার আজ্ঞা প্রদান করি-লেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কোন অত্যাচার বা

আজগুবি ব্যাপার বলিতে হইলে তাহা সিরাজের সঙ্গে যেমন মিশ খায় তেমন আর কিছুতে হয় না। তাই সত্যপ্রিয় বারওয়েল সাহেব দেশকাল না ভাবিয়া মিথ্যাপবাদগ্রস্ত-সিরাজের স্কন্ধে ক্রোধের ভীষণ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নন্দকুমারকে লইয়া ক্রীড়া করিয়াছেন। *

মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে নন্দকুমার মধ্যে মধ্যে নবাব আলিবর্দ্দীর দরবারে গমন করিতেন। আলিবর্দ্দী সাধারণতঃ হিন্দুদিগের প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন। যে সময় তিনি বিহারপ্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন,

* সিরাজকে আমরা আদর্শ চরিত্রের পুরুষ বলিয়া মনে করি না। তিনি লম্পট ও অত্যাচারী হইলেও একেবারে হৃদয়বিহীন ও নির্ব্বোধ ছিলেন না। নিম্নলিখিত গল্পের মধ্যে তাঁহার লাম্পট্যের ও সহৃদয়তার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় সিরাজের অনুচরেরা তাঁহার জন্য একটি পরমা সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা আনয়ন করে। এই ঘটনায় দরিদ্র ব্রাহ্মণকে গ্রামস্থ লোকেরা "একঘরে" করে। ব্রাহ্মণ ইহাতে উন্মাদ হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন ও সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার দ্বারদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। সিরাজ, ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ একস্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বক্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, "তুমি আমাকে চেন না, আমার কন্যাকে আনার পর হইতে সকলে আমাকে একঘরে করিয়াছে।" সিরাজ এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তোমার কন্যা আমার কাছে আনার পর তো কখন তোমার বাড়ী যায় নাই, তবে কি জন্য লোকে তোমাকে একঘরে করে?" সিরাজ ব্রাহ্মণকে জাতে তুলিবার জন্য বঙ্গের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া, উক্ত ব্রাহ্মণ জাতিতে উঠিতে পারে কি না প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণের কোন দোষ নাই সে জাতে উঠিতে পারে, পণ্ডিতেরা এরূপ ব্যবস্থা দিলে সিরাজ তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মানিত করিয়া বিদায় দেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় সিরাজের হৃদয় কিরূপ ছিল তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

সে সময় এক জন হিন্দু জ্যোতিষী তাঁহার ভাবি উন্নতির কথা বলিয়া দিয়াছিল। * সেই সময় হইতে তিনি হিন্দু সাধু, সন্ন্যাসী ও ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং রাজধানীতে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মবিষয়ক নানাপ্রকার আলাপ করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। সম্ভবতঃ এই সময় রাধামোহন ঠাকুর নবাবের সহিত পরিচিত হন। এই মহাত্মা নন্দকুমারের হৃদয়ের উপর অসীম ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ছিলেন।

নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে থাকিবার সময় নবাব আলিবর্দ্দীর কাছে হুগলীর দেওয়ানী পদের জন্য প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিয়া তাঁহাকে হুগলীতে গমন করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। হেদায়ৎ আলি নামে এক ব্যক্তি সে সময় হুগলীতে ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার সহিত নন্দকুমারের সদ্ভাব ছিল না। নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ান হইয়া আগমন করিতেছেন, এ কথা ফৌজদার শ্রবণ করিয়া অবধি ঈর্ষানলে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। নন্দকুমার মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে হুগলীতে আগমন করিলেন। কি উপায়ে নন্দকুমারকে অপদস্থ ও অপমানিত করা যাইতে পারে, হেদায়ৎ আলি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়াছে, শাসন কর্ত্তারা কোথায় কি অত্যাচার অবিচার করিলেন, শীঘ্র তাহার প্রতিবিধান করিবার নবাবের অবকাশ না থাকায় মফস্বলের শাসনকর্ত্তারা অনেকটা যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। নন্দকুমার নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেও হিদায়ৎ আলির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলেন না। হুগলীতে অবস্থান করার ক্লেশ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিলে তিনি পুনরায় মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন।

* মুতাক্ষরীণ।

বারওয়েল সাহেব বলেন, নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। আমরা এ কথার প্রতিপোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। রাজধানীতে অবস্থান কালে সাদক-উল্লা নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত নন্দকুমারের বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা সাদক-উল্লার ভবনে গমন করিয়া সজ্জন-সমাগম-সুখ উপভোগ করিতেন। সাদক-উল্লা নন্দকুমারের আচার ব্যবহার বিনয় ও বিদ্যায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া কোন প্রকারে তাঁহার উপকার করিতে মনস্থ করেন। সাদক-উল্লার সহিত মহম্মদ-ইয়ার-বেগের খুব মিত্রতা ছিল। এই ইয়ার-বেগ এ সময় হিদায়তের পরিবর্ত্তে হুগলীর ফৌজদার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সাদক ইয়ার-বেগের সহিত নন্দকুমারের ভালরূপ পরিচয় করিয়া দেন এবং হুগলীর দেওয়ানী পদ তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্য বিশেষ রূপে অনুরোধ করেন। বারওয়েল সাহেব বলেন, ইয়ার-বেগের লাহোরীমল নামক একজন বিশ্বস্ত পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। ইয়ার-বেগ বন্ধুর অনুরোধ সত্ত্বেও নন্দকুমারকে কর্ম্ম প্রদান না করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত লাহোরীমলকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন, সুতরাং নন্দকুমারকে মুর্শিদাবাদে পুনরাগমন করিতে হইল। এই ঘটনার কিছু দিবস পরে লাহোরীমল, হুগলীবন্দরের শুল্ক সংগ্রহের কার্য্য, হুগলীর ফৌজদারের হস্ত হইতে পৃথক্ করেন। ফৌজদার, লাহোরীমলের কর্ম্মে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেওয়ানী পদ হইতে তাড়াইয়া দেন।

নন্দকুমার যখন অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে পতিত হইয়া কখন মুর্শিদবাদ কখন হুগলীতে গমনাগমন করিতে ছিলেন, সে সময় মহারাষ্ট্রীয়দিগের আলোড়নে পশ্চিম-বাঙ্গালা মথিত হইতেছিল। সকল সময়েই যে বাঙ্গালীরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে নিগৃহীত হইতেন এরূপ নহে। বাঙ্গা-

লীরা যখন সুযোগ পাইতেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের লোকেরা বিশেষ সাহস ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বীরভূমকে "বীর-ভুবন" নামে উল্লেখ করিয়া এ দেশের লোক যে অত্যন্ত সমর কুশল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। * বাঙ্গালীরা সে সময়ে অস্ত্র-চালনে অভ্যস্ত ছিলেন, স্বার্থরক্ষার জন্য বীরবেশে কৃপাণপাণি হইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতেন বলিয়া শত্রুর নিকটও সমরকুশল বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে বাঙ্গালীরা তীর বন্দুক ও তরবারী হস্তে শত্রুদিগের পশ্চাৎ অনুশরণ করিয়া তাহাদিগকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন।

এই সময় মুস্তফার অনুচর আলিবর্দ্দীর ভূতপূর্ব্ব সেনানী সমসেরখাঁ ও সরদারখাঁ পাটনার শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীনের কাছে গত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনরায় আলিবর্দ্দীর সৈনিক-দল ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়া পাঠান। কূট-নীতিপরায়ণ হাজিআহম্মদ এ সময় পাটনায় আগমন করেন। তিনি মনে করিলেন, ভাস্করপণ্ডিতের উপর যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এ স্থলেও সেই নীতি অনুসারে কার্য্য করিয়া পাঠান-কুল নির্ম্মূল করিবেন। পাঠানসেনানীদ্বয়, পাটনার অপর পারে আগমন করিলেন, উভয়পক্ষে মিত্রতাসূচক আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। জৈনুদ্দীন কতিপয় সহচর সহ সরদার-দ্বয়ের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এক দিন অপর পারে গমন করিলেন। পাঠানেরা যথেষ্ট সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। জৈনুদ্দীন সন্তুষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পাঠানদিগেরও পাটনা আসিবার একটি দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। গঙ্গা পার হইবার জন্য নবাব নৌকা সংগ্রহের আদেশ

* নাপুরকর ভোসল্যাংচ্যা সম্বন্ধাচে কাগজ পত্র ৯ পৃঃ।

করিলেন। পাঠানেরা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পাটনার সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন করিলেন। জৈনুদ্দীন পুনরায় আর একদিন পাঠানদিগের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিলেন। সেনাপতিদ্বয়ের নবাবকে দর্শন করিবার দিন স্থির হইল, প্রথম দিবস সরদারখাঁ দরবারে আগমন করিলেন। নবাব তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কতিপয় ভৃত্য ব্যতীত অন্যান্য সকলকে সে স্থান হইতে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সরদারখাঁ নবাবকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে, পর দিবস সমসেরখাঁ দরবারে গমন করিলেন। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সেই দিনও নবাব অনুচরবর্গকে স্থানান্তরিত হইতে আদেশ প্রদান করেন। নবাব, সমসেরখাঁ ও তাঁহারি অনুচরবর্গকে তাম্বুল প্রদান করিয়া সম্মানিত করিতে লাগিলেন। এই সময় জনৈক পাঠান, অসি নিষ্কাষণ করিয়া নবাব জৈনুদ্দীনকে আক্রমণ করিল। নবাব অসিকোষ মুক্ত করিতেছেন এমন সময়ে অপর একজন পাঠান প্রচণ্ড অসির আঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিল। নবাব পক্ষীয় লোকেরা বিভীষিকাগ্রস্ত হওয়াতে পাঠানগণ অবলীলাক্রমে নগর অধিকার করিলেন। হাজি-আহম্মদ বন্দী হইলেন, আফগানেরা তাঁহাকে গর্দ্দভের উপর আরোহণ করাইয়া মুখে চূণ ও কালি মাখাইয়া প্রহার করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনিলেন। হাজির অপমান ও ক্লেশের সীমা রহিল না। এই রূপে তিনি সপ্তদশ দিবস নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়া অবশেষে হলাহল পান করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। *

আলিবর্দ্দী, ভ্রাতা ও জামাতার মৃত্যু, আফগানদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, পাঠান হস্তে সিরাজের মাতা আমিনা বেগমের অবরোধ ইত্যাদি হৃদয়-

* Orme, Vol. II, page 41.

বিদারক সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শোকাবেগ কোনরূপে দমন করিয়া তিনি পদচ্যুত ও পদস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া যখন প্রাণস্পর্শী ভাষায় শোকোচ্ছসিত কণ্ঠে নিদারুণ দুঃখের কথা বর্ণনা করিলেন, তখন প্রত্যেকেই শোকাকুলচিত্তে তাঁহার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, কোরাণ স্পর্শ করিয়া একবাক্যে শপথ করিলেন।* নবাব তাহাদিগকে প্রাপ্য বেতন প্রদান করিয়া মহারাষ্ট্রা ভয় হইতে মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার নওয়াজেস-মহম্মদ ও আতাউল্লার হস্তে প্রদান করিয়া স্বয়ং বিজয়-বাহিনী পরিচালনা করিয়া বিদ্রোহী দল দলনার্থ বিহার প্রদেশে গমন করিলেন। সমসেরখাঁ পাটনা অধিকার করিয়া, বহুসঙ্খ্যক নূতন সৈন্য নিযুক্ত করিয়া আপনার শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দীকে বিশেষ রূপে বিপন্ন করিবার জন্য তিনি জানোজী পরিচালিত মহারাষ্ট্র-সেনার সহিত মিলিত হন। পাটনার দশ ক্রোশ পূর্ব্বে বাড় নামক স্থানে সমবেত শত্রু-সেনার সহিত আলিবর্দ্দীর সংঘর্ষণ হইল। অনেকে বলেন এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ভারতে অনেক কাল সংঘটিত হয় নাই।† অন্যান্য স্থলে আলিবর্দ্দী রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবার রাজ্যসম্পদ তো দূরের কথা, জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। মৃত্যু-ভয়-বিরহিত দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় সরদারখাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সমসেরখাঁ ত্বরিত গতিতে তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, তিনি

* Stewart's History of Bengal.

† Orme, Vol. II, page 43.

সকলকে সংযত করিয়া প্রোৎসাহিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল, ব্যক্তিগত বিভিন্নপ্রবৃত্তি এই সময়ে চলিয়া গিয়াছে, সকলেই এক হৃদয়ে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত। এই ঘোরতর যুদ্ধের সময় সমসেরখাঁ অসাধারণ যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুকথা পাঠানসৈন্যদলে প্রচারিত হইবা মাত্র, সকলেই ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সমসেরখাঁর পরাজয় দেখিয়া মহারাষ্ট্র সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আলিবর্দ্দী বিজয় লাভ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে দুহিতা আমিনা-বেগম ও অন্যান্য আত্মীয়গণের বন্ধন মোচন করিলেন। নেতৃবিহীন বিদ্রোহিদল যে যথায় পাইল তথায় পলায়ন করিল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় বিহারপ্রদেশে শান্তি স্থাপিত হইল। আলি-বর্দ্দীও মুর্শিদাবাদে প্রতিগমন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইয়ুরোপীয়দিগের বাণিজ্য।

নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ যে সময় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া প্রজারক্ষায় অপারগ হন, সে সময় তিনি প্রজাসাধারণকে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই আজ্ঞাবলে ইংরেজেরা কাশীমবাজারে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ গঠন এবং কলিকাতায় "মহারাষ্ট্র-খাত" খনন করেন। বাস্তবিক পক্ষে এই সময় হইতে ইয়ুরোপীয়েরা বাঙ্গালাদেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ করেন।

ইংরাজ, ফরাসী ও আরমানিদিগের সহিত নবাবী আমলের শেষ সময়ের ইতিহাসে বিশেষ রূপে জড়িত রহিয়াছে। নন্দকুমারও কার্য্যোপলক্ষে ইহাদিগের সহিত সময়ে সময়ে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। ইহাদিগের সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

ভারতবর্ষে ইয়ুরোপীয়দিগের আগমন পৃথিবীর ইতিহাসের একটি সর্ব্ব প্রধান ঘটনা। ইহার সহিত যে কেবল মাত্র ভারতের অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এরূপ নহে। ইয়ুরোপের মহতী শক্তিসম্পন্ন জাতি একেবারে শক্তিবিহীন হইয়াছেন, আবার যে জাতির নাম কেহ কখন কল্পনা করে নাই, সেই জাতিও জগতের মধ্যে সমৃদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহাতে আচারব্যবহার রীতিনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোরতর বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। গ্রীষ্ম ও শীতপ্রধান দেশের নানাবিধ দ্রব্যের স্রোত

উভয় দেশে প্রবাহিত হইয়া উভয় দেশের মনুষ্যসমাজ মধ্যে পরস্পরের জ্ঞান, অজ্ঞান ধন, ধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, রোগ, শোক প্রভৃতির আদান প্রদান হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইয়ুরোপখণ্ডে একটি মহা হুলস্থূল লাগিয়া যায়, বিশেষতঃ ইহা স্পেন ও পর্টুগালে বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। স্পেনবাসীরা আমেরিকা আবিষ্কারের মহাগৌরব লাভ করাতে, পর্টুগালের আপামর অধিবাসীরা আপনাদিগের দেশের মহত্ত্বতা বিস্তার করিবার জন্য অর্থশালীদিগের ধন এবং অন্য লোকের বুদ্ধি ও জীবন একত্র মিলিত করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই রূপ সংযোগ না হইলে পতিত দেশের উন্নতি অসম্ভব। পর্টুগালবাসীরা তাঁহাদিগের এক যাত্রার প্রযত্নে ভারতাগমনের পথ অবগত হন নাই। উপর্য্যুপরি অনেক অর্থ, অনেক জীবন এবং অনেক উদ্যম ক্ষয়ের পর তবে তাঁহারা সফলমনোরথ হন। যে জাতির লোকেরা একবারের চেষ্টায় কোন কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহাতে পুনরায় জীবন ও অর্থ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, সে জাতির উন্নতির পথ ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন। ধনবানেরা অর্থ ব্যয় করিতে যেরূপ কাতর দরিদ্রেরা জীবন ক্ষয় করিতে সেরূপ কাতর হয় না, পর্টুগালের সৌভাগ্য ক্রমে সে সময় সে দেশের ধনবানেরা দেশের গৌরব প্রচারের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন এবং দরিদ্রেরা স্বদেশের বিজয়-দুন্দুভি দূরতর প্রদেশে বিঘোষিত করিবার জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেন।

বাঙ্গালায় পর্টুগীজদিগের প্রধান আড্ডা হুগলী নগরী। এখনও হুগলীর সন্নিকট বাণ্ডাল নামক স্থানে তাঁহাদিগের ভজনালয় উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইঁহারা দিন কতক এ দেশে ভয়ঙ্কর অত্যাচার

করিয়াছিলেন; কখন ব্যবসায়ী বা কখন দস্যুরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। যশোরের অধীশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে ইঁহারা বঙ্গীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া এক সময় একপ্রাণে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৪৯৭ খৃঃ ৯ই জুলাই মাসে ভাস্কোডিগামা * অজ্ঞাতপথ অবলম্বন করিয়া ভারত উদ্দেশ্যে স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন। গামা নানা প্রকার বিপদজাল অতিক্রমণ করিয়া ১১ মাস পরে মালাবার উপকূলে কালিকট নামক বন্দরে উপস্থিত হন। এত দিন ভারতের উত্তর-পশ্চিম-দ্বার হইতে শত্রুরা আগমন করিয়া ভারত আক্রমণ করিতেন, এখন গামার আগমনের পর, ভারতাক্রমণের আর একটি প্রশস্ত পথ প্রকাশিত হইল। পর্টুগীজেরা প্রথম প্রথম অসাধারণ বিক্রম বুদ্ধিমত্ত্বা ও নৈতিক বলে, ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন †। যে সময় তাঁহাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার পাপস্রোতঃ প্রবাহিত হয়, সেই সময় হইতে তাঁহাদের অবনতি আরম্ভ হয়। ‡

---

* Vasquez de Gama.

† এই সময় পটু‍্গীজদিগের হৃদয় কিরূপ ছিল তাহা জনৈকশত্রুহস্তে বন্দী পটু‍্গীজের পত্রে বেশ ব্যক্ত হয়। "*Think of nothing but the glory and advantage of Portugal; if I cannot contribute towards your victory, at least let me not be the means of preventing it.*"—Abbe Raynal's Indios. Vol. I, Book I, page 94.

‡ In a short time the Portuguese preserved no more humanity or good faith with each other than with the natives. Almost all the states, where they had command, were divided into factions. There prevailed everywhere in their manners a mixture of avarice, debauchery, cruelty and devotion. They

এই প্রসঙ্গে আমরা ওলন্দাজদিগের বিষয় দুই একটি কথা কহিয়া পরে বক্তব্য বলিতে অগ্রসর হইব। ষোড়শ শতাব্দীর ডচেরা নৌ বলে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন। ইঁহাদিগের বাণিজ্য সে সময় ইয়ুরোপে সীমাবদ্ধ ছিল। ইঁহারা পর্টুগীজ আনিত ভারতীয় পণ্যজাত ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান্ হন। ঘটনাক্রমে ইঁহাদিগের সহিত পর্টুগালের অধীশ্বর দ্বিতীয় ফিলিপের ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহাতে ফিলিপ ডচদিগকে জব্দ করিবার জন্য উঁহাদিগের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ রহিত করিয়া দেন। ভারতীয় পণ্য না পাওয়াতে ডচদিগের আয়ের পথ বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। ভারতাগমনের নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য ইঁহারা উত্তর সমুদ্রের বরফ-রাশী অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় কর্ণে-লিয়স্-হাউটম্যান * নামক জনৈক অভিজ্ঞ ডচ দেনার দায়ে লিস্‌বনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বদেশবাসীদিগের উদ্যোগের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে ঋণ দায় হইতে মুক্ত করিলে তাঁহার ভারতীয় বাণিজ্য ও ভারত-

had most of them seven or eight concubines, whom they kept to work with the utmost rigour and forced from them the money they gained by their labour. Such treatment of women was very repugnant to the spirit of chivalry. The chiefs and principal officers admitted to their table a multitude of singing and dancing women, with which India abounds. Effeminacy introduced itself into their houses and armies. The officers marched to meet the enemy in palanquins. That brilliant courage, which had subdued so many nations, existed no longer among them.—*Abbe Raynal's History of Settlements and Trade in the East and West Indies*, Vol. I, Book I, page 141.

* Cornelius Houtman.

বর্ষবিষয়ক বহুদর্শিতা দ্বারা তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে এরূপ নিবেদন করেন। ওলন্দাজেরা এই রূপ লোক খুঁজিতেছিলেন। হাউটম্যানের কথা অবগত হইয়া তাঁহারা অনতিবিলম্বে তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া স্বদেশে আনয়ন করিলেন।

হাউটম্যানের প্রস্তাব সমাদরে গৃহীত হইল। "দূরদেশ-ব্যবসায়ি-দল" * নাম দিয়া একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে. গামার গমনের ঠিক একশত বৎসর পরে, ভারতবর্ষাভিমুখে চারি খানি জাহাজ প্রেরণ করেন। হাউটম্যান, নানাদেশ ভ্রমণ ও নানাবিধ পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ওলন্দাজদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি স্বদেশে গমনকালে আবদুল নামক একজন সুদক্ষ গুজরাতী মুসলমান নাবিককে সঙ্গে লইয়া যান। ইহার অল্পকাল পরে অনেকগুলি বণিকদল গঠিত হয় এবং এই সকল বণিকদল আপনার সুবিধার জন্য পরস্পরে পরস্পরের কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল; ইহাতে উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবার উপক্রম হইল। ১৬০২ খৃঃ ডচ সাধারণ-তন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণিকদলকে একত্র সম্মিলিত করিয়া "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি" নাম প্রদান করেন। ইঁহাদিগের এই শুভনাম গ্রহণ করিয়া পরে অন্যান্য দেশে অনেক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী গঠিত হয়। ডচদিগের সমবেত উদ্যমে অল্পকালমধ্যে তাঁহারা অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন। ইঁহাদিগের কার্য্য সকল অতি সুন্দররূপে ও সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইত; প্রত্যেক বিষয়ে ইঁহাদিগের দূরদর্শন, অধ্যবসায় কার্য্য-নিপুণতা ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সমবেদনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রথম হইতেই ইঁহারা পর্টুগীজ প্রভৃতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত ঘোর

* *The Company for the trade of remote countries.*

সংগ্রামে নিযুক্ত হইলেও ইঁহারা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গালায় চুঁচুড়াতে ইঁহাদিগের প্রধান আড্ডা ছিল।

ডচদিগের পর, ইংরাজেরা ভারতীয় বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন। ভারতে আসিবার পূর্ব্বে ইঁহারা তুরস্ক প্রভৃতি প্রদেশ এবং আর্কেঞ্জল আবিষ্কারের পর রুষদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন। ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ইঁহারাও উত্তর-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই সময় ড্রেক, ষ্টিফেন্স কেভানডিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাবিকগণ দক্ষিণ-সমুদ্র প্রদক্ষিণ এবং নানা সমুদ্রে বিচরণ করিয়া অত্যন্ত খ্যাতাপন্ন হন। স্বদেশবাসীদিগের সমুদ্রপর্য্যটন-পটুতায় উৎসাহিত হইয়া লণ্ডন নগরের অধিকাংশ অভিজ্ঞ ও অর্থশালী বণিক ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাজেশ্বরী এলিজেবেথের নিকট পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি-পত্র প্রাপ্ত হন। ৭২,০০০ বাহাত্তর হাজার পাউণ্ড * মূলধন লইয়া এই বণিকদল বিদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পাঁচ খানি দৃঢ়কায় জাহাজ সংগৃহীত হইল, ইহার মধ্যে একখানি খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ করা হইয়াছিল, ইহাতেই প্রায় ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড খরচ হইয়া যায়। জাহাজ গুলিতে ২৭,০০০ সাতাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের বাণিজ্যদ্রব্যে পূর্ণ করা হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত মূলধন ইহাতেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। কাপ্তেন জেম্‌স ল্যান্‌কেষ্টার নামক একজন অভিজ্ঞ নাবিক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮০ জন আরোহী লইয়া শুভদিনে শুভযাত্রা করিলেন †। ল্যান্‌কেষ্টার ভারতবর্ষ,

* সেকালের হিসাবে ১০৲ টাকায় এক পাউণ্ড ধরিলে ৭২০০০০৲ টাকা হয়।

† The early success determined the society who had intrusted their interests in the hands of this able man, to form

পূর্ব্বোপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহাতে বণিকগণ প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হন। ইংরাজদিগের ভারতীয় বাণিজ্যের শৈশবকালেই ডচেরা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন, ইঁহারা ইংরাজদিগকেও অপদস্থ ও বিতাড়িত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন. ইহাতে ভারতসমুদ্রে উভয়ের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ডচদিগের সহিত যুদ্ধ নিবৃত্ত হইতে না হইতে ইংরাজদিগের সহিত পর্টুগীজদিগের যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়, এই সকল যুদ্ধে ইংরাজেরা অসাধারণ বীরত্ব ও নির্ভিকতা প্রদর্শন করিয়া ইয়ুরোপীয় শত্রুদিগের নিকট হইতে আপনাদিগের স্বত্ব সংরক্ষণ করেন। ইঁহারা প্রথম প্রথম অসিবলে ভারতীয় হৃদয় অধিকারের চেষ্টা না করিয়া মনুষ্যোচিত ব্যবহারে ভারতবাসীদিগের প্রীতির পাত্র হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন *।

১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সাজাহান যে সময় দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতে ছিলেন, সে সময় তাঁহার একটি কন্যার কাপড়ে আগুন লাগিয়া শরীর পুড়িয়া যায়। কন্যার চিকিৎসার জন্য তিনি সুরাত নগর হইতে একজন ইয়ুরোপীয় চিকিৎসক প্রেরণ করিতে তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীকে আদেশ করিয়া পাঠান। সম্রাটের আদেশানুসারে বাউটন নামক একজন ইংরাজ-চিকিৎসক সম্রাট্‌শিবিরে গমন করেন এবং

settlements in India; but not without the consent of the natives. They did not wish to begin with conquests. Their expeditions were nothing more than the enterprises of human and fair traders. They made themselves beloved.—*Abbe Raynal's Indies.*

* A New History of the East Indies. Printed for R. and J. Dodsley, 1757.

শুভাদৃষ্ট ক্রমে সম্রাট্-কন্যার আরোগ্য সম্পাদন করেন। সম্রাট্, ডাক্তারের নিপুণতায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। ডাক্তার সম্রাটের অনুকম্পায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার স্বদেশীয়েরা বাঙ্গালায় যাহাতে কুঠী নির্ম্মাণ এবং শুল্ক ব্যতীত বাণিজ্য করিতে পারেন, তাহাই প্রার্থনা করিলেন। দয়ালু সম্রাট্ বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া ডাক্তারের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিলেন। হিন্দু কবি বলিয়াছেন যে, দিল্লীশ্বর অথবা জগদীশ্বরই মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ। স্বজাতিপ্রিয় বাউটন, ব্যক্তিগত বা বংশগত উন্নতির কামনা করেন নাই, কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বদেশবাসীদিগের শুল্করাহিত্যও প্রার্থনা করেন নাই। বাউটন উন্নতহৃদয় ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহার প্রসন্নতায় বাউটন স্বদেশবাসীদিগের জন্য এই দুর্লভ ক্ষমতা লাভ করিলেন, কয়জন ব্যক্তি তাঁহার মহত্ত্বতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন? ডাক্তার, সম্রাটের নিকট সনন্দ লাভ করিয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। এই সময় পিপলী বন্দরে একখানি ইংরেজের জাহাজ আগমন করে। বাউটন সম্রাট্দত্ত সনন্দবলে কোন রূপ কর প্রদান না করিয়া পণ্যদ্রব্য সকল বিক্রয় করেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বালেশ্বরে এবং হুগলীতে একটি কুঠী নির্ম্মাণ করেন *। ইহারা সময়ে সময়ে নবাব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা হইতে নিষ্কাষিত হইয়া আবার নবাব ও নবাবের কর্ম্মচারিগণকে বহুল পরিমাণে নজর ও ঘুষ দিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

* The English factors, wishing to make a great display of their success, caused the firman to be received with much ceremony, and to be saluted with three hundred guns, from the factory and the ships anchored opposite the town.—*Ibid*, page 309.

সে সময়ে, কখনও কখনও ইঁহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। যখন নবাবের কাছে কার্য্য উদ্ধারের আশা থাকিত না, তখন ইঁহারা সম্রাটের কাছে বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া স্বার্থ সাধন করিতেন। একসময় ইঁহারা সম্রাট্‌ আরঙ্গজেবের নিকট হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একখানি ফারমান প্রাপ্ত হন। এই আদেশপত্র যখন হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, সে সময় ইংরাজেরা যেরূপ সমারোহের সহিত সেই পত্রের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, প্রবল প্রতাপ রুষিয়ার অধীশ্বর ইংলণ্ডে গমন করিয়াও বোধহয় সেরূপ ভাবে অর্চ্চিত হন নাই। *

শোভাসিংহ, সম্রাটের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে আরঙ্গেব বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য স্বীয় পৌত্র আজিমকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। রাজপুত্র যে সময় বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন সে সময় ইয়ুরোপীয়েরা নানাবিধ বিচিত্র বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া কুমারের সন্তোষ সম্পাদনের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ইংরাজ কোম্পানিরা ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়া সা-জাদার প্রীতিবর্দ্ধন করেন। সা-জাদা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিঘাট নামক গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করেন। দেওয়ানের সাক্ষর ব্যতীত কুমারের আদেশপত্রে ভূস্বামী জমীদারেরা, ইংরাজদিগকে ভূমি বিক্রয় করিতে কেহ স্বীকৃত হইলেন না, ইহাতে আবার তাঁহারা অনেক উদ্যোগ, অর্থব্যয় ও খোসামোদ করিয়া সফলমনোরথ হন।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি গ্রামত্রয় লাভ করিয়া জমীদারদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া,

* Stewart's History of Bengal, page 252.

তাৎকালিক ইংলণ্ডাধিপতির নামানুসারে তাহার ফোর্টউইলিয়ম নাম প্রদান করেন।

আজিমসার পর মুর্শিদকুলি-জাফরখাঁ, বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করেন। ইনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজ বণিকদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে বৃটিস বণিকেরা উৎকোচ মহিমা এবং নানাপ্রকার অসদুপায়ের দ্বারা ফারমান ও নিশান প্রভৃতি হস্তগত করিয়াছেন। এজন্য তিনি ইংরাজদিগের নিকট বাৎসরিক তিন হাজার টাকা গ্রহণে স্বীকৃত না হইয়া হিন্দুপ্রজারা যে হারে শুল্ক প্রদান করে সেই হারে তাঁহাদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে কিংবা সর্ব্বদা তাঁহাকে ও কর্ম্মচারিবর্গকে নজর দিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। নবাবের এই আদেশে কুঠীর সাহেবেরা চিন্তিত হইয়া সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডের ডায়রেক্টার মহাশয়দিগের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইংলণ্ডের প্রভুগণ, তাঁহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজেরী কুঠীর অধ্যক্ষদিগের অভিযোগ ও আবেদন সহ দিল্লীতে একজন দূত প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন। যে সকল ব্যক্তি সম্রাট্ সমীপে নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য লইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্রাটের কৃপা পাইবার জন্য কখন সম্রাট শিবিরের অনুগমন, কখন আমিরবর্গের সন্তোষ সম্পাদনের জন্য উৎকোচ প্রেরণ করিয়াও ঈপ্সিত ফল লাভে সমর্থ হন নাই। অতঃপর বৃটিশ-বণিক ঈশ্বর কৃপায় নিম্নোক্ত ঘটনায় সম্রাটের অনুকম্পা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। বৃটিশদূতের দিল্লীতে অবস্থানকালে সম্রাট অত্যন্ত রুগ্ন হন। তাঁহার চিকিৎসকবর্গ কোন রূপে রোগ দূর করিতে সমর্থ না হওয়াতে তিনি ইংরাজ-চিকিৎসক হেমিণ্টন কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হন এবং অদৃষ্টক্রমে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। ইহাতে

সম্রাট হামিণ্টনের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য দ্রব্য প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। এইরূপে সম্রাটের প্রসন্নতা লাভ করিয়াও তাঁহারা ফারমান নিতান্ত সহজে প্রাপ্ত হন নাই। অন্তঃপুরের পরিচারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া দরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে ঘুস দিয়া অনেক ক্লেশের পর বৃটিশবণিক সম্রাট্-সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই সনন্দে ইংরাজবণিক কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন; সে সকলের মধ্যে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলিখাঁ ইহা অবগত হইয়া ঐ সকল গ্রামের জমীদারদিগকে ইংরাজবণিককে ভূমি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান, সুতরাং ইংরাজেরা উক্ত গ্রাম গুলি হস্তগত করিতে পারেন নাই। ঐ গ্রাম গুলি হস্তগত করিবার জন্য কলিকাতা কুঠীর সাহেবেরা অনেক দিন ধরিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে নবাবের সহিত কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ হয় এই ভয়ে ডিরেক্টারেরা উহা হইতে নিরস্ত হইতে আজ্ঞা করেন। *

এই সময় হইতে কলিকাতানগরীর উন্নতি আরম্ভ হয়। বহুসংখ্যক হিন্দু, মুসলমান, আরমানি ও পর্টুগীজ বণিক আগমন করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করেন। ইহাদিগের উন্নতির সহিত কলিকাতা বহুসংখ্যক সৌধমালায় বিভূষিত হইতে লাগিল। ইংরাজ কুঠীর সাহেবেরা আপনাদিগের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। নবাব যাহাতে কোনরূপে অসন্তুষ্ট না হন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সুমধুর বাক্যে

* Our business is trade, it is not political for us to be encumbered with much territory. (Letter to Bengal, 3d Feb. 1719.) Remember, we are not fond of much territory. (General letter to Bengal, 16th Feb. 1721).

তাঁহার স্তব-স্তুতি এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র মিত্র দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদিগকেও হস্তগত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত। বিশেষতঃ হুগলীর ফৌজদার যাহাতে কোনরূপে অপ্রসন্ন না হন সেজন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত থাকিতেন। * এ সময় ইংরাজ হৃদয়ে রাজ্য স্থাপন-স্পৃহা অঙ্কুরিত হয় নাই, কেবলমাত্র আপনাদিগের বাণিজ্যের বিস্তার সাধনই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

বর্গির হাঙ্গামার সময় ইংরাজবণিকগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ-ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন। কলিকাতা সুরক্ষিত করিবার জন্য এই সময়ে মহারাষ্ট্রখাত খণিত এবং বহুসংখ্যক লস্কর ভাড়া করা হইয়াছিল। ইংরাজ-বণিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার অধিবাসীরা পর্য্যন্তও সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। † সে সময়ে ইংরাজ-বণিকদিগকে সময়ে সময়ে বাঙ্গালীর বাহুবলের কাছে শিক্ষা-ভিক্ষাপ্রার্থ হইতে হইত, আবার বাঙ্গালীর বাহুবলের কাছে তাঁহারা অভয় প্রাপ্তও হইতেন।

সে কালের ইংরাজেরা বাঙ্গালীদিগের সহিত বেশ মিশিতেন, বন্ধুভাবে আমোদপ্রমোদে একত্রিত হইতেন। পূজা-পর্ব্ব উপলক্ষে ইয়ুরোপীয় কুঠীর সাহেবগণ নিমন্ত্রিত হইতেন, তাঁহারাও পূজা বাড়ীতে গমন করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে আপ্যায়িত করিতেন। কোন স্থানে যাত্রাদি হইলে ইয়ুরোপীয়েরা তথায় গমন করিয়া দর্শকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। কালনার নিকট আম্বুয়া (বর্ত্তমান অম্বিকা) নামক স্থানের "রামযাত্রা" ইয়ুরোপীয়দিগের বড় প্রীতিপ্রদ ছিল। কলিকাতার কুঠীর

* See Auber's Rise and Progress of the British Power in India. Vol. I, page 27.

† Director's Letter to Bengal, 12th March, 1743.

বড়সাহেব হলওয়েল ইহা প্রায়ই দেখিতে যাইতেন এবং সতীর অগ্নি-প্রবেশের দৃশ্য দেখিয়া বিশেষরূপে পুলকিত হইতেন। *

কতকগুলি ভদ্র ইংরাজ বাঙ্গালীদিগের সহিত যেরূপ মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতেন সেইরূপ কতকগুলি দুষ্ট ইংরাজ কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীকে দেখিয়া নাসিকাকুঞ্চন এবং সুযোগ পাইলেই ইহাঁদিগের সহিত পাশবব্যবহার করিয়া হৃদয় বিহীনতার পরিচয় প্রদান করিতেন। এই সকল ঘৃণিত বিষয় আমরা অধিক আলোচনা না করিয়া একটি মাত্র উদাহরণে সে সময়কার নিকৃষ্ট ইংরাজ চরিত্রের এক দেশ প্রদর্শন করিব। জব-চার্নকের নাম বঙ্গীয় ইতিহাস পাঠকের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। ইনি কলিকাতার স্থাপয়িতা বলিয়া ইতিহাস-লেখকদিগের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইনি ভারতীয়দিগের সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া বিশেষরূপে নামজাদা হইয়াছিলেন। ইনি এরূপ কঠোর হৃদয় ছিলেন যে তাহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। ইঁহার ভোজনকালে দুর্ভাগা বাঙ্গালীগণ ভোজন-কক্ষের সন্নিকট আনিত হইয়া প্রহারিত হইত, সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে ইহাদিগের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া চার্নক সাহেব ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। †

* Holwell's Interesting Historical Events, Pt. II, page 145.

† When any poor ignorant Native transgressed his Laws, they were sure to undergo a severe Whipping for a Penalty, and the Exeqution was generally done when he was at Dinner, so near of his Dining-room that the Grones and cries of the poor Delinquent served him for Musick. *Vide* Capt. Alexander Hamilton's *A New account of the East Indies*, Vol. II, page 8. (MDCCXXVII, Edinburgh).

পর্টুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের ভারতীয় বাণিজ্যে উন্নতি দেখিয়া ফরাসীসরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যের জন্য আগমন করেন। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে ইঁহারা ভারতীয় দ্রব্য সকল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। ভারতবর্ষের সহিত ইঁহাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য ব্যবহার থাকিলে স্বদেশীয় বণিকসম্প্রদায় প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হইবেন, এইরূপ আশা করিয়া তাঁহারা ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতাভিমুখে কয়েক থানি জাহাজ প্রেরণ করেন; কিন্তু জাহজগুলি দুরাদৃষ্ট ক্রমে উত্তমাশা অন্তরীপের সমীপবর্ত্তী হইলে প্রচণ্ড ঝটিকার প্রবল বেগে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হয়; ফরাসীস-বণিকেরা অনেক দিনের পর বহু ক্লেশে কোন রূপে প্রাণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

১৬০১ খৃষ্টাব্দে বৃটেগণী নগরে একটি বণিক সম্প্রদায় গঠিত হয়। তাঁহারা দুই খানি জাহাজে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য পূর্ণ করিয়া পাইরেড নামক জনৈক নাবিকের কর্ত্তৃত্বাধীনে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। পাইরেড বহু ক্লেশে মালদ্বীপে উপস্থিত হন এবং দশ বৎসর নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া বিফল মনোরথে ফ্রাঞ্চে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গিরড-লি-রয় নামক এক ব্যক্তি একটি বণিকদল স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বদেশে কয়েক থানি জাহাজ লইয়া গমন করেন। কিছু দিবস পরে তিনি নিরাপদে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করেন। এ যাত্রা তাঁহার পক্ষে ক্ষতিকর না হইলেও বিশেষ লাভজনক হয় নাই।

ফরাসীসেরা কিছু দিবস ভারতাগমন সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ম্যাডাগাস্কর-দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাণিজ্যের জন্য বিশেষরূপে উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধারণের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় তাঁহারা ম্যাডাগাস্কার-দ্বীপকে দ্বিতীয় স্বর্গরূপে বর্ণনা করিয়া ফ্রান্সের প্রধান প্রধান নগরে বহুল পরিমাণে বিজ্ঞাপন-পত্র বিতরণ করেন।

অনতিকালমধ্যে ইহারা অর্থ ও লোকবল সংগ্রহ করিয়া ম্যাডাগাস্কারাভিমুখে সেই সকল প্রেরণ করেন। ফরাসীসরা সে স্থানে আগমন করিয়া বাণিজ্যের জন্য সংগৃহীত অর্থ অসভ্য অধিবাসিগণকে পদানত করিবার উদ্দেশ্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই দ্বীপ পরিদর্শন কালে এক স্থানে তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে স্থবর্ণকণা প্রাপ্ত হন, ইহা প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, স্থবর্ণের আকর তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সেই খনি অনুসন্ধান ও খনন করিবার জন্য তাঁহারা অবশিষ্ট মূলধন ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা খনিতে স্বর্ণ ও ঈপ্সিত বস্তু না পাওয়াতে নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। এইরূপে এক সম্প্রদায়ের পতনের দ্বারা অন্য সম্প্রদায় উত্থান হইয়া ফরাসীবাসীর ধনজন ও উদ্যম ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে কলবার্ট নামক একজন বহুদর্শী পুরুষ ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দশ লুই ও তাঁহার মন্ত্রিগণের নিকট ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি নাম দিয়া একটি সম্প্রদায় গঠন করিবার প্রস্তাব করেন। কলবার্ট বহু যত্নের পর পঞ্চাশ বৎসরের জন্য বাণিজ্য করিবার অনুমতিপত্র লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেশ-বিদেশে সকল স্থানেই এই নূতন দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। ইহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য রাজকোষ হইতে প্রায় তের লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। এই কোম্পানির অধীনে যিনি প্রশংসার সহিত কার্য্য করিবেন তিনি বংশানুক্রমে উপাধি প্রাপ্ত হইবেন এবং কোন বিদেশীয় ব্যক্তি ইহাতে ৮০০০৲ টাকা প্রদান করিলে তিনি ফ্রান্সের অধিবাসী না হইলেও ফরাসী নাগরিকের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ নানা প্রকার প্রলোভন সম্বলিত পত্র চতুর্দ্দিকে ঘোষণা প্রচারিত হইল। আবার ফ্রান্সবাসীদিগের উদ্যমে অর্থ সংগৃহীত হইয়া

বিবিধ কতিপয় পণ্যদ্রব্যপূর্ণ-জাহাজ ভারতাভিমুখে ধাবিত হইল। ফরাসীরা সুরাত নগরে আগমন করিয়া একটি কুঠী নির্ম্মাণ করেন। প্রধান কর্ম্মচারী এই স্থানে অবস্থান করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে লোক প্রেরণ করিতেন, তাঁহারা পণ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিয়া সুরাতে পাঠাইলে তথা হইতে সেই সকল ইয়ুরোপে প্রেরিত হইত। সম্ভবতঃ ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহারা সুরাত নগরে আগমন করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই মহারাষ্ট্র-বীর ছত্রপতি-শিবাজী সুরাতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেন। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। ইহার কিছু দিবস পরে ইঁহারা স্বতন্ত্র ভাবে বাণিজ্য করিবার জন্য করমণ্ডল উপকূলে পণ্ডীচেরী নামক স্থানে কুঠী সংস্থাপন করেন।

বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তাখাঁর শাসন সময়ে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা চন্দননগরে কুঠী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারা ভারতীয় বাণিজ্যে বড় বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। লা-বরডেনিস, ডুপ্লে প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির অসাধারণ অধ্যবসায়ে ইহারা কিছু দিবস দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে ডুপ্লেই সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় বাহুবলের সাহায্যে ভারতবর্ষে ইয়ুরোপীয় রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যগণকে ইয়ুরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত করিয়া যুদ্ধনিপুণ করেন। ইনি দ্বাদশ বৎসর চন্দননগরে অবস্থান করিয়া ইহার অবস্থা অনেক উন্নত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পণ্ডিচেরি গমন করিয়া ফরাসীসদিগের ভারতীয় অধিকারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। এই অসাধারণ উদ্যমসম্পন্ন ব্যক্তি, ভারতবাসীদিগের হৃদয়ে ফরাসীদিগের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও গৌরবের কথা প্রবেশ করাইয়া এতদ্দেশীয় অধিবাসিগণকে ফরাসী জাতির পক্ষপাতী হইতে অভ্যস্ত করান। ফরাসীরা ইংরাজদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; ভারত-

বর্গীয়েরা, ইংরাজদিগকে দমন করিবার জন্য ইহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন ; ইহারাও অনেক সময় ভারতবাসীর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার হুগলীতে অবস্থানকালে চন্দননগরের ফরাসীসদিগের সহিত কার্য্যোপলক্ষে অনেকবার মিলিত হইয়াছিলেন। নন্দকুমার ইহাদিগের ব্যবহারে প্রীত হইয়া ফরাসী-পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। অনেক সময় তিনি ফরাসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি এবং অন্যান্য ফরাসীসকে টাকা ধার দিয়া তাঁহাদিগের উপকার করিয়াছিলেন।

সে কালে আর্ম্মানিরাও বাঙ্গলায় বাণিজ্যের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহারা কেবল মাত্র ব্যবসা লইয়া এদেশে থাকিতেন না, অনেক সময় তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। দিল্লীর দরবারে ইহাদিগের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। সম্রাটের অনুজ্ঞা বলে ইহারা স্বল্প শুল্কে বস্ত্র ও রেশমের ব্যবসা করিতে পারিতেন। বহরমপুরের কাছে সৈয়দাবাদ নামক স্থানে আর্ম্মানিদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। বর্ত্তমান কালে তথায় আর্ম্মানিদিগের একটি ভগ্নোন্মুখ ভজনালয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। খোজা-পেত্রুস নামক একজন আর্ম্মানি, মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া ছিলেন। ইনি মীরকাশীমের সেনানায়ক খোজা-গ্রেগারীর সহোদর ছিলেন ইংরাজদিগের সহিত মীরকাশীমের যুদ্ধকালে পেত্রুস-সহোদরকে ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। আর্ম্মানিরা এদেশীয় লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন, এতদ্দেশীরাও তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। সিরাজদ্দৌলার সময় হুগলীর সুবিখ্যাতবণিক খোজা-বাজিদ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

উপরিউক্ত বৈদেশীক বণিক ব্যতীত দিনেমার, সুইডেনবাসী, জর্ম্মান,

ইহুদী প্রভৃতি নানাদেশের লোকেরা নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য বাঙ্গালায় আগমন করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল, কার্পাসবস্ত্র, লাক্ষা, চিনি, তৈল, সোরা প্রভৃতি দ্রব্য স্বদেশে লইয়া যাইতেন। সে কালে আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া নানাদেশে প্রেরিত হইত। সে সকল বস্ত্রের উৎকৃষ্টতা ও সূক্ষ্মতার বিষয় যদি প্রামাণিক গ্রন্থকারগণ লিখিয়া না যাইতেন তাহা হইলে বর্ত্তমানকালে অনেকের কাছে তাহা উপন্যাসের কথা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। পাঠকদিগের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য আমরা এ সম্বন্ধে দুইটি গল্প উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে সে কালে নানাপ্রকার মসলীন কাপড় প্রস্তুত হইত, তাহার মধ্যে আভরণ নামক এক প্রকার বস্ত্রের এক খানির মূল্য ৪০০ টাকা, ইহার ওজন পাঁচ ভরি অপেক্ষা বেশী নহে। সম্রাট্ অথবা প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ এই বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। এক সময় সম্রাট্ আরঙ্গেবের একটি কন্যা তাঁহার সম্মুখে আগমন করেন; সম্রাট্ তাঁহার বস্ত্রাবৃত রোমাবলী দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মোটা কাপড় পরিবার জন্য আদেশ করেন। বালিকা পিতার কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি সাতটা জামা গায়ে দিয়াছি তবুও চর্ম্ম দেখা গেলে আমি কি করিব? এই বলিয়া তিনি শরীর হইতে একটি একটি করিয়া সাতটি জামা খুলিয়া ফেলেন। নবাব আলিবর্দ্দীর শাসনকালে একজন তাঁতি একখানি আভরণ কাপড় ঘাসের উপর শুকাইতে দেয়, তাহার অসাবধানতা বশতঃ একটা গরু ঘাসের সহিত তাহা ভক্ষণ করে, এই অপরাধে তাহাকে বিশেষরূপে দণ্ডিত ও ঢাকা হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল।

নবাবী আমলে তাঁতিকুল নির্ব্বিবাদে ও নিরুদ্বিগ্নে বস্ত্র প্রস্তুত করিত। এক সময় ঢাকা প্রদেশে এক জন সাহেব এক দিন প্রাতঃ-

কালে বাড়ী বসিয়া আটশত থান মসলীন ক্রয় করেন, বলা বাহুল্য বিক্রেতারা স্ব ইচ্ছায় তাঁহার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। পাঠক! এই সামান্য ঘটনায় একটু অনুমান করিয়া লউন যে, সে সময় আমাদের দেশে কি পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হইত। সে সময়কার তন্তুবায়েরা নিজের ব্যয়ে বস্ত্র বয়ন করিয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে তাহা বিক্রয় করিত। সিরাজ-দ্দৌলার রাজত্বের অবসান সময় হইতে তাঁতিকুলের অবনতি আরম্ভ হইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-বণিকদিগের রাজত্বকালে তাহা চরমসীমায় উপস্থিত হয়। জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানের অত্যাচারপ্রপীড়িত সাতশত ঘর তন্তু-বায় জ্বালাতন হইয়া ভিটা মাটি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভে কোম্পানির ভৃত্যগণ সকল প্রকার কাপড়ের একচেটে ব্যবসা করিয়াছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে মূল্য দিয়া কাপড় ক্রয় করিতেন, তাঁতিরা তাঁহাদিগকে বস্ত্র বিক্রয়ে অস্বীকৃত হইলে তাহারা আর রক্ষা পাইত না; অনেক সময় যথেষ্ট পরিমাণে ধন দিয়া, প্রহারিত ও শৃঙ্খলিত হইয়াও, কোম্পানীর ভৃত্য-বর্গের হস্ত হইতে তাহারা প্রাণ হইতে প্রিয়তর জাতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। তাঁতিরা যদি স্বেচ্ছাক্রমে কোম্পানীর বস্ত্র বয়নে প্রবৃত্ত না হইত তাহা হইলে তাহাদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া কর্ম্মে বাধ্য করা হইত। যখন তাঁতিরা এই সকল অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তখন তাহারা বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় কর্ত্তন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিত। এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচারে বাঙ্গালার তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়।

বাঙ্গালায় সে কালে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইত। কোম্পা-নীর ভৃত্যগণ কাপড়ের একচেটে ব্যবসা আরম্ভ করিবার সময় তুলার মণ ১৬।১৮ টাকায় বিক্রীত হইত; কিন্তু ইহার অল্প দিবস পরেই ২৮

হইতে ৩০ টাকা হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম হইতে যদি তুলা আসিত, তাহা হইলে কোম্পানীর ভৃত্যবর্গেরা নিজ ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শুল্ক সংগ্রহ করিত, এইরূপে বিদেশীয় তুলার আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। এই কাপড়ের ব্যবসা উপলক্ষে বহুসংখ্যক এদেশী লোক ধনবান্ হইয়াছিল এবং অসংখ্য ব্যক্তি জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিল, কিন্তু তাহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের দৌরাত্ম্যে নিঃস্ব ও জীবিকা বিহীন হইয়া পড়ে। *

নিম্ন বাঙ্গালা লবণ প্রস্তুতের জন্য সে কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশ হইতে লবণ লইবার জন্য দলে দলে কাশ্মীরী, মুলতানী, শিখ, সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসিদিগের মধ্যে গোঁসাইরা বাণিজ্য করিয়া বিশেষ ধনবান্ হইয়াছিলেন), ভাঁটিয়া প্রভৃতি নানা দেশের লোক আগমন করিত। ইহাতে আমাদের দেশের লোকেরা যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করিত। কোম্পানীর ভৃত্যগণ লবণের ব্যবসা একচেটে করায় বিদেশীয় বণিক্‌দিগের বাঙ্গালায় আগমনের পথ রোধ হইয়া যায়। বাঙ্গালায় লবণের ব্যবসায় অসংখ্য লোক প্রতিপালিত হইতেছিল, কিন্তু কোম্পানীর অবিচারে দেশীয় লোকদিগকেও বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগে আমাদের দেশীয় বাণিজ্য বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিগণের ভীষণ উৎপাতে অসংখ্য লোকের জীবিকা উচ্ছেদ হইয়াছিল। আমাদের দেশের লোকেরা যে অন্য দেশের লোকদিগকে বস্ত্র ও লবণ প্রদান করিতেন, সেই বহুকালবিস্তৃত অতীতকাহিনী স্মরণ করিলেও শরীর পুলকিত হইয়া উঠে।

* See Bolt's Consideration on Indian Affairs.

সপ্তম অধ্যায়।

হুগলীর দেওয়ান।

বঙ্গেশ্বর আলিবর্দ্দীখাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি এবং পাঠানদিগকে পরাজয় করিয়া বহুকালের পর নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ পাইলেন। এই সময় হইতে তিনি অন্য ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া প্রজাগণের উন্নতি-কল্পে মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

লাহরীমলের কর্ম্মচ্যুতির পর, নন্দকুমার, মুন্‌সী সাদক-উল্লার বিশেষ সহায়তায় হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি সাধারণের নিকট দেওয়ান নন্দকুমার নামে পরিচিত হন। হুগলীর ফৌজদারের হস্তে হুগলী, ২৪-পরগণা প্রভৃতি প্রদেশের শাসনভারের সহিত সৈনিকবলও ন্যস্ত থাকিত। অন্যান্য স্থলের ফৌজদার অপেক্ষা হুগলীর ফৌজদার নবাবের নিকট বিশেষ রূপে সম্মানিত হইতেন। এ স্থানের ফৌজদারকে সর্ব্বদা বৈদেশিক বণিক্‌দিগের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন ও তাঁহাদিগের পণ্য-দ্রব্যের উপর শুল্ক সংগ্রহ এবং পরস্পরকে বিবাদ-বিসংবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইত। কোন বৈদেশিক বণিক্ যদি নবাব-শক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে ফৌজদার তাহাদিগের কুঠী অবরোধ করিয়া আহার্য্যদ্রব্য-প্রাপ্তি রোধ করিয়া দিতেন। এই সকল কারণে এই স্থানে একজন বহুদর্শী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। পদমর্য্যাদায় ফৌজদারের নিম্নেই দেওয়ানের আসন। ফৌজদারের নিকট কোন

কার্য্য উদ্ধার করিতে হইলে লোকে সর্ব্বাগ্রে দেওয়ানের নিকট আসিয়া তাহার সুসিদ্ধ হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন। ফ্রেঞ্চ, ডচ্ ও ইংরাজ প্রভৃতি বণিক্-দল ফৌজদারকে বাৎসরিক পার্ব্বণী প্রদান করিতেন *। বলা বাহুল্য দেওয়ান মহাশয়ও এই পার্ব্বণী হইতে বঞ্চিত হইতেন না। নন্দকুমার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হওয়ায় বিদেশী বণিক্ ও জন-সাধারণের কাছে বিশেষরূপে সম্মানিত ও পরিচিত হইলেন।

এ সময় হুগলীর ফৌজদারকে কলিকাতার উপর বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখিতে হইত। ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী সম্রাট্ প্রদত্ত সনন্দবলে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। কলিকাতার ইংরাজগণ ও তাঁহাদিগের ভৃত্যবর্গ ছলনাপূর্ব্বক কোম্পানীর নামে নবাবকে শুল্ক প্রদান না করিয়া অবাধে বাণিজ্য করিতেন। ইহা রোধ করিবার জন্য উভয় পক্ষে অনেক সময় মনোমালিন্যের সঞ্চার হইত, কিন্তু অধিকাংশ সময় ইংরাজেরা ফৌজদার ও তাঁহার দেওয়ানকে নজরানা দিয়া এ ব্যাপার বড় বেশী গড়াইতে দিতেন না। † যখন এই বিবাদ অত্যন্ত গুরুতর হইত, তখন সময় সময় ইংরাজ-বণিকের বাণিজ্য-ব্যবসা কিছু

* ইংরাজ-বণিকেরা হুগলীর ফৌজদারকে বাৎসরিক ২৭,০০০৲ চলতি টাকা প্রদান করিতেন।—Long's Selections, page 8, দেখুন।

† We observed you have, in consequence of our recommendations for keeping upon good terms with the Government, made a present of a horse and wax-work to the Nawab, amounting to two thousend three hundred current Rupees, and to the Phousdar of Hugly and to his Dewan (Nund Kumar) about seven thousand Rupees. As we are sensible, a well-timed present may obviate many embarrassments, we hope these were such; and you may be assured, whenever they appear

দিনের জন্য বন্ধ হইয়া থাকিত। এতদ্ব্যতীত নবাবের কোন প্রজা উত্তরাধিকারী বিহীন হইয়া কলিকাতায় মরিয়া গেলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি নবাবেরই প্রাপ্য হইত, কলিকাতা কুঠীর সাহেবেরা অনেক সময় তাহা গোপন করিয়া আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন। এজন্য হুগলীর ফৌজদার ও দেওয়ানকে তাহাদিগের মতিগতি বিশেষ রূপে লক্ষ করিতে হইত। এই সকল কারণে কলিকাতা কুঠীর কর্ম্মচারিগণের সহিত নন্দকুমারের সবিশেষ পরিচয় হয়। নন্দকুমারের হুগলীর দেওয়ান হইবার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ সিরাজকে আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। *

সিরাজ মাতামহের উত্তরাধিকারিরূপে গৃহীত হইয়া, একবার হুগলী নগর পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে হুগলীতে বহুবিধ আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইল। নবাবের মনোরঞ্জনের জন্য সকলেই ব্যস্ত, রাজভক্ত হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণ আপনাদিগের অবস্থানুসারে যুবরাজকে নানা উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। যুবরাজের অনুগ্রহ পাইবেন বলিয়া ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিক্‌গণ নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া সবিনয়ে সিরাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সিরাজের নিকট তাঁহারা যথোপযুক্ত সম্মান পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। ইয়ুরোপীয় বণিক্‌সম্প্রদায় সকলেই সিরাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য

reasonable and necessary for the purpose of preserving harmony with the country Government, we shall always approve of them.—*Court's Letter*, Februay 11, 1756, para 58.

* সিরাজদ্দৌল্লা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকারী গৃহীত হন। কলিকাতার কুঠীর বড়সাহেবের পত্রে দেখা যায় যে সিরাজ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ রূপে হুগলীতে আসেন।—Stewart's Bengal, page 495. (London, 1893)

হুগলীতে আসিয়াছেন, কেবলমাত্র ইংরাজ বণিকেরাই অনুপস্থিত, ফৌজদার ও খোজাবাজিদ তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য হুগলীতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজদিগের প্রধান কর্ম্মচারী ড্রেক, ক্রুটেণ্ডন, বিচার প্রভৃতি সাহেবগণের সহিত বহুবিধ দ্রব্য লইয়া সিরাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সিরাজও আদবকায়দা অনুসারে ইংরাজ কুঠীর বড়সাহেবকে সম্মাননা করিয়া একটি শিরোপা ও একটা হস্তী প্রদান করেন। ইংরাজেরা ভাবি নবাবের অনুগ্রহভাজন হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে সিরাজ তাঁহাদিগকে ওলন্দাজ ও ফরাসীস অপেক্ষা একটু বেশী খাতির করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা নিজেকে অন্যান্য ইয়ুরোপীয়বণিক্ অপেক্ষা পরম ভাগ্যবান্ বোধ করিয়া কোর্ট-অব-ডায়রেক্টারদিগের অবগতির জন্য কালবিলম্ব না করিয়া এই শুভসংবাদ প্রেরণ করিলেন। *

পঞ্চদশবর্ষীয় সিরাজ হুগলীতে কিছুদিবস অবস্থান করিয়া পুনরায় মাতামহের নিকট মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। দূরদর্শী বৃদ্ধ নবাব তাঁহার প্রাণপ্রতিম সিরাজের মুখে তাঁহার রাজ্যভ্রমণের কথা অবগত হইয়া যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র পাঠান। এই পত্র পাইয়া বিদেশীয় বণিক্দল আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। †

হুগলীতে অবস্থান কালে নন্দকুমার রাজ-কার্য্য হইতে অবকাশ পাইলেই হালিসহরের সাধক-শিরোমণি রামপ্রসাদ, ত্রিবেণীর পণ্ডিত-

* Long's Selection.

† See Long's Selection.

প্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি ভক্ত ও মনিষিগণের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলাপ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া পরম সুখে সময় অতিবাহিত করিতেন। এ সময় তিনি কখন ভাটপাড়ার কখন বা চন্দননগরের ভবনে অবস্থান করিয়া সাধু-সজ্জন-সমাগম-সুখ সম্ভোগ করিতেন।

হুগলীতে কয়েক বৎসর কর্ম্ম করার পর মহম্মদ ইয়ারবেগ হুগলীর ফৌজদারীপদ পরিত্যাগ করেন, ইঁহার সহিত নন্দকুমারকেও দেওয়ানী-পদ হইতে অবসর লইতে হয়। ফৌজদারদিগের দেওয়ান নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের উপর অনেকটা নির্ভর করিত। তাঁহারা নবাবের অনুমতি লইয়া নিজের বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করিতেন। যিনি যে সময় ফৌজদার হইতেন তিনি সে সময় নিজের অনুগত ব্যক্তিকে দেওয়ানী পদ প্রদান করিতেন।

ইয়ারবেগের হুগলী হইতে দেওয়ান নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদা-বাদে হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য গমন করিতে হইল। ইয়ার-বেগ তাঁহার সুদক্ষ দেওয়ান নন্দকুমারের সাহায্যে সুচারু রূপে হিসাব নিকাশ প্রদান করিতে লাগিলেন। হিসাব সমাপ্ত হইবার সময়ে বঙ্গেশ্বর বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীখাঁ উদরীরোগে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত ছিলেন। তিনি মৃত্যু আসন্নবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া প্রিয়তম দৌহিত্রকে আহ্বান করিয়া নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু নবাব সর্ব্বপ্রথমে সিরাজকে সকল দোষের আধার মদ্যপান হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিলেন। সিরাজ মাতামহের অনুমতি অনুসারে তাঁহার সন্তোষের জন্য কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে আর কখন তিনি মদ্যপান করিবেন না। সিরাজ জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর এ প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন। সিরাজের হৃদয়ে যে দৃঢ়তা ছিল ইহা তাহার অতি উত্তম উদাহরণ। আলিবর্দ্দী দৌহিত্রকে



নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ।

নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "বৎস! ইংরাজ সমধিক শক্তিসম্পন্ন, সুযোগ পাইলেই সর্ব্বাগ্রে ইহাদিগকে দমন করিবে, ইহাদিগকে হীনশক্তি করিতে পারিলে তোমার আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। দেশের ভিতর যদি ইহাদিগের দুর্গ অথবা সৈন্য থাকিতে দাও তাহা হইলে এদেশের আশা তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, যদি দেশ রাখিতে ইচ্ছা কর তবে সর্ব্বাগ্রে ইংরাজ-শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে।" * বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ নবাব, দৌহিত্রকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ষোড়শ বৎসর রাজত্বের পর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেলে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

* "My son, the power of English is great; reduce them first; when that is done, the other European nations will give you little trouble. Suffer them not to have factories or soldiers; if you do, the country is not yours. I would have freed you from this task, if God had lengthened out my days.—The work, my son, must now be yours. Reduce the English first; if I read their designs aright, your dominions will be most in danger from them. They have lately conquered Angria, and possessed themselves of his country and his riches. They mean to do the same thing to you: they make not war among us for justice but for money. It is their object; all the Europeans come here to enrich themselves; and on pretence of private contests between their kings, they have seized the country of the king, and divided the goods of his people between them. Love of dominion and gold hath laid fast hold of the souls of the Christians, and their actions have proclaimed over all the East, how little they regard the express precepts they have received from God. They believe not that life and immortality which is brought to light by their revela-

অষ্টম অধ্যায়।

ইংরাজদিগের দুর্গতি।

আলিবর্দ্দীর দেহাবসানের পর, নবাব মন্সুর-উল্-মুল্ক সিরাজদ্দৌলা শাহকুলীখাঁ মিরজা মহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর নির্ব্বিবাদে বঙ্গের মস্‌নদে উপবেশন করিলেন। সিরাজ সিংহাসনে বসিবার ২।১ দিবস পরেই, ইংরাজেরা কলিকাতায় যে নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিতেছে, তাহা ভাঙ্গিতে এবং রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দিবার জন্য তথাকার বড়সাহেবকে একখানি পত্র লিখেন; এই পত্রখানি তিনি গুপ্তচর বিভাগের অধিপতি রামরাম সিংহের ভ্রাতার হস্তে দিয়া প্রেরণ করেন। কৃষ্ণদাসের পিতা রাজবল্লভ, হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যুর পর ঢাকার শাসনকর্ত্তা নওয়াজিস্ মহম্মদের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। মুর্শিদাবাদে সিরাজ-পিতৃব্য নওয়াজিসের মৃত্যুর পর রাজবল্লভ তাঁহার স্ত্রী

---

tion. They act in defiance of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce the English to the condition of slaves, and suffer them not to have factories or soldiers; if you do, the country will be theirs, not yours. They who, we see, are everyday using all their policy and their power, against what they themselves say, is the law of the Most High, are only to be restrained by force"—*Parker's Evidence*, page 34.

ঘাসিটা বেগমের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। সে সময় অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে রাজবল্লভ ইংরাজদিগের সাহায্যে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং ঘাসিটা বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আলিবর্দ্দীর অন্যতম জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র সইয়দ আহম্মদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নবাবের মৃত্যুর পর, তিনিই বঙ্গের রাজতক্তে আরোহণ করিবেন। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় তিনি আলিবর্দ্দীর পূর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকেতজঙ্গকে, এক শ্রেণীর লোক বাঙ্গালার নবাব করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা পূর্ব্ব হইতেই এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন। তাই তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন, এবং সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই কলিকাতার প্রধান সাহেবকে ধনাদির সহিত রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়া পাঠান। সে কালের ইয়ুরোপীয় বণিকেরা অনেক সময় নবাব-নিগৃহীত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে নন্দকুমার যখন মুস্তফার ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, সে সময় তিনি কলিকাতায় ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপদ্ বিহীন হন। ইংরাজেরা নবাবের অধীনে অবস্থান করিয়াও অর্থলোভে গোপনভাবে নবাব-নিগৃহীত প্রজাগণকে আশ্রয় দানে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস ঢাকা হইতে ধনজনপূর্ণ নৌকা লইয়া জগন্নাথদেব দেখিবার ছল করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এ সময় বড়সাহেব ড্রেক, কলিকাতায় উপস্থিত না থাকিলেও অর্থের গন্ধ এবং ঘাসিটা বেগমের সর্ব্বময় কর্ত্তা রাজবল্লভের অনুরোধ থাকায় কাউন্সলের সভ্য সাহেবেরা কোনরূপ

আপত্তি না তুলিয়া কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় আশ্রয় প্রদান করেন। দেখিতে গেলে এই কৃষ্ণদাসই নবাবের সর্ব্বনাশের এবং ইংরাজদিগের বঙ্গ-রাজ্য প্রাপ্তির একটি ক্ষুদ্রতম কারণ। *

সিরাজ, মাতামহী দ্বারা মাতৃস্বসা ঘাসিটা বেগমের মনোমালিন্য ক্ষালন করিয়া তাঁহাকে মতিঝিল † হইতে আনয়ন করিলেন, এবং রাজ-প্রাসাদে মাতা ও মাতামহীর কাছে অতি সমাদরের সহিত রাখিয়া দেন। এই সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদের চক্রান্তকারীদিগের কুচক্র সম্পূর্ণ-রূপে উন্মূলিত করিয়া পূর্ণিয়ার অধিপতি সকেতজঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। সিরাজ যখন তাঁহার বিপুল-বাহিনী পরিচালনা করিয়া রাজমহলে উপস্থিত হন, সে সময় কলিকাতা কুঠীর বড়সাহেবের পত্র সিরাজের হস্তগত হয়। ড্রেক কৃষ্ণদাসের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া,

* A pernicious custom had for some time prevailed in these countries. The governors of all the European settlements took upon them to grant an asylum to such of the natives of the country as are afraid of oppression or punishment. As they received very considerable sums in return for their protection, they overlooked the danger to which the interests of their principals were exposed by this proceeding. One of the chief officers of Bengal, who was apprized of this resource, took refuge among the English at Calcutta to avoid the punishment due to his treachery. He was taken under their protection. The Subah, justly irritated, put himself at the head of his army, attacked the place, and took it. He put the garrison into a close dungeon where they were suffocated in the space of twelve hours. Three and twenty of them only remained alive.—Abbe Raynal's Indies. Book III, Vol. I, page 441-2.

† বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব-দক্ষিণ আধ ক্রোশ দূরে।

তাঁহারা নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর করেন নাই, ফরাসীসদিগের আক্রমণ-ভয়ে কেবল মাত্র দুর্গের জীর্ণ সংস্কার করিতেছেন, ইত্যাদি ফাঁকা কথায় নবাবের পত্রের উত্তর প্রদান করেন। সিরাজ ইহাতে ইংরাজ-দিগের উপর অতি মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমূলে ইংরাজকুল উন্মূলিত করিবার জন্য সৈন্যগণকে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সিরাজ মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া কাশীমবাজার দুর্গ অবরোধ করিতে সৈন্য প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে কাশীমবাজারের কুঠী হস্তগত হইল, ইহার সহিত তিনি বহুল পরিমাণে বারুদ গোলা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ দ্রব্য প্রাপ্ত হন। ইংরাজদিগের ভিতরে ভিতরে ইচ্ছা ছিল যে এই সকল গোলাগুলি আশ্রয়দাতা নবাবের বিরুদ্ধে ব্যব-হার করেন, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা না হইয়া ইংরাজদিগের উপর তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সিরাজ মুর্শিদাবাদে বেশী বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে গমন করিলেন। ইংরাজেরা নবাব-সৈন্যের সহিত কয়েক দিবস যুদ্ধের পর দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। বন্দী ইংরাজগণকে ইংরাজ-ব্যবহৃত একটি কারাগৃহে রাখা হইয়াছিল, ইহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাই ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" বলিয়া সুপরিচিত। *

নবাব ইংরাজগণকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিয়া, বর্দ্ধমানের দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর কলিকাতা প্রদেশের ভার অর্পণ করেন।

* শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি সু-লেখকগণ বলেন যে অন্ধকূপ হত্যা আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রথমোক্ত লেখকই এ বিষয় সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করেন।

এই সময় মির্জা মহম্মদ আলি নামক এক ব্যক্তি নবাবের অনুকম্পায় কিছু দিবস হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাব কলিকাতা প্রদেশের বন্দোবস্ত করিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন। এই সময় হইতে ইংরাজ লেখকগণ নবাব পরম অত্যাচারী, প্রচণ্ডকর্ম্মা ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হন। *

নবাব মুর্শিদাবাদে আসিয়া পূর্ণিয়া আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি হুগলীর ফৌজদারের অকর্ম্মণ্যতায় অসন্তুষ্ট হইয়া সেখ উমরউল্লা নামক এক ব্যক্তিকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া হুগলী প্রেরণ করেন।

নন্দকুমার হুগলীতে যে সময় আগমন করেন, সে সময় ইংরাজ বণিক্‌গণ ফল্‌তায় অবস্থান করিয়া মান্দ্রাজ হইতে সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে নিরুপায় বণিক্‌দলের দুর্বুদ্ধি দূর হইলে পুনরায় তাঁহার নিকট তাহারা আগমন করিয়া অন্যান্য প্রজার ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, † তাই তিনি তাহাদিগকে দেশ হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন নাই। ক্ষুদ্রতম রোগ ও শত্রুকে সমূলে বিনাশ না করিলে তাহা কালক্রমে ঘোরতররূপ ধারণ করিয়া মহা বিপদ্ আনয়ন করিয়া থাকে। কতিপয় বিদেশীয় বিপন্ন বণিক্-শত্রু ফল্‌তায় অবস্থান করিয়া সিরাজের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া পরে তাঁহারা তাঁহাকে সমূলে বিধ্বংস করে।

* Surajahdowla, after his taking Calcutta, had behaved with such insolence aud cruelty towards his own subjects, that several considerable persons of his court entered into a confederacy to depose him.—*Parker*, page 9.

† See *Parker's Evidence*, page 47.

সিরাজ মাণিকচাঁদ, নন্দকুমার প্রভৃতির উপর কলিকাতা প্রদেশের রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া ইংরাজ-দমন চিন্তা হইতে কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন। এক্ষণে পূর্ণিয়ার অধিপতি সকেতজঙ্গই একমাত্র সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী। সকেতজঙ্গ, সম্রাট্‌-দত্ত সনন্দ হস্তগত করিয়া নিজেকে সুবা-বঙ্গের প্রকৃত নবাব বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এই সময় সিরাজ রাসবিহারী নামক একজন বাঙ্গালীকে পূর্ণিয়ার অন্তঃর্গত বীরনগর স্থানের ফৌজদার নিযুক্ত করিবার জন্য সকেতের কাছে এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। সকেতজঙ্গ সিরাজের পত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজেকে বাঙ্গলার প্রকৃত নবাব বর্ণন করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার কোন নিভৃত গ্রামে গমন করিতে আদেশ করেন। সিরাজ সকেতের গর্ব্বিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য দ্রুতগতিতে পূর্ণিয়া অভি-মুখে গমন করিলেন, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, এবং ব্যসনাসক্ত অকর্ম্মণ্য সকেতজঙ্গ যুদ্ধস্থলে গোলকাঘাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন।

সিরাজ পূর্ণিয়া প্রদেশে শান্তি সংস্থাপন, করিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। এ সময় তিনি হুগলীর ফৌজদার সেখ উমর উল্লাকে পদচ্যুত করিয়া নন্দকুমারকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। নন্দ-কুমার বহুকাল হুগলীতে অবস্থান করিয়া ইয়ুরোপীয় চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি। *

* মাণিকচাঁদ সে সময়কার একজন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচাঁদের আত্মীয় এবং দেওয়ান ছিলেন। তিনি পাছে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এই ভয়ে নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ তাঁহাকে রাজ-সম্মানে বিশেষরূপে সম্মানিত করেন। Orme বলেন পলাসির যুদ্ধের পূর্ব্বে মাণিকচাঁদ কিছু দিবস হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

নন্দকুমারের হস্তে হুগলীর ফৌজদারের কর্ম্ম ন্যস্ত হইলে, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অধ্যবসায়ের সহিত হুগলী প্রদেশ রক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বজবজ দুর্গ পুনঃ সংস্কৃত হইয়া তাহাতে সুদক্ষ সৈন্য সকল সন্নিবেশিত হইল। ইংরাজের আগমন রোধ করিবার জন্য কলিকাতার দক্ষিণ আলিগড় নামে একটি নূতন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহার অপর পারে তানা দুর্গ; ইহার গঙ্গার দিকের ভাগ বেশ ভাল করিয়া মেরামত করা হইয়াছিল। তানা ও আলিগড়ের মধ্যে গঙ্গা অত্যন্ত সংকীর্ণ; নন্দকুমার এই স্থানটা ইট দিয়া বুজাইয়া দিবার মনস্থ করিলেন। এই স্থান বন্ধ হইয়া গেলে ইংরাজেরা আর তাহাদিগের জাহাজ লইয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া নন্দকুমার দুইখানি জাহাজ ক্রয় করিয়া তাহাতে ইষ্টক পূর্ণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

নৃপতি দুর্ব্বল হইলেও যদি তিনি প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারি-পরিবেষ্টিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরাজয় করা নিতান্ত সহজ নহে। সেইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির ভৃত্যগণ বিশ্বাসঘাতক হইলে তিনি সহজেই শত্রুর পদতলগত হন। সিরাজের অবস্থা শেষোক্ত নরপতির সমতুল্য। সিরাজ মাণিকচাঁদকে কলিকাতা প্রদেশ শাসন ও রক্ষা করিবার ভার প্রদান করিয়াছেন, মাণিকচাঁদ এ সকল কার্য্য না করিয়া ইংরাজদিগের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণা চালনা করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া তাঁহারা অনায়াসে আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্ত হন, তাহার জন্য তিনি ফল্‌তার কাছে হাট বসাইবার হুকুম প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বিশেষরূপে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। *

* Long's Selections from unpublished Records of Government page 77.

নন্দকুমার যে সময় বর্ত্তমান শিবপুর ও মেটেবুরুজের মধ্যে ইট বোঝাই জাহাজ ডুবাইয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সে সময় ইংরাজেরা মান্দ্রাজ হইতে আগত দলবল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কলিকাতা অধিকার করিবার জন্য ফল্‌তা হইতে বহির্গত হন। মাণিক-চাঁদ এ সংবাদ অবগত হইয়া ইংরাজদিগের গতিরোধ করিবার জন্য কলিকাতা হইতে বজবজ দুর্গে গমন করিলেন। নবাব-সৈন্যের সহিত ইংরাজ-সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল; প্রথমতঃ নবাব-সৈন্য বেশ ধীরতার সহিত ইংরাজ-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সামান্য যুদ্ধে বহুসংখ্যক সিপাহি এবং ২০ জন ইয়ুরোপীয় মৃত ও আহত হয়। যুদ্ধকালে যখন একটি গোলোক মাণিকচাঁদের শ্রুতিমূলে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত কথা স্মরণ করাইয়া শন্‌শন্ করিয়া গমন করিল, তখন আর তিনি বজবজ দুর্গ রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া দ্রুতগতিতে কলিকাতা ও হুগলী হইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইংরাজেরা বজবজ দুর্গ অধিকার করিয়া সর্ব্বাগ্রে কয়েক খানা যুদ্ধ জাহাজ কলিকাতা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তানা দুর্গের নিকট অবস্থান করিয়া নন্দকুমারের কার্য্যে বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দকুমার, গঙ্গার গর্ভে ইট বোঝাই জাহাজ ডুবাইয়া রাখিতে পারিলেন না, সুতরাং ইংরাজেরাও নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় নবাব-সৈন্যেরা নায়কবিহীন, তাহাদিগকে লইয়া যে যুদ্ধ করিবে এরূপ ব্যক্তি কেহ নাই। তবুও চালকবিহীন নবাব-সৈন্য ইংরাজদিগের জাহাজ আসিতে দেখিয়া গোলা গুলি ছুড়িতে লাগিল, ইহাতে জাহাজের ১৬ জন লোক মরিয়াছিল।

বহু নিগ্রহ ভোগের পর ইংরাজ-জাহাজের পুনরাগমনে কলিকাতা-বাসীদিগের আনন্দের অবধি রহিল না। ইংরাজদিগকে অভ্যর্থনা

করিবার জন্ম কেহ বা বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, কেহ নদীতটে গমন করিয়া প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। * নবাব-সৈন্মেরাও ইংরাজদিগকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া ইংরাজদিগের পুনরাগমন-বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল।

ইংরাজেরা কলিকাতা পুনরধিকার করিয়া সভয়ে হুগলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ফৌজদার নন্দকুমার ইংরাজের আগমন কথা অবগত হইয়া হুগলী রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মাণিক-চাঁদ ইতিপূর্ব্বেই নবাবের কাছে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। নবাব নন্দকুমারের সাহায্যের জন্ম তিন হাজার সৈন্ম পাঠাইয়া দিলেন। নন্দকুমার নবাব প্রেরিত তিন হাজার এবং তাঁহার অধীনস্থ দুই হাজার মোট পাঁচ হাজার সৈন্ম লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। নন্দকুমার প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন ইংরাজ লেখকেরা বলেন যে, তাঁহার সৈন্মগণ, রাজা মাণিকচাঁদের কাছে ইংরাজ-পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছিল।

কলিকাতার অনতিদূরে হুগলী নগরে বহুল পরিমাণে নবাব-সৈন্য অবস্থান করিতেছে, তাহারা কখন কি বিপদ্ আনয়ন করে এই ভয়ে ইংরাজেরা হুগলী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেজার কিলপেট্রিক এই অভিযানের সেনানায়ক হইলেন। তিনি ব্রিজওয়াটার এবং অন্যান্য কতিপয় রণতরী সঙ্গে লইয়া ৪ঠা জানুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী অভিমুখে জোয়ারের সময় যাত্রা করিলেন। ইঁহাদিগের সহিত ১৫০ জন ইয়ুরোপীয় এবং ২০০ জন সিপাহি গমন করিয়াছিল।

* Ive's Voyage.

ইহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এক জোয়ারেই হুগলীতে পৌছিতে পারিবেন, কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে তাহা না হইয়া একখানা জাহাজ চড়ায় লাগিয়া পাঁচদিন আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইংরাজেরা কোনরূপে এই অভাবনীয় বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ১০ই হুগলীতে গিয়া উপস্থিত হন।

হুগলীনগরী সে সময় চুঁচুড়ার উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার তীরে প্রায় দেড় ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ইহার উত্তর সীমানায় একটি দুর্গ ছিল। ইংরাজেরা জাহাজ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কেল্লার উপর অনবরত অগ্নিবৃষ্ট করিতে লাগিলেন; ইহাতে দুর্গের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায়। পরদিবস প্রাতঃকালে বড়দরজার দিকে আক্রমণ করিবার ভান করা হয়, নবাবসৈন্য সেইদিক রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইল; এই সুযোগে কাপ্তেন কূট কতকগুলি নাবিক-সৈন্য লইয়া ভগ্ন স্থান দিয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দুর্গের ভিতর শত্রু আসিয়াছে অবগত হইয়া, নবাব-সৈন্য ছোটদরজা দিয়া পলায়ন করিল। এই ব্যাপারে তিনজন গোরা ও দশজন সিপাহি নিহত হয়। ইন্দোস্তানলেখক অর্মে বলেন, যে সময় ইংরাজ-সৈন্য হুগলীতে অবতরণ করেন, সে সময়ে নন্দকুমার নবাব-সৈন্য হুগলীর অনতিদূরে রাখিয়া দেন। ইংরাজেরা দুর্গ জয় করিলে পর কাপ্তেন কূট কতকগুলি সৈন্য লইয়া বান্দালে ধানের গোলা লুট করিবার জন্য গমন করেন। এস্থানে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কূট মনে করিয়াছিলেন যে তিনি অবলীলা-ক্রমে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া আসিবেন, কিন্তু নন্দকুমার ইংরাজদিগকে ঘেরোয়া করিয়া তাড়া করিলে পর তাঁহারা প্রাণের দায়ে কোন রূপে নৌকায় আসিয়া প্রাণরক্ষা করেন। ইংরাজেরা নন্দকুমারের বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা কতিপয় অরক্ষিত স্থান ধ্বংস ও দগ্ধ করিয়া অবশেষে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

নবম অধ্যায়।

চন্দননগর ধ্বংস।

নবাব সিরাজদ্দৌলা, ইংরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা অধিকার, হুগলী আক্রমণ ও গ্রামাদি দহনের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাদিগের উপর যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সিরাজ মনে করিয়াছিলেন, দূরতর প্রদেশের দরিদ্র বণিক্‌দলের জীবিকোচ্ছেদ না করিয়া একটু ধমক দিয়া তাঁহাদিগকে সোজা করিয়া লইবেন; কিন্তু তাঁহার সে কল্পনা মনোমধ্যে উদয় হইতে না হইতে বিলীন হইয়া গেল। মাতামহের মৃত্যুকালীন উপদেশ-পরম্পরা সিরাজের স্মরণ পথে উপস্থিত হইল, তখন ইংরাজ বণিক্‌দিগের উদ্ধত ব্যবহার সকল তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল, তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণ ইংরাজদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে তৎপর হইয়াছেন। সিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া ইংরাজদিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রচুর চমূ পরিচালনা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ইংরাজেরা যে সময় হুগলী আক্রমণ করেন, ঠিক সেই সময় সংবাদ আসে যে ফরাসিদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধঘোষণা হইয়াছে। এ কথা শুনিয়াই ইংরাজদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। হুগলীর নিরীহ প্রজাগণের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও তাহাদিগকে হত্যা করাতে নবাব তাঁহাদিগের উপর অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহিত

রণনিপুণ ফরাসিরা মিলিত হইলে ইংরাজ বণিক্‌কুলকে বঙ্গদেশ হইতে চিরকালের জন্য দপ্তর বাঁধিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এখনও সৈন্যসহ ক্যাম্বার-ল্যাণ্ড-রণতরী কলিকাতায় উপস্থিত হয় নাই, এরূপ অবস্থাতে ইংরাজেরা অন্য কোন প্রতিকার দেখিতে না পাইয়া, জগৎশেঠের শরণাপন্ন হইলেন। এই শেঠ মহাশয়দিগের, ইয়ুরোপীয় বণিক্, বিশেষতঃ ইংরাজ-দিগের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সে কালে বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ বণিকেরা বিতাড়িত হইলে, কেহ যদি অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন, তবে তাহা শেঠজীরা। শ্রেষ্ঠিরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, ইংরাজেরা যখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া নবাব-দরবারে নিগৃহীত হইতেন, তখন তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া কোনরূপে গোলযোগ মিটমাট করিয়া দিতেন। সে সময় নবাবদরবারে শেঠদিগের অসীম ক্ষমতা। ইঁহারাই নবাব সারফরাজখাঁকে পদচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দীকে বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করান। ইঁহারাই সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া সুদূর বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল বণিক্‌দলের হস্তে বাঙ্গালার নিয়ন্তৃত্ব প্রদান করেন। এই শেঠেরা যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন সে পক্ষের জয় নিশ্চয়! রাজ্যের সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারী ও জমীদার সকলেই শেঠদিগের আজ্ঞাবহ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। * দেশের সর্ব্বত্রই শেঠদিগের কর্ম্মচারী, তাঁহারা দেশের লোকের মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিতেন এবং অল্প প্রয়াসে সকলকে আপন মতাবলম্বী করিতেন। এই শেঠ-দিগের সহিত ইংরাজদিগের বিশেষ আনুগত্য থাকায়, যখন ইংরাজ-দিগের ব্যবসা চালাইবার জন্য টাকার অভাব হইত, তখন ধনকুবের শেঠজীদিগের নিকট হইতে, টাকা ধার লইয়া সুচতুর ইংরাজ-বণিক্

* See, *Abbe Raynal's Indies.*

আপনার কার্য্য উদ্ধার ক'রতেন। সিরাজ যে সময় ইংরাজ বণিক্‌কে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহারা শেঠদিগের নিকট হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা ধার লইয়াছিলেন। * এইরূপ কার্য্যে ইংরাজদিগের নির্ব্বিঘ্নে দুই প্রকার অর্থ সাধিত হইত। প্রথমতঃ শেঠদিগের প্রচুর অর্থে ইংরাজদিগের বাণিজ্য ব্যবসা অতি উত্তম রূপ চলিত, দ্বিতীয়তঃ শেঠদিগকে বাধ্য হইয়া যাহাতে তাঁহাদিগের টাকা অতল জলে ডুবিয়া না যায় তাহার জন্য সর্ব্বদাই ইংরাজদিগের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াশ পাইতে হইত। কলিকাতার ইংরাজেরা এই আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উত্তমর্ণ শেঠদিগের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। নবাব ইংরাজদিগের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ হুগলী আক্রমণের কথা শুনা অবধি তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। রাজ্যের ভিতর এমন লোক নাই যিনি সাহস করিয়া ইংরাজদের স্বপক্ষে দুইটা কথা বলেন। শেঠেরা, নবাবের ভাব-গতিক দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া রণজিৎ-রায় নামক তাঁহাদিগের সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে নবাবের সহিত কলিকাতার দিকে পাঠাইয়া দেন। তিনি নবাব-শিবিরে অবস্থান করিয়া ক্লাইবের কাছে সমস্ত সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন।

নবাব তাঁহার বিশাল বাহিনী লইয়া কলিকাতা অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরাও নবাবের আগমন কথা শুনিয়া

---

* The engagements entered into by the French and Dutch companies have been kept within some bounds ; but those of the English company have been unlimited. In 1755 they were indebted to the Cheyks about eight and twenty millions (1,225,000*l*).—*Abbe Raynal's Indies*, Vol, I, page 417.

নিশ্চিন্ত নন; তাঁহারা নিজেদের সামর্থ্যানুসারে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কলিকাতাবাসীরা নবাবের আগমন কথা শুনিয়া ধন-জন লইয়া নিরাপদস্থানে গমন করিতে লাগিল; সে সময় কুলি-মজুর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। যে সকল ব্যক্তিকে নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। কামান টানিবার জন্য বলদের অভাব এখনও ইংরাজদিগের পূর্ণ হয় নাই, সে সময় ইংরাজ-শিবিরে অথবা কলিকাতা সহরে মান্দ্রাজ হইতে আনিত একটি ঘোড়া ব্যতীত আর ঘোড়া ছিল না। যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য-সম্ভার এখনও সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই, এরূপ ঘোরতর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ইংরাজেরা সাহসের উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। * নবাব, কলিকাতার যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ইংরাজদিগের হৃদয়ে, নবাবের শক্তি ও নিজেদের দুর্ব্বলতা জ্ঞান ততই অনুভূত হইতে লাগিল। ক্লাইব, এই শঙ্কটসময়ে যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করিয়া নবাবের সহিত যাহাতে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, রণজিৎ-রায়ের সাহায্যে সে কথা নবাবের কাছে উত্থাপন করিলেন। † নবাব সাদরে এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কলিকাতার নিকটে গমন করিয়া শিবির সংস্থাপন

* We (English) were destitute of draught and carriage oxen, and many other things absolutely necessary, before we could take the field.—*Parker's Evidence*, page 50.

† Nevertheless, Colonel Clive despaired of victory over the Nabob, although unassisted by the French force; and yielding to the advice of Rungeet Roy, wrote a letter to the Nabob on the 30th of January proposing peace.—*Orme*, Vol. II, page 129. (Madras Print).

করেন। ইংরাজদিগের এই সন্ধিপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। নবাবের অজ্ঞাতে কতকগুলা লুণ্ঠনলোলুপ সৈন্য কলিকাতার উত্তর-ভাগ আক্রমণ করে, ইহাতে একটি সামান্য সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষে কয়েক জন লোক নিহত হয়। ইহার পর আবার সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, কিন্তু ইহাও কার্য্যকর হইল না। ইংরাজ-পক্ষে যিনি নবাব-দরবারে সন্ধির কথা স্থির করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি নিহত হইবার ভয়ে পলাইয়া যান।

ইংরাজ-দূতের গমনের পর দিবস, অর্থাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারী, কর্ণেল ক্লাইব অতি প্রত্যূষে অকস্মাৎ নবাব-শিবির আক্রমণ করিলেন। এ সময় নবাবের সহিত আঠার হাজার অশ্বারোহী, ষাট হাজার পদাতিক এবং পঞ্চাশটা প্রকাণ্ড কামান আসিয়াছিল। ক্লাইব, মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া এরূপ বিপুল সৈন্য-দল আক্রমণ করিয়া যে হঠকারিতার কার্য্য করেন নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার সমকালীন একজন ইংরাজ-লেখক বলিয়াছেন,—ক্লাইব এরূপ ভাবে নবাবসৈন্য আক্রমণ না করিলে অতি শীঘ্রই তাঁহাদিগকে অন্নাভাবে বিশেষরূপে ক্লেশ পাইতে হইত। * দুর্ভিক্ষের হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা গৌরব সহকারে ভাগ্য পরিবর্ত্তন শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, ক্লাইব গুপ্তরূপে নবাব-শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহার কামানের মুখ রোধ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। † ক্লাইব যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহা হইয়া উঠিল না, ঘটনাক্রমে সে দিবস অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল, ক্লাইব পথ ভুলিয়া অন্যদিকে গিয়া পড়েন। নবাবসৈন্যেরা শত্রুর আক্রমণ অবগত হইয়া বেশ নিপুণ-

---

* We must very soon have been distressed for provisions. —*Parker's Evidence.*

† The plan of operations was, to nail up the cannon, and push at the head-quarters.—*Ibid.*

তার সহিত ইংরাজদিগের উপর কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ যুদ্ধে যদি মীরজাফর প্রভৃতি সেনানায়কেরা নবাবের নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজদিগের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনের অবকাশ হইত না। * ক্লাইব নিরাশহৃদয়ে ১১টার সময় কোনরূপে দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সামান্য সংঘর্ষণে ইংরাজদিগের ক্ষুদ্র সৈন্যদলের ১২০ জন ইয়ুরোপীয় সৈন্য ও মাল্লা এবং ১০৯ জন সিপাহি আহত ও নিহত হয়। নবাব এই যুদ্ধে কোম্পানির দুইটি কামান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ৬। ৭ শত লোক আহত ও নিহত হইয়াছিল। নবাব-সৈন্যের সংখ্যানুসারে তুলনা করিলে ইহা গণনার মধ্যে উপস্থিত হয় না।

এই যুদ্ধের পর আবার বণিক্ উমিচাঁদ (আমিনচাঁদ) ও জগৎ শেঠের কর্ম্মচারী রণজিৎ-রায়ের সাহায্যে সন্ধির প্রস্তাব হইল। সিরাজ বুঝিলেন, হলাহল-হৃদয় অমৃতমুখ কর্ম্মচারী লইয়া যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; তাই তিনি কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করিয়া ৯ই ফেব্রুয়ারী নিম্নলিখিত মর্ম্মের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন :—নবাব যে সকল কোম্পানির কুঠী দখল করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিবেন এবং যে সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকা নবাবের দপ্তরে লিখিত হইয়াছে সেই সকল দ্রব্য মাত্র প্রত্যার্পণ করিবেন। তিনি ইংরাজদিগকে কলিকাতার দুর্গ সুদৃঢ় এবং মুর্শিদাবাদের ন্যায় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। কোম্পানির

* He (সিরাজদ্দৌলা) discovered some appearance of disaffection in some of his principal officers, particularly in Meer Jaffar, whose conduct in this affair had been very mysterious.—*Parker's Evidence*, page 52.

দস্তক দেখাইয়া বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া গেলে নবাব বা অন্য কেহ তাহার উপর কোনরূপ কর আদায় করিতে পারিবেন না; অন্যান্য শাসনকর্ত্তা ও সম্রাট্ ইংরাজ-কোম্পানীকে যে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছেন সিরাজও তাহা পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইতিহাসে ইহা আলিনগরের সন্ধি-পত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নবাব, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ওয়াটস্ নামক জনৈক ইংরাজ-কর্ম্মচারী সহ রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নবাবের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইল বটে কিন্তু তাঁহাদিগের পরম শত্রু ফরাসীদিগের সহিত ইয়ুরোপে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, সে যুদ্ধ যে অনতিকালমধ্যে ভারতবর্ষেও প্রজ্বলিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীরা ইংরাজদিগের উপর লোল-নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন, অবকাশ পাইলেই ইংরাজ-শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। সিরাজদ্দৌলার দরবারে ফরাসীদিগের প্রচুর ক্ষমতা, বঙ্গে ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ ঘোষিত হইলে, নবাব, ইংরাজদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন ইহা ইংরাজ বণিক্‌দিগের ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া কলিকাতার ইংরাজেরা, বঙ্গদেশে যুদ্ধ ঘোষণা হইবার পূর্ব্বেই, চন্দননগর ধ্বংস করিতে মনস্থ করেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে এই সকল ফরাসীরা, ফল্‌তাপ্রবাসী বিপন্ন ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। * আজ বলগর্ব্বিত ইংরাজ, সে সব কথা ভুলিয়া গিয়া ফরাসীকুল ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

* The remains of our unfortunate colony were now lying on board a few defenceless ships at Fulta, the most unwholesome spot in the country, about twenty miles below Calcutta,

সিরাজ, দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিলে সে সময় ফরাসীরা কিন্তু নবাবের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলন করেন নাই। তাঁহারা যদি সে সময় নবাবের সহিত মিলিত হইতেন, তাহা হইলে ইংরাজদিগের দশা কি হইত তাহা ভগবান্‌ই অবগত আছেন। চন্দননগরের ফরাসীরা মনে করিয়াছিলেন ইয়ুরোপের কলহ বঙ্গদেশে উপস্থিত না করিয়া পরস্পর বন্ধুভাবে অবস্থান করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কলিকাতার ইংরাজ-দরবারে দূত প্রেরণ করেন। ক্লাইব-প্রমুখ ইংরাজগণের একান্ত বাসনা যে তাঁহারা অবিলম্বে ফরাসী-শক্তি বিনষ্ট করেন, কিন্তু নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি অথবা নবাবের অনুমতি বিনা যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হন। প্রতারণাপরায়ণ ক্লাইব যখন দেখিলেন, নৌবল ব্যতীত চন্দননগর পরাজয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন তিনি সিরাজের দরবারস্থিত ওয়াটস্‌কে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য একখানি নবাবের অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান।

সিরাজ যে সময় কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন, সে সময় বহুল সৈন্য লইয়া আবদুল্লা কান্দাহার প্রদেশ হইতে উত্তরভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎকালে এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, আবদুল্লা তাঁহার বিপুলবাহিনী লইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। সিরাজ, ইংরাজদিগের মিত্রতা পরীক্ষা করিবার জন্য, ক্লাইবের নিকট কিছু সৈন্য চাহিয়া পাঠান। ক্লাইব নবাবের অভিপ্রায়

---

and destitute of the common necessaries of life: but by the assistance of the French and Dutch, to whose humanity they were much indebted on this occasion.—*Parker's Evidence*, page 46 to 47.

অবগত হইয়া সসৈন্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন এবং চন্দননগর আক্রমণ অথবা সিরাজের নিকট গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। *

সিরাজ ইংরাজদিগের ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহারা অবকাশ পাইলেই চন্দননগর আক্রমণ করিতে বিমুখ হইবেন না। দেশের মধ্যে যাহাতে অশান্তি বিগ্রহ উপস্থিত না হয়, এজন্য তিনি ফৌজদার নন্দকুমারের কাছে কিছু সৈন্য ও টাকা পাঠাইয়া দেন। সন্দিগ্ধচিত্ত ইংরাজেরা এ সংবাদ পাইয়া মনে করিলেন যে, নবাব ফরাসিদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অর্থ ও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় সিরাজ, সেনানী রায়দুর্ল্লভের অধীনে দশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিয়া, হুগলী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সিরাজ, আহমদ-সাহ-আবদলীর আক্রমণভয়ে ভীত হইলেও কিন্তু আশ্রিতজন-রক্ষণে শিথিলপ্রযত্ন নহেন। নবাব-দরবারস্থিত ওয়াটস্ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য সিরাজহৃদয়ে আবদলিভীতি জাগাইয়া রাখিতে লাগিলেন। এই সুযোগে তিনি সিরাজের মীর-মুন্সীকে অর্থ দ্বারা মুগ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র সিরাজের নামে নৌ-সেনানী ওয়াট্সনের নিকট প্রেরণ করেন। সেনানী ওয়াট্সন এই পত্র ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্ত হন। †

* The Colonel, on the first advices, crossed the Ganges, which was equally convenient either to march Chandernagor or to the Soubah.—*Parker's Evidence.*

† But Mr. Watts made so artful an use of his fears of the Afghuans, observing to him that we could never think of leaving our settlement to be attacked by the French, in case he required our assitance against them, that partly by such arguments, and, taught by the French the power of money at the

"আমার পত্র পাইয়া যে পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি। পত্রে অবগত হইলাম যে, এখন আর আপনাদের আমার উপর সন্দেহ নাই। আপনারা আমার খাতিরে চন্দননগর আক্রমণ করিতে বিরত হইয়াছেন এবং সন্ধি-পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার জন্য তাঁহাদিগের কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন। ফরাসীরা নাকি বলিয়াছেন ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের সেনাপতিরা এই সন্ধি প্রতিপালন না করিলে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিবার তাঁহাদিগের ক্ষমতা নাই। এই সকল এবং অন্যান্য প্রতিকূল কারণে সন্ধি স্থাপিত হয় নাই; আমি এ বিষয় বিশেষরূপে বিচার করিলাম। একজন ফরাসী অপর ফরাসীর সন্ধিসর্ত্তে বাধ্য হন না, এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? আমার রাজ্যের ভিতর যুদ্ধ করিতে না দিবার কারণ এই যে, আমি ফরাসীদিগকে নিজের প্রজার ন্যায় বিবেচনা করি, বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে তাঁহারা আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য লিখিয়াছিলাম, ইহা ব্যতীত তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন বা তাঁহাদিগকে সাহায্য করা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনিত একজন সদয় প্রকৃতির বিজ্ঞ ব্যক্তি; যদি আপনার কোন পরম শত্রু সরল হৃদয়ে শরণাপন্ন হইয়া দয়া প্রার্থনা করেন তাহা হইলে কি আপনি তাঁহার জীবন দান করেন না? যদি তিনি নির্ম্মল হৃদয় হন তাহা হইলে তাঁহাকে দয়া করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি সন্দিগ্ধ হৃদয় হইলে তখন সময় ও অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।"

Subah's court, partly by a handsome present of money to his first secretary, he produced the following letter from him to Mr. Watson :—

বলা বাহুল্য এই পত্রের সহিত সিরাজের কোন সম্পর্কই নাই, সম্বন্ধের মধ্যে এই যে, তাঁহার সুচতুর মীরমুন্সী মহাশয় ইংরাজদিগের কাছে অর্থ লইয়া ফাঁকা কথায় এই পত্র খানি লিখিয়া দিয়াছেন, ইহাতে প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুমতির বিন্দু বিসর্গও নাই। এই পত্র-বলে ইংরাজেরা ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলন করিলেন।

ক্লাইব আগে থেকেই গঙ্গা পার হইয়া বসিয়া আছেন। ওয়াটসের উৎকোচলব্ধ পত্র প্রাপ্ত হইয়া ওয়াট্‌সনের যে আপত্তিটুকু ছিল তাহা

"Your agreeable letter, acknowledging the receipt of mine, which you tell me has dispelled your anxiety; that you had hitherto forbore attacking the French, out of regard to me; that you had prepared reasonable articles; had sent for them, and told them to sign them; that they gave for answer, if any future commander disapprove them, they had not power to over-rule him; that therefore peace had not taken place, with other disagreeable circumstance: I have received and well considered it. If it be true, that one Frenchman does not approve and abide by a treaty entered into by another, no confidence is to be placed in them. The reason of my forbidding war in my country is, I look on the French as my own subjects, because they have, in this affair, implored my protection; for with reason I wrote to you to make peace with them, or else I had neither pleaded for them, nor protected them; but you are a generous and wise man, and well know, if an enemy comes to you with a clear heart, to implore your mercy, his life should be granted to him; that is, if you think him pure of heart; but if you mistrust his sincerity, *act according to the time and occasion.*" এই পত্রখানি *Ive's Voyage* নামক গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারে লিখিত আছে।

দূর হইয়াছে, এখন চন্দননগর আক্রমণ-চিন্তাই তাঁহাদিগের প্রবলা হইয়া উঠিল। চন্দননগরে এ সময় মাঝি-মাল্লা, সৈনিকপুরুষ ইত্যাদি সমস্ত মিলিত প্রায় ছয় শত ইয়ুরোপীয় এবং তিন শত সুশিক্ষিত সিপাহি অবস্থান করিতেছিল। তাঁহাদের সুদৃঢ় দুর্গ, তোপখানা, অধ্যবসায় ও রণ-পাণ্ডিত্য ছিল, তাহার উপর আবার সিরাজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নন্দকুমারকে সৈন্য লইয়া প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। রায়দুর্লভ দশসহস্র সৈন্য লইয়া নন্দকুমারের সাহায্যের জন্য পলাশীতে পৌছিয়াছেন, মাণিকচাঁদও পাঁচহাজার সৈন্য লইয়া হুগলীর নিকটবর্ত্তী, ইঁহারা যদি ফরাসীদের সহিত একপ্রাণে মিলিত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ইংরাজদিগের নাম বঙ্গদেশ হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে। হৃদয়ের আবেগ যখন একটু কমিয়া গিয়া ক্লাইব প্রভৃতির মনে এই সকল চিন্তা উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা একমাত্র বাহুবলের উপর নির্ভর না করিয়া মায়াজাল বিস্তার করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইলেন।

ফরাসীরা পূর্ব্ব হইতেই নিজেদের বাহুবলে চন্দননগর রক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দুর্গের যে সকল স্থান কম মজবুত ছিল, তাহা তাড়াতাড়ি মেরামত করা হইল। নিজেদের জাহাজ যাইবার একটি গুপ্তপথ রাখিয়া ইংরাজদিগের জাহাজ আগমনের পথ রোধ করিবার জন্য ফরাসীরা অবশিষ্ট গঙ্গাগর্ভে জাহাজ ডুবাইয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা অতি গুপ্তরূপে এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের সৈনিকগণ ব্যতীত আর কেহ ইহা অবগত ছিলেন না। টেরানু নামক জনৈক ফরাসী-সৈনিক ইংরাজ-প্রদত্ত অর্থপ্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজদের কাছে নিজেদের সমস্ত গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেয়! এই স্বজাতিদ্রোহরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত

স্বরূপ হতভাগ্য টেরাম্নু পশ্চাৎ কালে আত্মহত্যা করিয়া মানবলীলা সংবরণ করে। *

ইংরাজেরা, ফরাসীদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা অবগত হইয়া ফৌজদার নন্দকুমার যাহাতে ফরাসীদিগের সাহায্য না করেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার যদি ফরাসীদিগের সহিত এক প্রাণে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজেরা কথনই চন্দননগর গ্রহণে সমর্থ হইতেন না। ইংরাজেরা নন্দকুমারকে হস্তগত করিবার জন্য বণিক্‌রাজ আমিনচাঁদের সহায়তা লইলেন। উমিচাঁদ ব্যতীত এ বিপদ হইতে রক্ষা করেন এমন কেহই নাই। ইংরাজেরা বলেন, আমিনচাঁদ হুগলীতে গমন করিয়া নন্দকুমারের কাছে ইংরাজদিগের প্রবল-প্রতাপ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া এবং বার হাজার টাকা উৎকোচ দিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। আমাদের দেশীয় লেখকেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরব; বিশেষতঃ নন্দকুমারের পরমশত্রু মুতাক্ষরীণ-লেখক গোলাম-হোসেন যখন নন্দকুমারের দোষাবলী বর্ণনা করেন, সে সময় তিনি, নন্দকুমার প্রকৃতপক্ষে দোষী হইলে, তাঁহার এই প্রধান দোষের কথা সর্ব্বাগ্রেই উল্লেখ করিতেন; কিন্তু তাহা না করাতে আমাদিগের এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ হইয়া থাকে। নন্দকুমার যে সময় হুগলীতে ফৌজদার ছিলেন, তখন তাঁহার বাৎসরিক বেতন আড়াই লক্ষ টাকা

* টেরাম্নু এই বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বজাতি-দ্রোহের মূল্য স্বরূপ ইংরাজদিগের নিকট যে বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ তিনি স্বদেশে তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে প্রেরণ করেন। পিতা গুণধর পুত্রের কীর্ত্তির কথা অবগত হইয়া সেই টাকার এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া পুনরায় পুত্রের কাছে সেই পাপের ধন পাঠাইয়া দেন। টেরাম্নু ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন।
—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1867.

ছিল, ইহা ব্যতীত তিনি ওলোন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বণিকদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে নজর প্রাপ্ত হইতেন। তিনি এই সামান্ত টাকা গ্রহণ করিয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

মহারাজ নন্দকুমার স্বভাবতঃ ফরাসীদিগের একটু পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অসময়ে ফরাসীদিগকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেন, উত্তর কালে তিনি ইংরাজদিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি ফরাসডাঙ্গার বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, তখন পদস্থ ফরাসীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ভালবাসা দেখাইতেন। মহারাজ ফরাসীদিগকে যে টাকা ধার দেন নিম্নে তাহার দলিল খানি প্রদত্ত হইল।—

Nous soussignez Directeur et Consullers Etablis pour la Compagnie des Indes a Chandernagor Reconnaissons es dits noms, avoir Reçu de NUNDCUMAR Gentil la somme de Cinquante Sept mille Roupies arcatter, que nous promettons es dits noms Remboursér ă sa volonté, Principal et Interet, ă raison de neuf pour cent par an ; En foy de quoy nous avons fait le present Billet signé de nous, et avons fait apposér le Seeau de la Compagnie, et contre signé par le Secretaire d'icelb ă Chandernagor le Dix neuf Decembre Mil Sept Cent Cinquante.

POR LA CONSEIL.
FERRIZE DE KONTHER.
DUVOL DEHEVEL.
GUILLANME.

GUITTANDEN.
GOLAR. P.
V. NECOLS.

ইংরাজেরা যে সময় চন্দননগর আক্রমণ করেন, তখনও নন্দকুমারের ফরাসীদের কাছে সাতচল্লিশ হাজার আরকট টাকা পাওনা ছিল। তিনি যে, বারহাজার টাকার লোভে চিরদিনের জন্য ফরাসীদিগের

উচ্ছেদ সাধন করিয়া নিজের প্রচুর অর্থ জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, ইহা যিনি বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করেন তিনি করিতে পারেন। ইংরজেরা বারহাজার টাকা নন্দকুমারকে দিয়া থাকিতে পারেন। সে কালে কিন্তু বৈদেশিক বণিকরা বিপন্ন হইলে ফৌজদারের কৃপাকটাক্ষ পাই-বার জন্য সময় সময় যথেষ্ট পরিমাণে উপহার দিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতেন। অযাচিত উপহার লইলেই যে ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কিছু নিয়ম নাই। আর একটা কথা, টেরান্থ একজন সামান্য সৈনিকপুরুষ, নন্দকুমারের তুলনায় তাহার পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতা খুবই কম, তাহাকে হস্তগত করিতে যখন ইংরাজদিগের প্রচুর অর্থ (a large sum) ব্যয় হইয়াছিল তখন নন্দকুমারের ন্যায় এক জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যে বারহাজার টাকায় বশীভূত হইয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। এ সকল ব্যতীত আর একটি কথা ভাবিবার আছে। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের নবাগত সৈন্যের সহিত চন্দননগর আক্রমণ করিলে পর, নন্দকুমার সিরাজের কাছে যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাতেও নবাবের ফরাসী বিষয়ক আজ্ঞা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। নন্দকুমার লিখিয়াছিলেন যে,—"ফরাসীরা ইংরাজের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, আমি আমার সৈন্যগণকে হুগলীতে ফিরিয়া আসিতে হুকুম দিয়াছি, অন্যথা আপনার বিজয়ী পতাকার অবমাননা হইত।" বলা বাহুল্য যে আমরা এই কয়েক পঙ্ক্তি সমসাময়িক ইংরাজের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে বোধ হয় সিরাজ নন্দকুমারকে এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে "ফরাসীরা যদি ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনি সসৈন্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া ইংরাজ-দিগকে সমূলে বিনাশ করিবেন, অন্যথা নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিবেন।"

বোধ হয় সেই জন্য নন্দকুমার চন্দননগরের পার্শ্বে সসৈন্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ইংরাজেরা চন্দননগর আক্রমণ করিবার অনতিকালপূর্ব্বে সিরাজ তাঁহাদিগের কাছে কিছু সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন। ক্লাইব সেই আদেশানুসারে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে গমন করিতেছেন, এইরূপ ভান করিয়া অকস্মাৎ তিনি চন্দননগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হন।* ওয়াট্‌সনও টেরাম্বুর কথিত রাস্তা দিয়া বিপুল বিক্রমে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইলেন। এরূপ সঙ্কট সময়ে তিনি ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন, কি নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিবেন, তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার জানিতেন যে সিরাজ শীঘ্রই শত্রুর আক্রমণ হইতে সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য পাটনায় গমন করিবেন। তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন; এরূপ সময় সন্ধিপত্রের মসি শুষ্ক না হইতেই পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ-ঘোষণা করা তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। ফরাসীরা জলে ও স্থলে আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইতেছেন, তাঁহারা সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও যখন তাঁহাদিগের জয়াশা খুব অল্প, তখন নন্দকুমার, সন্দিগ্ধচরিত্র মাণিকচাঁদ ও রায়-দুর্ল্লভের সাহায্য লইয়া ইংরাজদিগের সহিত শত্রুতা-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া হিতজনক বিবেচনা করেন নাই। এই মাণিকচাঁদ কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশ্যরূপে ইংরাজদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।† এ ক্ষেত্রেও যদি পুনরায়

* Colonel Clive, who was advanced almost to the limits of Chandernagore, as if on his way to join Soubah, immediately began the siege.—*Parker*, page 55.

† A man (*i. e.* Manickchund) who has served the com-

সেই নীতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে নবাবের রাজ-পতাকার অবমাননা অনিবার্য্য। এতদ্ব্যতীত মীরজাফরানুগত রায়-দুর্ল্লভও সসৈন্যে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন, অতি শীঘ্র তাঁহার সাহায্য পাওয়া নিতান্ত সহজ কথা নহে, নন্দকুমার এই সকল বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া বোধ হয় ইংরাজদিগের সহিত শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই।

এই সকল কথা ব্যতীত সিরাজ ইংরাজদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া পাঠ করিলে, তাহাতে তাঁহার হৃদয় অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজদিগের সহিত সে সময় তাঁহার যুদ্ধ করিবার স্পৃহা আদৌ ছিল না। নবাব এই সময় নন্দকুমারের কাছে কিছু নূতন সৈন্য ও টাকা পাঠাইয়া দেন। ইংরাজেরা এ কথা অবগত হইয়াই নবাবকে পত্র লেখেন,—"তিনি বুঝি ফরাসীগণকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য ও টাকা প্রেরণ করিতেছেন।" নবাব, ইংরাজদের কথা শুনিয়া স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন যে "তিনি ফরাসিদিগকে এক কড়া কড়িও দেন নাই, হুগলীতে যে সৈন্য গিয়াছে তাহা ফৌজদার নন্দকুমারের জন্য।" এইরূপ নানা স্থানে নবাবের হৃদয়ের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। ফরাসী-সেনানী বুসী যাহাতে বঙ্গদেশে আসিতে না পারেন, সে জন্য নবাব ইংরাজদিগকে সতর্ক থাকিতে আদেশ করেন। নবাবের আন্তরিক ফরাসিপ্রীতি থাকিলেও প্রকাশ্যে সে ভাব দেখাইতে পারেন নাই, তাহা করিলেই ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিত, এই জন্য বোধ হয় নবাব নন্দকুমারকে সময় বুঝিয়া কার্য্য করিতে আদেশ করেন।

নন্দকুমার নিজের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা উৎকোচ-মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, তিনি যে ফরাসিদিগকে সাহায্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন

pany for a upwards thirty years with care and fidelity.—*Vide* Proceedings, November 29th, 1762.

ইহা তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। কারণ এক প্রকার বলিতে গেলে এই সামান্য ঘটনায় মুসলমান-রাজ্য বিধ্বংস হইয়া তাহার স্থলে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আজীবন এই কার্য্যের ফল ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনেক সময় একটু সামান্য ঘটনায় যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। নন্দকুমারের জীবনে যদি এই ঘটনাটি না ঘটিত তাহা হইলে বঙ্গদেশের অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করিত এবং তাঁহার অবস্থাও অন্যরূপে দর্শিত হইত। নন্দকুমার যদি এই কার্য্য না করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজরাজ্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ। একটু সামান্য কার্য্যে যে অসীম পরিবর্ত্তন হয় সে কার্য্য মনুষ্যকৃত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না, পরমেশ্বরের বিশেষ ইচ্ছাতে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১৩ই মার্চ ক্লাইব সসৈন্যে চন্দননগরের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়া ১৪ই হইতে তিনি ফরাসীদের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন। ২৩শে তারিখে ওয়াট্‌সন্‌ পোককের সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গার বক্ষঃ হইতে চন্দননগরের উপর গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই ঘণ্টা ধরিয়া লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে ফরাসীরা ভৈরব-বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই কয়েক দিনের মধ্যে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ এক দিবসও হয় নাই। এই অল্প সময়ের যুদ্ধে ইংরাজদিগের ১৪০ জন নৌ-সেনা আহত ও নিহত হয়। পদাতিক সেনারা অতি অল্প মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

ইংরাজেরা চন্দননগর অধিকার করিয়া পরাজিত ফরাসীগণকে বন্দী করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকেই ইংরাজ-হস্তে পতিত হইবার ভয়ে যে যে পথ পাইল সে সেই পথে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে

লাগিল। ইংরাজেরাও তাহাদিগকে ধরিবার জন্য হুগলী, বর্দ্ধমান, নদিয়া, হিজলী প্রভৃতি প্রদেশে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নবাব তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, এই সময় ইংরাজ-সেনারা তাঁহার নিরীহ প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে ক্রটি করে নাই। ফরাসীদের দুরবস্থার সীমা রহিল না, তাঁহাদিগের কতকগুলি ইংরাজ-হস্তে পতিত হইল, অপর কতিপয় সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরস্থ জন্মভূমি-পরিত্যক্ত ফরাসী, এক প্রকার স্বদেশবাসী ও সম-ধর্ম্মাবলম্বী শত্রুর ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নরপতির শরণাপন্ন হইলেন।

ইংরাজ-সৈন্য চন্দননগর অধিকার করিলে পর তাঁহাদিগের কলিকাতার জমাদার গোবিন্দরাম মিত্র, * রামধন ঘোষের পুত্র দ্বারা নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠান যে,—"কালীঘাট কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ স্থানটি তাঁহাদিগের দখলে থাকা উচিৎ।" ইহার পরই

* মুন্‌সী নবকৃষ্ণ, রামচাঁদ প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবের বহুদিবস পূর্ব্বে গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতার কুটীয়াল ইংরাজদিগের কাছে যথেষ্ট প্রতিপত্তি প্রসার করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার প্রধান জমাদার ছিলেন, ইঁহার তীব্র শাসনের জন্য সে কালের বাঙ্গালীরা ইঁহার ছড়ির ভয়ে বিশেষ ভীত ছিলেন। এ জন্য তৎকালে গোবিন্দরামের ছড়ি স্মরণীয় পদার্থের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। লোকে কথায় বলে,—

জগতশেঠের কড়ি, আমিনচাঁদের দাড়ি।
বনমালি সরকারের বাড়ি, গোবিন্দরামের ছড়ি॥

গোবিন্দরামের পৌত্র রাধানাথ মিত্রের উপর ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথম ফাঁসির আদেশ প্রদান করেন; যথাস্থানে ইহার উল্লেখ করা হইবে। ইঁহার বংশধরেরা কলিকাতার মিত্র বংশ। এই বংশের এক শাখা ৺ কাশীধামে সম্মানের সহিত অবস্থান করিতেছেন।

গোবিন্দরাম নিজের প্রভুর স্বত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য ফৌজদারের অজ্ঞাতসারে কালীঘাট অধিকার করিয়া লন। এই বিষয় লইয়া নন্দকুমারের সহিত অনেক পত্র ব্যবহার চলিয়া ছিল, কিন্তু তিনি সহজে কালীঘাট পরিত্যাগ না করাতে অগত্যা নন্দকুমার সিরাজের কাছে এ সংবাদ প্রেরণ করেন। সিরাজ, এই সংবাদ অবগত হইয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত মিষ্ট কথায় ইংরাজদিগের অত্যাচার বর্ণন করিয়া গোবিন্দরাম মিত্রের অন্যায় অধিকার, এড্‌মিরাল-ওয়াট্‌সনের কাছে লিখিয়া পাঠান। তাঁহার অজ্ঞাতসারে গোবিন্দরাম এই সকল কার্য্য করিয়াছেন, পুনরায় যাহাতে এরূপ কার্য্য না করেন তাহার চেষ্টা করা হইবে এবং উপস্থিত কার্য্যের জন্য গোবিন্দরামকে ভর্ৎসনা করা যাইবে, ওয়াট্‌সন এইরূপ মর্ম্মে সিরাজের পত্রের উত্তর প্রদান করেন।

ইংরাজেরা নন্দকুমারকে বারহাজার টাকা ঘুষ দিয়াছেন এ কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া অবশেষে নবাবের কর্ণগোচর হইল। নন্দকুমার ঘুষের অথবা নিজের বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, সিরাজ এ কথা বিচার না করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ইন্দোস্তান-লেখক অর্ম্মে বলেন, পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বে নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদারের পদ হইতে অপসৃত হন। নন্দকুমার যদি পলাশী যুদ্ধের সময় হুগলীতে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজেরা যে সহজে মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেন তাহা বিশ্বাস হয় না। মুর্শিদাবাদ গমনের দ্বার উন্মুক্ত ছিল, নবাব তাঁহার কর্ম্মচারিগণের উপর বিশ্বাস বিহীন হইয়াছেন দেখিয়া ইংরাজেরা রাজধানীর উপর লোল-নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়।

চক্রান্ত ও পলাশীর যুদ্ধ।

চন্দননগর পতনের পর, ইংরাজেরা পলায়িত ফরাসীদিগকে হস্তগত করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহারা সিরাজকে অনেক অনুরোধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহারা বাহুবলে ফরাসী-দিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। সিরাজ এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ইংরাজ-দূতকে তাঁহার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিয়া রাজ-বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং দুইজন কর্ম্মচারীকে ওয়াটস্ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া "হয় তিনি এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া যান, কিংবা ইংরাজেরা ফরাসীর অনুসরণ করিবেন না এই বিষয় মুচল্‌কা লিখিয়া দিন"—এই হুকুম জ্ঞাত করেন। ক্লাইব এই সংবাদ অবগত হইয়া কাশীমবাজারে যাহা কিছু বহুমূল্য দ্রব্য ছিল, তাহা কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে ওয়াটস্‌কে পত্র লিখিলেন এবং কাশীমবাজারের দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নৌকায় গোলা গুলি বারুদ বোঝাই করিয়া তাহার উপর চাউলের বস্তা ঢাকা দিয়া ৪০ জন ইয়ুরোপীয় সৈনিক প্রেরণ করিলেন। এ সময় উভয়পক্ষেই অবিলম্বে যুদ্ধ অনিবার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। *

---

* *Orme*, Vol II, Book VII, page 147.



নবাব সিরাজদ্দৌলা।

নন্দকুমারের কর্ম্মচ্যুতির পর সিরাজ মহারাজ-মাণিকচাঁদের কার্য্য-পরম্পরা সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা লুণ্ঠনের দ্রব্য সমূহ মাণিকচাঁদ রাজকোষে কিছু না দিয়া স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া মুলা-যোড় দুর্গে প্রেরণ করিয়াছেন, * বিশেষতঃ তিনি ইংরাজানুরাগী, নবাব এই সকল কারণে মাণিকচাঁদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক দিবস তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিয়া অবশেষে দশলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া অব্যাহতি দেন। এই মাণিকচাঁদ পাছে সিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, সে জন্য বহুদর্শী নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহাকে রাজ-সম্মানে সম্মানিত করিয়া সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। † কুটনীতিপরায়ণ ক্ষমতাশালী মাণিকচাঁদ সিরাজ কর্ত্তৃক অপমানিত হওয়াতে, যাঁহারা মনে মনে সিরাজের অনিষ্ট কল্পনা করিতেন তাঁহারা বিপন্ন হইবার ভয়ে বিভীষিকা গ্রস্ত হইলেন। ক্লাইব, নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের বিরক্তির কথা অবগত হইয়া, এই মহাসুযোগে আপনাদিগের অভিলষিত অর্থ সিদ্ধি করিবার জন্য ওয়াটস্‌কে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে আদেশ করিয়া পাঠান। ‡ ওয়াটস্ চক্রান্ত করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু প্রভুদ্বেষিগণের সহিত কিরূপে মিলিত হইবেন এবং কিরূপেইবা হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিবেন এই চিন্তায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। সকল সময়েই চারিদিকে

* See *Long's Selection* No. 293. মুলোজোড়ার নিকট কাউ-গাছিতে বৰ্দ্ধমানের মহারাজ বর্গীদের ভয়ে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গে মাণিকচাঁদ তাঁহার কলিকাতা লুটের দ্রব্য সকল রাখিয়া দেন।

† আলিবর্দ্দী মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে সিরাজকে বলিয়াছিলেন ;—
"Monichund Dewan, who might have been your dangerous enemy, I have taken into favour."—*Parker*.

‡ See *Parker*, page 57-8.

গুপ্তচর সকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া একজন বিদেশী বণিকের কার্য্যোদ্ধার করা বড় সামান্য কথা নহে; কিন্তু একাগ্রতার সহিত যিনি যাহা চান তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ওয়াটস্ সিরাজদ্বেষিগণের সহিত মিলিত হইবার অবকাশ খুঁজিতেছিলেন, তিনি সে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। খোদা-ইয়ার-লতিফখাঁ নামক সিরাজের জনৈক দুইসহস্র অশ্বারোহীর অধি-পতি কোন দরকারী কার্য্যের জন্য গুপ্ত রূপে ওয়াটস্ সাহেবের সাক্ষাৎ প্রার্থী হন। ইনি সিরাজের বেতনভুক্ হইলেও জগৎশেঠদিগের সহিত বিশেষ বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ ছিলেন; এমন কি শেঠদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য ইনি নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও শিথিলহস্ত হইতেন না। অনেকে অনুমান করেন * যে ইয়ারলতিফ মধ্যস্থ মাত্র, শেঠেরা ইংরাজ-দিগের হৃদয়ের ভাব অবগত হইবার জন্য উঁহাকে প্রেরণ করেন। গুপ্তচরপরিবেষ্টিত ওয়াটস্, স্বয়ং ইয়ার-লতিফের সহিত কথোপকথন না করিয়া শিখ-আমিনচাঁদকে প্রেরণ করেন। উভয়ে গুপ্ত মন্ত্রণা হইল, ইংরাজ লতিফকে নবাব করিলে তিনি ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। এইরূপ পরামর্শের অনতিকালপরে, মিরজাফর আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইংরাজেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইলে, রায়-দুর্ল্লভ, রাজবল্লভ, শেঠেরা, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরাও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন ইহাও কহিয়া পাঠান।

সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের সিংহাসনের জন্য ঠিক এইরূপ একটি

* অর্ম্মে, ষ্টুয়ার্ট, প্রভৃতি।

ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। সে সময়ও জগৎশেঠ সহ নবাবের প্রধান কর্ম্মচারীরা মিলিত হইয়াছিলেন, এ সময়ও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। তাহাতে ইহাতে এই প্রভেদ যে, সেই সময় স্বদেশীয়েরা মিলিত হইয়া স্বদেশীয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন, এবারস্বদেশীয়েরা বিদেশীর সহিত মিলিত হইয়া বিদেশীর উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেন।

জগৎশেঠের মন্ত্রভবন ষড়যন্ত্রকারীদিগের প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল। জগৎশেঠের সহিত দেশের রাজা প্রজা উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বঙ্গে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শেঠেদের লোক কার্য্য উপলক্ষে অবস্থান করিত, তাহারা সকল দেশের সমস্ত ঘটনা শেঠেদের কাছে প্রেরণ করিত এবং শেঠেদের ইচ্ছা দেশবাসীর ইচ্ছায় পরিণত করিতে বিশেষ সহায়তা করিত। জগৎশেঠ যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন সে পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী, সে সময় সাধারণের হৃদয়ে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রে, বঙ্গের জমীদারদিগের মধ্যে কেহ যে বিশেষ রূপে যোগ দিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন, তিনি ইহাতে যোগ দিয়া থাকিলেও যে বিশেষ কোন কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ধর্ম্মশীলা পবিত্রকীর্ত্তি মহারাণী ভবানী এই ষড়যন্ত্রের সহিত মিলিতা ছিলেন বলিয়া আজ কাল কেহ কেহ তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন; বাস্তবিক পক্ষে ইহার মূলে সত্যের লেশ মাত্র নাই, ইহা সুকবির কল্পনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

সে সময় ষড়যন্ত্রকারীরা মনে করেন নাই যে, ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিলে বঙ্গে মুসলমান-স্বাধীনতা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে। তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করিয়া থাকিবেন

ইংরাজেরা বণিক্, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিছু বাণিজ্যাধিকার দিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া শান্ত ভাবে বাণিজ্য কার্য্য লইয়া অবস্থান করিবেন। রাজ-শক্তির উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না, সুতরাং হিন্দু-মুসলমান আপন আপন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন ভাবে রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিতে সমর্থ হইবেন।

মুর্শিদাবাদে যখন এইরূপ চক্রান্ত হইতেছিল সে সময় রায়দুর্লভ সসৈন্যে পলাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইংরাজেরা ফরাসীদের সহিত যদি যুদ্ধ বাঁধান, তাহা মিটমাট করিতে ও শেষোক্তদিগের সাহায্য করিবার জন্য সিরাজ রায়-দুর্লভকে পলাশীতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা মীরজাফরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বিশেষতঃ তিনি একজন প্রধান সেনানী, চক্রমধ্যে তাঁহার উপস্থিতি অত্যন্ত আবশ্যক, এরূপ অবস্থায় নবাবের মনে ইংরাজদিগের কোন কু-অভিসন্ধি নাই এরূপ প্রত্যয় না জন্মাইলে তিনি পলাশীর সৈন্যগণকে রাজধানী আসিতে আদেশ দিবেন না চক্রান্ত-কারীরা ইহা ভালরূপ বুঝিতেন। ধূর্ত্ত ওয়াটস্ সিরাজের মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করিবার জন্য ক্লাইবকে কিছু সৈন্য সরাইতে লিখিলেন। চক্রিবর ক্লাইব, কিয়দংশ সৈন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া নবাবকে পত্র লেখেন যে, "চন্দননগর হইতে সৈন্যগণকে কলিকাতায় আনা হইয়াছে, সুতরাং পরস্পরের বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য আপনিও পলাশী হইতে সৈন্যগণকে সরাইয়া লউন।"

বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ যদি দলবদ্ধ হইয়া প্রভুকে প্রবঞ্চনা করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সে মায়াজাল ছিন্ন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির-পক্ষেও নিতান্ত সহজ নহে। বিংশতিবর্ষীয় সিরাজ নিজের কর্ম্মচারী

কর্ত্তৃক প্রতারিত, তাই তিনি ক্লাইবের মায়ামাখা পত্র পাইয়া প্রতারিত হইয়া রায়-দুর্লভকে রাজধানীতে আসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রায়-দুর্লভ রাজধানীতে আসিয়া ষড়যন্ত্রের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই সময় আর একটি ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে সিরাজ ইংরাজদিগকে ধর্ম্ম-পুত্র-যুধিষ্ঠির বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রপতি বালাজী বাজিরাও ইংরাজদিগের দুঃখের কথা শুনিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে তাঁহাদিগের দুঃখ দূর ও বাণিজ্য পুনঃ স্থাপন করিয়া দিবার জন্য বহুল সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন ইত্যাদি লিখিয়া গোবিন্দ-রাম নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় দ্বারা একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। ইংরাজেরা এই পত্র পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সভা করিয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল, তাঁহারা কখন মনে করিতে লাগিলেন নবাব বোধ হয় তাঁহাদিগের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। অবশেষে ক্লাইব স্থির করিলেন, পত্রখানি নবাবের কাছেই পাঠান হউক, ইহা যদি নবাব প্রেরিত হয়, তাহা হইলে তিনি আমাদের হৃদয়ে কোন দুর্ব্বাসনা নাই তাহা বুঝিতে পারিবেন, আর সত্য সত্যই যদি ইহা মহারাষ্ট্রপতির প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নবাবের হৃদয়ে মহারাষ্ট্র-ভীতি উৎপাদন এবং আমাদের সরলতা উভয়ই প্রতিপন্ন হইবে। এইরূপ স্থির হইলে স্ক্রাফটন সাহেব সেই পত্রখানি লইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে গমন করিলেন। ইহাতে ষড়যন্ত্রের সহায়তা এবং নবাবের মনস্তুষ্টি উভয় কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। পথিমধ্যে তিনি পলাশীতে মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি সে সময়ে সিরাজের চর দ্বারা বেষ্টিত থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না।

এদিকে সিরাজের চরেরা পত্রসহ মহারাষ্ট্রদূতের কলিকাতায় আগ-

মন, ক্লাইবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ এবং মুর্শিদবাদাভিমুখে পত্র প্রেরণের কথা অগ্রেই উপস্থিত করিয়াছে। স্ক্রাফটন মুর্শিদবাদে উপস্থিত হইলে পর ওয়াটস্ কর্ত্তৃক তিনি নবাবের সম্মুখে আনীত হইলেন। সে সময় দরবার-গৃহে প্রধান গুপ্তচর নরসিংহ, মহারাজ-মাণিকচাঁদ এবং জগৎশেঠ উপস্থিত ছিলেন। সিরাজ স্ক্রাফটনের নিকট মহারাষ্ট্র-পতির পত্র প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন এবং পলাশী হইতে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রাজধানীতে আসিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

ষড়যন্ত্র এখন বেশ ধীরে ধীরে পরিপক্ক হইতে লাগিল। রাজ্য-বিপ্লবের প্রধান পাণ্ডারা এখন সকলেই মুর্শিদাবাদে, সুতরাং কাহারও অনুপস্থিতি নিবন্ধন গুপ্তসন্ধি বন্ধন কার্য্যের বিলম্ব হইল না। ইংরাজেরা বলেন এই সময় উমিচাঁদ একটু বেশ খেলা খেলিয়াছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্রের এই পরিণতাবস্থায় বলিলেন যে. সিরাজের সঞ্চিত ধনের চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিতে হইবে, তাহা না দিলে তিনি এ সমস্ত বিষয় নবাবের কাছে প্রকাশ করিবেন। এই ঘোর সঙ্কটসময়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ওয়াটস্ তাঁহাকে নগদ তিরিশ লক্ষ টাকা এবং ধনাগারের টাকা হইতে শতকরা পাঁচ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। ওয়াটস্ উমিচাঁদের কথা ক্লাইবকে বলিয়া পাঠাইলেন; ক্লাইব ভাবিলেন এত টাকা ত কোনরূপে দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ উমিচাঁদকেও হাতের ভিতর রাখিতে হইবে, এই সমস্যা পুরণ করিতে করিতে ক্লাইবের উর্ব্বর-মস্তিষ্ককে বড় বেশী চালনা করিতে হইল না, তিনি ইহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিলেন। দুইখানি সন্ধি-পত্র প্রস্তত হইল, একখানি সাদা অপরখানি লাল; সাদাখানি আসল, ইহাতে সেনানী ওয়াটসন্ প্রভৃতি সকলেই নাম স্বাক্ষর করিলেন, লালখানিতে সাদা পত্রের অনুরূপ সমস্তই লিখিত হইয়াছে অধিকন্তু উমিচাঁদ তাঁহার অংশে

তিরিশ লক্ষ এবং শতকরা পাঁচ টাকা সঞ্চিত-ধনাগার হইতে প্রাপ্ত হইবেন লিখিত হইয়াছে, * ইহাতে অন্যান্য সকলেই স্বাক্ষর করিলেন কিন্তু ওয়াটসন্ এই মিথ্যাপত্রে নাম সই করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ক্লাইব কিছুতেই নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন, তিনি লুসিংটন্ নামক সাহেবকে সেনানীর নাম স্বাক্ষর করিতে আদেশ দিয়া এই জাল সন্ধির সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। ক্লাইব তাঁহার এই সকল কার্য্যের সাক্ষ্য দিবার সময় মহাসভায় বলিয়াছিলেন এরূপ অবসর উপস্থিত হইলে তিনি শত শতবার এরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

সন্ধি-পত্র দুইখানি মুর্শিদাবাদে ওয়াট্সের কাছে প্রেরিত হইল, তিনি অবসর ক্রমে ইহা লইয়া গুপ্তভাবে শিবিকারোহণে মীরজাফরের অন্তঃপুরে গমন করেন। মীরজাফর ওয়াটসের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কোরান স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া সন্ধি-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিলেন। উমিচাঁদও লাল সন্ধি-পত্রে তাঁহার টাকার কথা উল্লেখ দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। এইরূপে বিদ্রোহীরা মনে মনে লঙ্কা ভাগ করিয়া সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। মীরজাফর প্রভৃতি প্রভুদ্বেষিদলের নায়কেরা যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া আগ্রহের সহিত সুদিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন সিরাজ গুপ্তচরের মুখে এই সন্ধির কথা অবগত হন। ইহাতে তিনি ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে নিহত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

* Lord Clive further acquainted the Committee * * * that the fictitious treaty, to the best of his remembrance, stated thirty lack, and five per cent. upon the treasures.—*Lord Clive's Evidence given to the Committee of the House of Commons in 1772.*

আত্মীয় মীরজাফর (আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে বিবাহ করেন) ষড়-যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন এ কথা শুনিয়া সিরাজের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিবার জন্য সৈন্য ও কামান প্রেরিত হইল। সকলেই মনে করিল মীরজাফারের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। কামান সকল মীরজাফরের গৃহের চতুর্দ্দিকে স্থাপিত হইয়া ভীষণ গোলক সকল উদ্গীরণ করিয়া সমস্ত ধূলিসাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মীরজাফর আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্লাইবকে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদাভিমুখে আগমন করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার আগমন ব্যতীত মীরজাফরের জীবন লাভের আর সম্ভাবনা নাই। ক্লাইব এ সংবাদ পাইয়া স্বরূপ প্রদর্শনের সুসময় উপস্থিত হইয়াছে, আর ক্ষণবিলম্ব করা উচিত নহে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ১৩ই জুন নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমস্ত সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন।

সিরাজ যে দিবস মীরজাফরের গৃহ অবরোধ করিতে সৈন্য পাঠান, সেই দিবস রাত্রে ওয়াটস্ সাহেব মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন। নবাব এই সংবাদের সহিত ক্লাইবের সসৈন্যে আগমন কথা শুনিয়া মীরজাফরের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ইহা বুঝিতে পারিলেন। সিরাজবিশ্বাসী মীরজাফরবন্ধুরা মীরজাফরকে এসময় ক্ষমা করিয়া অন্য কোন সুযোগে তাঁহাকে দণ্ডিত করা যুক্তিযুক্ত এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন। বিষপূর্ণ-হৃদয় অমৃতমুখ বন্ধু কর্ত্তৃক সিরাজ আবার প্রতারিত হইলেন। * তিনি মীরজাফরের উপর আবার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া

* If the Subah erred before in abandoning the French, he doubly erred now, in admitting a suspicious friend, and one

আহ্বান করিলেন। সন্দিগ্ধহৃদয় মীরজাফর সিরাজের কাছে যাইতে সাহসী হইলেন না। শত্রুসৈন্য দিন দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সিরাজ চরমুখে প্রত্যহ তাহার সংবাদ পাইতেছেন, এরূপ অবস্থায় কালবিলম্ব না করিয়া অগত্যা তিনি স্বয়ং শিবিকারোহণ করিয়া কতিপয় সহচর সহ মীরজাফরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। আবার কোরান আনীত হইল, আবার উভয়ের মধ্যে মধুময় কথায় দৃঢ় মিত্রতা সংস্থাপিত হইল, পবিত্র কোরান স্পর্শ করিয়া উভয়ে উভয়ের অনিষ্ঠ করিবেন না এইরূপ শপথ করিলেন। মীরজাফর ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইবেন না, নবাবের অধীনে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, নবাবও তাঁহাকে ধনজন লইয়া এই যুদ্ধের পর যথা ইচ্ছা তথায় যাইতে দিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

আর সময় নাই ইংরাজেরা দিন দিন অগ্রসর হইতেছে, নবাব আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে শত্রুর সম্মুখীন হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবাব প্রায় কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, ৫০শ টা প্রকাণ্ড কামান এবং মুঁসে-সেণ্টফ্রেঁ ২পরিচালিত ৪০। ৫০ জন ফরাসী গোলন্দাজ সহ রিপুদল দমনের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে বহির্গত হইলেন। সিরাজ, বৈরনির্য্যাতনাকাঙ্ক্ষী ফরাসীসেনাপতি সিনফ্রেঁ, বীরবর মোহনলাল, প্রভুকার্য্যতৎপর মীরমদন, বিদ্রোহিনায়ক মীরজাফর, ইয়ার-লতিফ ও রায়-দুর্ল্লভের অধীনে এক এক অংশ সৈন্য প্রদান করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে, বহুমূল্য আভরণ ভূষিত রক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত হস্তিযূথ, অশ্বারোহীদিগের সূর্য্যকর প্রতিভাসিত অস্ত্র সকল এবং অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত মুসলমানদিগের

whose death he was still determind on, to continue in the charge of a great body of troops.—*Parker*, page 64.

জাতীয় পতাকা বহুদূর হইতে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান সকল বলিবর্দ্দদলে শৃঙ্খলার সহিত বহন করিতেছে, নানাপ্রকার বাদ্যশব্দে দিক্ সকল প্রকম্পিত হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া কাপুরুষহৃদয়ও উৎসাহে নৃত্য করিতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল এই অজেয় সেনাদল লইয়া সিরাজ প্রবল শত্রুকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ। বাস্তবিক পক্ষে যদি সিরাজের সৈন্যদল মধ্যে বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহিদল না থাকিত তাহা হইলে এরূপ সৈন্য লইয়া ইংরাজদিগেরত দূরের কথা তদপেক্ষা অধিক বলশালী সৈন্যকে অবলীলাক্রমে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইতেন। * ক্লাইব পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিবার জন্য দেড়শত ইংরাজ চন্দননগরে রাখিয়া প্রায় এক হাজার ইয়ুরোপীয় ও দুই হাজার দেশী সিপাহী লইয়া নবাবকে পরাজয় করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নন্দকুমারের পদে নব-নিযুক্ত হুগলীর ফৌজদার একবার মনে করিয়াছিলেন ইংরাজদিগকে বাধা দিবেন, কিন্তু ইংরাজ-ইতিহাস-লেখক বলেন তিনি ইংরাজ সৈন্য ও কামান বোঝাই ২০ খানা নৌকাও একখানা ভয়দেখান পত্র পাইয়া সে বাসনা পরিত্যাগ করেন। † এ সকল দেখিয়া বোধ হয় ফৌজদার মহাশয়ও চক্রীদিগের হস্তগত ছিলেন। ক্লাইব, হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কাল্নায় উপস্থিত হইলেন। এ স্থানে তাঁহারা মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়িত ওয়াট্‌সের সহিত মিলিত হন। ১৩ই

* Their disposition, as well as the regular manner, in which they formed, seemed to speak geater skill in war than we expected from them. But what avails pomp and parade, when the heart is not fired by loyalty to its prince, or love to its country?—*Parker*, page 65.

† See *Orme*, *Book VII*, *Vol. II*, page 164.

জুন ইংরাজ-সৈন্য পাটুলীতে উপস্থিত হয়। এই স্থানের ছয় ক্রোশ উত্তরে কাটোয়া। কিছুকাল পূর্ব্বে এই স্থানে লোমহর্ষণ যুদ্ধে বঙ্গীয় সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। এখানকার মৃণ্ময় দুর্গে মীরজাফরের জনৈক অনুগত ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন; মীরজাফর পূর্ব্বেই তাঁহাকে হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্লাইব ১৭ই তারিখে মেজর কূটের (পরে ইনি সার-আইয়ার-কূট নামে খ্যাতি লাভ করেন) অধীনে একটি কামান দুই শত ইংরেজ ও পাঁচ শত সিপাহি সৈন্য কাটোয়া বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। কূট মধ্যরাত্রে কাটোয়াতে উপস্থিত হইয়া দেখেন অধিবাসীরা সকলে পলায়ন করিয়াছে। প্রাতঃকালে তিনি গঙ্গার ধারে সাদা নিসান উড়াইয়া দুর্গাধ্যক্ষকে তাঁহাদের আগমন সঙ্কেত করেন। দুর্গ-রক্ষক নিমকের খাতিরে তাঁহাদিগের উপর গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করেন। কূট ইহাতে চিন্তিত হইলেন, মনে করিলেন দুর্গাধ্যক্ষ বুঝি পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া বঙ্গীয় সেনাপতি দুর্গের চালা ঘরে আগুন লাগাইয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। এইরূপ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া কূট কাটোয়ার দুর্গ হস্তগত করেন। ক্লাইবও সসৈন্যে সেই দিবস অপরাহ্ণ কালে কাটোয়াতে আগমন করেন।

চন্দননগর পরিত্যাগের পর হইতে ক্লাইব প্রত্যহ মীরজাফরকে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু মীরজাফর গুপ্তচর-পরিবেষ্টিত থাকায় সিরাজের ভয়ে ক্লাইবকে প্রত্যুত্তর লিখিতে পারেন নাই। পাটুলীতে অবস্থানকালে ক্লাইব মীরজাফরের লিখিত ১৬ই জুনের পত্র ১৭ই প্রাপ্ত হইলেন। সিরাজের সহিত মীরজাফরের মৌখিক মিত্রতা থাকিলেও তিনি তাঁহার অঙ্গীকৃত বিষয় পালন করিতে এখনও প্রস্তুত আছেন এইরূপ লিখিয়া পাঠান। ক্লাইব, মীরজাফরের এই নরম সুরের পত্র পাইয়া তাঁহার

উপর সন্দিগ্ধ হন। দুই দিন সন্দিগ্ধ অবস্থায় কাটিয়া গেল, ১৯শে জুন এক ব্যক্তি মীরজাফরের দুই খানি পত্র লইয়া উপস্থিত হয়। তাহার এক খানি ক্লাইবের অপর খানি আমির-বেগ নামক তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীর নামে ছিল। ইহাতেও ক্লাইব মীরজাফরের হৃদয়ের ভাব ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই ঘোর সমস্যায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহার অধীন ২০ জন কর্ম্মচারীর সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ষা সমাগত প্রায়; কলকলনিনাদিনী ভাগীরথী তখন দুস্তীর্ণা হইয়া উঠিবে; এ সময় মীরজাফরের সাহায্য পাওয়াও সন্দেহ জনক। এরূপ অবস্থায় তাঁহার কি নবাব-সৈন্য আক্রমণ করা বিধেয়, অথবা তিনি কাটোয়াতে অবস্থান করিয়া বর্ষা অবসানের পর আহুত মহারাষ্ট্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া নবাবকে আক্রমণ করিবেন? কাটোয়া অধিকার করিয়া তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং আহারাভাবে তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইবে না। অনেক তর্ক বিতর্কের পর অধিকাংশ কর্ম্মচারী যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য মত প্রকাশ করিলেন, কেবলমাত্র ৭ জন কর্ম্মচারী অবিলম্বে নবাবকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ক্ষীণ-সূত্রবদ্ধ তীক্ষ্ণধার-অসিতলগত ব্যক্তির ন্যায়, ক্লাইব প্রায় তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন, তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যপ্রায় বোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্য সমস্তই যেন লোপ পাইয়াছে। ২২শে জুন তিনি মীরজাফরের এক খানি পত্র পান, এই পত্র পাইয়া তাঁহার অন্তর্হিত বুদ্ধিবৃত্তি ও বাহুবল যেন অকস্মাৎ আগমন করিল, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সেই দিনেই অপরাহ্ণ ৫টার সময় ভাগীরথীর পরপারে গমন করিয়া পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

* Three days were passed there in the most uneasy

ইংরাজ-সৈন্য অবিরাম ঝড়বৃষ্টি ভোগ করিয়া রাস্তার কর্দ্দমে বিভূষিত হইয়া রাত্রি ১টার সময় পলাশীর আম্রবনে উপস্থিত হন।

ইংরাজদিগের আগমনের বার ঘণ্টা পূর্ব্বে (অর্থাৎ দিবা দ্বিপ্রহরের সময়) নবাব পলাশী-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। পর দিবস (অর্থাৎ ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার) প্রাতঃকালে ৬টার সময় সিরাজ শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিবার জন্য আপনার সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। প্রত্যেক ৪।৫ হাজার সৈন্যদলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে গোলোন্দাজ-সৈন্য অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দুর্জ্জয় করিয়া তুলিল। এই বিপুলবাহিনী যখন অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ধীরে ধীরে বৃটিশ-সেনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, তখন বোধ হইতে লাগিল ইহারা বুঝি ইংরাজদিগকে ঘেরাও করিবার জন্য গমন করিতেছে। সিন্‌ফ্রে-পরিচালিত পঞ্চাশ জন ফরাসী ৪টা কামান লইয়া সকলের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, ফরাসীরা ইংরাজদিগের নিকট হইতে ৫০০ হাত দূরে একটা উচ্চ স্থানের অন্তরালে অবস্থান করিয়া ইংরাজদিগের উপর গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। *

---

suspence, wating for intelligence of the issue of the dispute between the Subah, and our ally Meer Jaffar. In this doubtful interval the majority of our officers were against crossing the river, and every thing bore the face of disappointment; but, on the twenty second of June, the Colonel received a letter from Meer Jaffar, which determined him to hazard a battle; and he passed the river at five in the evening.—*Parker's Evidence*, page 65.

* These advanced, under cover of an eminence, to within

ক্লাইব যুদ্ধ প্রারম্ভ হইবার পূর্ব্বে নবাব-সৈন্যের অবস্থান দেখিবার জন্য শিকার-মঞ্চের ছাদের উপর আরোহণ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। নবাব-সৈন্যের অগণিত সংখ্যা, সমৃদ্ধি ও ব্যূহ রচনার পারিপাট্য দেখিয়া তাঁহার জয়াশা ক্ষীণ হইয়া আসিল। তিনি কোনরূপে আত্মাবস্থা গোপন করিয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য শ্রেণীবদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ফরাসীরা কামান ছুড়িলেন, প্রথম গোলাতেই একজন গোরা নিহত ও একজন আহত হইল। তখন উভয় পক্ষ হইতে অবিরাম গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। অল্প সংখ্যক ইংরাজ-সৈন্যের ভিতর হইতে দুই একটি করিয়া মরিতে লাগিল। আধ ঘণ্টার যুদ্ধের ভিতর ১০ জন গোরা এবং ২০ জন কালাসিপাহী মানবলীলা সংবরণ করিল। যেরূপ গুলি বর্ষণ হইতেছে এরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিলে অল্পকাল মধ্যে ইংরাজ-সেনা নিঃশেষিত হইবে, এই ভাবিয়া, ক্লাইব আম্রকাননের মৃৎ-প্রাচীরের বহির্ভাগে দুইটি কামান রাখিয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করিবার জন্য আম্রবন-মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে আদেশ দিলেন। সৈন্যেরা গাছের আড়ালে বসিয়া রহিল, এবং গোলোন্দাজেরা মাটির দেওয়ালের ফাঁক থেকে নবাব-সৈন্যের উপর গুলি চালাইতে লাগিল।* ক্লাইব ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া

about five hundred spaces of us, and then began a general cannonading.—*Parker*, page 66.

* Our little army was at first drawn up without the bank which surrounded the grove, but we soon found such a shower of balls pouring upon us from their fifty pieces of cannon, most of which were 32 and 24 pounders, that we retired under cover of the bank, leaving two field pieces without, whilst the

এই সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই বন্ধুবর মীরজাফরের কোন সংবাদ নাই; এরূপ অবস্থায় তিনি কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া সমরসভা আহ্বান করিলেন। সকলে মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে দিবাভাগে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া নিশিথকালে নবাব-শিবির আক্রমণ করিয়া শত্রুপক্ষ বিপর্য্যস্ত করা যাইবে। ক্লাইব এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মীরজাফরের কোন সংবাদ না পাওয়াতে তাঁহার উপর তাঁহাদিগের অবিশ্বাস ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের সহিত মীরজাফরের আমিরবেগ নামক যে কর্ম্মচারী অবস্থান করিতেছিলেন, ক্লাইব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিরবেগ বিনীতভাবে কহিলেন যে,— যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহারা মীর-মদন এবং মহারাজ-মোহনলালের পরিচালিত সৈন্যদল; ইহারা পরাজিত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রভু সৈন্যগণ সহ আপনাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। *

ইংরাজেরা আম্রবনের দিকে সরিয়া গেলে, নবাব-সৈন্য উল্লসিত হইয়া কামানশ্রেণী সহ কিছু অগ্রসর হন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিপুণতার সহিত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সব গোলায় ইংরাজদিগের কোন অপকার হইল না, সে সকল বৃক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। এই সময় ঘোর ঘনঘটা করিয়া খুব এক পসলা বৃষ্টি হয়; এই বৃষ্টিতে নবাবের অনেক বারুদ ভিজিয়া যাওয়াতে তাঁহার কামান গর্জ্জন একটু শিথিল হইয়া আসে। বৃষ্টির পর মীরমদন-পরি-

other four kept playing through the breaches in the bank.—*Parker*, page 66.

* See *Stewart's History of Bengal*, page 527 to 528.

চালিত অশ্বারোহীরা শাণিত অসি নিষ্কাশিত করিয়া ইংরাজ-সৈন্যগণকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য ভীমবেগে ধাবিত হইলেন। মীরমদনকে মহাকালের ন্যায় ইংরাজ অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া সকলে মনে করিল এইবার বুঝি ইংরাজ-সেনা মদনের হস্তে বিমর্দ্দিত হইয়া যমলোকে গমন করে। মীর-মদন যখন ইংরাজাভিমুখে অগ্রসর হন, সে সময় ইংরাজেরা এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রচণ্ডবেগে মদন-পরিচালিত সৈন্যের উপর অগ্নিময় গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মীরমদন যখন সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছিলেন সেই সময় বিপক্ষ-পক্ষ হইতে একটি গোলা আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থলে পতিত হয়, ইহাতেই তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার অনুচরবর্গ সিরাজের কাছে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গেলে; তিনি দুই একটি কথা কহিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে এই মর জগতে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া পুণ্যলোকে গমন করিলেন। *

কার্য্যদক্ষ প্রভুভক্ত মীর-মদনের মৃত্যুতে সিরাজ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময় মিত্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন কর্ম্মচারিগণ সিরাজকে অধিকতর বিপন্ন করিবার জন্য সৎপরামর্শের উৎস খুলিয়া দিলেন।

সিরাজ মীর-মদনের-বিয়োগে অধীর হইয়া মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর অতি সতর্কতার সহিত সদলবলে নবাবের কাছে উপস্থিত হইলেন। নবাব সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে

* One great cause of our success was, that in the very beginning of the action, we had the good fortune to kill Meer Modun, one of the Subah's best and most faithful officers.—*Parker*, page 67.

মস্তক হইতে উষ্ণীষ অবতরণ করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"মীরজাফর! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন তুমি আলিবর্দ্দীর নাম স্মরণ করিয়া এবং ভগবান্ মহম্মদের বংশধর বলিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।" মীরজাফর সসম্ভ্রমে অভিবাদন এবং হৃদয়ের উপর হস্ত ন্যস্ত করিয়া বলিলেন,—"কিছু ভয় নাই; দিবা অবসান প্রায়, সৈন্যেরাও যুদ্ধশ্রান্ত, আজ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া কল্য প্রাতঃকালে যুদ্ধ আরম্ভ করাই যুক্তিযুক্ত।" এইরূপ পরামর্শ দিয়া তিনি মোহনলালকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যখন বিপদ্ উপস্থিত হয় তখন আত্মপর ও হিতাহিত জ্ঞান আগে লোপ হইয়া যায়। সিরাজের এই মহাবিপদে মতিচ্ছন্ন উপস্থিত হইল। তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া, মহাবীর মোহনলালকে যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন।

সিরাজ, যেরূপ ভাবে মীরজাফরের শরণাপন্ন হইলেন, সেরূপ ভাবে তিনি যদি তাঁহার কোন পরম শত্রুকে অনুনয় করিতেন, বোধহয় তিনি। পূর্ব্ব শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া সিরাজের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইতেন। বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহীদিগের হৃদয় ভগবান্ যে কি উপাদানে নির্ম্মাণ করেন তাহা তিনিই জ্ঞাত আছেন। ইহাদিগের হৃদয়ে দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা বা ধর্ম্মভয়ের লেশমাত্র নাই; ইহাদিগকে কোনক্রমেই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। ইহারা নিজে ত অপকার করিবে, তাহা তত আক্ষেপের বিষয় নহে, কিন্তু ইহার সহিত যে অপরকেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করে ইহাই বিশেষ মনস্তাপের বিষয়।

মহারাজ মোহনলাল যখন অমিতপরাক্রমে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় নবাবের দারুণ আদেশ তাঁহার কাছে উপস্থিত হয়। মোহনলাল মহা পীড়িত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"এ

সময় প্রত্যাগমন করিলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, তাহাহইলে তাহাদিগকে আর একত্রিত করা যাইবে না ; আর অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে, সুতরাং আমি এখন আর ফিরিব না, যুদ্ধ করিব।” মীরজাফর মোহনলালের এই কথা শুনিয়া সিরাজকে বারংবার তাঁহার প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সিরাজ তাঁহার কথা শুনিয়া মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। অগত্যা মোহনলাল ক্ষুব্ধহৃদয়ে ধীরে ধীরে শিবিরাভিমুখে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন।

মীরজাফর অভীষ্টসিদ্ধ করিয়া চিত্রলিখিত প্রায় স্বীয় সেনাদলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া ক্লাইবের কাছে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, “এই মুহূর্ত্তে অথবা রাত্রি তিনটার সময় নবাব-সৈন্য পরাস্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করুন।” মোহনলাল নবাবের মতিচ্ছন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া খুব ধীরতার সহিত সর্ব্বাগ্রে কামান গুলিকে ফিরাইতে আদেশ দিলেন, সৈন্যদলও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দিবা তিনটার সময় পুরাতন শিবিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। * মোহনলালের সৈন্যগণকে পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া মীরজাফর নবাবসৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন।

মেজর কিলপেট্রিক, নবাব-সৈন্যকে পশ্চাদ্গমন করিতে দেখিয়া ফরাসীরা যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সেই স্থান দখল করিবার জন্য আম্রকানন হইতে কতিপয় কামান ও একদল সৈন্য লইয়া বীর-

* About three in the afternoon, when they retired without confusion to their old camp, their artillery marching first.—*Parker*, page 101.

বিক্রমে অগ্রসর হন। ক্লাইব এ সময় মৃগয়ামঞ্চ মধ্যে ঘর্ম্মাক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিতেছিলেন। * কেহ কেহ কহেন যে সে সময় পরম পরিশ্রান্ত ক্লাইব নিদ্রাভিভূত ছিলেন। যাহাই হউক ক্লাইব, কিলপেট্রিকের অসীম সাহসিকতার কথা শ্রবণ করিয়া, দ্রুতপদে সেই সৈন্যদল-মধ্যে আসিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে এরূপ কার্য্য করার জন্য সামরিক নিয়মানুসারে কিলপেট্রিককে বন্ধন করিতে আদেশ দিলেন! অবশেষে অনেক অনুনয়ে ক্লাইব তাঁহাকে আম্রবনে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং সেই দল পরিচালন করিতে লাগিলেন।

নবাব-সৈন্য, ইংরাজদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, আবার তাহা-দিগকে আক্রমণ করিল, বৃহৎ বৃহৎ কামান সকল পুনরায় ফিরাইবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু বহু সংখ্যক গো ও চালক নিহত হওয়াতে নবাব-সৈনিকদের এ উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। কামানের সাহায্য না পাইলেও মুষ্টিমেয় ইংরাজকে নবাবের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যেরা প্রাণপণ যত্নে আক্রমণ করিল। ইংরাজদিগের অজস্র গোলাগুলি বর্ষণে প্রভুভক্ত নবাব-সৈন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল, অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধস্থল গো, অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যের মৃতদেহে পুঞ্জীকৃত হইল, কামান ও বন্দুকের ধূমে সমরক্ষেত্র অন্ধকার এবং শব্দে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ইংরাজদিগের কামান সমূহের ভীষণ অগ্নিময় গোলক উদ্গীরণে নবাব-সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলতার পূর্ব্বাবস্থা কিছু কিছু দেখা দিল। এই সময় বিশ্বাসঘাতক রায়-দুর্লভ যদি সিরাজকে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিবার উপদেশ না দিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে ইংরাজদিগের ভাগ্যচক্র অন্যরূপ ধারণ করিত সন্দেহ নাই। ইংরাজ-

* Colonel Clive * * * went into Plassy-house to put on dry clothes.—*Parker.*

দিগের অবিরাম গোলক বর্ষণে নবাবের হস্তী সকল অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া সৈন্যগণ মধ্যে অধিকতর বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিল। এই সুযোগ দেখিয়া ক্লাইব অন্যান্য সৈন্যের সহিত নবাব-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই বিপদ্ সময়ে নবাব-সৈন্য মধ্যে আর এক নূতন বিপদ্ আসিয়া তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিল। ক্লাইব যে সময় নবাব-সৈন্য ভেদ করেন, সেই সময় নবাবের বারুদাদি আগ্নেয় দ্রব্যে অগ্নি লাগিয়া এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। ইহা সকলকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিল, শত্রুরোধক্ষমতা যেন অকস্মাৎ প্রত্যেকের ভুজযুগ হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। * ক্লাইবও এই শুভক্ষণে সসৈন্যে নবাব-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ইয়ার-লতিফ ও রায়-দুর্লভকে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া, সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগের হৃদ্গতভাব অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। এই সকল নর-পিশাচ বিশ্বাসঘাতকদিগের মধ্যে থাকা তিনি অবিধেয় বিবেচনা করিয়া বেলা চারিটার সময় সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দুই হাজার অশ্বারোহীর সহিত হস্তিপৃষ্ঠে মুর্শিদাবাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। *

সিরাজ পলায়ন করিলেও বীরবর মোহনলাল এবং ফরাসীবীর

* The enemy stood their ground at the eminence long enough to receive a general volley, when they faced about with great precipitation ; and some of their ammunition blowing up just as Colonel Clive was marching up to their camp, it put them into such confusion, as made them incapable of resistance, and the rout become general.—*Parker*, page 67.

† (The Subah) left the field at four in the evening, on an elephant, and made such haste, that he was himself one of the

সিন্‌ফ্রে অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের অধীনস্থ সৈন্য সকল ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহারাও বাধ্য হইয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে পলাশীর সমরাভিনয় সম্পূর্ণ হইল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুন বৃহস্পতিবার প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসরের পর মুসলমান-রাজলক্ষ্মী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ বণিক্‌দিগের অঙ্কগতা হন। বক্তিয়ারখিলিজী যেরূপ অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণেয়সেনের বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে বণিক্ রূপে অকস্মাৎ রাজভবন আক্রমণ করিয়া হিন্দু-রাজশ্রী হস্তগত করেন, সেইরূপ বিংশতিবৎসর বয়স্ক সিরাজ বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে প্রকৃত বণিক্ ইংরাজদিগের মুষ্টিমেয় সৈন্যের কাছে পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে মুসলমান-রাজলক্ষ্মীকে ন্যস্ত করেন।

এই সাড়ে পাঁচশত বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান একত্র বাস করাতে উভয়ের মধ্যে অনেক সময় জেতৃবিজেতৃ ভাব চলিয়া গিয়াছিল, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে ভাই, দাদা, চাচা, মামা প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া নির্ব্বিবাদে সময় যাপন করিতেন। হিন্দুরা মুসলমানদিগের ভয় প্রযুক্ত উপর উপর ভাল-বাসা দেখাইতেন এরূপ নহে, কিন্তু তাঁহারা মুসলমানদিগের উৎসবে বিশেষরূপে যোগদান দিতেন, ধনবান্ হিন্দুর গৃহে মহরমের সময় অনেক অর্থব্যয় করিয়া তাজিয়া প্রস্তুত হইত এবং মর্শিয়া গান শুনিবার জন্য অনেক মুসলমানও হিন্দুর গৃহে গমন করিতেন। এ সকল করিয়াও হিন্দুর হৃদয় তৃপ্ত হইত না, তাঁহারা মুসলমানদিগের পীর আদি পূজা

first that carried the news of his defeat to the capital, which he reached that night.—*Parker*, page 67.

ব্যক্তিদিগের পূজা এবং কখনও বা স্বীয় নামের সহিত কিয়দংশ মুসলমানী নাম ধারণ করিতেন। * মুসলমানেরাও হিন্দুদিগকে বিজেতা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত দেখিতেন। কি সৈনিক বিভাগ কি রাজস্ব বিভাগে একজন গুণবান্ মুসলমান যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন একজন উপযুক্ত হিন্দুর পক্ষেও তাহাতে কোন বাধা ছিল না। হিন্দুরা মুসলমান-নরপতির প্রধান মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইয়া বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অনেক সময় হিন্দুদিগের হস্তে রাজশক্তি ন্যস্ত থাকিত।

একমাত্র সিরাজের দোষেই যে মুসলমানের রাজলক্ষ্মী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিক বণিক্‌দিগকে আশ্রয় করেন তাহা নহে। সে সময়কার মুসলমানদিগের চরিত্রগত অধোগতির একশেষ হইয়াছিল, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রভুহত্যা প্রভৃতি তখন তাঁহাদিগের দৈনন্দিন কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। পবিত্র সম্বন্ধবন্ধন, ধর্ম্মভয়, রাজভক্তি সে সময়ের লোকের হৃদয়ে স্থান পাইয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ করিতে সমর্থ হয় নাই। সকলেই স্বার্থানুসন্ধান তৎপর; নিজের ক্ষণিক সুখের জন্য জাতীয় স্বার্থের উপর খড়্গাঘাত করিতে বদ্ধপরিকর ছিল; এরূপ অবস্থায় যে মুসলমান-রাজলক্ষ্মী পরহস্তগত হইবেন তাহাতে আর কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নাই। ইতিহাস-সমালোচকের কাছে কোন জাতীর অবনতির কথা আলোচনার ন্যায় ক্লেশজনক বিষয় আর কিছুই নাই; বিশেষতঃ যাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণ সুখে দুঃখে একত্রে কাটাইয়াছেন তাঁহাদিগের হীনাবস্থা আলোচনা করা অধিকতর ক্লেশের বিষয়।

* রামদীন, শঙ্করদীন ও সিউবক্স প্রভৃতি নাম হিন্দু ও মুসলমানী মিলিত।

সিরাজ পলাশীক্ষেত্র হইতে মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, একে একে মোহনলাল প্রভৃতি বিশ্বস্ত সেনাপতিগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিলেন। এইরূপ স্থির করিয়া নবাব অন্তঃপুরে গমন করিলে বেগমদিগের কাতরতায় তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সিরাজ চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, সকলেই যেন বিশ্বাসঘাতকদিগের অনুচর, সকলেই যেন কোন অভিনব বিপদ্ আনয়ন করিতে উদ্যত, এইরূপ তাঁহার প্রতীতি হইতে লাগিল। সিরাজ এরূপ অবস্থায় রাজধানীতে অবস্থান করা কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে বিবেচনা করিয়া জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য ও প্রিয়তমা বেগম লুৎফ-উন্নিসার সহিত দরিদ্রের ন্যায় পাটনা অভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সিরাজ যে সময় পথশ্রান্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি রাজমহলের অনতিদূরে সপরিবারে মীরকাশীমের হস্তে পতিত হন। তাঁহার কাছে যাহা কিছু বহুমূল্য দ্রব্য ছিল তাহা সমস্তই লুণ্ঠিত হইল, তিনিও বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। তৎপর তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহারই কৃপায় সংবর্দ্ধিত, একজন নর-পিশাচ অর্থলোভে বঙ্গের হতভাগ্য শেষ নবাব সিরাজকে অতি নৃশংস-রূপে নিহত করে!

পলাশীর সমর ইংরাজদিগের এসিয়ার ইতিহাসে বড়ই গৌরবের বিষয়। এই পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজদিগের অতুল অভ্যুদয়ের বীজ সুনিহিত হয়, এ কথা নিতান্ত অতিরঞ্জিত নহে। এ ক্ষেত্রে ইংরাজেরা যে ভুজবল ও বুদ্ধিবল প্রদর্শন করেন তাহা লইয়া মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কহেন এই যুদ্ধে ইংরাজেরা অসাধারণ বাহুবল ও বুদ্ধিমত্তা

দেখাইয়াছেন। কোন কোন সত্যপ্রিয় ইতিহাস লেখক বলেন, পলাশী-যুদ্ধ মহাযুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, অথবা ইহাকে "air fight"ও বলা যাইতে পারে না; চক্রীদিগের চক্রান্তে ইহার সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করিয়াছে, তাঁহাদিগের চক্রান্তে সিরাজসেনা অনুকূলস্থান পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপদ হন, এবং তাঁহাদিগেরই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়া সদর্পে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। * একজন সমসাময়িক বিচক্ষণ ফরাসী লেখক বলেন, ইংরাজদিগের বুদ্ধিমত্তার ফলে এই ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই, কেবল মাত্র অদৃষ্টক্রমে তাঁহারা এই বিশাল রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়াছেন, † অদৃষ্ট ক্রমেই মীরজাফরপ্রমুখ বিশ্বাসঘাতকগণ অযাচিত ভাবে অজ্ঞাত-কুলশীল সুদূর ইংলণ্ডবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

নন্দকুমার সিরাজ কর্তৃক পদচ্যুত হইলে, বিশ্বাসঘাতকদিগের সহিত মিলিত হইয়া তিনি স্বীয় প্রভুর অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি এই ঘোরতর পরিবর্ত্তনের সময় কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া উদাসীন ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি যদি ইংরাজদিগের সহিত মিলিত

* See *Col. Malleson's Decisive Battles of India.*—Plassey, page 73.

† Should it be asked, if this astonishing revolution, which had so sensible an influence, both upon the state of the inhabitants of this part of Asia and upon the trade of the European nations in these climates, hath been the consequence and result of series of political schemes?—If it be one of those events, of which prudence has a right to claim the merit? We shall answer, No. Chance alone has determined it.—*Abbe' Raynal's Indies*, Vol I, Book III, page 441. 3rd Edition, 1777.

থাকিতেন তাহা হইলে এই ঘোরতর বিপ্লবের সময় তাঁহার ন্যায় কার্য্য-তৎপর ব্যক্তি কখনই নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে পারিতেন না।

বর্ত্তমান কালে পলাশীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে আম্র-কানন বা সে মৃগয়া-মঞ্চও নাই, সকলই কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। ভূমি কর্ষণ ও খনন কালে কৃষকেরা কখন কখন পলাশী যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ গোলা গুলি পাইয়া থাকে। যে সকল বিবি ও সাহেবেরা ইহার নিকট দিয়া গমনাগমন করেন তাঁহারা অতি সমাদরের সহিত অধিক মূল্য দিয়া ঐ সকল গোলা গুলি সংগ্রহ করিয়া থাকেন, * এবং বিজয়-ধ্বনিতে পলাশীপ্রাঙ্গন প্রকম্পিত করিয়া তুলেন।

পলাশি যুদ্ধের ১২৫ বৎসর পরে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট একটি ক্ষুদ্রকায় বিজয় স্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে "Plassey Erected by the Bengal Government 1883" সংক্ষিপ্ত এই কথা কয়টি খোদিত আছে। এই স্তম্ভের অনতিদূরে তিন্তিড়ি বৃক্ষের ছায়াতে দৌলতআলি নামক সিরাজদ্দৌলার জনৈক সেনাপতির কবর দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল প্রভুভক্ত পুরুষ সিরাজের জন্য সমরাঙ্গণে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, দৌলতআলি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি। ইনি হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছে সমান ভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। †

* পলাশীতে অবস্থান কালে লেখক অতি ক্লেশে কয়েকটি গুলি সংগ্রহ করেন।

† এ সকল ব্যতীত যে সকল সিপাহী ইংরাদিগের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোম্পানির কাছে কিছু কিছু ভূমি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ প্রদেশে ভ্রমণ কালে লেখকের সহিত জনৈক মুসলমান গৃহস্থের আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পলাশীপ্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কোম্পানির নিকট হইতে কতিপয় বিঘা জমী প্রাপ্ত হন। ইহার সনন্দ তাঁহার কাছে বর্ত্তমান আছে।

একাদশ অধ্যায়।

ইংরাজদিগের অভ্যুত্থান।

পলাশী-যুদ্ধের পরদিবস মীরজাফর ভীত মনে ক্লাইবের সহিত দাদপুরে সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ক্লাইব তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বঙ্গেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার ভীতি অপনোদন করেন। মীরজাফর নিঃশঙ্ক চিত্ত হইলে ক্লাইব তাঁহাকে অনতিবিলম্বে রাজধানী অধিকার করিয়া রাজকোষ হস্তগত করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্লাইবের কথা অনুসারে মীরজাফর সেই দিবস (২৪ শে জুন) রাত্রিকালে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মনসুরগঞ্জ রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন। ক্লাইবও পরদিবস অপরাহ্ণে (২৫শে জুন) বহরমপুরের সন্নিকট মাদাপুরে শিবির সংস্থাপন করিয়া ওয়াট্‌স্ ও ওয়ালস্ সাহেব দ্বয়কে মীরজাফরের কাছে প্রেরণ করেন। সাহেব দ্বয় পরদিবস জগৎশেঠের বাড়ীতে মীরজাফর ও রায়দুর্ল্লভ আদি ষড়যন্ত্রের নেতাদিগের সহিত তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকার বিষয় অনেক বাদানুবাদ করেন। রায়দুর্ল্লভ বলেন, সিরাজের ধনাগারে তত টাকা নাই যে তাঁহাদিগের সমস্ত পাওনা এইক্ষণেই বুঝাইয়া দেন, ইহাতে ওয়াটস্ প্রমুখ সাহেবেরা বলে বলেন যে জগৎশেঠের নিকট হইতে ধার করিয়া তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হউক, এইরূপে উভয়ের মধ্যে একটু বচসা হয়। ২৭শে জুন কাশীমবাজার হইতে ক্লাইবের রাজধানীতে



নবাব মীরজাফর খাঁ।

আসিবার কথা, শেঠ মহাশয়েরা ক্লাইবকে বলিয়া পাঠাইলেন, "গতরাত্রে রায়দুর্লভ, মীরজাফরের পুত্র যুবরাজ মীরণ ও সেনাপতি কদমহোসেন ইঁহারা মিলিত হইয়া আপনাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, অতএব আপনি সাবধান হইবেন।" এ সংবাদ পাইয়াই তিনি মুর্শিদাবাদ আগমন স্থগিত রাখিলেন। তার পর ২৯শে জুন বুধবার প্রাতঃকালে ২০০ গোরা ৩০০ সিপাহি সহ রাজধানীতে প্রবেশ করেন। ইঁহাদিগের অবস্থানের জন্য মুরাদবাগের কুঠি নির্দ্দিষ্ট হইল, তথায় মীরণ ক্লাইবকে অভ্যর্থনা করিয়া মনস্থুরগঞ্জ রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। মীরজাফর, পাত্র মিত্র ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত জনপূর্ণ প্রকাশ্য দরবারে ক্লাইবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্লাইব সাদরে গৃহীত হইয়া, মীরজাফরকে সিরাজ-পরিত্যক্ত রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন এবং নজর প্রদান করিলেন। এইরূপে মীরজাফর্ বঙ্গ-সিংহাসনে আসীন হইলে মুহুঃমুর্হুঃ কামান ধ্বনিতে মুর্শিদাবাদ নিনাদিত হইতে লাগিল।

ইহার পর টাকার কথা স্থির করিবার জন্য মীরজাফর, ক্লাইব, ওয়াটস্, স্ক্রাফটন্, মীরণ ও রায়দুর্লভ শেঠেদের বাড়ী গমন করেন। আমিনচাঁদও তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিলেন। অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে ইংরাজেরা এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক নগদ এবং হিরা, মণি ও মুক্তা, জহরতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের জিনিস পত্রে এবং অপরার্দ্ধ তিন বৎসরে তিন কিস্তিতে লইবেন এইরূপ স্থির হইল। অনন্তর ক্লাইব স্ক্রাফটনের সহিত উমিচাঁদের দিকে অগ্রসর হইয়া যথার্থ সন্ধি-পত্র পাঠ করিলেন। উমিচাঁদ বলিলেন এ ত সন্ধি-পত্র নহে, সে যে লাল রঙ্গের। উমিচাঁদের উত্তরে ক্লাইব বলিলেন, "এখানা সাদা, লালখানা জাল, তুমি আর কিছু পাইতেছ না।" এই কথা শুনিয়া

তিনি বাতাহত পাদপের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বগৃহে আগমন করেন এবং নিজের কুকার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের পায়ে ধরিয়া সিরাজের ভ্রমোৎপাদন, রাজদ্রোহ মহাপাপ ইত্যাদি বিষয় যখন তিনি স্মরণ করিতেন তখন তাঁহার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন প্রায় যাতনা উপস্থিত হইত। এই সকল মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শিখ উমিচাঁদ কখন পাটনায় গুরুগোবিন্দের দরবারে পূজা অর্চ্চনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রেরণ করিতেন, কখন বা হিন্দুর দেবালয়ে ও মুসলমানের মসজীদে পূজা পাঠাইতেন। ইহাতেও তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হয় নাই। যাঁহাদিগের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বণিক্‌রাজের এরূপ দশা হয়, এবং যাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বুদ্ধির অভাব বশতঃ তিনি এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য বণিক্‌বর যথেষ্ট টাকা প্রদান করিয়া যান। *

মীরজাফর বঙ্গের নবাব হইলেন, প্রধান সহযোগী রায়-দুর্লভ তাঁহার প্রধান দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। দেশের এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে জন-সাধারণ কিছুকাল স্তম্ভিত, ভীত ও চকিত হইয়া পড়িল। মীরজাফরের রাজকোষ, ইংরাজদিগের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে নিঃশোষিত হইয়া গিয়াছে; বেতন অভাবে তাঁহার বিপুলবাহিনী অসন্তুষ্ট; সিরাজানুগত প্রভুভক্ত পাটনার শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণ, অযোধ্যাধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত সুজাদ্দৌলার সাহায্যে, মীরজাফর সহ ইংরাজ বণিক্‌কে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ করিতেছেন; পুর্নিয়ার নবাব ও বিদ্রো-

* উমিচাঁদের ইচ্ছানুসারে তাঁহার কুটুম্ব হুজরীমল সেণ্টজেমস বা পাথুরিয়া গির্জ্জা প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট টাকা দিয়াছিলেন।—See *Historical and Ecclesiastical Sketches of Bengal.* Calcutta, 1821.

হোন্মুখ ; ঢাকায় বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব নবাব সারফরাজখাঁর বংশধরকে অগ্রগণ্য করিয়া যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে ; অত্যাচারপীড়িত মেদিনীপুরের অধীশ্বর সসৈন্যে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত ; মহারাষ্ট্র অশ্বারোহীরাও এই সুযোগে খড়্গাঘাত করিবার জন্য হস্তোত্তলন করিয়াছেন, নবাবের উপর ইংরাজদিগের চিরশত্রু ফরাসীরা বহুল সৈন্য লইয়া করমণ্ডলকূলে উপস্থিত হইয়াছেন ; এই সুযোগে, আইভিস্ বলেন, এতদ্দেশীয় রাজন্যবর্গেরাও নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার ইংরাজেরা আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি দুর্গ সংস্করণে প্রবৃত্ত হন। *

দেশের এই শোচনীয় অবস্থায়, দেশীয় অভিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত একজন বৈদেশিকের পক্ষে ভিতরকার কথা অবগত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। হুগলীর ভূতপূর্ব্ব ফৌজদার নন্দকুমার একজন বুদ্ধিমান কার্য্যতৎপর ও বহুদর্শী ব্যক্তি বলিয়া ক্লাইবের ধারণা ছিল, তিনি এই সঙ্কট সময়ে নন্দকুমারকে আনয়ন করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেন। সৈয়র-মুতাক্ষরীণকার সৈয়দ-গোলামহোসেন বলেন, এ সময় নন্দকুমার ক্লাইবের মুন্সী ও দেওয়ান হন। † নন্দকুমার কিছু দিন পূর্ব্বে বাৎসরিক আড়াইলক্ষ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন, পদমর্য্যাদা

---

* Certain intelligence having been received, that the country Rajahs are assembling troops with a view of disputing the late acquired authority of Meer Jaffer, it was therefore thought indispensably necessary that fortress should with utmost expedition be put on a much more respectable footing, than that what it had been heretofore been.—*Ivis Voyage*, page 185 to 6.

† See *Sier Ul Mutakherin*, Vol, II, Sec. XII, page 378.

এবং ক্ষমতাতে তিনি ক্লাইব অপেক্ষাও অনেক উন্নত ছিলেন। তিনি যে এত শীঘ্রই ক্লাইবের মুন্সী পদে নিযুক্ত হইবেন এ কথা আমাদের সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাহা হউক, নন্দকুমারের সাহায্যে ক্লাইব দেশের ভিতর যে সকল অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল তাহা অতি নিপুণতার সহিত নির্ব্বাণ করিলেন। *

মীরজাফর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। ইংরাজদিগের বাহুবলে তিনি নবাব হইয়াছেন, ইংরাজেরাই তাঁহার নিয়ন্তা, ইত্যাদি বিষয় যত তিনি আলোচনা করিতে লাগিলেন ততই তিনি নিজেকে তাঁহাদিগের বশবর্ত্তী বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এবং নিজের স্বাতন্ত্রতা স্থাপনে ব্যাগ্র হইয়া উঠিলেন। মীরজাফরের আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তাঁহার হৃদ্গত ভাব বুঝিতে ইংরাজদিগের বিলম্ব হইল না। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দরবারীদিগের ভিতর নিজের দল বাঁধিয়া রাখিয়া মীরজাফরের কার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন। † প্রধান মন্ত্রী রায়দুর্ল্লভ এই দরবারীদলের নেতা। ক্লাইব গোপনে ইঁহার ধন মান ও জীবন রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। মীরজাফর এই সকল বিষয় অবগত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং রায়দুর্ল্লভের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। রায়দুর্ল্লভের

* Nundcomar * * * who was formerly employed in our service in some affairs with the Country Governments. *Extract of a General Letter dated at fort William the 16th January 1761.*

† We were necessitated to strengthen ourselves, by forming a party in his own court to be a continual check upon him; a matter by no means difficult, in a country where loyalty and gratitude are virtues almost unknown. *Scrafton.*

উন্নতির সহিত তাঁহার ভাই আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিও প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন. ইহার উপর ইংরাজদিগের সহায়তা, সুতরাং মীরজাফর রায়দুর্ল্লভের হঠাৎ কিছু করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার রায়দুর্ল্লভবিদ্বেষ মনে মনে দিন দিন অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের বর্ষা অবসানের পর, নবাব মীরজাফর পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন এবং পাটনার শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত করিয়া, সেই পদে নিজের বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিবার জন্য সসৈন্যে গমন করিবার আয়োজন করেন। রায়দুর্ল্লভও তাঁহার সহিত গমন করিতে আদিষ্ট হন। ইংরাজ-লেখকেরা বলেন নবাব এই সুযোগে সদলে মন্ত্রীকে নিহত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। রায়দুর্ল্লভ অসুখের ভান করিয়া নবাবের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। নবাব মন্ত্রীর আচরণে অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হন। তিনি যদি রায়দুর্ল্লভকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে মন্ত্রী ক্লাইবের সহিত মিলিত হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিতে পারেন. এইরূপ অনেক ভাবিয়া নবাব অগত্যা ক্লাইবকে সসৈন্যে রাজধানীতে আগমন করিতে পত্র লেখেন। নবাবের মনে ধারণা ছিল যে মিষ্ট কথায় অথবা সৈন্য বল দেখাইয়া তিনি ক্লাইবকে রায়দুর্ল্লভের পক্ষচ্যুত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন।

ক্লাইব মুর্শিদাবাদের সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া দেখিলেন এ সময় নবাবকে বাহুবল অপেক্ষা নীতি বলে পরাজয় সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সৈন্যগণ পলাশীবিজয়ের টাকা পাইয়া অপরিমিত আহার বিহার করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছে. এ সময় কেবল মাত্র ৪৫০ জন গোরা ও ১২০০ সিপাহী কার্য্যক্ষম ছিল। * এই ক্ষুদ্র সেনাদল লইয়া নন্দকুমারের

* Force alone could not effect this ; for the excesses in-

সহিত ক্লাইব (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে) মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তাঁহার আগমনে দুর্ল্লভরামের সমস্ত রোগ দূর হইয়া গেল, তিনি নূতন বল পাইয়া এখন প্রভুর অহিত চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ক্লাইব মুর্শিদাবাদে আসিয়াই নবাবের কাছে টাকার জন্য কড়া তাগাদা করিতে লাগিলেন। সকল ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক শেঠজীরা, নবাবের প্রতিকূল ব্যবহারে ঈর্ষান্বিত, ইঁহারা নবাবকে সহজে টাকা ধার দিতে অনিচ্ছুক, এরূপ অবস্থায় মীরজাফর ইংরাজদিগের অবশিষ্ট দেনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাদিগকে বৰ্দ্ধমান, নদিয়া এবং হুগলীর রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। টাকার কথা মিটিয়া গেলে, নবাব ও ক্লাইব উভয়ে পাটনা অভিমুখে গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব এ সময় অনেক গুরুতর কার্য্যে নন্দকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে জন-সাধারণ বিবেচনা করিতেন যে ক্লাইবের উপর নন্দকুমারের অসীম ক্ষমতা। নবাবের সহিত দুর্ল্লভরামের বিরোধ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে ক্লাইবের কাছে শেষোক্ত ব্যক্তির সর্ব্বদা পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তির আবশ্যক হয়। দুর্ল্লভরাম নন্দকুমারকে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ক্লাইবের বিশেষ প্রিয়পাত্র দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার কাছে নিজের উকীলরূপে নিযুক্ত করেন। নন্দকুমার কর্ণেল ক্লাইবের সহিত পাটনায় যাইতেছিলেন, অধিকন্তু তিনি এখন রায়দুর্ল্লভের উকীল হইয়া ক্লাইবের কাছে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

---

troduced by the prize-money, and the unwholesomness of the climate, had reduced our fine army to about four hundred and fifty Europeans, and twelve hundred seapoys; policy was therefore deemed necessary.—*Parker*, page 119.

কর্ণেল ক্লাইব, স্বয়ং নবাব এবং রায়দুর্ল্ভ আপনাপন অধীনস্থ সৈন্য লইয়া পাটনা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে পুর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া নবাব তাঁহার কুটুম্ব কাশীমহোসেনখাঁকে পুর্ণিয়ার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন কোনরূপে পাটনার শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিতে পারিলে নবাবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। রামনারায়ণ, নবাব তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে আগমন করিতেছেন সংবাদ পাইয়া, বহুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কর্ণেল ক্লাইবকে একখানি পত্রে লেখেন তিনি যদি মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন তাহা হইলে এই বিবাদ অল্পের মধ্যেই নিষ্পন্ন হইয়া যায়।* নবাব যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহা হইল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবেন। তাঁহার নিজের প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীরা দুর্ল্ভরামের পক্ষপাতী; যুদ্ধকালে রায়দুর্ল্ভ যে নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিবেন সে বিষয় গভীর সন্দেহ; এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় পলাশীর পুনরভিনয় না করিয়া নবাব রামনারায়ণকে নির্ভয়ে আসিবার জন্য পত্র লিখিতে ক্লাইবকে অনুরোধ

* Ramnaran had taken the field with a very considerable army, and could not be pervailed on trust himself in the Subah's power, still he was assured of the Colonel's protection. The Subah was very averse to this, but soon found, that Roydullub had won over the greatest part of his officers, who were more likely to espouse Ramnaran's cause than his own. He at last consented to the Colonel's mediation, which he gladly granted, from the motive that it would be a constant check on the Subah, to have the Nabob of Patna devoted to us.—*Parker*, page 120 to 121.

করেন। ক্লাইব যাহা ইচ্ছা করিতেছিলেন তাহাই পাইলেন, দুর্লভরাম তাঁহার হস্তগত হইয়াছে এক্ষণে রামনারায়ণকে হস্তগত করিতে পারিলে তাঁহাদিগের নবাবজনিত উদ্বেগ একেবারে দূর হয়। মুতাক্ষরীনের অনুবাদক হাজী মুস্তফা বলেন নন্দকুমার এ সময় কখনও ক্লাইবের পক্ষ হইয়া রামনারায়ণকে বাঁচাইবার জন্য নবাবের কাছে গমন, কখনও বা এই তিন জনের মধ্যে যাহাতে গাঢ় প্রণয় সংস্থাপিত হয় সে জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন। *

অনেক প্রয়াসের পর নবাবের সহিত রামনারায়ণের সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। নবাব এ ক্ষেত্রে রামনারায়ণকে কোনরূপে পদচ্যুত করিতে না পারিয়া মীরণকে পাটনার নবাব করিয়া রামনারায়ণকে তাঁহার নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ফলকথায় ইহাতে রাম-নারায়ণের ক্ষমতার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই।

নন্দকুমার এই সম্মিলন ব্যাপারে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতে নবাব, কর্ণেল ক্লাইব ও রামনারায়ণ প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ সকলেই তাঁহার অনুরক্ত হন। এই সময় জন-সাধারণের কাছে, বিশেষতঃ ইংরাজমহলে, নন্দকুমারের প্রতিপত্তি বিশেষরূপে প্রসারিত হইয়াছিল। ক্লাইব গোরাদিগের ভিতর যেরূপ কর্ণেল-ক্লাইব বলিয়া অভিহিত হইতেন, ইয়ুরোপীয় জনসাধাধণের কাছে নন্দকুমারও সেইরূপ কৃষ্ণ-কর্ণেল বলিয়া কথিত হইতেন। †

নবাব যে সময় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সফল না হওয়াতে নিরাশ হৃদয়ে পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় দিল্লীর দরবার হইতে তিনি

* A note, Seir Mutakherin, Vol. II, Sec. IX, page 20.

† Barwell's letter to his sister.

তাঁহার নবাবী পদের সনন্দের সহিত হস্তী, অশ্ব ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। ইহাতে তাঁহার নিরাশ হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই সময় কর্ণেল ক্লাইবও জুবৎ-উলমুলক্-নসীর-উদ্দৌলা-সাবৎ-জঙ্গ-বাহাদুর এই উপাধির সহিত দিল্লীর দরবারের একজন আমীরের মধ্যে পরিগণিত হন। এই উপলক্ষে নবাবের শিবিরে কয়েক দিন যথেষ্ট পরিমাণে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ক্লাইব পাটনা প্রদেশে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া পুনরায় নন্দকুমারের সহিত মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। নন্দকুমার ক্লাইবের অনুমোদনে এবং নবাবের অনুগ্রহে হুগলী প্রভৃতি প্রদেশের দেওয়ানী পদে পুনঃ নিযুক্ত হন। এ সময় হুগলী প্রভৃতি স্থানে আমিরবেগ নামে এক ব্যক্তি ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই কার্য্য করিবার সময় নন্দকুমার আর একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি নবাব মীরজাফর ইংরাজদিগকে সন্ধির টাকা দিতে অপারগ হইলে তিনি বর্দ্ধমান, হুগলী ও নদীয়ার রাজস্ব সংগ্রহ করিবার ভার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করেন। এই সকল প্রদেশের রাজস্বসংগ্রহ অনভিজ্ঞ বণিক্ ইংরাজদিগের কাছে অত্যন্ত বিরক্তকর হইয়াছিল। তাঁহাদিগের কাছে ইহা অসুবিধা জনক হইলে কর্ণেল ক্লাইব, নন্দকুমারকে এই সকল রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। রাজস্ব বিভাগের কার্য্যে নন্দকুমার বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত; বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার এ জ্ঞান অধিকতর পরিপক্ক হইয়াছে। সে কালে নন্দকুমারের ন্যায় রাজস্ব বিভাগে পারদর্শী ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। সুবা বাঙ্গালার হিসাব পত্র তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে অবস্থান করিত। রাজস্ব বিষয়ক কোন কূট প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে কি নবাব কি ইংরাজ সকলকেই নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইতে হইত।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট নন্দকুমার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর পক্ষে তসিলদার নিযুক্ত হন। তাঁহাকে বর্দ্ধমান হুগলী ও নদিয়ার রাজা ও জমিদারদিগের নিকট হইতে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা আদায় করিতে হইত। এই কার্য্যে তাঁহাকে অধিকতর ক্ষমতা ও প্রাধান্য দিবার জন্য ইংরাজেরা নবাবের নিকট হইতে নন্দকুমারে নামে একখানি পরওয়ানা আনয়ন করেন। * নন্দকুমার যে সকল রাজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজাই প্রধান। বর্দ্ধমানরাজ তিলকচাঁদ যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে অত্যন্ত

* As we were of opinion, it was too troublesome a task for our European to collect in the payments amount. The tuncaws given us by the Nawab, and being willing likewise to get the moneys in the account brought by the Rajahs inmediately to Hugley without being sent to Muxadabad, we appointed Nundcomar on the 19th August, Tesildar on behalf of the Company, he being recommended by the Select Committee as a person greatly attached to the English, and very capable of the employ we had appointed him to. His business is to call upon the Rajahs for the payments conformable to the kistybunds they have signed to, and when any considerable sum is received from them, to pay into the Treasury; and in order to give him greater weight and influence with the Rajahs and Zamindars, we have procured a Perwannah from the Nawab empowering him to settle the Rajahs, &c., for the amount of their tuncaws to the Company. We hope this method will have a good effect, and the means of collecting in the money from those people without trouble and disputes.—*Letter to Court, December 31,* para 78.

অমনোযোগী ছিলেন। * বাহুবলে ইনি বঙ্গের অন্যান্য জমিদারদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। সেসময়কার ইংরাজশক্তি অথবা নবাবশক্তিকে তিনি বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। পলাশী যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার নিজের রাজ্যের ভিতর ইংরাজ বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পরও তিনি কখন স্বয়ং কখন বা মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য, বীরভূমরাজ ও সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি বিদ্বজ্জনানুরাগী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রাজস্ব দানে বর্দ্ধমান রাজ অপেক্ষাও বেশী অমনোযোগী ছিলেন। ইহার সৎকার্য্যের ইয়ত্তা না থাকিলেও সময় সময় অসদ্ব্যয় করিয়া রাজকোষ শূন্য করিতেন। একবার তিনি লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন। †

নন্দকুমার কোম্পানীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধমানরাজকে একবার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার দেয় টাকার বিষয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং অতঃপর হইতে তাঁহার দেয় টাকা মুর্শিদাবাদে না পাঠাইয়া তাঁহার কাছে পাঠাইবার জন্য পত্র লেখেন।

নন্দকুমার ইংরাজদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার প্রায় একমাস পূর্ব্বে স্ক্রাফটন সাহেব, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্ব দিতে বিলম্ব হইলে তাঁহার জাতিনাশ ও শারিরীক দণ্ড প্রদান করিবেন এইরূপ ভয় দেখাইয়াও প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে সমর্থ হন নাই। নন্দকুমার দেখিলেন মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাদুরের কাছে অনেক টাকা পাওনা রহিয়াছে, তিনি

* "Raja Tillokchand a great defaulter in paying up his revenue."—*Long's Selections.*

† A lac of rupees was given to celebrating the marriage of two monkeys.—*Long's Selections.*

কোনরূপে তাহার দেয় টাকা শীঘ্র দিতে রাজি নন। আজ দশহরা, কাল কালীপূজা, পরশ্ব স্ত্রীর অসুখ, এই সকল কারণ দেখাইয়া টাকা দিতে বিলম্ব করেন। * মিষ্ট কথায় আর কাজ হইতেছে না; এরূপ অবস্থায় নন্দকুমার মহারাজের কোনরূপ ওজর আপত্তি না শুনিয়া তাঁহাকে কয়েদ করিয়া আনিবার জন্য কৃষ্ণনগরাভিমুখে সিপাহী পাঠাইয়া দেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী হইবার ভয়ে ভীত হইয়া কলিকাতায় ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগের কাছে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। †

বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদ নন্দকুমারের পত্র পাইয়া মুর্শিদাবাদে রাজস্ব পাঠান বন্ধ করিয়া দিয়া তথাকার রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস্ সাহেবের কাছে এ বিষয় সংবাদ প্রেরণ করেন। নন্দকুমারের এ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেব এই সকল টাকা সংগ্রহ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের যে দুই পয়সা উপরি লাভ হইত এ কথা বলা বাহুল্য। নন্দকুমারের উপর এই কার্য্যে অর্পিত হওয়াতে হেষ্টিংস্ সাহেব বিরক্ত হইয়া ক্লাইবকে এই নিয়োগের উপর দোষারোপ করিয়া

* The Nuddea Raja was a great defaulter in his revenue payments on account of which he was threatened with the loss of caste and imprisonment. His excuses of nonpayments were abundant, at one time the Dasharra holidays, then the Dewali and then his wife was sick. পলাশী যুদ্ধের এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজদিগের হস্তে যেরূপ ভাবে সম্মানিত হন তাহাতে তিনি যে চক্রান্তকারীদিগের সহিত বিশেষ রূপে মিলিত ছিলেন সে বিষয় গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়।—See *Long's Selections*, No 357, 510.

† See *Orme's History of Indostan*, Vol. II, Book IX, page 357.

পত্র লেখেন। ক্লাইব হেষ্টিংসের ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, কাউন্সেলের সভ্যগণ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহারাই তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে খিল্লাত দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদে টাকা না পাঠাইবার আর একটি কারণ এই যে, প্রচুর টাকা দেখিয়া পাছে নবাবের মনোবিকার হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য হুগলীতে রাজস্ব সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ক্লাইব দৃঢ়তার সহিত নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করায় হেষ্টিংস্ তাঁহার আর কিছু করিতে না পারিয়া এই সময় হইতে নন্দকুমারকে ঈর্ষার সহিত দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে নবাব মীরজাফরের সহিত রায়-দুর্ল্লভের শত্রুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নবাব ইংরাজদিগকে কিছু না বলিয়া রায়-দুর্ল্লভকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার উপায় উদ্ভাবনা করেন। মহরমের সময় নবাব এক দিবস ইমামবাড়িতে গমন করেন, সে সময় খোজা-হাজী এবং কাসিমআলি-খাঁ নামক রায় দুর্ল্লভের অনুগত দুই জন সৈনিক কর্ম্মচারী, কতক গুলি লোক লইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে করেন যে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা অবস্থান করিতেছে, ইহাতে তিনি তাহাদিগকে সে স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া নবাব এরূপ প্রচার করেন যে উক্ত সেনানীদ্বয় রায়-দুর্ল্লভের প্ররোচনায় তাঁহাকে হত্যা করিতে আগমন করিয়াছিল। নবাব খোজাকে অবিলম্বে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে আদেশ করেন, এই আদেশানুসারে যখন তিনি সিকরীগলি অতিক্রমণ করেন সে সময় রাজমহলের শাসনকর্ত্তা নবাবের নিদেশানুসারে অকস্মাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে

নবাবপুত্র মীরণ ভোজন উপলক্ষে আহ্বান করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন. এইরূপে রায়-দুর্ল্লভের অনুরাগী দুই জন সেনানী বিনাশ প্রাপ্ত হন।

সসর্প গৃহবাসের ন্যায় রায়-দুর্ল্লভের মুর্শিদাবাদ অবস্থান করা সঙ্কট-ময় হইয়া উঠিল। কোন্ সময় তিনি গুপ্ত ঘাতক হস্তে অথবা প্রকাশ্য ভাবে আক্রান্ত হইয়া নিহত হন এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। নবাব মীরজাফর এই সময় ক্লাইব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কলিকাতায় গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে যুবরাজ মীরণের হস্তে মুর্শিদাবাদের শাসন ভার ন্যস্ত হয় এবং এই সুযোগে রায়-দুর্ল্লভকে হত্যা করিবার জন্য তিনি তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। মীরজাফর মুর্শিদাবাদ পরি-ত্যাগ করিলে পর মীরণও দুর্ল্লভরামকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। *

মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও নন্দকুমার পাটনা প্রভৃতি স্থানে একত্র অব-স্থানাদি নিবন্ধন পরস্পর সৌহার্দ্দ সূত্রে গ্রথিত হন। দুর্ল্লভরাম যে সময় মুর্শিদাবাদে বিপদ্‌গ্রস্ত, সে সময় নন্দকুমার হুগলীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রায়-দুর্ল্লভের বিপদের কথা যে মুহূর্ত্তে অবগত হন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সেই মুহূর্ত্তেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পাছে হাঙ্গামা গুরুতর হয় এই ভয়ে নন্দকুমার মুর্শিদাবাদ উপস্থিত হইয়া কতক গুলি সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং সপরিবার রায়-

* He (the Nabob) left the city under charge of his son, first dismissing his minister from all his employments; and, to all appearance, left an order with his son to put him to death; for no sooner was his father out of his sight, than he prepared to attack him.—*Parker*, page 125.

দুর্ল্লভকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়া কাশীমবাজারে আনয়ন করেন † :রায়-দুর্ল্লভ নন্দকুমারের সাহায্যে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া কাশীমবাজার হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। নন্দকুমারও মুর্শিদাবাদে কালবিলম্ব না করিয়া হুগলীতে আসিয়া আপনার কার্য্যে আবার মনোনিবেশ করিলেন।

খোজা হাজী এবং কাসিমআলি রায়-দুর্ল্লভের নিদেশানুসারে নবাবকে নিহত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নবাব রায়-দুর্ল্লভের হস্তলিখিত এইরূপ একখানি পত্র ক্লাইবের কাছে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাহা জাল বলিয়া উপেক্ষিত হয়। ইহাতে মীরজাফর নন্দকুমারকে স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া বলেন, ক্লাইবের মনে এই পত্রখানি সত্য এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারিলে তিনি তাঁহাকে রাজ-সম্মান ও জাইগীর প্রদান করিবেন। মীরজাফর নকুন্দমারকে এইরূপ নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়াও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। নন্দকুমার নবাবের হস্তলিখিত পত্রখানি গোপন না করিয়া ক্লাইবের হস্তে প্রদান করেন, ইহাতে দুর্ল্লভরাম যে এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না।

নবাবের সহিত নন্দকুমারের মনোমালিন্য হইয়াছে এ কথা হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইবা মাত্র তিনিও ক্লাইবের কাছে এ সুযোগে কিছু তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিয়া পাঠান। ক্লাইব হেষ্টিংসের পত্রোত্তরে লিখেন,— "আমার ধারণা যে নন্দকুমার আমাদিগের অনুগত বলিয়া নবাব তাঁহার

* The Dewan Nuncomar, having raised some auxiliaries, brought the Maha-Rajha Dooliah Ram from Mooshedabad to Cossimbuzar.—*Barwell's letter*.

উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বর্দ্ধমান বিভাগের রাজস্ব প্রায় সবই সংগ্রহ হইয়াছে, অন্য বিভাগের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। নন্দকুমার রায়-দুর্লভের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আমিরবেগের সহিত মিলিত হন নাই বলিয়া নবাবের তিনি ক্রোধের পাত্র হইয়াছেন। নবাব নন্দকুমারকে নিজের হস্তে একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, তিনি যদি রায়-দুর্লভের পত্রের পরিণাম শুভজনক করিতে পারেন তাহা হইলে নবাব তাঁহাকে উপাধি ও জায়গীর প্রদান করিয়া উন্নত করিবেন। ইহাতেই আপনি নবাবের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন।” ক্লাইবের পত্রের উত্তরে হেষ্টিংসের শেষ আশাও বিফল হইল, তিনি মনে করিয়াছিলেন নবাব নন্দকুমারের উপর অসন্তুষ্ট, বর্দ্ধমানের রাজস্ব ভালরূপ আদায় হইতেছে না এই সকল কথা লিখিলে ক্লাইব বিচার না করিয়াই রাগিয়া উঠিবেন এবং তাহা হইলে তাঁহার অভিষ্ট সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল, সকলে বুঝিলেন, যে নন্দকুমার ধনলোভে বা রাজ-সম্মানের জন্য বিপন্ন বন্ধু পরিত্যাগ কিংবা প্রবলের ভয়ে দুর্ব্বল পক্ষ সমর্থন না করিয়া উদাসীন ভাব অথবা প্রবল পক্ষ অবলম্বন করেন না। ইহতে নন্দকুমারের উপর সাধারণের ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস কিন্তু নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যতই বিফলপ্রযত্ন হইতে লাগিলেন, ততই তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে হৃদয় মধ্যে দুরাশা পোষণ করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নন্দকুমারের কলিকাতায় অবস্থান ও সাজাদা প্রভৃতির সহিত পত্র-ব্যবহার।

নবাবের ইচ্ছা অনুসারে নন্দকুমার কার্য্য না করাতে তিনি তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। নন্দকুমার, রায়-দুর্ল্লভের পক্ষপাতী এবং ইংরাজদিগের অনুগত সুতরাং তিনি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সমূহ বিপদ আনয়ন করিতে পারেন নবাবের এরূপ ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়াছিল। হুগলীর ফৌজদার আমিরবেগের সহিত নন্দকুমারের বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তিনি কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলেই নন্দকুমারের মন্ত্রণা গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইতেন। মীরজাফর এ কথা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। নবাব এ সময় সকল বিষয়ই সন্দিগ্ধ চিত্তে দেখিতে আরম্ভ করেন। পাছে ফৌজদার আমিরবেগ এবং দেওয়ান নন্দকুমার উভয়ে মিলিত হইয়া নবাবের কোন অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হন, এই আশঙ্কায় নবাব ফৌজদারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সে সময় নবাব যদি কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইতেন তাহা হইলে তাঁহার আর নিস্তার নাই, যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইত। এরূপ সঙ্কট সময়ে নবাবের অধীনে কর্ম্ম করা নিরাপদ্ নহে প্রাণভয়ে ভীত আমির-বেগ এইরূপ চিন্তা করিয়া হুগলীর কর্ম্মে জবাব দেন এবং বঙ্গদেশ পরি-ত্যাগ করিয়া অন্য প্রদেশে চলিয়া যান। আমিরবেগ পদত্যাগ করিলে নন্দকুমারও অগত্যা দেওয়ানি পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

নন্দকুমার হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিলেন। রায়-দুর্ল্লভ পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, এ সময় মেদিনীপুরের অধীশ্বর গুপ্তচর বিভাগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী রাজারাম সিংহও কলিকাতায় আগমন করেন। তিন জনই পদচ্যুত, তিন জনই এসময় মীরজাফরের বিদ্বেষভাজন। এই তিন জন এখন মিলিত হইয়া দিল্লীর দরবার হইতে যাহাতে তাঁহারা সরকারী কার্য্যে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হন এজন্য তথায় এক জন উকীল প্রেরণ করেন। মহারাজ দুর্ল্লভরাম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী, নন্দকুমার নায়েব দেওয়ানি এবং রাজারাম সিংহ তাঁহার পূর্ব্ব পদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। বারওয়েল বলেন, নন্দকুমার এ সময় তাঁহার পুত্র গুরুদাসের জন্য কাননগো পদপ্রার্থী হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন। এ কথা মহারাজ দুর্ল্লভরাম অবগত হইলে তিনি নন্দকুমারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। নন্দকুমার যে সময় রায়-দুর্ল্লভ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া পদ প্রাপ্তির জন্য সমবেত চেষ্টা করিয়াছিলেন সে সময় * লালা গুরুদাসের বয়ঃক্রম দশ বৎসরের বেশী নয় এত অল্প বয়সে যে তিনি পুত্রের জন্য অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রার্থনা করিবেন এ কথা আমাদের সহসা বিশ্বাস হয় না। † ইহা ব্যতীত পুত্রের জন্য কাননগোর পদ

---

* ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুকালে গুরুদাসের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর হইয়াছিল সুতরাং ১৭৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রায় দশ বৎসর বয়ঃক্রম। প্রাচীন দলিল পত্রে গুরুদাস লালা-গুরুদাস নামে পরিচিত। সেকালের বড়লোকেরা নামের পূর্ব্বে লালা শব্দ ব্যবহার করিতেন। অনেকে লালা শব্দ দেখিয়া তাঁহাদিগকে কায়স্থ ভ্রম করিয়া থাকেন।

† কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি উচ্চ পদে নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহার

প্রার্থনা করাতেই যে দুর্লভরামের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল এ কথা কতদূর সত্য তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। মহারাজ রায়-দুর্লভের সহিত যে কোন কারণে হউক নন্দকুমারের মত-বৈষম্য উপস্থিত হইলে. রাজারাম সিংহ এবং নন্দকুমার উভয়ে মিলিত হইয়া সম্রাট্ সমীপে আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। ইঁহাদিগের আবেদনপত্রের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল তাহা কেহ বিদিত নহেন।

মীরজাফরের অবস্থা এসময় অত্যন্ত শোচনীয়; প্রাণ খুলিয়া মনের কথা কহিবেন এরূপ লোক কেহ নাই, চতুর্দ্দিকে যেন মূর্ত্তিমান অবিশ্বাস রাজত্ব করিতেছে। প্রায় আশী হাজার সৈন্য বেতন অভাবে চারিদিকে অসন্তোষের বীজ বপন করিতেছে, ধনাগার শূন্য প্রায়।* জমিদারদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় হইতেছে না, ইহার উপর বাণিজ্য দ্রব্য হইতে যে শুল্ক সংগ্রহ হইত তাহাও কতকগুলা ইংরাজ বণিক্ ও তাঁহাদের দেশী কর্ম্মচারীদিগের দৌরাত্ম্যে ভাল আদায় হইতেছে না।† ইহাতে নবাবের ইংরাজবিদ্বেষ দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল. কিরূপে এই বৈদেশিক বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন তাহার উপায় উদ্ভাবনে তিনি আকুলিত হইয়া পড়েন।‡ এই সময় তিনি ডচদিগের বাহুবলের সাহায্যে ইংরাজ বণিক্গণকে

প্রধান কর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবিষয়েরও উদাহরণ বিরল নহে।

* Having kept eighty thousand men at least in his pay, he (Mirjaffer) had quite exhausted his treasury.—*Parker*, 126.

† See *Vansitart's Narrative*, Vol. I, page 26.

‡ The Soubah (Mirjaffer), who burnt with desire to free himself from our yoke, now formed a projet from which he hoped some relief.—*Parker*, page 121.

বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা তাঁহার অদৃষ্ট ক্রমে সিদ্ধ হয় নাই। এই সকল কারণে ইংরাজেরাও তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এই সময় কর্ণেল ক্লাইব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ইনি মীরজাফরের বড় পক্ষপাতী ছিলেন, মীরজাফরও তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। সাজাদা আলিগহ্বরের (পরে ইনি সম্রাট্ সাহ-আলম নামে অভিহিত হন) বারংবার আক্রমণে বিহার প্রদেশ প্রপীড়িত হইয়াছে, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া যুবরাজ মীরণ নিহত হন। * পুত্রশোকে নবাব অত্যন্ত জর্জ্জরীত হইয়া পড়েন। পরম বৈষ্ণব প্রবলপরাক্রান্ত বিষ্ণুপুরের রাজা এবং রামগড় বীরভূম ও খড়্গপুরের রাজারা এ সময়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রকাশ্য রূপে অস্ত্র ধারণ করেন। †

এ সময় ইংরাজদিগের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, অর্থাভাবে সৈন্যদিগের বেতন দেওয়া হয় নাই, টাকার জন্য করমণ্ডল উপকূলে ফরাসীদিগের দমন হইতেছে না। ইংরাজদিগের অধিকৃত রাজ্যের

---

* মুতাক্ষরীণ অনুবাদক হাজী মুস্তফা বলেন মীরণের হৃদয়ে স্বাধীনতা স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হওয়াতে ইংরাজেরা নাকি কৌশল করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন।—*Mutuqherin*, Vol. II, (Translator's note.)

† The Rajahs of Bissenpoor, Ramgur, and other countries, bordering upon the mountains, were ready to shake off their dependance, and had offered considerable supplies to the Beerboom Rajah. The Rajha of Curruckpoor had committed open hostilities, and taken possession of all country about Bauglepoor, which entirely stopped the communication, between the two provinces on that side of the river.—See *Vansitart's Narrative*, Vol, I, page 156.

বাৎসরিক আয় ৮০০০০ পাউণ্ডের বেশী নহে কিন্তু যুদ্ধের এবং আন্য বিষয়ের ব্যয় ২০০০০০ লক্ষ পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী। * এই সময় মীরজাফরের জামতা মীরকাশীম কলিকাতায় নবনিযুক্ত গভর্ণার ভান্সিটার্ট, হলওয়েল প্রভৃতির অনুগ্রহে বহুল অর্থ প্রদান করিয়া বঙ্গের মসনদ ক্রয় করেন। †

ইংরাজদিগের নিগ্রহে মীরজাফর পদচ্যুত এবং অনুগ্রহে মীরকাশীম পদোন্নত হইলেন। যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদের নাম লইয়া এবং কোরাণ স্পর্শ করিয়া মীরজাফরের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার স্থায়ী কাল তিন বৎসর চার মাস মাত্র। নবাব মীরজাফর মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া রাসবিহারী শেঠও শোভারাম বসাকের বাড়িতে অবস্থান করেন। শেঠ ও বসাকেরা প্রাচীন কলিকাতার প্রধান অধিবাসী এবং প্রচুর সম্পত্তিশালী ছিলেন। নবাবের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার শত্রু-মিত্রেরও পরিবর্ত্তন হইল। যে সকল স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত তাহারা এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ

---

* *Ibid*, Vol. I, page 97.

† মীর কাশীম নবাবী পাইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে টাকা দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি চিরকালের জন্য ইংরাজদিগকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রদান করেন।

		পাউণ্ড			পাউণ্ড
সমর	সাহেব	২৮,০০০	মেজার ইয়োর্ক	সাহেব	১৫,৩৫৪
হলওয়েল	,,	৩০,৯৩৭	জেনারল কেইলাউড	,,	২২,৯১৬
ম্যাকগুইয়ার	,,	২০,৬২৫	গভর্ণর ভান্সিটার্ট	,,	৫৮,৩৩৩
স্মিথ	,,	১৫,৩৫৪	ম্যাকউইয়ার ৫০০০ মোহর	,,	৮,৭৫০

মোট - ২,০০,২৬৯

এবং খেসরাতী ৬,২৫০০

করিল। মীরকাশীম, শ্বশুর মীরজাফরের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে সচ্ছন্দরূপে ভরণপোষণের টাকা প্রদান করিলেন না। * মীরজাফরের বিপদ্ দেখিয়া নন্দকুমার পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নবাব এই দুরবস্থার সময় নন্দকুমারের ন্যায় ব্যক্তির সহায়তা পাইয়া পরম আহ্লাদিত হন, এবং যদি কখন তাঁহার শুভদিন আগমন করে তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে প্রধান-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভান্সিটার্ট গবর্ণার হইলে প্রথম প্রথম তিনি নন্দকুমারকে বেশ সম্মান এবং আবশ্যকানুসারে তাঁহার নিকট হইতে পরামর্শও গ্রহণ করিতেন। হেষ্টিংসের কাউন্সেলর সভ্য পদ প্রাপ্তি এবং নন্দকুমারের সহিত মীর-জাফরের সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবার পর হইতে, ভান্সিটার্ট নন্দকুমারের উপরও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। ভান্সিটার্ট মীরজাফরের পদচ্যুতির প্রধান কারণ। তিনি নবাবের দোষ সকল অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সকল সমক্ষে ঘৃণাস্পদ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। নবাবের সহিত নন্দকুমারের সদ্ভাব যতই বৃদ্ধি-পাইতে লাগিল গবর্ণর সাহেবের মনে নন্দকুমারের উপর ততই ঈর্ষার উদ্রেক হইতে লাগিল; পরে এই ভাবকে নন্দকুমারের চিরশত্রু হেষ্টিংস অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া পরম শত্রুতায় পরিণত করেন।

মীরজাফরের অকস্মাৎ পদচ্যুতিতে দেশের লোকেরা ইংরাজদিগের কার্য্য কলাপের উপর অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন, যাহারা ইতিপূর্ব্বে ইংরাজদিগের সাহায্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। যাঁহারা উদাসীন ভাবে

* The scanty subsistence allowed him here (Calcutta) by his successor.—*Parker.*

ছিলেন তাঁহারা এই অকস্মাৎ নবাব মীরকাশীমকে প্রভু স্বীকার না করিয়া প্রকৃতপক্ষে দেশের অধীশ্বর সাজাদার পক্ষপাতী হন এবং ধন জন দিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন. * নন্দকুমার, দেশের এইরূপ অবস্থায় পদচ্যুত ও ক্ষমতাবিহীন নবাব মীরজাফরের সাহায্য করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। মীরজাফর, নন্দকুমারের সকল কার্য্য অনুমোদন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত পত্র ব্যবহার রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না তিনি সে সমস্ত গুরুতর ভার নন্দকুমারের শিরে সমর্পণ করিলেন। নন্দকুমারের ধারণা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান এক, ব্যক্তিগত দ্বেষ হিংসা সকল কালেই থাকিতে পারে কিন্তু সমষ্টি স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে পরস্পর পরস্পরের

* After the breach of our faith to the old Nabob, he concluding no reliance was to be placed on our engagments, he immediately flew off from his former declarations, and, instead of acquiescing under our governments, he (the Burdwan Rujah,) began to act in open rebellion ; he stopped our trade, raised a large force, invited the Mharattas into his country, withheld the payments of his revenues, and, acting in conjunction with the Beerboom Rujah, he espoused the cause of the Shah Zaddah, with whom he entered in to correspondence. Several other great men, who had remained quiet whilst Jaffier Ally Khan was Nabob, now finding the goverment overset, thought themselves at liberty to withdraw their allegiance, and would not acknowledge Meer Cossim, but joined the Shah Zaddah ; whose party by these frequent defections was strengthened with supplies both of troops and money.—*Letter to the Honourable the Secret Committee dated 11th* March 1762. Signed by Messrs. Coote, Amyatt, Carnac, Ellis, Batson, and Verelst.

সাহায্য করিতে বাধ্য; এদেশে এখন হিন্দু মুসলমানকে পরিত্যাগ করিয়া অথবা মুসলমান হিন্দুকে পরিত্যাগ করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কখনই তাহাতে কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবেন না, নন্দকুমার ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; তাই তিনি পরিত্যক্ত নবাবকে অগ্রণী করিয়া এই ঘোর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

দেশের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী লোক রহিয়াছেন। ইঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করাতে ইঁহাদিগের সমস্ত শক্তি ব্যর্থ হইতেছে। এই সকল শক্তি যদি কোনরূপে একত্রিত করিয়া বৈদেশিক বণিক্‌দিগের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা যাইতে পারে তাহাহইলে ভারতীয় প্রাধান্য পুনঃ স্থাপিত হইতে পারে। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ইংরাজদিগের অসদ্ব্যবহার এবং মীরজাফরের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রতি সকলে সমবেদনা দেখাইতেছেন। এখনও ইঁহার নাম করিয়া জনসাধারণের কাছে দাঁড়াইলে অনেক লোক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় দেশ থেকে সামরিক শক্তি লোপ পায় নাই, সে সময়কার ধনবান্ ও মধ্যবিত্ত লোকেরা অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানিতেন এবং অস্ত্র ধারণ করা সে সময় পরিচ্ছদের মধ্যে পরিগণিত হইত। *

নন্দকুমার জীবনে নানা অবস্থা ভোগ করায় তাঁহার নানাপ্রকার লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। বঙ্গদেশে সে সময় প্রধান প্রধান রাজা ও জমীদারদিগের ভিতর এরূপ ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন যাঁহার সহিত নন্দকুমারের বিশেষ পরিচয় ছিল না। সে সময়কার রাজাদিগের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

* The middle and higher classes keep swords and daggers as appendages of dress.—*W. Hamilton's East India Gazetteer*, page 578.

ইনি প্রকাশ্য রূপে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। নন্দকুমার ইহার সহিত বিহারের কামাগরখাঁ এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি শ্রীভট্ট প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া ইহাদিগকে একত্রে মিলিত হইয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্লভরামও এই সময় বর্দ্ধমানের রাজার কাছে গোপন ভাবে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে নন্দকুমারের এক খানি পত্র ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। ভান্সিটার্ট এই পত্র পাইবা মাত্র নন্দকুমার রায়-দুর্লভ ও তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান সহকারীদিগের গৃহে প্রহরী নিযুক্ত করেন এবং যে সকল কাগজ পত্র তাঁহাদিগের বাড়িতে ছিল সমস্ত স্বয়ং হস্তগত করেন।* এই সকল কাগজ-পত্র অনুবাদ করিবার ভার হেষ্টিংসের উপর পতিত হয়। তিনি কিরূপ ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। গভর্ণর সাহেব কতিপয় দিবস নন্দকুমার প্রভৃতির গৃহে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে সরাইয়া লন। নন্দকুমার এ সকল পত্র লিখিয়াছিলেন কি না সে বিষয় অনেকে সন্দেহ করিতেন। ফলকথায় তিনি এ ক্ষেত্রে কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এদেশবাসী ইংরাজদিগের দূষিত ব্যবহারের কথা ডায়রেক্টারদিগের কর্ণগোচর করিতে মনস্থ করেন।

* At last discovered a letter from the said Nundcomar to the Rujah of Burdwan by which it appears a secret correspondence has subsisted between him and the Rujah, and likewise between the Rujha and Roydoolub. Immediately on the letters being found it was thought proper to place guards on the persons of Roydoolub Nundcomar and their principal adherants, and to seize the papers.—See the Papers Ralating to Disputes in Council, page 229.

নন্দকুমার ভান্সিটার্ট প্রভৃতির নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া মীর-জাফরের মোহর সম্বলিত দুই খানি পত্র বিলাতে প্রেরণ করেন। এই পত্রে যে সকল দুষ্ট সাহেব নিজের স্বার্থের জন্য মহামহিমান্বিত ইংলণ্ডের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিতেছেন, যাঁহারা পবিত্র ধর্ম্ম-বন্ধন পদদলিত করিয়া অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই পত্রদ্বয়ের মধ্যে একখানি ক্লাইবের নিকট অপর খানি কোর্ট-অব-ডিরেক্টারদিগের নামে লিখিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে পত্র দুই খানি উদ্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছিয়া ভান্সিটার্টের হস্তে পতিত হয়। যদি ইহা ইংলণ্ডে নীত হইত তাহা হইলে অত্যাচারের প্রতিবিধান হইতে বিলম্ব হইত না। হিতে বিপরীত উপস্থিত হইল। গবর্ণর নন্দকুমারের উপর যারপরনাই রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে, বা কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে দেখা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পরের জন্য নন্দকুমারকে নানাপ্রকার অভাবনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে হইল, ইহাতেও তাঁহার মনোবৃত্তি দমিত হইল না, তিনি অম্লান বদনে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিপদ্ বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সকলের মন সমান নহে বা সকল সময়ই দুঃখে অতিবাহিত হয় না। নন্দকুমারের এই ক্ষণিক দুঃখ দূর হইবার সময় উপস্থিত হইল। মীর-কাশীম সিংহাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্ব হইতে, পাটনা প্রদেশ সাহাজাদার উপর্য্যুপরি আক্রমণে এবং বিহার প্রদেশের পরাক্রান্ত জমিদারবর্গের উৎপীড়নে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল। বিহার প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত না হইলে ক্রমে ক্রমে এই অগ্নি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া ইংরাজদিগকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিবে, এই ভয়ে তাঁহারা ইহা প্রশমন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করেন। কর্ণেল কূট এই সময়

মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। পলাশী যুদ্ধ হইতে তাঁহার সহিত নন্দকুমারের বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল; বিশেষ কর্ণেল ক্লাইব নন্দকুমারকে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রদ্ধা করিতেন এ কথা তিনি সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। নন্দকুমার আমিয়ট ও ইলিস সাহেব দ্বয়ের পরামর্শানুসারে কর্ণেল কূটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সমস্ত অবস্থা তাঁহার কাছে খুলিয়া বলেন। বীরবর কূট, নন্দকুমারের বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক দলাদলির গভীর আবর্ত্তে পতিত হওয়াতে নন্দকুমার বর্ত্তমান দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন ইহা সেনানী কূট বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন। পাটনা প্রদেশে গমনকালে নন্দকুমারের ন্যায় এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার সহিত অবস্থান করিলে সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে কর্ণেল কূট এ কথা কাউন্সেলে উত্থাপন করেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট, কূট সাহেবের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে এ বিষয় নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কর্ণেল কূট নন্দকুমারকে সঙ্গে লইবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে পর এরূপ স্থির হয় যে, কূট পাটনা অভিমুখে গমন করিবার তিন চারি দিবস পর নন্দকুমার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন। কূটের সহিত গমন করিলে পাছে লোকে মনে করে যে গবর্ণর ক্ষমতা বিহীন, তিনি এ বিষয় প্রতিবাদ করিলেও নন্দকুমার সসম্মানে গমন করিলেন, সাধারণে যাহাতে ইহা না বুঝিতে পারে সে জন্য তিনি ৩। ৪ দিবস পরে গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

কর্ণেল কূট ১৭৬১ খৃঃ ২২শে এপ্রেল পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহার তিন চারি দিবস পরে নন্দকুমারও কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। উভয়ে যথাসময়ে পাটনায় উপস্থিত হই-

এই সময় নবাব মীরকাশীমের সহিত পাটনার শাসনকর্ত্তা নকীরামের মনোমালিন্য গুরুতর হইয়া উঠে। নন্দকুমার, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা না হইয়া ভবিষ্যতে ইহা বিষময় ফলে পরিণত হয়।

নন্দকুমার যে সময় পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন সে সময় হুগলীর ফৌজদারের পদচ্যুতির কথা চারিদিকে রাষ্ট হয়। যাহাতে নন্দকুমার এই পদ প্রাপ্ত হন এ বিষয় সেনানী কূট চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। নবাব তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে কর্ণেল সাহেব নন্দকুমারকে হুগলীর ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণেলের এ অনুরোধ মীরকাশীম প্রতিপালন করেন নাই।

নন্দকুমারের বন্ধুবর্গ এক দিকে তাঁহার উন্নতি কামনায় যেরূপ প্রযত্ন করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তাঁহার শত্রু পক্ষেরা ও তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন। ইতিপূর্ব্বে নবাব মীরকাশীম নন্দকুমারের বিরুদ্ধে গভর্ণরের কাছে পত্র লিখিয়াছিলেন, গভর্ণরও নন্দকুমারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সঙ্কট সময়ে দুই খানি পত্র ভান্সিটার্টের হস্তগত হয়। পত্রের আবরণের উপর রামচরণ রায়ের শীলমোহর অঙ্কিত, কিন্তু ভিতরে বিভিন্ন ব্যক্তির হাতের লেখা ছিল। এক খানি পত্র সাজাদার অন্যতম সেনানী কামগারখাঁর উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল। কামগারখাঁ বিহারের এক জন পরাক্রান্ত জমীদার এবং ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রধান অন্তরায় ছিলেন। ইঁহার সহিত নন্দকুমারের বহুদিনের পরিচয় ছিল। অদৃষ্টচক্রের ঘোরতর আবর্ত্তনে পতিত হইয়া যখন দিল্লীপতি পুত্র আলিগহ্বর মোগল গৌরব-পতাকা পুনরুন্নয়নের জন্য বিপুল প্রযত্নের সহিত বিহার প্রদেশ আক্রমণ করেন,

সে সময় যে সকল জমীদার তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয় বীরবর কামগারখাঁ তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি। খানি ফরাসী বীর মসিরলাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। ইঁহারা উভয়েই ইংরাজ দলের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। এই পত্র পাইয়া ভান্সিটার্ট-প্রমুখ সাহেবগণ স্থির করিলেন, এ সকল নন্দকুমারেরই কর্ম্ম, তিনি ব্যতিত কোন ব্যক্তি বারংবার বিপন্ন হইয়াও এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। নন্দকুমারকে অপরাধী স্থির করিয়া আবার তাঁহাকে প্রহরী বেষ্টিত করা হয়। নন্দকুমার বন্দী হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার অদম্য মানসিক তেজ দমিত হইবার নহে, * সেখানেও তিনি নির্ব্বাকার চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৭৬২ খৃঃ আগষ্ট মাসে নন্দকুমার প্রহরী বেষ্টিত হন। প্রায় এক বৎসর কাল তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি এক খানি আবেদনপত্র গবর্ণের কাছে প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি অন্যায় রূপে দণ্ডিত হইয়াছেন লিখিয়া ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে তাঁহার বিচার করিবার জন্য প্রার্থনা করেন, † অথবা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলে তিনি ইংরাজ অধিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিবেন। নন্দকুমারের অদৃষ্ট ক্রমে তাঁহার আবেদনের কোন ফল ফলিল না, তাঁহাকে বন্দী অবস্থায়ই থাকিতে হইত। ইংরাজদিগের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে নন্দকুমার হস্তচ্যুত হইলেই তিনি উত্তর ভারতবর্ষে অথবা দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া ইংরাজদিগের সমূহ

---

* But even at that period under confinement Nuncomar did not in the least abate of his haughtiness.—*Barwell's Letters.*

† See *Long's Selection*, Vol. I, page 310, No. 641.

আনয়ন করিবেন; তাই তাঁহারা তাঁহাকে খুব সতর্কতার সহিত ...রে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। *

নন্দকুমার যে সময় প্রহরী বেষ্টিত হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ের মধ্যে মীরকাশীমের সহিত ইংরাজদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অবশেষে মীরকাশীম বিশ্বাসঘাতকতায় সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়া চিরকালের জন্ম বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। মীরকাশীম যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহাতে কেন যে জয়শ্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়। কমন্স সভায় সাক্ষ্য প্রদান কালে একজন ইংরাজ সেনানী বলিয়াছিলেন মীরকাশীমের সৈন্যের ন্যায় সুশিক্ষিত সৈন্য তিনি ভারতে আর কোথাও দেখেন নাই। তাহারা যেরূপ এক প্রাণে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে বিজয়শ্রী তাহাদিগের হস্তগতা হইবার অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। মীরকাশীম যে সকল কামানের গাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে অধ্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায়। †

* Nundcomar being a person improper to be trusted with his liberty in your settlements, and capable of doing mischief if he was permitted to go out of this Province either to the northward or towards the Dackin, should therefore be kept confined to his own house under so strict a guard as to prevent his writing or receving letters.—Extract from General Letter dated at Fort William the 30th October 1762, para 113.

† The witness being questioned as to the condition of Cossim Ally Khan's army, he said, It was better appointed, and better disciplined, than he had ever seen any Indian army before. And being asked, Whether, on the march of the army

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নন্দকুমারের বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি।

নবাব মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদিগের প্রকাশ্য রূপে শত্রুতা আরম্ভ হইলে তাঁহারা পদচ্যুত নবাব জাফর-আলি-খাঁকে পুনরায় নবাব পদে নির্ব্বাচন করেন। মীরকাশীম বাহুবলে যেরূপ বলীয়ান তাহাতে তাঁহাকে একমাত্র বাহুবলে পরাস্ত করা নিতান্ত সহজ নহে। এই বিপ্লব কালে মীরজাফর নবাব-পদে আসীন হইলে তাঁহার অনুগত এবং মীর-কাশীমের উপর বিরক্ত জমীদারেরাও সহজেই তাঁহাদিগের অনুকূল আচরণ করিবেন। মীরকাশীমের নবাব হইবার পর হইতে মীরজাফর

---

under Major Adams, the probability of success was on the side of the English or Meer Cossim ? he said To a reflecting mind, it must evidently have appeared in favour of Cossim, though the troops were, he believed, all determined, to a man, either to conquer or die, there being no other resource. The witness was also asked, Where Cossim Alli Khan was supplied with the great quantities of artillery he all long appeared to have had ? he said, That he purchased the greatest part of his field-artillery clandestinely of the Europeans ; that he had carriages made by his own people, from the English models ; that two six-pounders were delivered over to him at Patna (by whom, he does not know) ; and that his carriages were made with elevating screws ; and in every respect as good as the models.—*Major Grant's Evidence given to the Committee of the House of Commons in 1772.*

...তায় অবস্থান করেন। ১৭৬৩ খৃঃ ৬ই জুলাই ইংরাজেরা তাঁহাকে ...রায় নবাবী পদ প্রদান করিয়া সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। মীরজাফর নবাব হইবার সময় তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে নন্দকুমারকে সঙ্গে লইবার কথা কাউন্সেলে জ্ঞাপন করেন। নন্দকুমারের উপর সকলেই ক্রুদ্ধ, যাহাতে তিনি নবাবের সহিত গমন করিতে না পারেন তাহার জন্য বিবিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৬ই জুলাই সন্ধ্যাকালের সভায় * অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে নবাব যদি নন্দকুমারকে সঙ্গে লইবার জন্য একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইতে পারিবেন।

* At a Consultation of the Evening of July 6, 1763.

Present.

The Hon. Hen. Vansittart, Esq; President,
" Thomas Adams, Esq;
" John Carnac, Esq;
" William Billers, Esq;
" John Cartier, Esq;
" Warren Hastings, Esq;
" Randolph Marriott, Esq;
" Hugh Walts, Esq;

The gentlemen, who waited as deputies on the Nabob, report to the Board, that they made known to him the resolution of Council in his favour, and endeavored to give him a general knowledge of the articles which it is thought requisite he should agree to, as also of the other circumstances which were recommended by the Board. To the whole ,he in general terms replied, that he assented to resume the Government; but that before he would determine on particulars, or enter upon business, he desired to have delivered to him a

নবাব মীরজাফর আবার বৃদ্ধ বয়সে টাকার জোরে বঙ্গের মসনদে উপবেশন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে নবাব অর্থাভাবে সৈন্যগণকে বেতন

---

copy of the articles in the Persian language, and that we would comply with the two following requests. First, To secure the person of Coja Petrus, and have him taken up with the army, as he may be made the means of carrying on a correspondence with his brother. Secondly, To permit him to take into his service Nundcomar, as his muttaseddee, to assist him in commencing and carrying on the business.

It being necessary therefore, that the Board should determine immediately on these requests for the benefit of forwarding the business with the Nabob, their opinions, with regard to Nundcomar were first collected as follows:

The President's Opinion.

With respect to the appointment of Nundcoomar for the Nabob's muttaseddee, the President desires his opinion may be minuted, that from the knowledge he has had of Nundcoomar since he came to Bengal, he thinks him a dangerous man, and not fit to be trusted; but that he does not think it is in his power to dissent from the Nabob's taking whom he pleases, or indeed that it is necessary, as he will not be a party in the treaty.

Mr. Watts's Opinion.

Mr. Watts has no objection to the Nabob's appointing Nundcoomar to be his muttaseddee.

Mr. Marriott's Opinion.

Mr. Marriott is of opinion with the President, that Nundcoomar is not a man to be trusted, but that if the Nabob insists upon it, he must be allowed to appoint him That he looks upon Roydoolub, in many respecst, as a more proper

দিতে পারেন নাই; তাহারা তাঁহার প্রাসাদ পরিবেষ্টন এবং জোর-জবরদস্তি করিয়াও সফলকাম হয় নাই অথচ এক্ষণে ইংরাজদিগকে

person, if thro' the persuasion of the gentlemen in the deputation, the Nabab could be prevailed upon to appoint him.

Mr. Hastings's Opinion.

Mr. Hastings is of the same opinion with the President, in regard to Nundcoomar's character, but leaves it to the other gentlemen to take what measures they please for the security of the future establishment.

Mr. Cartier's Opinion.

Mr. Cartier is of Mr. Watts's Opinion.

Mr. Billers's Opinion.

Mr. Billers is of Mr. Marriott's Opinion.

Major Carnac's Opinion.

Major Carnac is of opinion, that Roydoolub would be a more proper person, as having more influence in the country; and therefore thinks the gentlemen in the deputation should mention him to the Nabob; but as he apprehends he (the Nabob) will still insist upon appointing Nundcoomar, that he cannot be refused him.

Major Adams's Opinion.

Major Adams has no knowledge himself of the intrigues of Nundcoomar, but from his general character, given him by gentlemen who know him better, he thinks, if the Nabob would dispense with him it would be more proper; yet, if the necessity of the times may make his services requisite to the Nabob, and he insists on appointing him, he thinks that we cannot refuse.

Sum of the Opinions and Resolutions in Consequence.

It being thus resolved, that if the Nabob should be still

টাকা দিবার সময় তিনিও অবলীলা ক্রমে দেড় কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। *

মুতাক্ষরীণকার বলেন মীরজাফর কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে গমন করিবার কয়েক দিবস পরে নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। মীরজাফর পুনরায় প্রকাশ্য দরবারে মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রান্ত জনগণ-সমক্ষে নবাব বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তথায় কএক দিবস অবস্থান করিয়া তিনি নন্দকুমারের সহিত সসৈন্যে বিহার অভিমুখে গমন করিলেন। বিহার প্রদেশে নবাবের উপস্থিতি অত্যন্ত আবশ্যক; তিনি তথায় বর্ত্তমান থাকিলে প্রজারা বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা; তাই নন্দকুমার নবাবের ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে তথায় লইয়া গমন করিলেন।

নন্দকুমার যে সময় মীরজাফরের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হন সে সময় দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দেশের প্রধান প্রধান ধনবান্ ও জমীদারেরা মীরকাশীমের অর্থশোষণে রিক্তহস্ত হইয়া পড়েন; প্রজাদেরও অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। ইহার উপর যুদ্ধ-ব্যয় প্রচুর পরিমাণে হইতেছে; বিহার প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ সুকঠিন; বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর কোম্পানীর হস্তগত; কতিপয় প্রদেশের মাত্র কোন রূপে

desirous of appointing Nundcoomar his muttesaddee, it shall be admitted him.

Agreed, that Nundcoomar be in such case released from his confinement.

* Meer Jaffier was restored to the Government in 1763; and on this occasion divided amongst the Company's servants the sum of 437,499 pounds; and 975,000 pounds was received of him as restitution money.—*A Short View of the Evidence of our Conduct in India.*

রাজস্ব সংগ্রহ হইতেছে। তাহা হইতে ইংরাজদিগকে দেড় কোটি টাকা এবং সাজাদা, সুজাদ্দৌল ও মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধ-ব্যয়ের সমস্ত খরচ সংগ্রহ করিতে হইবে, ইহাতে একটু বিলম্ব হইলেই নন্দকুমারের উপর ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। ইহা ব্যতীত নন্দকুমারের শত্রুবর্গেরাও ইংরাজদিগের কাণে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার জল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের মন খারাপ করিয়া দিতেন।

নন্দকুমার নবাবের সহিত বিহার প্রদেশে চলিলেন বটে কিন্তু সমস্ত বঙ্গের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের জন্য তিনি বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় আটান্ন বৎসর হইলেও কি শারীরিক কি মানসিক বল কোন বিষয়েই ক্ষীণতা লক্ষিত হয় নাই, সকল বিষয়েই তাঁহার অদম্য উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যাইত। যুদ্ধযাত্রা কালে শিবির হইতে রাজ্যের নানা স্থানের প্রধান কর্ম্মচারি-গণকে নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্যতৎপর করিয়া তুলিলেন। রাজ্যে প্রধান কর্ম্মচারী যেরূপ হইয়া থাকেন অপরাপর কর্ম্মচারীরাও প্রায় সেই রূপ হন। নন্দকুমার অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের স্থানে কর্ম্ম-নিপুণ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী সকল প্রেরণ করিয়া সুচারু রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভিত্তি স্থাপন করিলেন। হুগলী বন্দর হইতে সে কালে নবা-বের যথেষ্ট আয় হইত; এ স্থানে একজন উপযুক্ত লোক থাকিলে এই আয় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই ভাবিয়া নন্দকুমার নাহরীমল নামক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ফৌজদার সৈয়দ বাদনলখাঁর দেওয়ান করিয়া পাঠান। ইনি অপক্ষপাতে কালা সাদা ভেদ না ভাবিয়া শুল্ক সংগ্রহ করিতেন; ইহাতে কতিপয় ইয়ুরোপীয় তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন; বলা বাহুল্য নন্দকুমারের উপরেই সেই সকল ক্রোধ

পতিত হইয়াছিল। অনেক সময় লোক বিশেষের কাছে প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে গেলে নানাপ্রকার বিশেষণে বিভূষিত হইতে হয়, ইহার উদাহরন সকল কালেই দেখিতে পাওয়া যায়; এই উপলক্ষে নন্দকুমার অত্যাচারী বলিয়া আখ্যাত হন। *

কলিকাতায় ইংরাজ দরবারে নবাবের পক্ষে কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক থাকার আবশ্যক হয়। এ কথা নবাব কলিকাতা পরিত্যাগ কালে গবর্ণরকেও কহিয়াছিলেন। নন্দকুমার তাঁহার সেই সময়কার বিশ্বস্ত জামাতা জগৎচাঁদকে এই গুরুতর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলে। উত্তর কালে এই জগৎচাঁদই নন্দকুমারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হেষ্টিংসের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার এই সকল কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাদসার নিকট হইতে স্বীয় প্রভুর নামে সনন্দ আনিবার জন্য উত্তর-ভারতবর্ষে লোক প্রেরণ করিলেন। বাদসার উজীর সুজাদ্দৌলার দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। †

সুজাদ্দৌলা এবং তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা নন্দকুমারের পদোন্নতিতে আনন্দিত হইয়া আহ্লাদপত্র প্রেরণ করেন এবং অনতিবিলম্বে মীরজাফরের জন্য সুবেদারী সনন্দ এবং নন্দকুমারকে মহারাজ উপাধি ও সাত হাজার সৈন্যের আধিপত্য প্রদান করেন। নন্দকুমারের এই উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁহার এক মাত্র যে স্বদেশী শত্রুদিগের

---

* See *Revd. J. Long's Selections*, No. 708, page 351.

† We are certain that he (Nundcomar) has many connections in Shujah Dowla's court.—*Council's letter to Major Carnac.*

হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল তাহা নহে, গবর্ণর ভান্সিটার্টও তাঁহার এইরূপ পত্র ও উপাধি প্রাপ্তিতে তিনি কখন কি অনর্থ ঘটান তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। *

মীরজাফরের জন্য সনন্দ সংগ্রহ করিবার সময় নন্দকুমার সম্রাট্ সা-আলমকে পাঁচলক্ষ টাকা নজরানা এবং বাৎসরিক আঠাশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই টাকার অর্দ্ধাংশ সেই সময় এবং অপরার্দ্ধ পরবর্ত্তী কালে প্রদত্ত হয়। কলিকাতার কাউন্সেল এই সনন্দ সংগ্রহের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারা বলেন সা-আলম এ সময় সুজাদ্দৌলার হস্তগত, সেই সুজাদ্দৌলা আবার মীরকাশীমের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় শত্রুপক্ষকে অর্থ দিয়া বলবান্ করা সম্পূর্ণ অবিধেয়। নন্দকুমার জানিতেন সাআলম শক্তি শূন্য অথবা শত্রু অধিগত হউন না কেন তাঁহার মোহর সম্বলিত সনন্দ পত্র না আসিলে মীরজাফর ইংরাজ কর্ত্তৃক সুদৃঢ় রূপে অভিষিক্ত হইলেও জনসাধারণ তাঁহাকে নবাব বলিয়া কখনই গ্রহণ করিবেন না। জনসাধারণের হৃদয়ে নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ, এবং ভবিষ্যৎ কালে সুজাদ্দৌল যদি যুদ্ধ বিজয়ী হন সে সময়

* There is before the Board a striking instance of Nundcomar's intriguing disposition. The very first letter which came from the Vizir and his principal officers, are filled with nothing but the praises of Nundcomar. His titles and seals are received before the Nabob's own; and before any assurances are given the Nabob that he will have the sunnuds for the provinces, he is told, that he must give Nundcomar such and such particular employments, the most honorable and valuable to the government.—See *Vansittart's Narrative of the Transactions in Bengal*, Vol. III, page 418.

মীরকাশীম যাহাতে প্রতিপক্ষতা করিতে না পারেন সেই সকল ভাবিয়া নন্দকুমার কাউন্সিলের অভিপ্রায় না থাকিলেও সমস্ত বিপদ্ নিজের মস্তকে লইয়া মীরজাফরের জন্য সনন্দ সংগ্রহ করেন।

মীরকাশীম বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া অযোধ্যাধিপতি সুজা-দ্দৌলার সাহায্যে বঙ্গদেশ অধিকার করিবার পুনরায় চেষ্টা করেন, এবং ইংরাজ সৈন্য মধ্যে যাহাতে অসন্তোষ উৎপন্ন হয় সে জন্য সুজাদ্দৌলা কতক গুলি উপযুক্ত লোক ইংরাজ শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে তাহারা অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। * ইংরাজদিগের-অধীনে দেড়শত ফরাসী সৈন্য কর্ম্ম করিত। তাহাদিগের উপর সুজা-দ্দৌলার মন্ত্র বেশ কার্য্যকর হয়। ফরাসী সৈন্যেরা অন্যান্য ইংরাজ ও দেশী সৈন্যকে নিজের দলে আনিয়া প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহাচরণ করে। অবশেষে ইংরাজ-সেনানীরা অশেষ যত্নে সিপাহী ও ইংরাজ সৈন্যগণকে ফিরাইয়া আনেন। এই বিপদ্কালে নবাব মীরজাফর সৈন্যগণ মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই সকল ফরাসীরা কর্ম্মনাশা অতিক্রম করিয়া মীরকাশীমের সহিত মিলিত হইয়া বক্সর ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

১৭৬৩ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর মেজর এডাম্‌স্ সেনানায়কত্ব পরিত্যাগ করিলে পর মেজার কার্ণাক তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। মেজর কার্ণাক নন্দকুমারের মন্ত্রিপদে নিয়োগ কালে যাহাতে তিনি এ পদে নিযুক্ত হইতে না পারেন তাহার

* I have some reason to think that S
sent people to our camp to corrupt our
fined a fukeer, who is accused by an Eu
his service to the revolted party on their

জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষনে তিনি নন্দকুমারের প্রত্যেক কার্য্য সন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধ জন্য পাটনা প্রদেশের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল, খাদ্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়াতে অনেক সময় তাহা প্রচুর পরিমাণে ইংরাজ সৈন্যগণ মধ্যে সরবরাহ করা কঠিন হইয়াছিল। নন্দকুমার দিনাজপুর রাজসাহী প্রভৃতি প্রদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া যোগাইতেন, ইহাতে কখন কিছু বিলম্ব হইলেই কার্ণাকের ক্রোধের সীমা থাকিত না। তিনি কাউন্সিলে লিখিয়া পাঠাইতেন যে নন্দকুমার স্বেচ্ছা বশতঃ খাদ্য দ্রব্য পাঠাইতে বিলম্ব করিতেছেন, শত্রুপক্ষের সহিত ইঁহার সদ্ভাব আছে, গোপনে তাঁহাদিগের সহিত পত্র লেখা লেখি করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় নন্দকুমারকে এরূপ পদে রাখা কখনই শ্রেয়স্কর নহে; এইরূপ বারংবার লিখিয়া তিনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রধানতম কর্ম্মচারীদিগের মনে অধিকতর কুসংস্কার বদ্ধমূল করেন।

হেষ্টিংসের কাউন্সিলস্থ বন্ধু বারওয়েল বলেন, মীরকাশীম বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া যখন সুজাদ্দৌলার সাহায্যে পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করিবার প্রয়াশ করিতে ছিলেন, সে সময় নাকি মহারাজ নন্দকুমার কাশিপতি বলবন্ত সিংহের সহিত কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কার্ণাক কোন গতিকে ইহা অবগত হইয়া নন্দকুমারকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইবার উদ্যোগ করেন। তার পর এডাম্‌স্ সাহেবের সে সময়ের নবকৃষ্ট মুন্সীর অনুরোধে তাঁহাকে ছাড়িয়া

...duct and supply them with provision on ... country. . . . . It is now confirmed ... entice our people to desert.—*Captain* ...*e Governor Vansittart, 28th February 1764.*

দেন। * এই সকল কথা ভিত্তিবিহীন বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। বারওয়েল নন্দকুমারের একজন প্রধান শত্রু। ইহা তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক সম্ভূত, কেননা মেজার এডাম্‌স্‌ ৯ই ডিসেম্বর ১৭৬৩ খৃঃ সেনা-পতি পদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে গমন করেন, এবং ১৩ই জানুয়ারী ১৭৬৪ খৃঃ কলিকাতায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। মেজার কার্ণাক ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে পাটনায় উপস্থিত হন। নন্দকুমার এ সময় বিহার প্রদেশেই অবস্থান করিতেছিলেন। নবকৃষ্ণ যে সময় এডাম্‌সের মুন্সী রূপে অবস্থান করিতে ছিলেন সে সময় কার্ণাক তথায় অনুপস্থিত, সুতরাং কার্ণাক কর্ত্তৃক নন্দকুমারের লাঞ্ছনা বা নবকৃষ্ণের অনুরোধে তাঁহার বিপদ্‌ মুক্তি উভয়ই অসম্ভব বলিয়া পতিপন্ন হয়। নন্দকুমার যে কোন সময় বলবন্ত সিংহকে পত্র লেখেন নাই তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু অনেক সময় তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে ইংরাজদিগের কাছে অধিকতর ভয়ঙ্কর রূপে প্রতিপন্ন করিতেন।

নন্দকুমার বিহার প্রদেশে অবস্থান কালে অনেক সময় তিনি জেনারাল কার্ণাকের সহিত সমরাঙ্গনেও বিচরণ করিয়াছিলেন। এরূপ করিয়াও তিনি তাঁহার শত্রুবর্গের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ভাজন হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন যাঁহাকে তাঁহারা কলিকাতায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি যে অবকাশ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন না এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অযোধ্যাপতি সুজাদ্দৌলা

* General Carnac was determined to seize Nundcomar, and send him under a guard to Calcutta. But at last by the earnest endevour of Maha Rajah Nobkishen, who at that time was Banian to Major Adams, he escaped.—*Barwell's Letter.*

১২ই মে ১৭৬৪ খৃঃ নবাব মীরজাফরকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে মীরজাফর তাঁহাকে মীরকাশীম, সমরু প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি পাটনার হত্যাকাণ্ডে বিশেষ রূপে লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য তিনি এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। নবাব ও নন্দকুমারের সহিত সুজাদ্দৌলার এ বিষয়ে অনেক গুলি পত্র লেখালিখি হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজেরা মনে মনে ঈর্ষান্বিত হন। পাছে তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে ইঁহারা কিছু করিয়া বসেন সে জন্য নবাবের দরবারে বটসন নামে একজন সাহেব নিযুক্ত হন। ইনি নবাবের কাছে অবস্থান করিয়া প্রত্যেক সংবাদ কাউন্সিলে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

সমুদ্রস্থ প্রবলঝটিকানিক্ষিপ্ত নৌকার এবং বিশৃঙ্খলা পরিপূর্ণ রাজ্যের চালক হওয়া অত্যন্ত বিপদ্ ও দায়িত্ব পূর্ণ। যিনি এই বিপদ্-সাগর-সংমগ্ন রাজ্য রূপ নৌকার উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হন, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের জন্য দুই লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হইতেছে, অন্যান্য খরচও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, এই টানাটানির সময়ে ইংরাজেরাও তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকার জন্য পিড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। নবাব এই সঙ্কট সময়ে মহারাজকে কেবল মাত্র খালসার দেওয়ান করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহাকে নিজামতের নিম্ন-লিখিত ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাঁহার শক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

হজুর নবীস, (অর্থাৎ সনন্দ প্রভৃতির নকল লইবার কার্য্য)।

গুপ্তধনাগার পর্য্যবেক্ষণ।

মুস্তফীগিরী (কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারীদিগের হিসাব দেখিবার কার্য্য)।

পাটনা প্রদেশের হিসাব।

পূর্ণিয়া প্রদেশের ,,।

ভাগলপুর চাকলার হিসাব।

মুন্সীখানা।

দেওয়ানখানা।

জাইগীর সকলের হিসাব।

নন্দকুমার রাজ্যের এখন সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী এবং নবাবের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। নবাব নাম মাত্রেই নবাবছিলেন, প্রকৃত পক্ষে নন্দকুমারই নবাব। তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পন্ন হইত না। নন্দকুমার প্রত্যেক বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রদান করিয়া খুব মিতব্যয়িতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। জমীদারদিগের নিকট হইতে যথাসময়ে যাহাতে রাজস্ব সংগ্রহ হয় সে জন্য তিনি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কখন মৃদু কখন বা অত্যন্ত কঠোর ভাব অবলম্বন করিতেন। যাহাতে নবাবের এক কপর্দ্দকও অপচয় না হয় সে জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন, এ বিষয় ছোট বড় বিবেচনা না করিয়া অপক্ষপাতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

ইংরাজ কুঠির সাহেব ও তাঁহাদিগের দেশী কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকলাপের উপর নন্দকুমার বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহারা অনেক সময় প্রজাদিগের উপর অত্যাচার এবং নবাবের শক্তির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া নবাবকে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত করিতেন। নন্দকুমার এই সকল বিষয় উপেক্ষা করিবার পাত্র নন; যাহাতে ইহার প্রতিকার হয় সে জন্য তিনি একটি তালিকা করিয়া কলিকাতা বোর্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই তালিকা পাঠ করিলে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অনেকটা যথেচ্ছাচারিতা উপলব্ধি হয়।

১ম প্রস্তাব।—কর্ণেলগঞ্জ ও * মাকগঞ্জ নামে যে দুইটি নূতনগঞ্জ স্থাপিত

* ইংরাজেরা ইহার স্থাপনা করেন।

হইয়াছে তাহার কর্ম্মচারীরা সরকারী গঞ্জের বণিক্‌দিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাতে সরকারী গঞ্জ জনশূন্য প্রায় এবং লক্ষ টাকার ক্ষতি হইতেছে। অতএব যাহাতে নূতন গঞ্জ না হয় সে বিষয় আজ্ঞা করিবেন, তাহা হইলে আর সরকারী টাকা বা গঞ্জের ক্ষতি হইবে না।

২য় প্রস্তাব।--কতক গুলা ব্যবসাদার ইংরাজ কুঠির অধিনস্থ বলিয়া পাটনা ও মুর্শিদাবাদের কাছারীতে তাহাদিগের দেয় শুল্ক প্রদান রহিত করিয়াছে। যাহাতে তাহারা কুঠির আশ্রয় প্রাপ্ত না হয় এবং রাজস্ব দানে বাধ্য হয় এরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

৩য় প্রাস্তব।—তিরহুত, হাজীপুর, সারণ প্রভৃতি স্থানের ইংরাজ গোমস্তারা কুঠির নামে ইজারা লইয়া সরকারের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকে। ইহাতে সরকাররে শক্তিহ্রাস ও রাজকার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অতএব গ্রাম ইজারা বা সরকারী লোককে আশ্রয় দেওয়া অবশ্য অবশ্য নিষেধ করিয়া দিবেন।

৪র্থ প্রস্তাব।—পাটনার টেঁকশালে শতকরা ২।০ টাকা লইয়া কোম্পানীর কুঠির টাকা প্রস্তুত হইত। গত বৎসর মাসিক ১০,০০০৲ নির্দ্দিষ্ট হারে মুদ্রাঙ্কিত হইবার কথা নির্দ্ধারিত হয়। আজ কাল কুঠির চাকর এবং তাহাদিগের অধীনস্থ লোকেরা কুঠির হারে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা প্রস্তুত করিয়া লয়, ইহাতে সরকারের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। যাহাতে পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সেইরূপ আদেশ করিবেন।

৫ম প্রস্তাব।—মুর্শিদাবাদ চাকলার অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম, কাশীম-

বাজার কুঠির গোমস্তারা অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইহার জন্য তাহারা এক কড়া কড়িও মালগুজারী দেয় না। বর্দ্ধমান চাকলার কর্ম্মচারীরা বীরভূমের কতকগুলি গ্রাম দখল করিয়া রাজস্বসংগ্রহ করিতেছে; সেই সকল স্থান কস্মিনকালে বর্দ্ধমানরাজ তিলকচাঁদের অধীনে ছিল না। ইহার রাজস্ব প্রায় ১০,০০০৲ টাকা। অনুগ্রহ করিয়া কাশীমবাজারের কর্ম্মচারী-দিগকে উক্ত গ্রামগুলি পরিত্যাগ এবং বর্দ্ধমানের কর্ম্মচারী-দিগকে বীরভূম প্রদেশের গ্রামগুলি বীরভূমের অন্তর্গত করিতে আদেশ দিবেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব।—ঢাকা, রাঙ্গামাটি, চিলমারী, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি প্রদেশের ইংরাজ গোমস্তারা বলপূর্ব্বক তালুকদার ও প্রজাদিগকে তামাক প্রভৃতি দ্রব্য * বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে দেশ অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে; সুতরাং রাজস্ব আদায় না হওয়াতে সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে। এই অত্যন্ত কুৎসিৎ প্রথা সর্ব্বত্র দূর করিয়া না দিলে দেশের ও প্রজাদের কল্যাণ হইবে না।

৭ম প্রস্তাব।—মুঙ্গের, পাটনা প্রভৃতি দুর্গে ইংরাজপক্ষীয় লোকেরা এক্ষণে অবস্থান করাতে আমার শক্তির লঘুতা সম্পাদিত হইতেছে। অতএব তাহাদিগকে দুর্গ হইতে অন্যত্র রাখিয়া পূর্ব্ব প্রথানু-

* ইংরাজ রাজত্বের প্রথমকালে তামাক সুপারী প্রভৃতির উপর কর ধার্য্য ছিল, এবং অনেক সময় এই সকল ইংরাজদিগের একচেটে ব্যবসা ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগের কাছে এই দ্রব্যগুলি বলপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিতেন।

সারে দুর্গ মধ্যে আমার লোককে অবস্থান করিতে দিবেন, আর মুঙ্গেরস্থ সেনাধ্যক্ষ যে নূতন গঞ্জ স্থাপন করিয়াছেন তাহাও অবশ্য স্থানান্তরিত করিয়া দিবেন। তাহা হইলে পুরাতন গঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে আমারও আর ক্ষতি হইবে না।

৮ম প্রস্তাব।—ইংরাজদিগের বহুসঙ্খ্যক লোক বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই ধান চাল ও অন্যান্য শস্য গোলাগঞ্জে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে ফৌজদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ফৌজের রসদ কিনিয়া পাঠাইতে অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আপনারা ইংরাজদিগের গোলাগঞ্জে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবেন, তাহা হইলে যথাসময়ে সৈন্যের রসদ পঁহুছিবে।

৯ম প্রস্তাব।—পাটনার চিলসেতুন প্রাসাদ হইতে পথিমধ্যে প্রায় ৪০টী গৃহ আছে। সে সকল গৃহ বিদেশী অপরিচিত লোকদিগের অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ ছিল। তাহা এক্ষণে ইংরাজ মহাশয়েরা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এক্ষণে আমি বা আমার পরিবার অথবা ভৃত্যবর্গের আবশ্যক হইলে তাহারা আর কেহ তথায় থাকিতে পায় না। অতএব তাহাদিগকে উক্ত গৃহ সকল পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিবেন।

১০ম প্রস্তাব।—পুর্ণিয়ার জঙ্গল ইজারা দিয়া বাৎসরিক ৫০,০০০৲ হাজার টাকা পাওয়া যাইত। এক্ষণে উহা ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমি উহার এক কপর্দ্দকও পাই না। ইহাতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি ও ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। ইংরাজদিগকে ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিবেন।

১১শ প্রস্তাব।—সরকারের কর্ম্মচারী অথবা কোন অধীনস্থ ব্যক্তি যদি ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে যাহাতে তাহারা

আশ্রয় প্রাপ্ত না হয়, অথবা তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন না করেন, এ বিষয় যেন আপনারা বিশেষ আজ্ঞা প্রদান করেন। *

মহারাজ নন্দকুমার স্বীয় প্রভুর স্বত্ব রক্ষা এবং প্রজাগণকে ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপরি-উক্ত একাদশটি প্রস্তাব কলিকাতা বোর্ডে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে স্বার্থপর ইংরাজেরা সম্ভবতঃ মহারাজের উপর বিরক্ত হইয়া থাকিবেন। ইহাতে তাঁহারা মহারাজের হৃদয়গত দুরভিসন্ধির আবছায়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দকুমার কিছুতেই কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবার লোক নহেন; যাহা যথার্থ বলিয়া বোধ করেন তাহা কাহারও অনুরোধ বা ভয়ে অসম্পন্ন রাখেন না। এই কারণে অনেকের তিনি বিদ্বেষ ভাজন হন।

১৭৭৪ খৃঃ জুন মাসে মেজর কার্ণাক সৈন্যগণের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেন। নবাবও সেই সময় মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়াছিলেন। মেজর কার্ণাকের পদে কর্ণেল মনরো (পরে ইনি সার-হেক্টর-মনরো নামে অভিহিত হন) সুজাদ্দৌলা ও মীরকাশীমের সহিত প্রবল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ২৩শে অক্টোবর বক্সার ক্ষেত্রে তাহাদিগের সমবেত সৈন্যগণকে সম্পুর্ণরূপে পরাস্থ করেন। এই সময়েই উত্তর-ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১৭৭৪ খৃঃ নবেম্বর মাসে ভান্সিটার্ট গবর্ণরের পদ পরিত্যাগ করেন। এই সময় লর্ড ক্লাইব † অতি শীঘ্র বঙ্গদেশে আগমন করিবেন এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল। নবাব মীরজাফর, ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার যে সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে বাকী ছিল তাহার মীমাংসা এবং

* See *Selections from Unpublished Records of Government.*

† কর্ণেল ক্লাইব ১৭৬২ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ব্যারন-অব-পলাশী উপাধি প্রাপ্ত হন।

ক্লাইব ও ভান্সিটার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় গমন করেন।

নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে মহারাজ নন্দকুমার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত নৌকাযোগে কলিকাতা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। নবাব চন্দননগরের নিকট গরুটির কাছে উপস্থিত হইলে গবর্ণর ভান্সিটার্ট অতিশয় সমারোহের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। *

---

* নবাব মীরজাফরকে অভ্যর্থনার জন্য কোম্পানী বাহাদুর যেরূপ আয়োজন ও ব্যয় করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার ফর্দ্দ দেওয়া হইল। ইহাতে সে সময়কার দেশের অবস্থা ও চাউল ডাইলের দরও পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গরুটিতে গবর্ণর সাহেবের সহিত যে সকল নৌকা ছিল ;—

২৭খানি	৬	দাঁড়ের	নৌকা	দৈনিক	১৲	হিসাবে	৭৫৬৲
৫ "	৫	"	"	"	৮৶০	"	১২২৷৷০
৫ "	৪	"	"	"	৮০	"	১০৫৲
৩ "	৩	"	"	"	৷৷৶০	"	৫২৷৷০
১ "	১০	"	"	"	১৷৷০	"	৪২৲
৪ "	৪	"	ভড়	"	২৲	"	২২৪৲
১ "	৮	"	বজ্‌রা	"	১৷৷০	"	৪২৲
২ "	১০	"	"	"	২৷৷০	"	১৪০৲
১ "	১০	"	"	"	২৲	হিসাবে দশ দিনের জন্য	২০৲
							১,৫০৪৲
ময়ূরপঙ্খী ভাউলে এবং বজ্‌রার জন্য ৩০জন দাঁড়ী ৩৲ মাসিক							৯০৲
৩জন মাঝি মাসিক ৫৲ বেতনে							১৫৲
							১,৬১৪৲

ভাগীরথীবক্ষ নানাশ্রেণীর নৌকামালায় বিভূষিত হওয়াতে যেন ভাসমান নগরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মীরজাফর কতিপয় সহচর সহ বন্দীভাবে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারই আগমনে নানাবিধ বাদ্যের ধ্বনিতে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গবর্ণরের সহিত মীরজাফর কলিকাতায় উপস্থিত হইলে প্রধান প্রধান সাহেব মিলিত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শিষ্টাচারের সহিত গ্রহণ করিলেন। নবাবের আতিথ্য সৎকারের জন্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নবাব-নিকেতনে প্রেরণ করেন।

নবাব ও তাঁহার সঙ্গের লোকের খাদ্যদ্রব্যের তালিকা।—

৪০	মণ	ভাল চাল	৭৫৲
৮	„	ডাল	২০৶০
৫	„	ঘৃত	৭৭৲
৬	„	তৈল	৫১৲
৩৷৷০	„	লবণ	৪।৶০
৮	„	ময়দা	২৭৲
৫	„	চিনি	৩৬।০
৬	„	মিষ্টান্ন	৬০৲
১	„	মোরোব্বা	১৯৲
১	„	কিস্‌মিস বাদাম	৩১।০
৮	„	দধি	২১।০
৫০টা		ছাগল	৫০৲
		তরী-তরকারী	১৬৲
		লেবু	৭৲
		মসলা	১৪০।৶০
		পান ও তামাক	১০৸০
		হাঁড়ি ও কাঠ	২৬৲
		ধামা থলে প্রভৃতি	২৪৲
		একখান গড়া (কাপড়)	৪৲
		মুটে ভাড়া	১০৲
			৭৩০।৶০

নবাবকে যে মোহর নজর দেওয়া হয়।

৫১ খান মোহর কোং সৈনিক ও দেওয়ানী কর্ম্মচারীরা প্রদান করেন। ৪০ খান মোহর মেয়র আলিভারম্যান প্রভৃতি কলিকাতার অধিবাসিগণ প্রদান করেন। ৯১টা মোহর ১২৷৷৶০ হিসাব ১১৫৪৷৷৵০

মোট ৩৪৯৮৯

নবাব কলিকাতায় উপস্থিত হইলে তাহার পর দিবস কাউন্সেলের সভ্যগণ পরিবেষ্টিত গভর্নর সাহেব তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকা এবং ইতিপূর্ব্বে নবাব যে সকল প্রস্তাব বোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন সেই সকল বিষয়ের অনেক তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত করেন। মহারাজ নন্দকুমার ইংরাজদিগের প্রাপ্য টাকা মুর্শিদাবাদে পৌছিয়াই প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে নবাব কতিপয় দিবস কলিকাতায় অবস্থান করিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন।

নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজদিগের নিকট প্রতিশ্রুত টাকা প্রেরণ করিয়া নবকৃষ্ণ মুন্সীর হাতে তাহার হিসাব পত্র গবর্ণরের কাছে প্রেরণ করেন।

Upon my arrival at Moorshedabad, with his Excellency, the 20th of this month, I applied myself to the regulation of affairs there. I dispatched to-day the 25th of Jemady-ul any on boats from the city, the sum of two lacs balance remaining of the twenty lacs on account of the damages sustained by the merchants, please God they will arrive in five or six days, a list of the several sorts of rupees is sent to Nobkishen Moonshee, he will deliver the same to you.

মহারাজ নন্দকুমার ইংরাজদিগের প্রাপ্য সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের অবিরাম তাগাদা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন। যুদ্ধ ব্যয় কিছু কম হইয়া আসিয়াছে, ইংরাজদিগের দেয় টাকাও দেওয়া হইয়াছে ইহাতে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ঢাকার নায়েব-নাজিম মহম্মদ-রেজাখাঁর হিসাব দেখিতে প্রবৃত্ত হন। রেজাখাঁ ইংরাজদিগের বিশেষ অনুগত এবং মুশলমানদিগের ভিতর

একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন নন্দকুমার রেজাখাঁর হিসাবপত্র অতি সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কাছে যথেষ্ট টাকা পাওনা বাহির করেন। মুতাক্ষরীনকার গোলামহোসেন বলেন, নবাব মীরজাফর মহারাজ-নন্দকুমারের কথা অনুসারে রেজাখাঁকে পদচ্যুত করিয়া কিছু দিবস কারাগারে রাখিয়া দেন। তারপর ইংরাজের ভয়েই হউক অথবা অনুরোধই হউক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। রেজাখাঁ ইংরাজদিগের বিশেষ বাধ্য, সুতরাং তাঁহার বিচার বা তাঁহাকে কয়েদ করা হইলে ইংরাজেরা তাঁহার পক্ষগ্রহণ করিয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, নন্দকুমার ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। ভৃত্য দোষী প্রমাণিত হইলে তাহার উপর দণ্ডপ্রয়োগ করা প্রভুর উপর নির্ভর করে; তাহার উপর যদি অন্য কাহারও শক্তি কার্য্যকর হয় তাহা হইলে আর প্রভুশক্তির মর্য্যাদা থাকে না। মহারাজ নন্দকুমার স্বীয় প্রভুর শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজ্যের একজন দোষী উচ্চকর্ম্মচারীকে পদচ্যুত ও বন্দী করিয়া রাখেন; ইহাতে দোষীর দণ্ডবিধান করিলেন অথচ স্বীয় প্রভুর স্বতন্ত্রতা কতদূর রক্ষিত হয় তাহাও পরীক্ষা করিলেন। স্বীয় প্রভুর স্বতন্ত্রতা ইংরাজদিগের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করা মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, এজন্য তিনি ইংরাজদিগের কাছে কত ভর্ৎসিত নিন্দিত ও পীড়িত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি অকাতরে দৃঢ়তার সহিত সকলই বহন করিয়াছেন। নবাবও জানিতেন নন্দকুমার তাঁহার পরমহিতৈষী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, প্রাণ দিয়াও প্রভুর কার্য্য সাধনে তৎপর, তজ্জন্যই ইংরাজেরা বারংবার নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইয়াও নন্দকুমারকে সতত রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃঃ নভেম্বর মাসে গভর্ণর হেনরী ভান্সীটার্ট স্বদেশ যাত্রা করেন! তিনি মহারাজ নন্দকুমারের সর্ব্বপ্রধান প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের কোনরূপ ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেই সেই অবকাশে নন্দকুমারের অনিষ্ট করিতে বিস্মৃত হইতেন না। তিনি যে সময় ইংলণ্ডে গমন করেন, সে সময় নন্দকুমারের দোষাবলী উজ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন এবং তাহা সুন্দররূপে বাঁধাই করিয়া স্বীয় সহোদর জর্জ্জ-ভান্সীটার্টের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। গমনকালে ভ্রাতাকে উপদেশ দেন যে, যে সময় লর্ড ক্লাইব বঙ্গদেশে আগমন করিবেন সেই সময় কাউন্সেল মধ্যে তাঁহার এই গ্রন্থ যেন পাঠ করা হয়। ভান্সীটার্ট স্বয়ং নন্দকুমারের কোন বিশেষ অপকার করিতে না পারায় তিনি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লর্ড ক্লাইবের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিবার কল পাতিয়া গমন করিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার যে সময় রাজকার্য্যের আমূল সংস্করণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার পরম হিতৈষী প্রভু মীরজাফর উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। ঔষধের কোন ক্রিয়া হইতেছে না, অথচ রোগ হ্রাসেরও কোন লক্ষণ নাই, বরং দারুণ রোগযন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁহার জীবনাশা সকলে পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকাল আসন্নবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নবাব মিডিলটন প্রমুখ ইংরাজ এবং আপনার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে নাজিমুদ্দৌলা নামক আপন পুত্রকে নবাব-পদে এবং মহারাজ নন্দকুমারকে তাঁহার মন্ত্রী পদে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে যেরূপ সকলে সম্মান করিতেন সেইরূপ তাঁহাদিগের নিদেশানুসারে চলিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে নবাব মীরজাফর সর্ব্বজনসমক্ষে মহারাজ নন্দকুমারকে ভাবী নবাবের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। মীরজাফরের অন্তীমকাল দিন দিন অগ্রসর

হইতে লাগিল। শরীরের উপর ঔষধাদির ক্রিয়া কিছুমাত্র হয় না, তখন সকলে বুঝিতে পারিল নবাব আর এ যাত্রায় রক্ষা পাইতেছেন না।

মহারাজ নন্দকুমার সকল রোগের মহৌষধ ভগবতী কিরীটেশ্বরীর পাদোদক আনয়ন করিয়া তাঁহার মুখে প্রদান করেন। নবাব ইহজীবনে এই শেষ জীবন পান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। *

* নবাব মীরজাফরের মৃত্যুকাল লইয়া সমসাময়িক লেখকদিগের ভিতর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ের-উল-মুতাক্ষরীণকার সৈয়দ গোলাম-হোসেন বলেন ৪ঠা শাবন ১১৭৮ হিঃ (১৭৬৫ জানুয়ারী); বোল্টস্ বলেন ৫ই ফেব্রুয়ারী; পারকার বলেন ১৪ই জানুয়ারী ১৭৬৫ খ্রীঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহারাজ-নন্দকুমারের কলিকাতায় আগমন।

নবাব মীরজাফরের মৃত্যু সংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হইলে ইংরাজ দরবারের সভ্যগণ অকস্মাৎ ধন প্রাপ্ত দরিদ্রের ন্যায় আহ্লাদে অধীর হইয়া পড়েন। সে কালের ইংরাজেরা "যেন তেন প্রকারেন" অর্থ উপার্জ্জন করিতে এ দেশে আগমন করিতেন, অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল ধনের অধীশ্বর হইতে সকলেরই উৎকট বাসনা, সুতরাং কোম্পানী প্রদত্ত যৎসামান্য মাসিক বেতনে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। নবাবের পরিবর্ত্তন বা রাজ্যের মধ্যে বেবন্দোবস্ত হইলে তাঁহারা অল্প অবকাশের মধ্যে যথেষ্ট টাকা হস্তগত করিতে পারিতেন বলিয়া সে কালের অধিকাংশ সাহেব নবাব-পরিবর্ত্তন-নীতির অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। কেহ কেহ নিজেকে নবাব পরিবর্ত্তন বা নিয়োগের মূল কারণ বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেন।

মহারাজ নন্দকুমার নবাবের মৃত্যুর পর নাজিমুদ্দৌলার জন্য সম্রাট্ সা-আলমের নিকট হইতে সুবেদারীর সনন্দ আনয়ন করিতে উত্তর-ভারতবর্ষে এক জন উপযুক্ত লোক প্রেরণ করেন নন্দকুমারের প্রেরিত লোক সিতাব রায়ের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে মসনদে বসিবার অনুমতি পত্র লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। ইংরাজেরা দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে নন্দকুমারের পরওয়ানা আনয়নের কথা শুনিয়া অবধি

তাঁহার উপর যারপরনাই বিরক্ত হন এবং বলেন যদি পরওয়ানার একান্তই আবশ্যক হয় তাহা হইলে বোর্ডই সেই পরওয়ানা আনয়ন করিবেন।* নন্দকুমার মনে করিয়াছিলেন যে ইংরাজদিগের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া তিনি নবাবকে স্বতন্ত্র ভাবে মসনদে উপবেশন করাইবেন। কলিকাতার কাউন্সেল নন্দকুমারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন। কাউন্সেলের সভাবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত মীরণের ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নবাব করা হইলে বহুকাল বেশ নাবালকের রাজ্য হইবে। পাছে কোনরূপ রাজ্যবিপ্লব হয় এই ভয়ে গভর্ণর সাহেব সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে সাহসী হন নাই। †

ভান্সীটার্টের গমনের পর স্পেন্সার সাহেব কলিকাতা কাউন্সেলের অস্থায়ী সর্দ্দার পদে নিযুক্ত হন। নবাবকে মসনদে বসাইবার জন্য তিনি চার জন সভ্যকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ২৫শে

* If the Sunnuds from the king should ever appear necessary, we explained to the Nabob that they were to be obtained through the Board's application alone.—*Vide* Extracts from the letter of the Deputies at Moorshedabad dated 3rd March.

† Meer Jaffier's eldest son left a prince who was only six years old when Meer Jaffier died. The Governor and Council did not choose to take that line of succession, contrary to the appointment of Jaffier in favour of his second son, though some of the gentlemen thought it would be better to have long minority, but the late Nabob having associated his son in the government, they feared it might have the appearance of another revolution.—*Parker's Evidence*, page 251.

ফেব্রুয়ারী রাজধানীতে উপস্থিত হন। সভ্যচতুষ্টয় নবাবের স্বাক্ষরের জন্য একখানি সন্ধি-পত্র লইয়া যান। ইহার এক ভাগে কোম্পানীর প্রতি নবাবের কর্ত্তব্য, অপর ভাগে নবাবের সহিত ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছিল। কোম্পানীর পক্ষে এরূপ স্বীকার করা হইয়াছিল যে নাজিমুদ্দৌলাকে তাঁহারা বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার করিয়া দিবেন। আর তাঁহার রাজ্য রক্ষা ও শত্রু দমন করিবার জন্য আবশ্যকানুসারে যত ইচ্ছা তত সৈন্য রাখিয়া দিবেন। সুজাদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে যে মাসিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে নবাবের পিতা যেরূপ তাহা বহন করিয়াছিলেন তাঁহাকেও তাহা বহন করিতে হইবে, সম্রাটের কাছে যদি এই বিষয়ে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা নবাবকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

নবাবের পক্ষে সুদৃঢ় চতুর্দ্দশ বন্ধন, এই বন্ধনেই নবাবদিগের যে কিছু মাত্র স্বতন্ত্রতা ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। * সভ্যচতুষ্টয় কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া পিতৃবিয়োগসন্তপ্ত নবাবের সহিত কিরূপ সভ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা নবাবের নিম্নলিখিত পত্রে বেশ অবগত হওয়া যায়।

"আমি মনে করিয়াছিলাম এই হিতৈষী বন্ধুরা আমার এই দুঃখের সময়ে দুটো মিষ্ট কথা কহিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিবেন, তাঁহারা কিন্তু সে দিক দিয়াও যান নাই, বরং নানাপ্রকার বিরক্তি জনক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ক্লেশিত করিয়াছেন। আমার কাছে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের সকলকে উঠাইয়া দেন, এমন কি আমার ভ্রাতা

* *Bolt's Consideration on India Affairs.*—Appendix, 22 to 25 pages. নাজিমুদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি স্বর্ত্ত লিখিত হয় তাহার অনুলিপি উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে।

নবাব-সৈফউদ্দৌল্লাকেও আমার কাছে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। সকলে বাহিরে গেলে তাঁহারা আমাকে ঢাকা হইতে মহম্মদ-রেজাখাঁকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে নায়েব-সুবা পদে নিযুক্ত করিতে কহেন, এবং যে পর্য্যন্ত না তিনি ঢাকা হইতে আসেন এবং নায়েব-সুবা পদে উপবিষ্ট না হন, সে পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়ানখানাতে বসিতে নিষেধ করেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম বন্ধ রাখিতে ও আমি এখন যথায় অবস্থান করিতেছি তথায় থাকিতে আদেশ করেন। ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছি।

"উপরি-উক্ত রেজাখাঁ, নিজামতের বিরুদ্ধে দুর্ব্বাসনা পোষণ করিত, সে জন্য আমার পিতৃদেব উহাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতেন; ইহা ব্যতিত উহার কাছে সরকারের অনেক টাকা পাওনা আছে। এই সকল কারণে আমি উপরি-উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আজ্ঞাপত্র তাঁহাদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, এবং তদানুসারে চলিতে আমি সম্পূর্ণ রূপে স্বীকৃত আছি। তাঁহারা বলেন ও কাগজ কোন কর্ম্মেরই নয়, তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিবেন তদনুসারেই কার্য্য হইবে।

"তাঁহাদিগের এ স্থানে আসার দিন হইতে যাইবার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাঁহারা আমার কাছে বসিয়া এইরূপ বিরক্ত করিতেন। এক দিন তাঁহারা একখানা কাগজে দস্তখত করিবার জন্য আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। আমি মীর-মহম্মদ-ইরিক-খাঁ, মহারাজ নন্দকুমার বাহাদুর প্রভৃতিকে ডাকিতে পাঠাই. তাঁহারা বলিলেন কাগজে স্বাক্ষর করা সহজেই হইবে, কিন্তু দস্তখতের পূর্ব্বে একবার কাগজখানা পাঠ করা উচিত। এই কথা শুনিয়াই ভদ্রলোক কয়টি একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলেন, তোমরা এ কাগজ পড়িবার কে? এর পর মুন্সী সদরউদ্দীন

বলেন আগেকার সন্ধিপত্রখানি একবারে আনা হউক, তাহার সহিত মিলাইয়া তার পরে ইহাতে দস্তখত করা হইবে।

"এই কথা শুনিয়াই এক জন সভ্য মুন্সীকে সে স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া আমাকে বলেন, মহম্মদ-রেজাখাঁকে নায়েব-সুবা পদে নিযুক্ত এবং এই মুহূর্ত্তে এই কাগজে স্বাক্ষর না করিলে আমার আর সুবেদারী পাইবার বড় বেশী আশা থাকিবে না, এ জন্য আমাকে যার পর নাই ক্লেশ পাইতে হইবে। এরূপে যখন তাঁহারা নির্দ্দয় ভাবে আমাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন তখন আমি অগত্যা তাঁহাদিগের পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া দেই, তাঁহারা তাহা লইয়া চলিয়া যান। ইহার কয়েক দিবস পরে মহম্মদ-রেজাখাঁ আগমন করিয়া নায়েব পদে উপবেশন করে। সে এই পদ যোগাড় করিবার জন্য আমার অজ্ঞাতসারে আমার ধনাগার হইতে কুড়ি লক্ষ টাকারও বেশী (দ্রব্যে ও টাকাতে) বাহির করিয়া তাহার ইচ্ছানুরূপ ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সে কুড়ি লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহার এক কপর্দ্দকও সরকারে প্রদান করে নাই। উপরি-উক্ত রেজাখাঁ সভ্যদিগের মধ্যে একজনকে নিজের মুরব্বী করিয়াছে, সে এখন তাহার নিজের মোহরের নিচে আমার মোহর অঙ্কিত করে; আমার আজ্ঞা বা ইচ্ছানুসারে এখন কিছুই সম্পন্ন হয় না। উপাধি, কর্ম্ম, খিল্লত, হাতি, ঘোড়া, জহরৎ সে এখন নিজের ইচ্ছানুসারে বিতরণ করিতেছে।

"মহারাজ নন্দকুমার আমার পরম শুভানুধ্যায়ী। তিনি যখন কার্য্যবশতঃ উহাদিগকে কোন প্রশ্ন করিতেন, তখন উহারা বিরক্ত ভাবে তাঁহার কথার উত্তর দিতেন। যখন মহারাজ কার্য্য করিতেন তখন উহারা আমার উপর কোন অতিরিক্ত ব্যয় চাপাইতে পারিত না। এখন উহারা নিজেদের স্বার্থের জন্য মহারাজের উপর একটা পুরাতন অভিযোগ

আরোপ করিয়া তাহার নিন্দা করিতেছে। জেনারল কার্ণাক পূর্ব্বে এ বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন পুনরায় উঁহারা বিদ্বেশ বশতঃ তাঁহার উপর সেই দোষ আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রহরীসহ কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন।

* * * * *

"পিতৃদেবের মৃত্যুরপর একজন সভ্য আমার সহিত যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এবং মহম্মদ-রেজাখাঁর বর্ত্তমান পদ এই দুইটী বিষয় আমার মনে অহর্নিশ পাবকশিখার ন্যায় প্রজলিত রহিয়াছে।

"মহাশয়গণ! উপরি-উক্ত কতিপয় পঙ্‌ক্তিতে আমার হৃদয়ের কথা অতি সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইল। আশা করি আপনারা আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।" *

---

* নাজিমুদ্দৌলার নবাব হইবার সময় যে যে ব্যক্তি প্রকাশ্য রূপে টাকা পাইয়াছিলেন তাহার তালিক।—

	পাউণ্ড।
স্পেন্সার	২২,৩৩৩
প্লেডিল, বুরডেট, গ্রে	৩৫,০০০
জন্সটোন	২৭,৬৫০
লিসিসৃটার	১৩,১২৫
সিনিয়র	২০,১২৫
মিডিল্টন	১৪ ২৯১
গিডিয়ন জন্সটোন	৫,৮৩৩
	১৩৯, ৩৫৭

নবাবের উপর কাউন্সেলের সভ্যগণ কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন নন্দকুমার ও রেজাখাঁর উপর তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ও বিরাগ ছিল, তাহা এই পত্রে বেশ অবগত হওয়া যায়। এই রেজাখাঁ নায়েব-দেওয়ান হইলেও নবাবের উপর নন্দকুমারে কর্তৃত্ব পূর্ব্বের ন্যায় ছিল, রাজ্যের বড় ছোট সকল কর্ম্মচারীই নন্দকুমারের অনুগত। * নন্দকুমার রেজাখাঁকে নায়েব-সুবা বলিয়া স্বীকার না করায় ইংরাজদিগের ক্রোধের সীমা রহিল না। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। নন্দকুমার ইতিপূর্ব্বে কোম্পানীর বিরুদ্ধে ফরাসী, সুজাদ্দৌলা, কামগারখাঁ প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। সুতরাং তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে আর বড় বেশী ভাবিতে হইল না। এই সময় গভর্ণর ভান্সিটার্টের ভ্রাতা জর্জ্জ-ভান্সীটার্ট যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি এই প্রধূমিত অগ্নিতে ফুৎকার দিয়া তাহা প্রজ্বলিত করিলেন। এই সুযোগে তিনি সহোদর লিখিত মহামন্ত্র সকল নন্দকুমারের উদ্দেশ্যে পাঠ করিতে

* It is necessary that you should be acquainted, that neither Nundcomar, the zemindars, nor the officers of the cutcherry under him made the usual acknowledgements to the Naib Subah. . . . . Nundcomar has made a very unbecoming struggle, in opposition to your orders, to retain the absolute power he had assumed; and if a watchful eye be not kept on his intrigues, he will certainly embroil the Nabob's affairs, and resume the power you have meant to place in the hands of Mahomed Reza Khan, as all the people about the Nabob's person are absolutely devoted to Nundcomar.—*Vide* Extracts from the letter to the Deputies at Moorshedabad dated 7th March.

লাগিলেন। তিনি প্রমাণিত করিলেন যে নন্দকুমার অত্যন্ত চক্রান্তকারী, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি নবাবের কাছে অবস্থান করিলে কোম্পানীর সমূহ বিপদ্, চাই কি রাজ্য পর্য্যন্তও লোপ পাইতে পারে; অতএব তাঁহাকে নবাবের কাছে কখনই রাখা যাইতে পারে না; এই নন্দকুমারের রামচন্দ্র পণ্ডিতনামক একজন কর্ম্মচারী কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের কাছে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে ইংরাজবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন। মীরকাশীম যখন পাটনা হইতে পলায়ন করিয়া সুজাদ্দৌলার রাজ্যে গমন করেন সে সময় ইংরাজেরা বলবন্ত সিংহকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নন্দকুমার এ কথা জানিতে পারিয়াই যাহাতে ইংরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা না হয় সে জন্য তিনি নাকি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। * নবাব সুজাদ্দৌলার দরবারে নন্দকুমারের লোক এখনও অবস্থান করিতেছেন, সেই দরবারে নাকি তাহার প্রভূত ক্ষমতা, ইনি একবার সুজাদ্দৌলার নিকটে

* In the latter situation, at a time when mutiny and desertion had spread their infection throughout our army, and when a most formidable invasion impended Bengal, and threatened the very existence of the Company, we again observe Nundcomar not only counteracting the views of the Company's Government, to draw off Rajah Bulwant Sing from his alliance, which must have greatly weakened the strength of Sujah Dowla, by advising the Rajah against the measure, and declaring the English an unsteady people not to be trusted, but also labouring under strong suspicion of being engaged in inviting and exciting Sujah Dowla to commence the War.—*Papers Relating to Disputies in Council* page 255.

প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিলে তাঁহাকে এক কোটী টাকা নগদ এবং পাটনা প্রদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রদান করিবেন।* নন্দকুমারের উপর এই সকল দোষ আরোপিত হইলে কলিকাতা কাউন্সেল তাহার বিচারের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং এ জন্য তথাকার সাহেব কর্ম্মচারী নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাব প্রথম প্রথম এ কথায় বড় একটা কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু যখন তাঁহারা এ বিষয় সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বেশী বাদানুবাদ করিলে ইহা গুরুতর কাণ্ডে পরিণত হইবে বিবেচনা করিয়া নবাব বলিয়া পাঠান যে তিনি মহারাজ নন্দকুমারকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় গমন করিবেন এবং বিচারকালে স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া বিচার কার্য্য দর্শন করিবেন।†

কলিকাতার বোর্ড নবাবের এ কথা অবগত হইয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া লিখেন যে নবাব যদি নন্দকুমারকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বেশী সম্মান প্রদর্শন এবং নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিবে তাহাদিগের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত হইবে।‡

* Nundcomar wrote by his Vackeel to Sujah-ul-Dowlah, "That if he would drive the English out of the country he would make him a Nazuarana of a Crore of Rupees, and give up the Patna Province to his possession."—*Papers Relating to Disputes in Council*, page 251.

† *Letter to the Proprietors of the East India Stock from Jhonstone Esquire.*

‡ How shameful must it appear that he (the Nabob) shall hesitate to part with such a man, or propose himself to

এইরূপ ইংরাজ বণিকেরা নন্দকুমারকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে, নবাব অগত্যা নন্দকুমারকে ইংরাজদিগের হস্তে প্রদান করেন।

ঘোরতর সংগ্রাম বিজয়, অথবা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে করতলগত করিতে পারিলে যেরূপ হৃদয় মধ্যে আনন্দোচ্ছাস প্রবাহিত হয় মহারাজ নন্দকুমারকে হস্তগত করিয়া ইংরাজেরাও সেইরূপ পরম পুলকিত হন। তাঁহারা মহারাজকে মুর্শিদাবাদে ক্ষণমাত্র না রাখিয়া প্রহরি পরিবেষ্টিত করিয়া দ্রুতগামী নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। মহারাজের কলিকাতা গমনে মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ তাঁহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হন, হিন্দু-মুসলমান সকলেই হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পিতৃবিয়োগকাতর নবাব নাজিমুদ্দৌলাও নন্দকুমারের অভাবে অধিকতর কাতর হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগের ধ্রুব ধারণা ছিল যে তাঁহারা এক্ষণে যেরূপ ভাবে বিপন্ন তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া নন্দকুমারের বুদ্ধিবল ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। সে জন্য নবাবের হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই নন্দকুমারের জন্য শোকাভিভূত হইয়া পড়েন।

মহম্মদ-রেজা খাঁ, এখন নিষ্কণ্টকে নায়েব-সুবার পদে উপবেশন করিলেন। এ সময় তিনি তাঁহার কাউন্সেলের মুরুব্বিদিগকে দুঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন যে—"এক জিহ্বায় তিনি তাঁহাদিগের গুণানুবাদ করিতে অসমর্থ, জগদীশ যদি তাঁহার সমস্ত শরীর জিহ্বাময় করিতেন

accompany him to Calcutta: such a step on his part would be placing Nundcomar in the highest point of view.—*Vide* Extract from the Letter of the Deputies at Moorshedabad, in answer to the Board's orders for persuading the Nabob to remove Nundcomar, and send him to Calcutta.

তাহা হইলে তিনি মনের ক্ষোভ মিটাইয়া তাঁহাদিগের গুণ-কীর্ত্তন করিতেন।" মহম্মদ-রেজাখাঁ এই পদ প্রাপ্তি, এবং মহারাজ নন্দকুমার নিজের কাছে উহা স্থায়ি রাখিবার জন্য, ইংরাজদিগের উপর যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ বর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রেজাখাঁর অর্থ বর্ষণ অধিক পরিমাণে হওয়াতে তাঁহারই অদৃষ্টক্ষেত্রে সুফল প্রসব করে।

মীরজাফরের মৃত্যুতে নন্দকুমার কেন পদচ্যুত হন, যদি কেহ এই প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে আমরা নাজিমুদ্দৌলার কথা উদ্ধৃত করিয়া এই উত্তর দেই যে—"তিনি (নন্দকুমার) যতদিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন (কোন ইংরাজ) তাঁহার উপর কোন অতিরিক্ত ব্যয় চাপাইতে পারেন নাই; এখন তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য মহারাজের উপর পুরাতন অভিযোগ আরোপ করিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছেন। জেনারেল কার্ণাক পূর্ব্বে ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন, এখন তাঁহারা পুনরায় বিদ্বেষ বশতঃ পূর্ব্বের দোষ আরোপ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন।" * মহারাজ নন্দকুমার যদি স্বীয় প্রভুর অনিষ্ট করিয়া বুবুক্ষিত ইংরাজদিগের উদর পূর্ণ করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাকে কোনরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না।

* While this man (Nundcomar) continues in the service, they cannot impose upon me any extraordinary charges. They, for the sake of their own profits have censured him with on old accusation, which has long ago stricIty examined by General Carnac who acquitted him of it; and now they maliciously accuse him again, and by this means they sent him down to Calcutta with guard of Sepoys.—*Nabab's Letter to the Committee at Calcutta.*

কুগ্রহপীড়িত মহারাজ নন্দকুমার ১৭৬৫ খৃঃ অঃ ১৮ই মার্চ্চ রাজধানী মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে গমন করেন। মহারাজ কলিকাতায় উপস্থিত হইলে তাঁহার জামাতা, কলিকাতাস্থ নবাবের প্রতিনিধি জগৎচাঁদকেও মহারাজের সহিত প্রহরিবেষ্টিত থাকিতে হয়। বিপক্ষ ইংরাজেরা এখন তাঁহার বিচারের জন্ত চারিদিকে মহা হুলুস্থুল বাধাইয়া তুলিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। ৺ বারাণসীধাম হইতে ফুলার্টন-প্রমুখ সাহেবগণকে সাক্ষ্য দিবার জন্ত পত্র প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা কোম্পানীর যথেষ্ট টাকা খরচ করিয়া কলিকাতায় সাক্ষ্য দিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন। শরৎকালীন মেঘগর্জ্জনের স্তায় যখন মহারাজের শত্রুপক্ষীয়েরা বিচারের কথায় কলিকাতা প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন সে সময় (৩রা মে) লর্ড ক্লাইব বঙ্গদেশে আগমন করেন। সুতরাং ক্লাইবের হস্তেই নন্দকুমারের বিচার ভার অর্পিত হয়। নন্দকুমার ক্লাইবের সুপরিচিত, তিনি নন্দকুমারকে ভালরূপ জানিতেন। ক্লাইবের মন কলুষিত করিবার জন্ত ভান্সিটার্টের পুস্তক তাঁহার কাছে পাঠ করা এবং অন্তান্ত উপায়ও অবলম্বন করা হয়। ক্লাইব এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলেন যে নন্দকুমারের বপক্ষেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দলাদলির বশবর্ত্তী হইয়া ভালমানুষও কুৎসিত কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন না। নন্দকুমারের বর্ত্তমান বিপদ্ যে দলাদলির সুপক্ক ফল ইহা স্থির করিয়া ক্লাইব নন্দকুমারকে প্রহরী মুক্ত করিতে আদেশ দেন। *

* When Lord Clive arrived at Calcutta, Nuncomar was in confinement, and the witnesses to prove his treachery, who had been brought from a great distance, being ready, it was expected the trial would go on; but his Lordship became

নন্দকুমারের বিপক্ষদলের মস্তক অবনত হইল। যাঁহারা দূরতর প্রদেশ হইতে নানারূপ আস্ফালন করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা লজ্জিতভাবে আবার স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, গ্রীষ্মকালের ধূলিপূর্ণ রাস্তা ভ্রমণের সুখই তাঁহাদিগের উপরিলাভ হইল। এ ক্ষেত্রে যদি ক্লাইব না থাকিতেন তাহা হইলে যে নন্দকুমারকে কি দুর্গতি ভোগ করিতে হইত তাহা কল্পনা করা কঠিন।

নবাব, ক্লাইবের কলিকাতা আগমনের কথা অবগত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আগমন করেন। মহম্মদ-রেজাখাঁও নবাবের সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রেজাখাঁ যখন নন্দকুমারের মুক্তির কথা অবগত হন তখন তাঁহার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশনপ্রায় যাতনা উপস্থিত হয়; নন্দকুমার যাহাতে পুনরায়, অন্ততঃ যে কয়েক দিবস নবাব কলিকাতায় অবস্থান করেন সে কয়েক দিবস, প্রহরী বেষ্টিত থাকেন তিনি তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এজন্য তিনি কাউন্সেলের কোন সভ্যকে ঘুষ দিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়াছিল।* নবাব প্রায় তিন সপ্তাহ কলিকাতায় ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে নন্দকুমারের সহিত তাঁহার

---

convinced that it was proper to relieve him from this situation. His confinement, which was without guards, was taken off and all witnesses sent back, and he and his son-in-law soon found favour, and the latter was permitted to visit the gentlemen of the Select Committee.—See *A Letter to the Proprietors of East India Stock from John Johnstone, Esquire, late of the Council at Calcutta, Bengal.* Printed in the year MDCCLXVI., page 18, Note.

* See *Letters to the Proprietors of East India Stock from John Johnstone, Esquire.*

সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নন্দকুমার তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার গুরুতর চিন্তাভার অনেক লঘু করিয়াছিলেন। নবাব মীরজাফর মৃত্যুকালে ক্লাইবকে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; নবাব সে টাকা ক্লাইবকে প্রদান করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে গমন করেন। *

নবাব মুর্শিদাবাদে গমন করিলে মহারাজ নন্দকুমারের জামাতা জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকদিবস পরে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। জগচ্চন্দ্রের রাজধানী গমনে জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে মহারাজের বিপদের অবসান হইয়াছে এবং কলিকাতায় বসিয়াই তিনি নবাবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

হেষ্টিংস্-সহায় বারওয়েল নন্দকুমারের এই সময় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ভগ্নীকে লিখিয়াছিলেন যে—"ক্লাইব নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং পাছে তিনি দেশের ভিতর অশান্তি উপস্থিত করেন এই ভয়ে তাঁহাকে চট্টগ্রামে নির্ব্বাসিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। * এ সময় নবকৃষ্ণ মুন্সী নাকি বড় বড় সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করান।" কথা গুলি বিদ্বেষবিজৃম্ভিত কি না তাহা সাধারণের বিচার্য্য। নন্দকুমারকে লইয়া যে সময় কলিকাতা হুলুস্থূল পড়িয়া যায় তখন জনষ্টোন সাহেব কলিকাতা কাউন্সেলের সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে নবাবকে মসনদে বসাইবার জন্য গমন করেন। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের একজন প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন। তিনি বলেন নন্দকুমারের উপর ক্লাইব সদয় ছিলেন, সাক্ষ্য দিবার জন্য যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন

* *Letters to the Proprietor of East India Stock from John Johnstone Esquire*, page 33.

সকলকেই তিনি ফিরাইয়া দেন; তাঁহার পুস্তকার মধ্যে কোন স্থানে তিনি চট্টগ্রামে পাঠাইবার কথা উল্লেখ করেন নাই, শত্রুকে নির্ব্বাসিত করা হইবে, এই প্রধান কথাটা লিখিতে তিনি যে বিস্মৃত হইবেন একথা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; তিনি বরং স্পষ্টই লিখিয়াছেন ক্লাইব তাঁহাদিগের উপর প্রসন্ন ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার নিজের দোষে যতদূর দুষ্ট না ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার শত্রুর দোষে সাধারণের কাছে অধিকতর দূষিত বলিয়া প্রতীত হন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মহারাজের গার্হস্থ্য জীবন।

মহারাজকে আমরা কখন রাজদরবারে মন্ত্রীর আসনে আসীন, কখন কারাগারে প্রহরিজনবেষ্টিত, কখন বা যুদ্ধস্থানে শাণিত অসি হস্তে অবিশ্রান্তভাবে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, সকল অবস্থাতেই তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তা, সুখ দুঃখে অনুদ্বিগ্নতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে আমরা পরিবারবর্গের মধ্যে সহাস্যবদনে কথোপকথন, কখন বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দুঃখ দূর করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ, কখন বা গুরুজনবর্গের আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য ভক্তিবিনম্রভাবে তাঁহাদিগের কাছে অবস্থান করিতে দেখিব।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে মহারাজ নন্দকুমার বীরভূমের অন্তর্গত ভদ্রপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাণী নাম্নী একটি স্রোতস্বতী এই গ্রামের পাদদেশ পরিধৌত করিয়া পুণ্যসলিলা গঙ্গার সহিত মিলিতা হইতেন। সে সময় ইঁহার বক্ষ দিয়া নানাপ্রকার দ্রব্য পরিপূর্ণ নৌকা সকল দিগ্‌দিগন্তরে পরিধাবিত হইত। অনন্তপরিবর্ত্তনশীল কালের প্রভাবে ব্রহ্মাণীর অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মাণী জীবনবিহীন। ইঁহাতে আর নৌকা সকল প্রধাবিত হয় না, অথবা ইঁহার তটাশ্রিতজনগণের হৃদয় পুলকিত

করিয়া এই নদী আর কল কল স্বরে প্রবাহিত হন না, সকলই অনন্ত-কালের বিরাট্ উদরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণীতটের অনতিদূরে মহারাজ নন্দকুমারের উন্নতমস্তক আবাসমন্দির নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান-কালে উক্ত রাজভবন ভগ্নাবশেষে পরিণত হইলেও যাহা বিদ্যমান আছে তাহা হইতে অতীত গৌরবের স্মৃতি হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত করিয়া দেয়। * রাজভবনে প্রবেশ করিতে হইলে একটি বিশাল দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ইহা এরূপ উন্নত যে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিলেও কোথায় বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এই দ্বারের নিম্ন দিয়া কত রাজা প্রজা, কত বিদ্বান্, কত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি গমন করিয়া মহারাজের মহতী শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেই অভ্রভেদী চূড়া, নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত ভগবান্ লক্ষ্মীনারায়ণের নবরত্ন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ কিংবদন্তী, চারিক্রোশ দুর হইতে ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া পথিকদিগের দৃষ্টি-গোচর হইত। বর্ত্তমানকালে ইহা স্তূপাকাররূপে দণ্ডায়মান আছে। এ বিভাগ অতিক্রম করিয়া আর একটি দ্বার দিয়া গমন করিলে একটি সুবি-স্তৃত চত্বরে উপস্থিত হওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে এস্থানে গমন করিলে মনের ভিতর এক অপূর্ব্বভাব আনয়ন করে। এস্থানে যাহা কিছু দেখি-বেন সমস্তই প্রাচীনপদ্ধতি অনুসারে রচিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের এবং সাধারণ লোকদিগের উপবেশনস্থান পৃথগ্ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উপরকার গৃহ, বারাণ্ডা প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে নির্ম্মিত। ইহাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইতে পারিত। ইহার পর অন্যান্য বা সম্মুখ

* লেখক গত বৎসরের প্রবল ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ভদ্রপুরে গিয়া-ছিলেন। তখনই এই জীর্ণ প্রাসাদ পতনোন্মুখ হইয়াছিল। এখনও যাহা কিছু আছে তাহাও শীঘ্র স্তূপাকারে পরিণত হইবে।

গৃহ ছিল। তাহার সন্নিকট পাকশালা এবং অন্তঃপুর; অন্তঃপুরের ভিতর বড় পুষ্করিণী ও রমণীয় উদ্যান ছিল।

মহারাজ নন্দকুমারের তিনটি সহোদর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—কেবলকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ এবং নবকৃষ্ণরায়। কেবলকৃষ্ণ তমলুক প্রভৃতি প্রদেশে রাজস্বসংগ্রহের কার্য্য করিতেন। রাধাকৃষ্ণ নবাবের একজন ওয়াদেদার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই শিক্ষিত ছিলেন এবং রাজাকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রণয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। মহারাজের লিখিত যে সকল প্রাচীন পত্র আমরা পাঠ করিয়াছি তাহার মধ্যে কেবলকৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পত্রে কনিষ্ঠদিগের কুশল জানিবার জন্য মহারাজ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, যাহাতে ভ্রাতারা সুখস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন সে বিষয়েও জ্যেষ্ঠের কখন দৃষ্টির ন্যূনতা ছিল না। কনিষ্ঠেরাও জ্যেষ্ঠের বিশেষ অনুগত ছিলেন। নিম্নলিখিত ঘটনায় তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। আমাদিগের দেশে গুরুপরিবর্ত্তন বড় সহজে কেহ করিতে চাহেন না। পরিবারবর্গের মধ্যে যদি একজন ব্যক্তি গুরু বা ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত সকলের গুরু বা মত পরিবর্ত্তন কচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহারাজের পূর্ব্বপুরুষেরা শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন; দুর্গোৎসবাদি পূজা উপলক্ষে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রচুর পরিমাণে ছাগাদি পশু বলি প্রদত্ত হইত। মহারাজ নন্দকুমার যে সময় পৈত্রিকগুরু চক্রবর্ত্তিমহাশয়দিগের সহিত শাক্তমত পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ চৈতন্যদেব-প্রিয় আচার্য্যপ্রভুর বংশধর গতিগোবিন্দঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধামোহন প্রভুকে গুরুপদে বরণ করিয়া বৈষ্ণবমত অবলম্বন করেন সে সময় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরেরাও

জ্যেষ্ঠের কার্য্যে বিতর্ক না করিয়া কুলপ্রথা পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মানুশীলনতৎপর এবং জ্যেষ্ঠের পদানুজীবী বলিয়া প্রতীত হয়। মহারাজ নন্দকুমারের শরীর ত্যাগের পর যে সময় সমগ্র বঙ্গদেশ শোকাভিভূত হইয়াছিল সে সময় তাঁহার সহোদরদিগের কোন নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা সে সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহারাজের একজন খুড়তুতো ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ রায়। ইনি কাশীপতি বলবন্ত সিংহ ও চেতসিংহের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। * মহারাজের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, শম্ভুনাথ ভাইয়ের জীবনরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং জজেদের কাছে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজের দুইজন সহোদরা ছিলেন,—প্রথমা বিষ্ণুপ্রিয়া ও দ্বিতীয়া কৃষ্ণপ্রিয়া। বলা বাহুল্য ইঁহারা মহারাজের সংসারেই পুত্রকন্যাদিগের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর একটি সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালেও তাহা কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে নানাবিধ ভোগরাগের সহিত পূজিত হইতেছেন।

মহারাজ কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম মহারানী ক্ষেমঙ্করী। ভদ্রপুরে প্রায় শত বৎসর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক জীবিত আছেন। তিনি গুরুদাসের রাণী জগদম্বাকে দেখিয়াছেন। যাঁহারা মহারাণী ক্ষেমঙ্করীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন তাঁহাদিগের কাছে তিনি তাঁহার গুণের কথা অনেক

---

* *Hastings' Narrative of the Insurrection at Benares.* Roorkee Print, page 8.

শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন —"মহারাণীর রূপের কথা যত না শুনা যায় তাঁহার দয়ার কথা অসখ্যরূপে শুনা গিয়া থাকে। মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন। যে সময় তিনি গ্রামে থাকিতেন সে সময় অন্তঃপুরে কেহ অভুক্ত থাকিতে পাইত না. তিনি সকলের সংবাদ লইয়া তাহার পর জলগ্রহণ করিতেন। দীন দরিদ্র দেখিলে তাঁহার দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিত, কাহারও ক্লেশের কথা শুনিলে যে পর্য্যন্ত না তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেন সে পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না। রন্ধনকার্য্যে তিনি সুনিপুণা ছিলেন। যখন তিনি রন্ধনশালায় পতি পুত্র জামাতা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের জন্য রন্দনকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন তখন তাঁহাকে মহালক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হইত।" আজকালকার ধনবতী নারীদিগের রন্ধনশালায় গমন অথবা সন্তানেকে স্তন্য দেওয়া অপমানজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমোক্ত বিষয় তাঁহারা পাচক পাচিকা দ্বারা, শেষোক্ত বিষয় চামারণী অথবা গর্দ্দভী দ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে আমরা মহারাণী ক্ষেমঙ্করী সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তীর কথা উল্লেখ করিব, পাঠক তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বতা বুঝিতে পারিবেন। মহারাজ ও মহারাণীর অধিক বয়সে রাজা গুরুদাস জন্মগহণ করেন। ইনিই ইঁহাদিগের প্রথম পুত্র, অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। গুরুদাস একদিন বাল্যকালে চিৎকার করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে ছিলেন, দাসী তাঁহাকে কোনরূপে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছে না, কোন উপায়ে শান্ত হইতেছে না দেখিয়া সে নিজের স্তন বালকের মুখে দিয়া সান্ত্বনা করে। গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা গুরুদাস-জননী পুত্রের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া দ্রুতপদে তাহার কাছে উপস্থিত হন। যখন তিনি দেখিলেন দাসী পুত্রকে স্তন্য পান করাইতেছে তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া সর্ব্বাগ্রে

পুত্রের মুখবিবর হইতে স্তন্য বাহির করিয়া দিয়া ধৌত করিয়া দেন, তার পর দাসীকে বলেন—"তুমি কখন ছেলের মুখে স্তন দিও না, তোমার দুগ্ধ খাইয়া ছেলের আমার তোমার মতন বুদ্ধিবৃত্তি হইবে।" ইহার পর হইতে আর কেহ গুরুদাসের মুখে স্তন দিতে সাহসী হয় নাই। আজকাল ধনবতী অবলাদের রোগশোক থাকুক বা নাই থাকুক, সন্তান হইবার পূর্ব্বেই গাধা ও চামারণীর ভাবনা আসিয়া জুটিয়া থাকে। মহারাণী ক্ষেমঙ্করী যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ পতিব্রতা ছিলেন। মহারাজের সম্মানী, আনন্দময়ী ও কিনুময়ী নামে তিনটি কন্যা, এবং ১৭৫১ খৃঃ অব্দে রাজা গুরুদাস জন্মগ্রহণ করেন। * গুরুদাস বাল্যকাল হইতেই শান্ত, ধীর, মধুরভাষী ও অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে উত্তমরূপে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজের তত্ত্বাবধানে তিনি অল্পবয়সে রাজকার্য্যে বিশেষরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার ভাল ভাল কুলীন দেখিয়া কন্যাগণকে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমতী সম্মানী দেবীকে সয়দাবাদ নিবাসী সত্রাজিৎ রায়ের পুত্র জগচ্চন্দ্র রায়ের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ইঁহারা ফুলে, গয়ঘড় ষষ্ঠীদাস বাঁড়ুয্যের সন্তান, জাত্যংশে ভাল। ইঁহাদিগের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। নন্দকুমার খুব সমারোহের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর মহারাজ জগচ্চন্দ্রকে নিজের কাছে রাখিয়া লেখা পড়া এবং রাজকার্য্য শিখান। মহারাজ নন্দকুমার মীরজাফরের

* রাজা গুরুদাস ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়স্ক ছিলেন, সুতরাং সম্ভবতঃ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।—See *Selections from State Papers (Forest)*, Vol. II, page 452.

মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলে, তিনি জগচ্চন্দ্রকে কয়েকবার নবাবের পক্ষ হইতে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কালক্রমে জগচ্চন্দ্র নবাবের উকিল হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। নবাব মীরজাফেরের মৃত্যুর পর যখন মহারাজ কলিকাতায় প্রহরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখন জগচ্চন্দ্রও শ্বশুরের সহিত দুঃখভোগ করিয়াছিলেন। ক্লাইব আসিলে পর তাঁহাদিগের দুঃখের অবসান হয়। রাজা গুরুদাস যে সময় নবাব মোবারকদ্দৌলার দেওয়ানী করিতেন সে সময় জগচ্চন্দ্র পেস্কারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজকে ধ্বংস করিবার জন্য যে সময় হেষ্টিংস্ প্রভৃতি ঘোরতর ষড়যন্ত্রের আয়োজন করেন সে সময় জগচ্চন্দ্র নিতান্ত কৃতঘ্নর ন্যায় শ্বশুরপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থলোভে হেষ্টিংস্ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এজন্য মহারাজা শেষদশায় ইঁহার উপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন হন।

মহারাজ আনন্দময়ীর বিবাহ সিংটী নামক গ্রামে দিয়াছিলেন। সে বরও ফুলে মেল, রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান। আনন্দময়ীর রতনমণি নামে একটি কন্যা হইয়াছিল। রতনমণির কন্যা রূপমণীর বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে।

মহারাজ নন্দকুমারের কিনুময়ী নামে যে কন্যা ছিলেন সয়দাবাদ নিবাসী রাজারাম বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র রাধাচরণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রাধাচরণের আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না; ইঁহার বিবাহের সময় নন্দকুমার যথেষ্ট পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। রাধাচরণ শ্বশুরের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন, শ্বশুরের সহিত তাঁহাকেও বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। নন্দকুমারের বিপদের সময় রাধাচরণ মোবারকদ্দৌলার উকীল রূপে কলিকাতায় অবস্থান করিতে ছিলেন। নন্দকুমার জীবনের শেষভাগে যখন কলিকাতায়

অবস্থান করিতেন, তখন রাধাচরণ ছায়ার ন্যায় শ্বশুরের পদানুসরণ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতেন। *

মহারাজ গুরুদাসের বিবাহের সময় যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। গুরুদাসের বিবাহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যার সহিত হইয়াছিল। এরূপ কিংবদন্তী কৃষ্ণচন্দ্র নাকি প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই; নন্দকুমারের অসীম ক্ষমতা, পাছে তিনি অপকার করেন, এই ভয়ে কৃষ্ণচন্দ্র নাকি পরে সম্মত হইয়াছিলেন। †

রাজকার্য্যোপলক্ষে নন্দকুমারকে অনেকবার কৃষ্ণচন্দ্রের অপ্রিয়াচরণ করিতে হইয়াছিল। এই নূতন সম্বন্ধ-বন্ধনের পর হইতে উভয়ের মধ্যে চিরমিত্রতা স্থাপিত হয়। এই বিবাহোপলক্ষে নানাদেশ হইতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আহূত হইয়া সকলেই প্রচুর পরিমাণে অর্থ পাইয়াছিলেন। এই বিবাহে সমারোহের অবধি ছিল না। মহারাজের বহু সংখ্যক পরিচিত হিন্দু-মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করিয়া সমারোহের গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিবাহ-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে গুরুদাস নববধূসহ কৃষ্ণনগর হইতে ভদ্রপুরে গমন করেন। এই বধূ পরে রাণী জগদম্বা নামে খ্যাতি লাভ করেন।

---

* হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় রাধাচরণের প্রপৌত্র। মহারাজার কন্যার গর্ভে রাধাচরণের সন্তান না হওয়াতে তিনি অপর এক বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার গঙ্গার ধারে মহারাজের যে স্থানে দরবারগৃহ ছিল, এরূপ কিংবদন্তী, কিন্নুময়ী তাহার তেতালার উপর বসিয়া পূজা অর্চ্চনায় সময় যাপন করিতেন।

† কেহ কেহ বলেন গুরুদাস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পুত্র শিবচন্দ্রের কন্যার পাণি-পীড়ন করিয়াছিলেন; কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে উপরি-উক্ত প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। আমরা কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে এ বিষয়ের তত্ত্ব লইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ বিফলকাম হইয়াছি।

মহারাজ নন্দকুমারকে কার্য্যোপলক্ষে কখন মুর্শিদাবাদ, কখন হুগলী, কখন বা কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে তিনি চকের নিকট সাহানগরস্থ প্রাসাদে অবস্থান করিতেন। এ স্থানে থাকিবার সময় তিনি প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক রজনীযোগে ভগবতী কিরীটেশ্বরী দর্শন করিয়া, এবং তাঁহার গুরুদেব বৈষ্ণবচূড়ামণি রাধা-মোহন ঠাকুর যদি সে সময় তথায় অবস্থান করিতেন তাহা হইলে তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতেন। মহারাজ নন্দকুমার সাংসারিক উন্নতির উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে যে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী ছিলেন তাহা আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তির ধারণা করা দুরূহ ব্যাপার। ভবানীর প্রিয়পুত্র নাটোররাজ রামকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদে আগমন করিলে সর্ব্বাগ্রে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইতেন। এরূপ জনশ্রুতি যে উভয়ে ভগবতী কিরীটেশ্বরীর পাদমূলে উপবেশন করিয়া নিশীথে সাধনায় নিমগ্ন হইতেন।

মহারাজ যে সময় হুগলীতে অবস্থান করিতেন সে সময় কখন ভাটপাড়ায়, কখন হুগলীতে কখন বা চন্দননগরে অবস্থান করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভাটপাড়ার যে স্থানে তিনি থাকিতেন এখনও লোকে তাহাকে "নন্দকুমারের দরবার-বাড়ি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভাটপাড়ায় থাকিলে সর্ব্বদাই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি অনেক সময় তথায় অবস্থান করিতেন। মহারাজ প্রতিভাশালী ব্যক্তির অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ত্রিবেণীর অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী জগন্নাথ-তর্কপঞ্চাননকে যখন জগতের কেহ বড় চিনিত না, মহারাজ তখনই তাঁহার বিদ্যায় চমৎকৃত হইয়াতাঁহার গুণগৌরব করিয়াছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে এক সময়

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ নন্দকুমারের নিকট সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার প্রস্তাব করেন। নন্দকুমার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। নন্দকুমার একবার জগন্নাথ-তর্কপঞ্চাননকে নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট হইতে একটি অঙ্গুরীয় দেওয়াইয়াছিলেন। *

মহারাজ হুগলীতে অবস্থানকালে সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ নন্দকুমারকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন; নন্দকুমারের হৃদয়ের উপর তিনি অসীম ক্ষমতাবিস্তার করিয়াছিলেন। উভয়েই অমাবস্যার নিশীথে গঙ্গার সৈকতে বসিয়া এক প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে জগজ্জননীর গুণকীর্ত্তন করিতেন। সে স্বর শুনিলে পাষাণ হৃদয় নাস্তিকেরও সংশয়গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া যাইত; এইরূপে উভয়ে ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হইয়া যাইতেন। এরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্মিলন সম্পূর্ণ অভিনব বিষয়। মহারাজ নন্দকুমার রাম-প্রসাদের অনুকরণে কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলির ভণিতার পদ যদি পৃথক্ করা যায় তাহা হইলে রামপ্রসাদের প্রাণমুগ্ধকর গীত হইতে তাহা প্রভেদ করা নিতান্ত সহজ হয় না। সেই সকল গীত যখন ভক্তদিগের পবিত্র মুখ হইতে উচ্চারিত হয় তখন তাহা হৃদয়ের অন্তস্তলে গমন করিয়া আলোড়ন করিয়া থাকে। †

* জগন্নাথ-তর্কপঞ্চাননের জীবনী।

† দেওয়ান নন্দকুমার নামক একজন বর্দ্ধমানের দেওয়ান-গীত-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহারাজের গীতি রচনার বিষয় ভদ্রপুর, কুঞ্জঘাটা রাজবাড়িতে ও অন্যান্য স্থানে প্রবল কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে। মহারাজের রচিত কতিপয় গীত লেখক শ্রবণ করিয়াছেন।

কলিকাতা নগরীতে মহারাজা নন্দকুমারের আবাসভবন বর্ত্তমান বিডেন পার্কের নিকট ছিল। মহারাজের এ বাড়ি তাঁহার পদোপযুক্তই ছিল। ইহা ব্যতীত কলিকাতার মধ্যে অন্যান্য স্থানে ও চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমি-সম্পত্তি ছিল। মহারাজ যথায় অবস্থান করিতেন; এখন তথায় আর কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসের নামে ঘোষণা করিয়া একটি রাস্তা পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

মহারাজের মত-পরিবর্ত্তন ও গুরুর কথা আমরা কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার বিশেষ পরিচয় আমরা কিছুই দেই নাই। ভগবদ্ভক্ত রাধামোহন ঠাকুর মহারাজকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। রাধামোহন ঠাকুর একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। এরূপ প্রবাদ নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ, রাধামোহন ঠাকুরকে তাঁহার অলৌকিক গুণের জন্য বিশেষ সম্মান করিতেন। রাধামোহন ঠাকুরের সহিত নবাব আলিবর্দ্দীর প্রথম মিলন যেরূপে হয় মালিহাটীর ঠাকুর-বংশীয়েরা তাহা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।—নবাব আলীবর্দ্দী সাধু ফকীরের উপর স্বভাবতঃই অনুরক্ত ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার বিহার প্রদেশে অবস্থানকালে একজন হিন্দু বলিয়াছিলেন যে তিনি সুবা বাঙ্গলার অধীশ্বর হইবেন। এই ঘটনার পের হইতে তিনি হিন্দু মহাত্মাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। নন্দকুমার ধার্ম্মিক ইহা আলিবর্দ্দীর মনে ধারণা ছিল; একজন উচ্চশ্রেণীর লোককে তিনি গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, এ কথা কোনরূপে আলিবর্দ্দীর কর্ণগোচর হয়। ইহার পর হইতে নবাব তাঁহার গুরুদেবকে একবার দরবারে আনিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। গুরুর কাছে ম্লেচ্ছ-দরবারে আসিবার কথা কহিলে পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন এই ভয়ে নন্দকুমার "তাঁহার গুরুদেব সংসারবিরাগী পুরুষ তাঁহার অবস্থানের

কোন স্থান বা কাল নির্দ্দেশ নাই, দেখা হইলেই আনিব" এইরূপ উত্তর দিয়া নবাবকে নিরস্ত করিতেন। নবাবের ইহাতে তাঁহার দর্শনেচ্ছা অধিকতর বলবতী হয় এবং নন্দকুমারকে তাঁহাকে একবার আনিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। নন্দকুমারের সহিত রাধামোহন ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইলেই তিনি নবাবের অনুরোধ নিবেদন করেন এবং তিনি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ না করিলে তাহার সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এইরূপ তাঁহার চরণে নিবেদন করেন। রাধামোহন ঠাকুর শিষ্যের মঙ্গলের জন্য নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই নবাব ঠাকুরের গুণগ্রামের পরম পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে ভূমিসম্পত্তি দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। সংসার-বিরাগী মহাপুরুষেরা নরপতিকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন। রাধামোহন ঠাকুর দানগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে নবাব তাহাতে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াও বারংবার তাঁহাকে কিছু গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইলে পর যাহাতে কাজিরা বৈষ্ণবদিগের কোনরূপ বিচার করিতে না পারে এবং তাঁহার সেবক বৈষ্ণবেরাই বৈষ্ণব সাধারণের বিচার ও দণ্ডাদি প্রদান করিতে সামর্থ হন সেই আদেশ যাচ্ঞা করেন। সেকালে বৈষ্ণবদিগের ভিতর কেহ মরিয়া গেলে তাহার পরিত্যক্ত যাহা কিছু থাকিত তাহা লইবার জন্য কাজিরা অনেক সময় দরিদ্র বৈষ্ণবদিগের উপর অনেক অত্যাচার করিতেন, ইহাতে করুণহৃদয় ঠাকুরের অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যথিত হইত। ভগবান্ তাহা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। নবাব প্রসন্নচিত্তে ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন, অধিকন্তু ঠাকুরের সম্মানের জন্য তাঁহার সেবকদিগকে কয়েকখানি চাপরাস প্রদান করেন। সেকালে সরকারের হুকুম ব্যতীত কাহারও ভৃত্য

চাপরাস ধারণ করিতে পারিত না। ঠাকুর কোথায় গমন করিলে তাঁহার বৈষ্ণব-সেবকেরা নবাব-দত্ত চাপরাস ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিত। অতঃপর প্রভুর সেবকবৈষ্ণবেরা বৈষ্ণবদিগের বিচার করিতে আরম্ভ করেন। *

রাধামোহনের শিষ্য মহারাজ-নন্দকুমারের প্রাধান্যের সময় বৈষ্ণব-সাধারণ জমীদার বা ধনবান্‌দিগকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যথা তথা যদৃচ্ছা ক্রমে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটি ভক্তমাল গ্রন্থে বিবৃত আছে।—এক সময় কতকগুলি বৈষ্ণব ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজসাহী প্রদেশের অন্তর্গত পুঠিয়া নগরে উপস্থিত হন। তাঁহারা রাত্রিযাপন মানসে রবীন্দ্রনারায়ণ নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে অতিথি হন। রবীন্দ্রনারায়ণ অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না করাতে তাঁহারা তাঁহার উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে রায়রাঞা মহারাজ নন্দকুমার এখন বঙ্গদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এবং বৈষ্ণবদিগের পৃষ্ঠপোষক, তিনি কোন সাহসে বৈষ্ণবদিগের অপমান করিতে সাহসী হইয়াছেন? বৈষ্ণবেরা এইরূপ নন্দকুমারের নামের বিজয়পতাকা লইয়া সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন।

মহারাজ নন্দকুমার বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তিনি প্রেমাবতার মহাপ্রভুর চিত্রপট দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* লেখক মালিহাটি গ্রামে অবস্থান কালে উপরি-উক্ত কিংবদন্তী শ্রবণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের বিচার করিবার জন্য নবাব যে সনন্দ প্রদান করেন তাহা নাকি জনৈক বৈষ্ণব চুরি করিয়া লইয়া যায়। লেখক চাপরাস দেখিবার জন্য অনেক যত্ন করেন, কিন্তু সে সময় খুঁজিয়া না পাওয়াতে দেখিতে পান নাই, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলিলেন তাহাতে পারস্য অক্ষর খোদিত আছে।

পরম ভাগবত আচার্য্যপ্রভুর বংশধর রাধামোহন ঠাকুর শিষ্যের বাসনা তৃপ্তি করিবার জন্য তাঁহার বংশপরম্পরা মহাপ্রভুর একখানি চিত্র-পট মহারাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই চিত্রে মহাপ্রভু পার্ষদগণসহ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। চিত্রখানি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। মহাপ্রভুর এরূপ প্রামাণিক চিত্র আর কোথায়ও আছে কি না আমরা জ্ঞাত নহি। মহারাজ নন্দকুমারের আবাস বাটিতে মহাপ্রভুর বিগ্রহ পূজিত হইতেন; এখনও কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে সেই বিগ্রহের ভোগরাগের সহিত পূজা হইতেছে।

রাধামোহন ঠাকুর মুর্শিদাবাদ প্রদেশে মালিহাটী নামক গ্রামে অবস্থান করিতেন। এ গ্রাম ভাগীরথীর তট হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। মহারাজ নন্দকুমার যখন এই স্থান দিয়া মুর্শিদাবাদ অথবা কলিকাতা অঞ্চলে আগমন করিতেন তখন অবকাশ পাইলেই একবার মালিহাটী গমন করিতেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় এই গ্রামে জল কষ্ট হওয়াতে মহারাজ সুপ্রশস্ত কয়েকটি দীর্ঘিকা খনন করিয়া ইহার জলকষ্ট নিবারণ করেন। বর্ত্তমানকালেও সে সকল দীঘী বেশ উত্তমাবস্থায় আছে। রাধামোহন ঠাকুর একজন প্রসিদ্ধ পদ-রচয়িতা। ইনিই সুবিখ্যাত বৈষ্ণবজনপ্রিয় পদামৃতসমুদ্র নামক গ্রন্থের সংগ্রহকর্ত্তা।

মহারাজ পরম বৈষ্ণব হইলেও গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি এতদূর উদার ছিলেন যে শাক্তের চক্ষে তিনি শাক্ত এবং বৈষ্ণবের চক্ষে প্রগাঢ় বৈষ্ণব বলিয়া প্রতীত হইতেন। তাঁহার বাড়ীর ভিতর লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করিতেন, আঙ্গিনায় অহর্নিশ বৈষ্ণবগণের প্রাণস্পর্শী সংকীর্ত্তনে সকলকে বিভোর করিয়া তুলিত। প্রাসাদের অনতিদূরে ব্রহ্মাণীর তটে আকালিপুর নামক স্থানে বালার্কবরণ ভগবতী অনন্ত-নাগের উপর উপবেশন করিয়া ভক্তজনগণকে অভয় বর বিতরণ করিতে-

ছেন। মহারাজ যে সময় ভদ্রপুরে অবস্থান করিতেন সে সময় তিনি নিশীথকালে এই স্থানে ধ্যানযোগে অতিবাহিত করিতেন। এরূপ কিংবদন্তি যে ভবানী প্রিয় ভক্তবর রামকৃষ্ণও নাকি সময় সময় এখানে ভক্তি-যোগে মাতোয়ারা হইয়া ভগবতীর আরাধনা করিতেন। মহারাজ নন্দকুমার ভগবতীর মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, দুষ্ট কাল, অসমাপ্ত অবস্থাতেই তাঁহাকে ইহসংসার হইতে বিচ্যুত করেন। *

মহারাজের ব্রাহ্মণপ্রীতি অসাধারণ,—দেব-দ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এক সময় তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া পরম পরিতোষের সহিত সকলকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ইহা একটি বিরাট ব্যাপার, ইহাতে বঙ্গের ছোট বড় রাজা জমীদার সকলেই সমাদরের সহিত আহুত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন, হিন্দু মুসলমান কেহই বাদ পড়েন নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজা বীরবর তিলকচন্দ্র, কৃষ্ণনগরাধিপ বিদ্বজ্জনানুরাগী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরাধিপতি সাধকবর মহারাজা রামকৃষ্ণ, বীরভূমের বীরপ্রিয় নবাব আলি-নখিখান বাহাদুর, কুটনীতি বিশারদ মহারাজা রাজবল্লভ, পলাশীযুদ্ধের ভাগ্যপরিবর্ত্তক মহারাজ দুর্লভরাম, বাহান্নলাখীর দেওয়ান মহাপ্রাজ্ঞ দয়ারাম প্রভৃতি ব্যতীত আম্বেরের অধিপতি বাগডাঙ্গার অধীশ্বর ইত্যাদি বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সকলেই ভদ্রপুরে সমবেত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের সমাগমে ভদ্রপুর দ্বিতীয় অমরাপুরীর ন্যায় বিবেচিত হইতে লাগিল। মহারাজা নন্দকুমারের এই বিরাট যজ্ঞে রাজন্যবর্গ কিছু কিছু সাহায্য করিবার

* এই মন্দিরের কিয়দংশ ফাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গত ভূকম্পে তাহা সংযুক্ত হইয়া নূতনের ন্যায় হইয়াছে, তথায় ফাটা ছিল বলিয়া অনুভূত হয় না।

জন্য মহারাজের কাছে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ব্রাহ্মণ-ভক্ত নন্দকুমার তাঁহাদিগের কাছে অন্য কিছু যাচ্ঞা না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের আগমন কালে স্বীয় স্বীয় রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলি সমভিব্যাহারে ভদ্রপুরে আগমন করিয়া তাঁহাকে যেন কৃতকৃতার্থ করেন, ইহাই তিনি সকলের কাছে প্রার্থনা করিয়া পাঠান। রাজা ও জমীদারেরা সকলে স্বীয় স্বীয় রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলিসহ যথাসময়ে ভদ্রপুরে উপস্থিত হওয়াতে তাহার শোভা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ সমষ্টি ও রাজন্য বর্গের অবস্থানের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সুন্দর সুন্দর শিবির সন্নিবেশ ও অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-দিগের আবাস স্থান কল্পিত হইল। যাহাতে কাহারও অনুমাত্র অসুবিধা না হয় সে জন্য বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

যিনি যৌবনের প্রারম্ভে বীরবর সীতারামকে শৃঙ্খলাবদ্ধপূর্ব্বক নবাব-সমীপে প্রেরণ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, সেই অসাধারণ প্রতীভাশালী "বাহান্ন-লাথী দয়ারাম গোভি ভাণ্ডারী কামে" নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* মহারাজের দ্রব্য সংগ্রহ যেরূপ অসাধারণ সেইরূপ

---

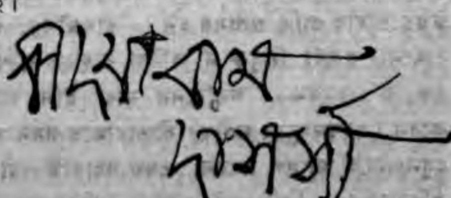
* "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যদি ১৭১৪ খৃঃ সীতারামের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে দয়ারাম সীতা-রামকে ধরিয়া আনা হইতে পারে না, কেন আনা যাইতে পারে না মজুম-দার মহাশয় তাহার কোন হেতু দর্শান নাই। আমরা বিবেচনা করি দয়ারাম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ারাম রায়কে এই উপলক্ষে আমরা পাঠকের কাছে পরিচিত করিয়া দিব। দয়ারাম একজন নিঃস্ব দরিদ্রের সন্তান, ইনি জাতিতে তিলি। এরূপ কিংবদন্তী মহারাজ রামজীবন (মহারাণী ভবানীর শ্বশুর) পিতৃমাতৃহীন দয়া-রামকে রাজসাহীর অন্তর্গতঃ কলম নামক গ্রামে প্রাপ্ত হন এবং করুণা

রক্ষাভারও অসাধারণ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত এই বিরাট ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনকালে উপবেশনের জন্য লক্ষ সঙ্খ্যক কাষ্ঠাসন নির্ম্মাণ করা হয়, এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের জন্য লক্ষ ভোজনপাত্র ও লক্ষ জলপাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য সকল স্তূপাকারে সংগৃহীত হয়। প্রত্যহ দধিদুগ্ধের হ্রদ প্রস্তুত হইত, ঘৃত, তৈল পুষ্করিণীর ভ্রম উৎপন্ন করিত, লুচী সন্দেশ ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যে বহুসঙ্খ্যক প্রকাণ্ড গৃহ সকল

পরতন্ত্র হইয়া নিজের কাছে বালককে ভৃত্যরূপে রাখিয়া দেন। রামজীবন যখন কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিতেন তখন তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। এই প্রথা অনুসারে তিনি একদিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে তাঁহার আহারের অন্নাদি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়া দয়ারামকে, তাহাতে যাহাতে মাছি না বসে এজন্য বাতাস করিতে কহিয়া স্বয়ং বাহিরে মুখ হাত পা ধুইয়া একটু বিশ্রামলাভের জন্য যান। দয়ারাম বাতাস করিবার সময় তাঁহার হস্তস্থ পাখাখানা অনবধানবশতঃ একটা বাটিতে লাগিয়া যায়, ইহাতে দয়ারাম যারপরনাই ভীত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়েন, ইহার অনতিকাল পরে রামজীবন বাহির হইতে আসিয়া ভোজন করিতে উপবেশন করিলে দয়ারাম তাঁহাকে বলেন আপনি এ ভাত খাইবেন না, আমি স্পর্শ করিয়াছি। একথা শুনিয়া রামজীবন তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া বলেন, "তুমি আজ আমার জাত রক্ষা করিলে, যদি তুমি আমার ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতে তাহা হইলে যে কি অনর্থ হইত তাহা কল্পনা করা যাইত না। এ ঘটনার পর হইতে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন। রামজীবন, এই অসাধারণ বালককে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া যাহাতে সুশিক্ষিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অল্পদিনের মধ্যে ইনি রাজকার্য্যে অভিজ্ঞতালাভ করেন। মহম্মদপুরের অধীশ্বর সীতারামকে দমন করিবার জন্য যখন নবাব রঘুনন্দনকে আদেশ করেন, তখন দয়ারাম যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি এই গুরুভার রঘুনন্দনের নিকট হইতে স্বীয় স্কন্ধে লইয়া সৈন্যসামন্তসহ যশোহর গমন করেন। দয়ারামের বুদ্ধিমত্তা

সময়ই পরিপূর্ণ থাকিত, এ অক্ষয় ভাণ্ডারের কোন সময়েই ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইত না। ব্রাহ্মণ ভোজনের নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্ব হইতেই এই বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে দলে দলে ব্রাহ্মণ সকল ভোজন করিতে উপবেশন করেন। সকলে পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করিলে পর তাঁহারা মহারাজের বাসভবনে একবার পদধূলি দিবার জন্য আহূত হন। যে সিংহদ্বার দিয়া ব্রাহ্মণগণ দলে দলে গমন করিয়াছিলেন তথায় তাঁহাদিগের

রঘুনন্দন বা তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামজীবনের অবিদিত ছিল না, তাই তাঁহারা এই গুরুভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। দয়ারাম স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে অল্পকালের মধ্যে সীতারাম রায়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নাটোরে আনয়ন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। দয়ারাম বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন। তিনি সীতারামের রাজকোষ লুণ্ঠনের সময় অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার কুলদেবতা কৃষ্ণজীকে হস্তগত করেন। এই কৃষ্ণজী এখন দিঘাপতিয়া রাজের কুলদেবতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র বাবু বলেন রঘুনাথের মৃত্যুর পর নবাবের রায়রায়ান্ রাজা নন্দকুমারের ষড়যন্ত্রে রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতা হন, এবং ভবানীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদ কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেন। ইহার পর দেওয়ান দয়ারামের সাহায্যে রাণী ভবানী পুনরায় রাজ্য পাইয়াছিলেন। ইহার পর কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের সহিত মহারাণীর সদ্ভাব হইয়াছিল এবং মহারাণী মহারাজকে যে অনেক ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন তাহা আমরা মহারাণীর স্বাক্ষর পত্রে অবগত হই।



পদধূলি লইবার জন্য একখানি বিস্তৃত বস্ত্র বিস্তার করা হয়। এ সময় মহারাজ দ্বারদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

মহারাজের ব্রাহ্মণের প্রতি অনুরাগ অসাধারণ, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। মহারাজ ব্রাহ্মণসাধারণকে এক টাকা দক্ষিণা প্রদান করেন, এতদ্ব্যতীত দূরদেশবাসীদিগকে পাথেয় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ দিয়া সম্মানন৷ করেন। এই ব্রাহ্মণ ব্যতীত বহুসংখ্যক দীন দরিদ্র এবং অন্যান্য জাতিও আগমন করিয়াছিল। তাহারাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইয়াছিল এবং গমন কালে কিছু কিছু অর্থ পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে গমন করে। এই ব্যাপারে যে সকল পিঁড়া ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন এখনও কুঞ্জঘাটা রাজবাড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বহুযত্নে যে ব্রাহ্মণের পদরজ সংগ্রহ করেন তাহা বহুকাল ধরিয়া বিতরণ করিতে করিতে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; তিল প্রমাণ একটু আধটু যাহা আছে তাহা ভক্তজনে স্বর্ণমাদুলী করিয়া অতি যত্নে

মীরকাশীমের সহিত যখন ইংরাজদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল সে সময় দয়ারাম একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার। তিনি ইংরাজদিগের ১০০ বস্তা রেসম বাজেয়াপ্ত করিয়া লন, তারপর ইংরাজেরা আবার প্রাধান্যলাভ করিলে তাহা ফিরাইয়া দেন। গত শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন দয়ারাম তাঁহাদিগের অন্যতম। দয়ারাম দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী যে বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার ভ্রূর চর্ম্ম অত্যন্ত শিথিল হইয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। দিঘাপতিয়ার বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায়, কুমার বসন্তকুমার রায়, কুমার শরৎকুমার রায় এবং কুমার হেমেন্দ্র কুমার রায় দয়ারামের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র, ইঁহারা সকলেই বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন এবং উন্নতহৃদয়।

শরীরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও কত শত লোক, যে দ্বার দিয়া ব্রাহ্মণেরা গমন করিয়াছিলেন সেই স্থানের মৃত্তিকা অঙ্গে ধারণ করিয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করেন।

মহারাজ নন্দকুমার যখন বিদেশ হইতে স্বদেশে গমন করিতেন, তখন আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবেশী, জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলের সহিত সাদর সম্ভাষণ, বয়োজ্যেষ্ঠ প্রভৃতিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া অভ্যর্থনা করিতেন, দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন, রুগ্ন ব্যক্তিকে ঔষধাদি দেওয়াইতেন, সকলের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতেন। দুর্ভিক্ষের বৎসরে মহারাজ দরিদ্রলোকদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য কতকগুলি বড় বড় পুষ্করিণী খনন করান, তণ্ডুল বিতরণের সুব্যবস্থা করিয়া দেন, বুবুক্ষিত ব্যক্তি আসিলে চারিটি ভাত পাইত, কেহই নিরাশ হইত না। সেকালের ধনবানেরা প্রতিবেশিগণের সুখদুঃখে প্রাণের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেন বলিয়া প্রতিবেশীরাও ধনবান্দিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের কল্যাণের জন্য প্রাণ দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। গ্রামে একজন ধনবান্ থাকিলে সে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির সীমা থাকিত না। আজ কাল ধনবানেরা গাড়িঘোড়া কুকুর লইয়া ব্যস্ত, প্রতিবেশীর উপকার করা তো দূরের কথা বরং তাহার যদি কিছু ভূমিসম্পত্তি থাকে কিরূপে তাহা হস্তগত হয় সেই ফিকির খুজিয়া থাকেন। বড়মানুষের বাড়িতে বৎসরের ভিতর গ্রামস্থ লোকের এক আধ দিন যে ভোজনসুখ ছিল তাহাও গতপ্রায়। আজ কালকার ধনবানেরা নিজেদের ধনগৌরব প্রতিবেশীর কাছে একটু বেশী করিয়া দেখাইয়া থাকেন। প্রতিবেশীরাও তাহাদিগের শুষ্ক ভ্রূভঙ্গবিক্ষেপ অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়া থাকে। সেকালে ধনবান্ ও মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল, উভয়ের মধ্যে পরস্পর সমবেদনা ছিল, আজ কালকার শিক্ষার প্রভাবে উভয়ে দিন দিন পৃথক্ হইয়া পড়িতেছেন, উভয়ের মধ্যে আর সে কালের বাধ্যবাধকতা নাই, সুতরাং উভয়ই উভয়কে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহা আমাদের সমাজের শুভলক্ষণ নহে। যাহাতে উভয়ের ভিতর আবার সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, যাহাতে উভয়ে একত্রিত হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে যত্নপর হন, উভয়েরই তাহাতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তর।

ক্লাইব কিছু দিবস কলিকাতায় অবস্থান করিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। অযোধ্যাপতি সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহা শেষ হইয়া আসে, উভয় পক্ষই যুদ্ধে পরিশ্রান্ত, সুতরাং আর বেশি বাদবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই সন্ধি স্থাপন করেন। লর্ড ক্লাইব নজমউদ্দৌলার রাজত্ব কালে ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা-বিহীন দিল্লীর সম্রাট্ সা-আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। ক্লাইব দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিয়া নবাব নজমউদ্দৌলার সহিত মতিঝিল প্রাসাদে প্রথম পুণ্যাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ভূতপূর্ব্ব নবাবদ্বয় ইংরাজদিগের আজ্ঞাবহ হইলেও ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে ঈর্ষার সহিত ভয় করিতেন। যাহাতে নবাবের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে নন্দকুমার সে জন্য সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করিতেন। ইংরাজেরা, নবাব যাহাতে তাঁহাদিগের ইঙ্গিতে পরিচালিত হন, তাহার জন্য সর্ব্বদা উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকিতেন। এরূপ অবস্থায় নন্দকুমারের ন্যায় স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে কখনই নবাবের নিকট থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, তাই তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে নির্ব্বাসিত হন। নজম-উদ্দৌলা মসনদে উপবেশন করিলে পর তাঁহার নিজের এবং যে সকল

সিপাহী রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সে সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহার বাৎসরিক ৫৩,৮৬১,৩১৸৴০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ ২।৩ মাস না অতীত হইতেই ঐ টাকা বিয়াল্লিশ লক্ষে পরিণত হইয়াছিল। নজমউদ্দৌলাকে এ টাকা বড় বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই, তিনি মসনদে বসিবার ১৫ মাস পরে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে ৮ই মে অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নজমউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক মীরকানাইয়া বা সইফউদ্দৌলা নবাবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নবাব হইবার সময় ইংরাজ কোম্পানীকে কিছু দিতে হইয়াছিল কি না তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু ইঁহার বাৎসরিক বৃত্তি হ্রাস হইয়া ছত্রিশ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ইংরাজেরা নবাব-নাজিমের ক্ষমতা মাসে মাসে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন, নবাবেরা নাবালক, হিতাহিত জ্ঞান থাকিলেও দুষ্ট মন্ত্রীর মন্ত্রনায় কোন বিষয় ন্যায্য প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে মুশলমানের ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য কতিপয় মুশলমানে যেরূপ ইংরাজদিগের সহায়তা করেন, সেইরূপ মুশলমানশক্তি সংরক্ষণ জন্য কতিপয় হিন্দু নবাবের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

লর্ড ক্লাইব বঙ্গদেশে অবস্থান কালে ভান্সিটার্ট-শাসনের বহুবিধ দোষের কথা শ্রবণ করেন, তিনি এসকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে কোন উপযুক্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তির হস্তে এই গুরুতর ভার ন্যস্ত করিতে ইচ্ছুক হন। ক্লাইব অন্য কাহারও উপর এ ভার না দিয়া মহারাজ নন্দকুমারের উপর ইহা অর্পণ করেন। নন্দকুমার, ভান্সিটার্ট রাজ্যের দোষ সমুহের একটি সুবৃহৎ তালিকা প্রস্তুত করিয়া ক্লাইবকে প্রদান করেন। তিনি ১৭৬৭ খৃঃ অব্দের ২৯ শে জানুয়ারী মাসে

বিলাতাভিমুখে গমন কালে সেই তালিকা অতি যত্নের সহিত লইয়া যান। *

ক্লাইব স্বদেশে গমন করিলে পর ভেরেলষ্ট সাহেব তাঁহার পদে কলিকাতার গভর্ণর নিযুক্ত হন। ইংরাজদিগের শক্তি যেরূপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সেই সময় আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক ইংরাজদিগের শক্তিতে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়াছিলেন, ইঁহারা বেনিয়ান নামে অভিহিত হন। ইহারা তাঁহাদিগের প্রভুর শাসন ও বাণিজ্যবিষয়ের উপর যথেষ্ট পরিমাণে হস্তক্ষেপ করিতেন। বেনিয়ানরা কখন দোভাষীর কার্য্য, কখন হিসাব রক্ষা, কখন বা ভৃত্যবর্গের উপর কর্তৃত্ব, কখন বা প্রভুকে টাকা ধার, কখন বা গৃহ কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ, কখন বা প্রভুর দুষ্কার্য্যসকল স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহাকে দোষবিহীন করিতেন। এই বেনিয়ানকুল অনন্তরূপে অনন্তলীলা দেখাইয়া হতভাগা প্রজাগণের অর্থ শোষণ করিতেন। ইঁহারা যখন লবণ, তামাক, সুপারি প্রভৃতি বৃটিশ বণিকের একচেটে ব্যবসার কর্ম্মচারী হইয়া প্রজাদিগের কাছে বিক্রয়ের জন্য গমন করিতেন, তখন ইহাঁরা যমরাজসহোদর বলিয়া প্রতীত হইতেন। ইহাঁদিগের অত্যাচারে প্রজাকুল আকুলিত হইয়া বাস্তুভিটাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রজাদিগের অদৃষ্টক্রমে ইংরাজ বণিক্ তাহাদিগের উপর প্রসন্ন হইলেও কিন্তু আমাদের দেশী ক্ষুদ্র নবাবগণের কৃপাকটাক্ষ, তাহারা প্রাপ্ত হইত না। সেকালের ইংরাজ কোম্পানী আমাদের জাতির বিচার করিতেন, আমাদের স্বদেশীয়দের বিবাহ উপলক্ষে বর ও কন্যা উভয় পক্ষের কাছে তিন টাকা লইয়া তবে বিবাহের অনুমতিপ্রদান করিতেন! বলা বাহুল্য এই সকল

* *Seir Mutaqherin* Vol, II page 401.

কার্য্য ভার তাঁহাদিগের বেনিয়ানদিগের উপরেই ন্যস্ত থাকিত। এক-জন ন্যায়দর্শী বেনিয়ান-প্রভু বলিয়াছেন যে বেনিয়ানদিগের ভিতর সৎ-লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। * হেষ্টিংস বলিতেন যে বেনিয়ানেরা দৈত্যবিশেষ। এই সকল বেনিয়ানদিগের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কথা কহিতেন তখন সমগ্র বঙ্গের বেনিয়ানকুল এক হইয়া তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টায় থাকিতেন।

মহারাজ নন্দকুমার ক্ষমতাবিহীন হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিলেও এই সকল বেনিয়ান-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ তাঁহার কাছে অত্যা-চারের প্রতিকার লাভের জন্য আগমন করিতেন। গবর্ণর ভের্লেষ্টের শাসন কালে কতিপয় ব্যক্তি রাজা নবকৃষ্ণের নামে কতকগুলি কুৎসিৎ অভিযোগ আনয়ন করে। রামনাথ দাস নামক এক ব্যক্তি এই মর্ম্মে গবর্ণরের কাছে আবেদন করে যে "মুন্সী নবকৃষ্ণ তাহার নিকট ৩৫ হাজার টাকা ঘুস লইয়াছেন।" গোকুল স্বর্ণকার বলে "নবকৃষ্ণের দুই জন লোক একজন হরকরার সহিত তাহার বাটিতে আগমন করিয়া বল পূর্ব্বক অন্দরমহলে প্রবেশ করে এবং তাহার ভগ্নীকে নবকৃষ্ণের জন্য লইয়া যায়। নবকৃষ্ণ তাহাকে এক রাত্রি রাখিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করে!" নীবু নামে আর এক জন স্ত্রীলোক, নবকৃষ্ণ তাহার সতীত্ব নষ্ট করে এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছিল। নবকৃষ্ণ মুন্সী, মহারাজ নন্দ-কুমারের কাছে চাকরী করিতেন। † সেকালের লোকেরা ইহা সকলেই অবগত ছিলেন। নবকৃষ্ণের অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তিরা, নন্দকুমার

* *Bolt's India Affairs.*

† NOBEKISSEN having been long in *Nundcomar's* service.—*Evidence given to the Committee of the House of Commons in 1773.—Fifth Report,*—page 546.

নবকৃষ্ণকে দুইটা কথা বলিয়া দিলে, নবকৃষ্ণ এই সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন, এই ভাবিয়া মহারাজ নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইতেন। যাহাতে এই সকল বিষয় আপোষে নিষ্পন্ন হয় মহারাজ তাহার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না, মোকর্দ্দমা আদালতে উপস্থিত হইল। অধিকন্তু মহারাজ নন্দকুমার ভিতরে ভিতরে এই সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতেছেন নবকৃষ্ণ এইরূপ বুঝিলেন! মহারাজ যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদিগের হিতের জন্য তিনি যে সহজে নিরস্ত হইবেন না, নবকৃষ্ণ ইহা ভালরূপ জানিতেন। নবকৃষ্ণ তাঁহার প্রভু বিচারকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে মহারাজ নন্দকুমারেরই চক্রান্তে এই সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। প্রভু-বিচারক, নবকৃষ্ণের শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মকর্দ্দমা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন।

বেনিয়ানকুলনায়ক রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর এই সকল ভয়ঙ্কর অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে সময়ের অনেকে এই সকল ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। নবকৃষ্ণ এ ক্ষেত্রে কতদূর দোষী ছিলেন আমরা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনী লেখক বলেন, "তাঁহার দোষের মধ্যে ইন্দ্রিয় দোষই অধিক ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল।" * নবকৃষ্ণের সাতজন সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমান থাকিতেও যে তাঁহার বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়দোষের কথা শুনিতে পাওয়া যায় ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত ঘৃণার কথা।

* শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র প্রণীত নবকৃষ্ণের জীবনচরিত ৯১।৯২ পৃষ্ঠা দেখুন।

এরূপ অবস্থায় বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাং নন্দকুমার সেই মনুষ্যত্বের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করিয়া থাকিবেন ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য নহে। মহারাজা চিরকালই বিপন্নব্যক্তির পরম বন্ধু, তিনি বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি দেখিলেই তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন, ইহা তাঁহার স্বভাবগত ধর্ম্ম ছিল।

১৭৬৯খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে ভেরেল্‌ষ্ট সাহেব বিলাতযাত্রা করিলে কার্টিয়ার সাহেব তাঁহার স্থানে কাউন্সেলের সভাপতি ও গভর্ণরপদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর শাসনকালে বাঙ্গালা দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। * সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এখনও বাঙ্গালীর হৃদয়ে ভীষণ

* The unhappy Indians were everyday perishing by thousands under this want of sustenance, without any means of help and without any resource, not being able to procure themselves the least nourishment. They were to be seen in their villages, along the public ways, in the midst of our European colonies,—pale, meagre, fainting, emaciated, consumed by famine ; some stretched on the ground in expectation of dying, others scarce able to drag themselves on to seek for any nutriment, and throwing themselves at the feet of the Europeans, entreating them to make them as their slaves.

To this description, which makes humanity shudder, let us add other objects equally shocking ; let imagination enlarge upon them, if possible ; let us represent to ourselves infants deserted, some expiring on the breast of their mothers ; everywhere the dying and the dead mingled together ; on all sides the groans of sorrow, and the tears of despair ; and we shall have some faint idea of the horrible spectacle Bengal presented for the space of six weeks.

আতঙ্ক আনয়ন করিয়া থাকে। যেন পরম শত্রুর দেশেও এরূপ ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য উপস্থিত না হয়। যিনি গত বৎসরের মধ্য ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষদৃশ্য দর্শন করিয়াছেন তিনি বাঙ্গালার ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের এক অংশ মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। এই দুর্ভিক্ষের অত্যুগ্রতা সুদীর্ঘ দেড়মাসকাল ব্যাপিয়া অনুভূত হইয়াছিল। এই সময়ে যে কত লোক অন্নাভাবে মানবলীলা সংবরণ করে, তাহা শত বা সহস্র সঙ্খ্যায় পরিগণিত হয় না। লক্ষ লক্ষ মনুষ্য প্রত্যহ মরিতে লাগিল, রাস্তা ঘাট মাঠ মৃতদেহে পরি-

---

During this time the Ganges was covered with carcases; the field and highways were choked up with them; infectious vapours filled the air, and diseases multiplied; and one evil succeeding another, it was likely to happen, that the plague might have carried off the remainder of the inhabitants of that unfortunate kingdom. It appears by calculations pretty generally acknowledged, that the famine caried off a fourth part; that is to say, about three millions.

But it is still more remarkable, and serves to *characterise* the gentleness, or rather the indolence, as well moral as natural, of the natives, that amidst this terrible distress, such multitude of human creatures, pressed by the most urgent of all necessities remained in an absolute inactivity, and made no attempts whatever for their self-preservation. All the Europeans, specially the English, were possessed of magazines, and even these were not touched; private houses were so too; no revolt, no massacre, nor the least violence prevailed. The unhappy Indians, resigned to despair, confined themselves to the request of succour they did not obtain, and peaceably waited the relief of death.

পূর্ণ হইয়াছিল। আম, জাম, কাঁঠাল, সজিনা, তেঁতুলপাতা, দুর্ব্বা প্রভৃতিও তখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, অপবিত্র অখাদ্য ফল মূল পত্র গেঁড়ি গুগলী প্রভৃতি সে সময় পরম উপাদেয় বলিয়া পরম যত্নের সহিত সংগৃহীত হইত। হতভাগ্য লোক সকল মুষ্টিভিক্ষা অথবা কোনরূপে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে ভাবিয়া নগরে আসিতে চেষ্টা করিত। বহুদিনের অনাহারজনিত কঙ্কালসার-দেহভার বহন করিয়া রাস্তা চলা তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত সহজ কথা নহে। অধিকাংশ ব্যক্তি রাস্তাতেই চিরশান্তিনিকেতন মৃত্যুর ক্রোড় আশ্রয় করিত। কোনস্থানে অনশনক্লিষ্টা মুমূর্ষু জননী এক পার্শ্বে মৃত অপর পার্শ্বে অর্দ্ধমৃত সন্তানকে স্তন পান করাইবার চেষ্টা করিতে করিতে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিতেছে, কোনস্থানে শৃগাল, কুক্কুর, শকুনি, প্রভৃতি মাংসাশী জীব সকল জীবিত ব্যক্তিকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। কোন স্থানে প্রজা কেশ, কোটরান্তর্গত চক্ষু কঙ্কালময় দেহ

Let us now represent to ourselves any part of Europe afflicted by a similar calamity. What disorder! what fury! what atrocious acts! what crimes would ensue! How should we have seen among us Europeans, some contending for their food with their dagger in hand, some pursuing, some flying, and without remorse massacring one another! How should we have seen men at last turn their rage on themselves, tearing and devouring their own limbs, and, in the blindness of despair, trampling under foot all authority, as well as every sentiment of nature and reason!—*Abbe Raynal's History of East and West Indies; Translated from the French by J. Justamond, M. A.*—Vol. I, Book III, pages 460 to 462, 3rd Edition, 1777.

হইতে হৃদয়বিদারক যন্ত্রণাধ্বনি বহির্গত হইয়া প্রান্তরভূমিকে আকুলিত করিতেছে। যাহাদের একটু শক্তি আছে তাহারা ধনবান্‌দিগের গৃহে গমন করিয়া করযোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে মর্ম্মস্পর্শী শব্দে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। দয়ালু ইয়ুরোপীয়দিগের আশ্রয়ে যদি কিছু সাহায্য পায় এই আশায় দলে দলে বুভুক্ষু ব্যক্তিগণ কলিকাতা, বরাহনগর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানে আগমন করিয়া তাঁহাদিগের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রীতদাস হইবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভগবতী ভাগীরথী মৃতদেহ পরিপূর্ণা হইয়া উঠিলেন। যে দিকে দেখা যায় সেই দিকে বসুন্ধরা শবপরিপূর্ণা, ক্রন্দনরোলে দিক্ সকল আকুলিত। দুর্ভিক্ষরাক্ষসী যেন সমগ্র বঙ্গদেশকে গ্রাস করিবার জন্য বিকট বদন ব্যাদান করিয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইয়ুরোপীয়দিগের গৃহ শস্যপরিপূর্ণ থাকিলেও ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিরা তাহার কণামাত্রও প্রাপ্ত হইল না, আজ সন্ধ্যাকালে যে সকল ব app গৃহের চতুর্দ্দিকে হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া রোদন করিয়াছিল, পরদিবস প্রাতঃকালে তাহাদিগের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। জীবিত ব্যক্তিরা নিজেদের উদর-চিন্তায়ই ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং মৃতব্যক্তিদিগের সৎকারচিন্তা আর কাহারও মনে স্থান পায় নাই। * দিবারাত্র কোন সময়ই হৃদয়-মথনকর দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের আর্ত্তনাদের বিরাম নাই।

---

* Our wars and oppressions were then followed by scarcity: this brought the natural plenty of the country within the reach of our monopolies. A famine ensued:—Scores of men, women and children, that came about our houses in the evenings to cry for food to us, who had them and all things in our power, were found dead in the mornings.—*An Enquiry into our National Conduct*, page 12..

দেশের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইলেও, অন্নাভাবে জনসাধারণ মৃতকল্প হইলেও, তাহারা বলপূর্ব্বক পরস্ব হরণের জন্য বদ্ধপরিকর হয় নাই; শস্য সকল সম্মুখে স্তূপাকারে থাকিলেও তাহা লুণ্ঠনের জন্য তাহারা দলবদ্ধ হয় নাই; বিলাসপরায়ণ ধনবানের হৃদয়ে প্রতিবেশী দরিদ্রের ক্লেশের কথা উদয় না হইলেও জন-সাধারণ তাহাদিগকে শাণিত ছুরিকার চাক্‌চিক্য দেখাইয়া বিভীষিকা গ্রস্ত করে নাই; সকলেই শান্তভাবে স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে।

পাঠক! দুর্ভিক্ষের যে হৃদয়বিদারক চিত্র দেখিলেন, ইহা হইতেও অধিকতর ভীষণ দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রস্তুত হউন। দুর্ভিক্ষ হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া মহম্মদ-রেজাখাঁ এবং কোম্পানীর ভৃত্যবর্গ দেশের প্রায়-সমস্ত চাউল ক্রয় করিয়া অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন।* ইংরাজদিগের গোমস্তারা প্রজাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বীজ-ধান ক্রয় করিয়া আপনাদিগের অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল।† তাঁহাদিগের ভাণ্ডার-গৃহের পার্শ্বে শত শত লোক অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্রও উদ্রেক হয় নাই। ইহার উপর আবার রাজস্ব আদায়ের অত্যাচার মৃতপ্রায় প্রজাগণের উপর দারুণ খড়্গাঘাত হইতে লাগিল। অন্নাভাবে মৃতকল্প

* Before the famine reached its height, almost all the rice in the country was bought up by the servants of the Company.—*History of India*, By H. Beveridge, Vol. II, p. 285.

† The Gomastahs of English gentlemen, not barely for monopolizing grain, but for compelling the poor ryots to sell even the seed requisite for the next hervest.—*Auber's British Power*, Vol I. page 355.

দরিদ্র প্রজার যখন ভাঙ্গা থাল ঘটি বাটি হাল-গরু বিক্রয়ের জন্য কোম্পানীর লোক পীড়ন করিতে আরম্ভ করিত, তখন অত্যাচারের সীমা থাকিত না, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং শাণিত কৃপাণে যাহা না করিতে পারিয়াছে রাজস্ব সংগ্রহের নামে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। * ব্যবসাদার বণিক্ বৃটন-পুঙ্গব ও তাঁহাদিগের উপযুক্ত বাহন বেনিয়ানেরা, ধনী ও নির্ধন উভয়ের কাছে সমান ভাবে অর্থ শোষণ করিয়াছেন। ইহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভয় বা দণ্ড ভয়ের লেশমাত্রও স্থান পায় নাই। অন্যান্য বৎসর এদেশ হইতে যত টাকা না আদায় হইয়াছে এই ঘোরতর দুর্ভিক্ষের বৎসরে তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা সংগৃহীত হয়। নিম্নে দশ বৎসরের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

---

* Arbitrary taxation is plunder authorised by law: It is the support and essence of tyranny; and has done more mischief to mankind, than those other three scourges from heaven, famine, pestilence, and the sword. * * * We need only recollect that our countrymen in India, have in the space of five or six years, in virtue of this right, destroyed, starved and driven away more inhabitants from Bengal, than are to be found at present in all our American Colonies. * * * This is no exaggeration, my Lords, but plain matter of fact collected by Mr. Hastings.—*A speech published in 1774.*

ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয় হইতে কোম্পানীর যে আয় হইয়াছিল তাহার তালিকা।—

(মে হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত।)

			পাউণ্ড
১৭৬১	হইতে	১৭৬২	১৩৯৫৯৫৯
১৭৬২	"	১৭৬৩	১৩০৫৬৫২
১৭৬৩	"	১৭৬৪	১৩৬৬৪৬৩
১৭৬৪	"	১৭৬৫	১৮৬১৭২৬
১৭৬৫	"	১৭৬৬	২৬৬৬৩৪৭
১৭৬৬	"	১৭৬৭	৩১৮১৭৬৩
১৭৬৭	"	১৭৬৮	২৯৯৬৫৩৮
১৭৬৮	"	১৭৬৯	৩০৩৩২৫৫
১৭৬৯	"	১৭৭০	৩২৮৭৭০৬
১৭৭০	"	১৭৭১	২৭৯৭৩০৬
		সমষ্টি	২৩৮৯২৭১৫

পাঠক! দেখিলেন, দুর্ভিক্ষের সময় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে টাকা প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছিল! যে সকল ব্যক্তি এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল তাহারা যে কত শত ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠান করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই সকল ব্যক্তিরা যখন একচেটে দ্রব্য সকল বিক্রয় করিত, তখন তাহারা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে অধিক মূল্য আদায় করিয়া দরিদ্র প্রজাকুলকে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করিত। একজন সত্যপ্রিয় পরদুঃখকাতর দেব-

চরিত্রের ইংরাজ * এই সকল অত্যাচার নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের মহাসভায় মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছিলেন যে ;—

"By all that we read in tale or history, never did such a system exist as that where mercantile avarice was the only principle, and force the only means of carrying on a Government. Comparisons of other tyrannies give no idea of *English* tyranny in *Bengal.* For it has been the province of tyrants to use their iron rods over the great and powerful ; over men who became formidable for their virtues, or whose riches were provocatives to their avarice ; the bulk of their people might live in quiet ; the low and humble man, the labourer and the mechanic, were beneath the tyrant's stroke. But in Bengal the rich and poor fare alike. They who have lands are dispossessed ; if money, 'tis extorted : if the mechanic has a loom, his manufacture is cut out ; if he has grain, 'tis carried off ; if he is suspected of having any secret treasure, he is put to the torture to discover it.—One is therefore at a loss for words to describe the sort of tyranny that is practised in Bengal. Monsters as tyrants are, they are but rare monsters ; and very rare indeed, such as have been hardened against all fear of punishment and all sense of shame."

এইরূপ দেবচরিত্রের ব্যক্তি ইংরাজদিগের মধ্যে আছেন বলিয়া ইংরাজ জাতির এত গৌরব, এত উন্নতি এবং জগতের মধ্যে এত প্রাধান্য। দূর দেশে কোথায় কোন পশুপ্রায় পাষণ্ড ইংরাজ, ইংরাজ নামে কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহারা বজ্রপাণি হইয়া গভীর নির্ঘোষে তাহাদিগকে সতর্ক করিতেন।

* *Sir William Meredith.*

১১৭৭ সালেও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ নিতান্ত কম ছিল না। ভীষণ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক জীবনলীলা সংবরণ করিলেও কিন্তু কোম্পানীর টাকা আদায় নিতান্ত কম হয় নাই, মানুষ থাকুক বা মরুক তাহাতে কিছু আসে যায় না, কোম্পানীর ভৃত্যবর্গের টাকা চাই।

দেশের এই দারুণ দুরবস্থার সময় মহারাজ নন্দকুমার জন্মভূমি ভদ্রপুরের এবং গুরুগৃহ মালিহাটী গ্রামের গৃহস্থভদ্রলোকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তণ্ডুল বিতরণ করিয়াছিলেন। নিম্ন শ্রেণীর পোষণের জন্য তিনি ভদ্রপুরে অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করেন, বলা বাহুল্য ইহাতে বহুসংখ্যক লোক জীবন রক্ষা করিয়াছিল। মহারাজের বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে কেহই নিরাশ হইত না, সকলেই আদরের সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইত। অতিথি প্রভৃতি ছাড়া মহারাজের কাছে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব অবস্থান করিতেন, বৈষ্ণব মাত্রেই মহারাজের বড় আদরের সামগ্রী ছিল, তিনি পরম যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় জীবিকা অর্জ্জন করা অত্যন্ত কঠিন, তাই দলে দলে বৈষ্ণবগণ মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দুর্ভিক্ষের সময় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছিল। যে সকল স্ত্রীলোক কখন গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে গমন করে নাই তাহাদিগকে সে সময় উদরান্নের জন্য অনাথার ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। এ সময় বহুসংখ্যক ব্যক্তি "ভরণপোষণ-মূল্যে" শরীর বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমার এইরূপেও বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। নিম্নে একখানি "আত্মবিক্রয়" পত্র প্রদত্ত হইল :—

ইয়াদিকীর্দ্দি সকলমঙ্গলালয়।—

"শ্রীলালাগুরুদাস রায় অওলাদে শ্রীযুক্ত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতুগোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটীবি পত্র মিদং সন ১১৭৭ এগারশত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে মরি মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম ভরণপোষণ করিয়া দাস্তে দাখিল করিবেন একরার বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন এতদর্থে বন্দা আটীবিপত্র দিলাম ইতি সন সদর বতারিখ ৫ জমাদিলৌন মোতাবেক ১৪ই ভাদ্র।

শ্রীচারু বেওয়া, সাং ঘরুতা।

দুর্ভিক্ষের সহিত দেশে মহামারী উপস্থিত হইল। একে মনুষ্য ও গবাদি পশুর মৃতদেহে দেশের জলবায়ু অত্যন্ত দূষিত তাহার উপর আবার অনাহারে মনুষ্যের শরীর অত্যন্ত রোগপ্রবণ হইয়াছে সুতরাং নানাবিধ রোগ আবির্ভূত হইয়া বহুসংখ্যক লোককে যম সদনে প্রেরণ করে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। মুর্শি-দাবাদের নবাব মীরকানাইয়া বা সইফউদ্দৌলার বসন্ত হয়। তিনিও এই ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ১০ ই মার্চ্চ মানবলীলা সংবরণ করেন।

সইফউদ্দৌলা প্রাণত্যাগ করিলে পর নবাব মীরজাফরের ৬ষ্ঠ পুত্র বব্বু-বেগমের গর্ভজাত মেবারকদ্দৌলা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ক্রমের সময় নিজামতী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় নবাবের বাৎসরিক বৃত্তি তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে ষোল লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ইহার পোষকতায় ক্লাইব বলিয়াছিলেন ;—

"If you allow the Nabob to have forces, he will soon raise money ; if you allow him a full treasury without forces, he will certainly make use of it to invite the Morattaes, or other powers, to invade the country." *

অর্থাৎ নবাবকে যদি সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা হইলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন ; সৈন্য না দিয়া যদি অর্থ দ্বারা তাঁহার ধনাগার পূর্ণ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কিংবা অন্য কোন ক্ষমতাশালী জাতিকে এদেশ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া অর্থের সার্থকতা করিবেন। এরূপ যুক্তির বলে ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা দূর করিবার জন্য ইংরাজেরা প্রথম সুযোগে নবাব-শক্তি খর্ব্ব করিয়া নিজেদের উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিলেন।

* Lord Clive's Letter to the Court of Directors dated 30th September 1765.

সপ্তদশ অধ্যায়।

গভর্ণর হেষ্টিংস ও মহম্মদ-রেজাখাঁর বিচার।

১৭৭২ খৃঃ অব্দের ১৩ই এপ্রেল কার্টিয়ার সাহেব গভর্ণরী পদ পরিত্যাগ করিলে, ওয়ারেণ-হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। এই হেষ্টিংস্কে পাঠক ইতিপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট এবং কাউন্সেলের সভ্যপদে আরূঢ় দেখিয়াছেন। মহারাজ জীবনের শেষ বৎসরে হেষ্টিংসের দূষিত কার্য্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ করায় উভয়ের মধ্যে দারুণ শত্রুতা উপস্থিত হইয়া অভূতপূর্ব্ব সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই অদ্ভুত সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমরা হেষ্টিংসকে পাঠকের কাছে একটু ভাল করিয়া পরিচিত করিয়া দিব। হেষ্টিংসের পূর্ব্বপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সময় পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগের অবস্থারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়। এই দুঃসময়ে হেষ্টিংসের পিতামহ তাঁহাদিগের পৈত্রিক বাসভবন বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হেষ্টিংস্ ১৭৩২ খৃঃ অব্দে ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের কয়েক দিবস পরে তদীয় প্রসূতী মানবলীলা সংবরণ করেন। অশৌচ অবশান হইতে না হইতে হেষ্টিংসের পিতা এক কসাই কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া ওয়েষ্ট্-ইণ্ডিজে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। একজন ঠাকুরদাদা হেষ্টিংসের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা সচ্ছল অবস্থায় না থাকায়

তিনি বালক হেষ্টিংস্‌কে গ্রাম্য পাঠশালায় দরিদ্র কৃষক বালকগণ সহ অধ্যয়ন করিতে প্রেরণ করেন। হেষ্টিংস্ ৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঠাকুরদাদার কাছে অবস্থান করেন। আট বৎসরের সময় তাঁহার খুড়া তাঁহাকে লণ্ডন নগরের কোনও বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই স্কুলে হেষ্টিংসের লেখাপড়া বড় মন্দ হয় নাই, কিন্তু ভাল খাওয়ার অভাবে তাঁহার শরীর দিন দিন শুকাইয়া গিয়াছিল। (দশ বৎসরের সময় তাঁহাকে ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার স্কুলে পাঠান হয়। এ স্থানে তিনি কলিকাতার প্রথম প্রধান বিচারপতি সার-ইলাইজা-ইম্পে প্রভৃতির সহিত একত্রে অধ্যয়ন করেন।) হেষ্টিংস্ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রমের সময় একটি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই স্কুলে আরও দুই বৎসর কাল তিনি পড়িয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতৃব্য হাউয়ার্ড মানবলীলা সংবরণ করেন। খুড়ার উইল অনুসারে যিনি হেষ্টিংসের অভিভাবক নিযুক্ত হন তিনি আর তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিতে না পারায় হেষ্টিংসের স্কুলে লেখাপড়া এইখানে শেষ হয়। সে কালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া সওদাগরের অধীনে ভারতবর্ষে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিলে কাহারও আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট থাকিত না, লক্ষ্মী শীঘ্রই তাহার উপর প্রসন্ন হইতেন। হেষ্টিংস্ স্কুল ছাড়িয়া ভারতবর্ষে কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায়ে দিনকতক হিসাব ও খাতাপত্র রাখা শিক্ষা করেন। কিছু দিবস পরে তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া সওদাগরের অধীনে বাৎসরিক পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫০৲ টাকা বেতনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ১৭৫০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন।

হেষ্টিংস্ দুই বৎসরকাল কলিকাতায় সেক্রেটারী অফিসে কার্য্য করেন, পরে কাশীমবাজারে তিনি একটি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস্ কাপ্তেন ক্যাম্বেলের বিধবা পত্নিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের একটি কন্যা ও পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কন্যাটি শৈশবাবস্থায় পঞ্চত্ব লাভ করে এবং সম্ভবতঃ কাশীমবাজারেই সমাহিত হয়। পুত্রটিও ছয় বৎসর বয়সের সময় ইংলণ্ডে বিদ্যালাভের জন্য প্রেরিত হইলে অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাঁহার স্ত্রীও ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করিয়া কাশীমবাজারেই সমাহিত হন।

পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বে হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদে কিছু দিবস বন্দীভাবে ছিলেন। বন্দীভাবে তাঁহাকে বড় বেশী দিন থাকিতে হয় নাই, ওলন্দাজ কুঠির বড়সাহেব তাঁহার জামীন হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিয়া ফল্‌তায় ড্রেক্ প্রভৃতিকে নবাব-দরবারের সমস্ত সংবাদ গোপনে প্রেরণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে নবাব একথা অবগত হইলে হেষ্টিংস্ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ফল-তায় পলাইয়া যান। ক্লাইব প্রভৃতি যখন সসৈন্যে মাদ্রাজ হইতে আগমন করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করেন, সে সময় হেষ্টিংস্‌ও ভলণ্টিয়ার সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৭৫৮ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে নন্দকুমারের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিয়াছিলেন, তারপর তিনি কলিকাতায় কাউন্সলের অন্যতম সভ্যপদে নিযুক্ত হন। কাউ-ন্সেলে তিনি গভর্ণর ভান্সিটার্টের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে তের বৎসর ভারত প্রবাসের পর তিনি ইংলণ্ডে প্রতি-গমন করেন। হেষ্টিংস্ যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে সে সমস্ত ধন নিঃশেষিত হইয়া যায়। আবার

তাঁহাকে চাকরির জন্য উমেদারী করিতে হইল। ক্লাইব জানিতেন যে হেষ্টিংস্ ভান্সীটার্টের একজন প্রধান পক্ষীয়। ক্লাইব ভান্সীটার্টের পক্ষের একজন প্রধান বিরোধী, তাঁহার সে সময় ইণ্ডিয়া-হাউসে অসাধারণ ক্ষমতা; সুতরাং ক্লাইব থাকিতে হেষ্টিংসের কর্ম্ম পাওয়া নিতান্ত সহজ কথা নহে। ইহা ব্যতীত হেষ্টিংসের উপর ক্লাইবের বড় ভাল মত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ক্লাইব হেষ্টিংসের অন্য কোন বিশেষ ক্ষমতার কথা শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু বন্ধুবর্গের স্ত্রী নষ্ট করিবার ক্ষমতা হেষ্টিংসের যথেষ্ট ছিল ইহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। * হেষ্টিংসের জনৈক বন্ধু তাঁহার কর্ম্মের জন্য ক্লাইবকে অনেক অনুরোধ করেন। তদ্দরুণ ক্লাইবের অনুগ্রহে হেষ্টিংস্ মাদ্রাজ কাউন্সলে দ্বিতীয় সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের বসন্ত ঋতুতে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন।

হেষ্টিংস্ যে জাহাজ করিয়া মাদ্রাজে আগমন করেন, সেই জাহাজে কলত্র সহ ইম্হফ নামক জনৈক জর্ম্মণদেশীয় ব্যারণ সম্ভ্রান্তলোক ও চিত্রকর অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। জাহাজে একত্র সহবাস জন্য শ্রীমতী ইম্হফের সহিত হেষ্টিংসের প্রণয় জন্মে। জাহাজে অবস্থানকালে হেষ্টিংস একবার পীড়িত হইয়াছিলেন, সে সময়

* It was probably either this appointment or that of supervisors, when Hastings was rejected—according to Scrafton, because he *had too many crooked lines in his head*—which gave occasion to Clive's remark that he had never heard of Hastings having any abilities except for seducing his friends' wives. By that time Clive may have heard of such part of the Imhoff episode as had taken place on board the Duke of Grafton or in Madras.—See *Beveridge's Nundo Kumar*, page 106.

শ্রীমতী যথেষ্ট সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ইহাতে হেষ্টিংস্ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন। এই অনুরাগের ফলে শ্রীমতীর সহিত হেষ্টিংসের বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হয়। শ্রীমতীর স্বামী অম্লানবদনে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তিনি এ দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছিলেন, পত্নী বিক্রয় করিয়া হউক বা চিত্রবিক্রয় করিয়া হউক অর্থ তাঁহার একান্ত আবশ্যক, সুতরাং অর্থভক্ত জর্ম্মাণ ব্যারণ সহধর্ম্মিণী বিক্রয়ের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। হেষ্টিংস্ মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলে, শ্রীমতী সহ ইম্‌হফ্‌কেও তথায় রাখিয়া দেন এবং স্বামী সহ ভাবী পত্নীর ভরণপোষণ ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। ইম্‌হফ্‌, বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদের জন্য স্বদেশের আদালতে আবেদন করেন. আবেদন পত্র গ্রাহ্য হইলে, হেষ্টিংসের সহিত শ্রীমতী ইম্‌হফে্‌র বিবাহ হয়, এবং সেই সময় হইতে তিনি শ্রীমতী হেষ্টিংস নামে অভিহিতা হন। ব্যারণ ছবি আঁকিয়া যাহা না উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, উক্ত স্ত্রী বিক্রয় করিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে গমন করেন।

হেষ্টিংস্ গভর্ণরীপদে উপবিষ্ট হইবার কয়েক দিবস পরেই মহম্মদরেজাখাঁকে মুর্শিদাবাদ হইতে ধরিয়া আনিবার জন্য তিনি ডায়রেক্টারগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হন। দুর্ভিক্ষের সময় মহম্মদ-রেজাখাঁ প্রজাগণের উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকল বিবরণ সদয়-হৃদয় ডায়রেক্টারদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহারা অত্যাচারীদিগের উপর যারপর নাই ক্রুদ্ধ হন. এবং রেজাখাঁকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। এই গুরুতর কার্য্য মহারাজ নন্দকুমারের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া কঠিন ব্যাপার, ডিরেকুটারেরা তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ; তাই

তাঁহারা নন্দকুমারের উপর বিরূপ হইলেও হেষ্টিংস্‌কে মহারাজের সাহায্য লইবার জন্য বিশেষরূপে আদেশ করিয়া পাঠান। সুবা বাঙ্গালার কোথায় কি হইতেছে, এবং হইয়াছে, বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতর সকল বিষয়ই মহারাজের চক্ষুর কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকিত। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মুশলমানশক্তি ইংরাজশক্তিতে লীন করিবার প্রধান উদ্যোগী রেজাখাঁর কার্য্যকলাপের উপর তাঁহাকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিতে হইত। এরূপ ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইলে রেজাখাঁর দূষিত গোপনীয় কার্য্যাবলী সাধারণের কাছে নিশ্চয়ই ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য হেষ্টিংসকে ডায়রেক্টারেরা মহারাজ নন্দকুমার ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচারী হইলেও তাঁহার সহায়তা লইবার আদেশ করেন; হেষ্টিংস্ কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য নন্দকুমারকে বিশেষরূপে ভালবাসা এবং তাঁহাকে বঙ্গরাজ্যের সর্ব্ব প্রধান পদে নিযুক্ত করিবেন এইরূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন।

হেষ্টিংস্ ২৪সে এপ্রেল রাত্রিকালে ডায়রেক্টারদিগের এই আদেশপত্র প্রাপ্ত হন। তাহার পর দিবসই তিনি মতীঝিলস্থ মিডিল্টন্ সাহেবকে রেজাখাঁর দেওয়ান অমৃত সিংহ সহ রেজাখাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। মিডিল্টন গভর্ণরের আদেশপত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহকারী এণ্ডারসন সাহেবের হস্তে আটদল সিপাহী প্রদান করিয়া অতি সতর্কতার সহিত রেজাখাঁকে নেসাতবাগের বাসভবন হইতে ধরিয়া আনিতে প্রেরণ করেন। এণ্ডারসন রেজাখাঁর দেওয়ান অমৃত সিংহ এবং অন্যান্য অনুগত জনগণ সহ তাঁহাকে হস্তগত করিলে, মিডিল্টন তাঁহাদিগকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। রেজাখাঁ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইলে, কাউন্সেলের সভ্য গ্রেহাম সাহেব চিৎপুরে গিয়া রেজাখাঁকে অভ্য-

র্থনা করিয়াছিলেন। মহম্মদ-রেজাখাঁ কলিকাতায় উপস্থিত হইলে তাঁহার বিচারকার্য্য আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত দোষগুলি তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছিল।—

১। তিনি যে সময় ঢাকায় রাজস্ব-সংগ্রাহক ছিলেন সে সময় তিনি সরকারী টাকা সংগ্রহ করিয়াও সরকারে তাহা জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন।

২। তিনি কোম্পানীর নিষেধ সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছা অনুসারে কতকগুলি ব্যবসাদারকে তিন বৎসর লবণের একচেটে ব্যবসা করিবার পরওয়ানা দিয়াছিলেন; ইহাতে কোম্পানীর রাজস্বের ক্ষতি হইয়াছে।

৩। তিনি তাঁহার শাসনকালে বঙ্গীয় প্রজাদের উপর অত্যন্ত অবিচার ও অত্যাচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ ছিয়াত্তর সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় যে সকল নৌকা চাউল বোঝাই করিয়া মুর্শিদাবাদে আসিতেছিল, তিনি সেই সকল নৌকা আটক করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক টাকায় ২৫।৩০ সের চাউল ক্রয় করেন, এবং সেই চাউল টাকায় ৩।৪ সের করিয়া বিক্রয় করিয়াছিলেন। ইহাতে বহুসহস্র মনুষ্য অনশনে অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে।

৪। তিনি নায়েব-দেওয়ানী পদের অবমাননা করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক অনেকের উপর অত্যাচার এবং রাজস্ব সংগ্রহকালে প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া সংগৃহীত অর্থ নিজের ব্যবহারে ব্যয় করিয়াছেন।

৫। তিনি মৃত নবাব নাজিমুদ্দৌলা ও সৈরফ্উদ্দৌলার সাংসারিক খরচের টাকা নিজের কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন এবং তাহার হিসাব পত্রও কিছু দেন নাই।

উপরি উক্ত পাঁচটি অভিযোগ ব্যতীত রেজাখাঁর নামে আর একটি গুরুতর দোষ আরোপিত হইয়াছিল। তিনি সাজাদা এবং মহারাট্টা-দিগের সহিত কোম্পানীর বিরুদ্ধে পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন। *

মহম্মদ-রেজাখাঁর এই সকল অপরাধের বিচার আরম্ভ হইলে, এই সময় হেষ্টিংস্ ডাইরেক্টারদিগের আজ্ঞা না থাকিলেও তিনি পাটনার শাসনকর্ত্তা সেতাব রায়ের উপর তহবিল ভাঙ্গা অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় বন্দী করিয়া আনেন।

রেজাখাঁ সে সময়কার মুশলমান সমাজের একজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি, পদগৌরবে নবাবের নিম্নেই তাঁহার স্থান, বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার অনুগত, সুতরাং তিনি বন্দী হইয়া কলিকাতায় আগমন করায় বঙ্গদেশে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। ইহার পরেই আবার সেতাব রায় বন্দী হওয়াতে সমগ্র বঙ্গদেশ বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। রেজাখাঁর কর্ম্মচ্যুতির পর হেষ্টিংস্ সাহেব মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট মিডিল্টন দ্বারা দিনকতক নায়েব দেওয়ানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুরূহ, এজন্য তিনি এ কার্য্যে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করেন। সেকালের ইংরাজ কর্ম্মচারীরা কখন রেজাখাঁকে দমন করিবার জন্য নন্দকুমারকে কারামুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, † আবার কখনও নন্দকুমারকে দমন করিবার জন্য তাঁহারা রেজাখাঁকে উন্নত করিয়াছেন। এখন নন্দকুমারের পালা পড়িয়াছে। হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের চিরশত্রু

* Warren Hastings' Letter to Mr. Sykes, Dated 2nd March 1773.

† *A letter to the Proprietors of East India Stock from John Johnstone Esquire.*

হইলেও তিনি তাঁহার গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাব-সরকারের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন।

এই সময় হেষ্টিংস্ নাবালক নবাব মোবারক-উদ্দৌলার একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিতে মনস্থ করেন। এ বিষয়ে নবাবের জননী বব্বু-বেগম এবং তাঁহার বিমাতা মণিবেগম উভয়েই এই পদপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার মণিবেগমের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যাহাতে রক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হন সে বিষয়ে মহারাজ সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই, মহম্মদ-রেজাখাঁর কলিকাতায় আসিবার প্রায় আড়াই মাস পরে, হেষ্টিংস্ কাউন্সেলে গুরুদাসের নিয়োগের কথা উত্থাপন করেন। তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া মরেল, ডেক্রে গ্রেহাম প্রভৃতি কাউন্সেলের সভ্যগণ একবাক্যে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন গুরুদাসের নিয়োগ এবং নন্দকুমারের নিয়োগ উভয়ই সমান কথা। ইতিপূর্ব্বে নন্দকুমার মধ্যস্থ হইয়া সাজাদা ও ফরাসীদিগের সহিত পত্রের আদানপ্রদান করিয়াছিলেন; ইনি মীর-কাশীমের নিকট ইংরাজদিগের গতিবিধির বিষয় লিখিয়া পাঠাইতেন; ইনি বরাবরই কোম্পানীর স্বার্থ ধ্বংস করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় ইহাঁর ন্যায় দুষ্টচরিত্র ব্যক্তির কখনই ভাল করা উচিত নয়।

বিপক্ষমত খণ্ডনের জন্য হেষ্টিংস্ অতি গোপনভাবে এই সময় তাঁহার চিরশত্রু মহারাজ নন্দকুমারের চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে মহারাজের চরিত্র অতি উজ্জ্বলরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা পাঠকদিগের অবগতির জন্য হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক লিখিত বাক্যগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

The President does not take upon him to vindicate the moral character of Nundcomar ; his sentiments of this man's former political conduct are not unknown to the Court of Directors, who, he is persuaded, will be more inclined to attribute his present countenance of him to motives of zeal and fidelity to the service, in repugnance perhaps to his own inclinations, than to any predelection in his favour. He is very well acquainted with most of the facts alluded to in the minutes to the majority having been a principal instrument in directing them. Nevertheless, he thinks it but justice to make a distinction between the violation of a *Trust* and an offence committed against our Government by a man who owed it no allegiance, nor was indebted to it for protection ; but, on the contrary, was the actual servant and minister of a master whose interest naturally suggested that kind of policy which sought by foreign aids and the diminution of the power of the Company to raise his own consequence, and to re-establish his authority. He has never been charged with any instance of infidelity to the Nabob Meer Jaffur, the constant tenor of whose politics from his first accession to the Nazamut till his death correspond in all points so exactly with artifices which were detected in the Minister that they may be as fairly ascribed to the one as to the other. Their immediate object was beyond question the aggrandisement of the former, though the latter had ultimately an equal interest in their success. The opinion which the Nabob himself entertained of these services and of the fidelity of Nundcomar evidently appeared in the distinguished marks which he continued to show him of his favor and confidence to the latest hour of his life.

His conduct in the succeeding administration appears not only to have been dictated by the same principles, but if we

may be allowed to speak favourably of any measures which opposed the views of our Government and aimed at the support of an adverse interest, surely it was not only not culpable but even praiseworthy. He endeavoured (as appears from the extracts before us) to give consequence to his Master, and to pave the way to his independence by obtaining a firman from the King for his appointment to the Subahship; and he opposed the promotion of Mahomed Reza Cawn because he looked upon it as a supercession of the rights and authority of the Nabob. He is now an absolute dependant, and subject of the Company, on whose favor he must rest all his hopes of future advancement.

But whatever may have been the conduct of Rajah Nundcomar in a different station, and on former occasions, the President cannot form an idea of any danger to which the Company's interests can be exposed, by his influence with his son in the office which is now proposed for him. No situation of our affairs could enable the Nabob, or any person connected with him, to avail himself, by any immediate or sudden act, of the slender means which he has left to infringe our powers or enlarge his own. He has neither a military force, authority in the country, foreign connexions, nor a treasury. A design of such a nature, if ever practicable, can only take effect by a long train of concerted events and must be the uninterrupted work of years. But, as has been repeatedly remarked, the father having no trust or authority, nor the son abilities equal to so great an undertaking, the slightest confusion will be sufficient to remove the former and frustrate every hope of the kind for ever.

With respect to any other person who may be nominated for this charge, the President declares that he has fixed his

choice upon Rajah Goordass, from the thorough conviction that no other will be found equally qualified to answer the particular purposes of that appointment.

To conclude, at a different season, and under other circumstances, the President would acquiesce in the arguments which have urged against his recommendation. He should be very sorry to see Nundcomar become the Minister of a rival power because of his abilities. He thinks they may be most usefully employed in the service of our own Government. *

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে এই হেষ্টিংস্ই একসময় নন্দকুমার যে সকল পত্র সাজ'দা, ফরাসী প্রভৃতিকে লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্র লইয়া যথেষ্ট গোলমাল করিয়াছিলেন। এই হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের দোষগুণ সকল বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেন। তিনি এখন সরলভাবে নন্দকুমারকে বিপক্ষ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মুক্তকণ্ঠে কহিলেন "নন্দকুমার এ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছেন সে সকল কার্য্য আমাদিগের অহিতজনক হইলেও সত্যের অনুরোধে কহিতে গেলে, তাহা তাঁহার পক্ষে কোনরূপেই দূষণীয় নহে, বরং তাহাতে তাঁহার গৌরবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রভুর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যথেষ্টরূপে চেষ্টা করিয়াছেন। নবাব মীরজাফর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার উপর যথেষ্ট বিশ্বাসস্থাপন এবং তাঁহাকে রাজসম্মানে বিভূষিত করেন।

কাউন্সেলে অনেক বাদপ্রতিবাদের পর হেষ্টিংস্ জয়লাভ করিয়া রাজা গুরুদাসকে বাৎসরিক একলক্ষ টাকা বেতনে দেওয়ান-পদে

* Selections from the Letters, Despatches, and other State Papers preserved in the Foreign Department of the Government of India. Edited by Forrest. Vol. 1. pages 23-4.

নিযুক্ত করিলেন। এ সময় গুরুদাসের প্রায় ২১ বৎসর বয়ঃক্রম। গুরুদাসের দেওয়ানিপদ প্রাপ্তির পর, মহারাজ নন্দকুমারের জামাতা, জগচ্চন্দ্র, গুরুদাসের সহকারী পদে নিযুক্ত হন। জগৎচাঁদ আশা করিয়াছিলেন যে, শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকেই দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, কিন্তু তাহা না হওয়ায় এই সময় হইতে তাঁহার শ্বশুর-কুলের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উৎপন্ন হয়। মহারাজ নন্দকুমার এ সময় তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ;—

"শ্রীশ্রীহরিঃ।
শরণং।"

"প্রাণপ্রতিমেষু পরমশুভাশীর্ব্বাদ শিবঞ্চ বিশেষঃ—

"তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্ত শ্রীযুক্ত মিস্তর মেদনটিন সাহের ৯ই পৌষ সোমবার দুই প্রহর দিবস কালে এখান হইতে রাহি হইয়াছেন তাঁহার সহিত সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারিবে তুমি কোন বিষয় অসন্তোষ করিবে না তোমার নামে ওয়াজীবন আরজ লিখাইয়া শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের মিস্তর মিদনটিন সাহেব দিয়া দস্তখত করিয়া লইয়াছি শ্রীযুত লালা সুবংসরায় অল্প দিবসের মধ্যেই যাইবেন ইহার মারফৎ পাঠাইব ইহা তোমাকে দিবেন তাহার এক পরামর্শ ঠাওরাইছি লালা মজকুরের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া তাহার মত কার্য্য করিবে জে জে বিপক্ষতা করিতেছে তাহারা পোশমান হবেক্ দাস্তমানের দফা

এবং আর আর সবিশেষ সকল পশ্চাৎ লিখিব তাহাতে ওয়াকিফ হইবে লালা সুবংস রায়কে বিস্তারিত কহিলাম ইহাঁর স্থানে জ্ঞাত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিবে। শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র যদি তোমার বিগন লোকের সহিত মিলিয়া তোমার ছু (জু ?) বকীতে কমর বান্ধিয়া থাকেন তবে তিঁহ আপনার অবিবেচনাতে আপনি ফলে পঁহুছিবেন— মিস্তর মেদনটীন সাহেবের সহিত সুন্দর রূপে মিলিবা তাহা হইতে কসুর জাবেক না সমাচার এখানে হামেষ লিখিবে। কিমধিকং ইতি— ১৩ই পৌষ শুক্রবার

সমাচার পত্রার্থ জ্ঞাত হইবে কোন বিষএ ভাবিত না হবে শ্রীশ্রী৶ মঙ্গল করিবেন আর২ বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত লালা সুবংস রায় পশ্চাৎ যাইতেছেন তাহার প্রমুখাৎ প্রকু ? হইবা "(অবশিষ্টাংশ ছিন্ন)।

হেষ্টিংসের অভিপ্রায় সিদ্ধি হইবার পথ প্রশস্ত হইল। গৃহ-বিবাদ না হইলে পতন হয় না। শ্বশুর-জামাই কোথায় এক হইয়া দেশের উন্নতি চেষ্টা করিবেন তাহা না হইয়া জগচ্চন্দ্র শ্যালকের কার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন। *

গুরুদাসের নিয়োগের সহিত মণিবেগমও নবাবের অভিভাবিকা-পদে নিযুক্ত হন। এই পদের জন্য নবাব মোবারকের পিতৃব্য এক্রাম-উদ্দৌলা এবং তাঁহার গর্ভধারিণী বব্বুবেগম আবেদন করেন। উভয়ের কাহারও আবেদন গ্রাহ্য হইল না। খুড়া পাছে ভাইপোকে হত্যা

* In his (Nundcomar's) absence from the Durbar no harm can happen, as his son and son-in-law, one the Dewan and other Naib of the Nizamut, are more ready to counteract each other's designs than join in a plot to hurt our Government.—*Hastings to Sulivan, 2nd April, 1772.*

করিয়া নিজে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এই ভয়ে হেষ্টিংস্ পুরুষের হাতে এত বড় ক্ষমতা দিতে সাহসী হইলেন না, তিনি একজন স্ত্রীলোককে এই কার্য্যে মনোনীত করিলেন। এতদ্দ্বারা হেষ্টিংসের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, হেষ্টিংস্ যথেচ্ছাক্রমে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন—এই ভাবিয়া তিনি মণিবেগমকে এই পদে নিয়োগ করেন। মণিবেগম নবাব মীরজাফরের অত্যন্ত প্রণয়পাত্রী ছিলেন। তিনি প্রথমে নর্ত্তকীর ব্যবসা করিতেন। সিরাজের যে সময় বিবাহ হয় সে সময় বহুসংখ্য নর্ত্তকী দিল্লি প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হয়। তাহাদিগের সহিত মণিবেগম ও বব্বুবেগম উভয়ে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। মীরজাফরের সহিত তাঁহাদিগের ভালবাসা হওয়াতে তিনি উভয়কে বিবাহ করেন এবং বেগম করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়া দেন। মণিবেগমের গর্ভে নজমউদ্দৌলা জন্মগ্রহণ করেন। নবাবের অভিভাবক হইবার সময় মণিবেগমকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ হেষ্টিংস্‌কে প্রদান করিতে হইয়াছিল মহারাজ-নন্দকুমার পশ্চাৎকালে এই সকল বিষয় কাউন্সেলে উত্থাপন করেন।

মহম্মদ-রেজাখাঁ ও সেতাবরায়ের বিচার ধীরে ধীরে হইতে লাগিল। হেষ্টিংস্ প্রথমতঃ অপক্ষপাতে কার্য্য করিতে লাগিলেন। আমিনচাঁদের শ্যালক হুজুরীমল দুর্ভিক্ষের সময় মহম্মদ-রেজাখাঁ যে চাউলের একচেটে ব্যবসায় এবং প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ের অভিযোগ আনয়ন করিলেন। মহারাজ নন্দকুমার, রেজাখাঁ সরকারী টাকা যে অপব্যবহার করেন, সেই বিষয়ের প্রমাণ সকল হেষ্টিংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পাটনার শাসনকর্ত্তা সেতাবরায়কে বড় বেশী দিন ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। প্রায় বৎসরাবধি তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থান করিতে

হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমার কাউন্সেলে যে অভিযোগ-পত্র প্রেরণ করেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে সেতাবরায়ের কাছে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাবদে পাওনা হয়। এত টাকা যখন তাঁহার কাছে পাওনা তখন তিনি নিশ্চয় কর্ম্মচ্যুত হইবেন এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। মুর্শিদাবাদের মহারাজ ধীরাজনারায়ণ (রামনারায়ণের কনিষ্ঠ) এ কথা শ্রবণ করিয়া, গভর্ণর রিডসাহেব এবং মহারাজ-নন্দকুমারের কাছে একজন লোক পাঠাইয়া প্রস্তাব করেন যে ৯০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকাও আদায় হওয়া সুকঠিন, তাঁহাকে যদি সেতাবরায়ের কার্য্যে প্রদান করা হয় তাহা হইলে তিনি সেতাবরায়ের কাছে প্রাপ্য টাকার মধ্যে ৬০ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন।

সেতাবরায় ধীরাজনারায়ণের প্রস্তাব অবগত হইয়া নন্দকুমারকে বলিয়া পাঠান, তাঁহার নামে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা যদি বন্ধ করা হয়, তাহাহইলে তিনি গভর্ণরকে চারি লক্ষ তাঁহাকে এক লক্ষ এবং রিডসাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। "নন্দকুমার সেতাবরায়ের প্রস্তাব হেষ্টিংসের কাছে প্রকাশ করিলে তিনি এরূপ কখনই হইবে না মৌখিক এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। এই ঘটনার কিছু দিবস পরে সেতাবরায় কারামুক্ত হইয়া সসম্মানে মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তাঁহাকে বড় বেশী দিবস ইহলোকে অবস্থান করিতে হয় নাই, তিনি হেষ্টিংসের ব্যবহারে অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় ও কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সকল প্রকার ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মহম্মদ-রেজাখাঁর বিচারও অজাযুদ্ধে পরিণত হইল রেজাখাঁকে অপদস্থ করিবার জন্য হেষ্টিংস্ প্রথমতঃ যথেষ্ট উদ্যম দেখাইয়াছিলেন। প্রবল জলধারার উপর তৃণগুচ্ছ পতিত হইলে তাহা যেরূপ ভাসাইয়া

লইয়া যায়, অর্থের মোহিনী শক্তির কাছে হেষ্টিংসের বিবেকও সেইরূপ ভাসিয়া গেল। মহারাজ নন্দকুমার বলেন,—যে সময় তিনিঅসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া রেজাখাঁর উপর আরোপিত দুষ্কর্ম্মের দোষ সকল সরল করিয়া আনিতেছিলেন, সেই সময় রেজাখাঁ নন্দকুমারের কাছে প্রস্তাব করেন যে তিনি যদি এই অভিযোগ ব্যাপার হইতে নিরস্ত হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে দুই লক্ষ এবং হেষ্টিংস্‌কে দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের মুখে এই কথা অবগত হইয়া ইহার কয়েক দিবস পরে রেজাখাঁকে কারামুক্ত করেন। রেজাখাঁ দুই বৎসর কারাবাসের পর অর্থের জোরে আবার স্বাধীনতা লাভ করিলেন। দূরদর্শী হেষ্টিংস্, পাছে কেহ তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করে এই ভয়ে, ডিরেক্টরগণের কাছে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে অযাচিত কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা করেন।

"The magnitude of charges which were alleged against Mahamed Reza Khan, his reputed wealth, the means which afforded him both of suppressing evidence and even of influencing his judges in his favour, and the natural conclusion deducible from so many exaggerated accusations, that some part of them at least was true, gave additional force to these cautionary intimations, and made me fear for the consequences not only as they might affect my reputation."

হেষ্টিংস বলিয়াছিলেন,—"রেজাখাঁ প্রচুর ধনশালী অর্থদ্বারা সাক্ষী ও বিচারক উভয়কেই বশীভূত করিতে সক্ষম, তাঁহার উপর যে সকল ভয়ঙ্কর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে অন্ততঃ তাহার কিছু না কিছু সত্য বলিয়া সাধারণের সন্দেহ হইতে পারে। "এই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমার চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইতেও পারে। "হেষ্টিংস্ যে

সন্দেহ করিয়াছিলেন বাস্তবিকপক্ষে তাহাই হইয়াছিল। বিলাতে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার হলে বাগ্মিবর এডমণ্ড-বার্ক ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে সে কথা তুলিয়া জলন্ত ভাষায় হেষ্টিংসের উপর দোষারোপ করেন। হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের বুদ্ধিবলে রেজাখাঁকে শক্তিহীন করিয়া দ্বৈধ-শাসনের (Double Government) মূলদেশে কুঠারাঘাত করেন। ক্লাইবের দেওয়ানিপ্রাপ্তির পর, দেশের সমস্ত শক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিলে পাছে ইয়ুরোপীয় অন্যান্য বণিকেরা ঈর্ষান্বিত হন এই ভয়ে ক্লাইব মুর্শিদাবাদে নবাবের হস্তে বিচার ও শাসনভার ন্যস্ত করেন। নবাব ও তাঁহার মন্ত্রীরা কলিকাতা কাউন্সেলের আদেশানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ইহাই Double Government নামে অভিহিত হয়। হেষ্টিংসের এরূপ শাসনপ্রণালীর উপর বড় আগ্রহ ছিল। মুর্শিদাবাদের দরবারে যে শক্তিটুকু ছিল তাহাও নিঃশেষিত হইল।

দেশের অবস্থা এ সময় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। অত্যাচারের প্রতিকার পাওয়া সুকঠিন, 'জোর যার মুল্লুক তার" এই প্রবাদবাক্য তৎকালে বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।* চোর ডাকাতের উৎপাতে দেশ জর্জ্জরিত হইয়াছিল। তাহারা পথে ঘাটে পথিককুলের সর্ব্বনাশ করিয়া যে নিরস্ত থাকিত এরূপ নহে, সময় সময় তাহারা নির্ভয়ে দলবদ্ধ হইয়া গ্রামাদি লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিয়া অসীম অত্যাচার করিত; ইহাতে অনেক স্থান বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। উত্তর বঙ্গে

* The Council observed, "that the regular course of justice was suspended everywhere; but every man exercised it who had the power of compelling others to submit to his decisions." *Aubur's Rise and Progress of the British Power in India*, Vol I., page 425.

সন্ন্যাসীদিগের আক্রমণে ইংরাজেরা বিশেষরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ন্যাসীরা অকস্মাৎ ইংরাজ-পরিচালিত সুশিক্ষিত সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়াছিল। *

বাঙ্গালা দেশের অরাজকতা এবং তাহার উপর কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারকাহিনী ন্যায়পরায়ণ ইংলণ্ডবাসীদিগের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ইহার প্রতিকার করিবার জন্য আন্তরিক যত্নের সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে লর্ড ক্লাইবেরও অনেক দোষ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। ভারত-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াও কিন্তু ক্লাইব জনসাধারণের কাছে সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই! ইংলণ্ডের মহাসভায় তাঁহাকে যথেষ্টরূপে নিগৃহিত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি ভগ্নহৃদয়ে মুক্তিলাভ করিয়া অধিক পরিমাণে অহিফেণ ভক্ষণ করিয়া ১৭৭৪খৃঃ ২২ নভেম্বর ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

বঙ্গদেশের অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য লর্ডনর্থ প্রমুখ মন্ত্রীদল কানুন সকল (Regulating) বিধিবদ্ধ করেন। এই বিধিবলে হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারসমূহের প্রধান শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণর-জেনারল নামে পরিচিত হন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসিগণকে অত্যাচারীর পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় সুপ্রিম-কোর্ট স্থাপিত হয়।

এই কানুনের বিধান অনুসারে বিলাত হইতে জেনারল-ক্লেভারিং কর্ণেল-মনসন এবং সার-ফিলিপ-ফ্রান্সিস্ কলিকাতা কাউন্সীলে

* They (Sannyasis) often appear in the heart of the province as if they dropped from heaven. They are hardy, bold, and enthusiastic to a degree surpassing credit. Such are the Sannyasis, the gipsies of Hindostan.—Hastings to J. Dupre.

সভ্যপদে নিযুক্ত হন। ইহাঁরা অন্যান্য পরিজনগণ সহ ১লা এপ্রেল ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে 'এসবরনহাম' নাম্নী জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারত উদ্দেশে যাত্রা করেন। ঐ দিবস সার-ইলাইজা-ইম্পে, হাইড, চেম্বার্স ও লেমিণ্টার নামক কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টের নব-নিয়োজিত বিচারপতিত্রয়ও "এনসন" নামক জাহাজে বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কাউন্সেলে নন্দকুমার।

মহম্মদ-রেজাখাঁর বহু আড়ম্বরপূর্ণ বিচার সহজেই নিষ্পন্ন হওয়ার পর হইতে নন্দকুমারের প্রতি হেষ্টিংসের অনুরাগ দিন দিন শিথিল হইয়া আসে। হেষ্টিংসও মনে মনে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে নন্দকুমার তাঁহার উপর বিরক্ত, নন্দকুমার পাছে তাঁহার কোন অপকার করেন এই আশঙ্কায় হেষ্টিংস্ প্রথম হইতেই বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট নন্দকুমারের দোষ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজ-নন্দকুমার ইংরাজ-চরিত্র বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে ভারত-প্রবাসী দুষ্ট ইংরাজদিগের অত্যাচার-কাহিনী বিশাল-হৃদয় বিলাত বাসিদিগের কর্ণগোচর করিতে পারিলে অবিলম্বেই তাহার প্রতিকার হইয়া থাকে। এই সকল কারণে মহারাজ-নন্দকুমার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিলাতে একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এজেণ্ট মহাশয় মহারাজের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ভারত-প্রবাসী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ইংরাজদিগের আচারব্যবহার কখন লিডেনহাল-ষ্ট্রীটে, কখন বা অন্যান্য শক্তিশালী পুরুষদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন।

মহারাজ-নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের আন্তরিক বিদ্বেষ থাকিলেও মৌখিক সদ্ভাবের ত্রুটি ছিল না। সেই সময় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর কিঞ্চিৎ অধিক ছয় মাস সমুদ্রপ্রবাসের পর ক্লেভারিং

প্রমুখ কাউন্সেলের সভ্যগণ এবং ইম্পে আদি সুপ্রীমকোর্টের জজেরা কলিকাতা চাঁদপালঘাটে উপস্থিত হন। সভ্যগণের আগমনে দুর্গ হইতে ১৭ বার কামান ধ্বনি হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিল। হেষ্টিংস্ তাঁহার অধীনস্থ কয়েক জন কর্ম্মচারীকে চাঁদপালঘাটে পাঠাইয়া দিয়া সভ্যগণের অভ্যর্থনা করেন। মহারাজের জীবনলীলা সম্বরণের দিবস এখন সঙ্ক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে মহারাজের বিয়োগান্ত নাট্যের অভিনয় পূর্ণ করিবার জন্য যে সকল ব্যক্তি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের কার্য্যারম্ভেই তাঁহাদিগের সহিত আমরা পাঠকগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় করিয়া দিব। *

জেনারেল-ক্লেভারিং।—ইংলণ্ডের একটি সম্ভ্রান্ত বংশে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনকালে তিনি সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। কিছু দিবস তিনি ইংলণ্ডাধিপের অনুচর (Aide-de-camp) পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'কর্ণেল' এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নাইট' উপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি নম্র প্রকৃতি, যথার্থবাদী এবং একটু কোপনস্বভাব বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কাউন্সেল গৃহে যখন হেষ্টিংসের সহিত তাঁহাদিগের বাক্‌বিতণ্ডা হয় সে সময় নাকি জেনারাল সাহেব হেষ্টিংসের ঔদ্ধত্য ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বাৎসরিক লক্ষ টাকা বেতনে তিনি গভর্ণর-জেনারেলের নিম্ন আসনে আসীন হন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়ক্রমের সময় তিনি কলিকাতাতে পঞ্চত্ব লাভ করেন।

কর্ণেল-মন্‌সন :—লর্ড মন্‌সনের তৃতীয় পুত্র জর্জ্জ মন্‌সন ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুলে অধ্যয়ন সমাপ্ত

করেন। ইনি সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কতিপয় বৎসর তিনি পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জ্জের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে মন্‌সন তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর পদে (Groom of the Bedchamber) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডীচারী অবরোধকালে তিনি দ্বিতীয় সেনানায়ক পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং বীরতার সহিত যুদ্ধে আহত হইলে সেনানী কূট তাঁহার স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন। মেনিলা অবরোধ কালেও বীরবর মন্‌সন অসামান্য শূরতা দেখাইয়াছিলেন। নানা দেশে যুদ্ধ করিয়া মন্‌সন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কাউন্‌সেলের সভ্য হইয়া তিনি সস্ত্রীক বঙ্গদেশে আগমন করিলে কয়েক বৎসর পরে তিনি কলিকাতাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করেন।

সার ফিলিপ-ফ্রান্সীস্।—ইনি একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ। ফ্রান্সীসের পিতা ডবলিন নগরের একজন ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত নগরে ফ্রান্সীস জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতা পুত্রকে লণ্ডন নগরে একটি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বালক অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্পকালমধ্যে প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করে। ১৬ বৎসর বয়সের সময় ফ্রান্সীস ষ্টেট-সেক্রেটারীর অফিসে একজন লেখক পদে নিযুক্ত হন এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কাছে সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সীস্ একবার সেনানায়কের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিবস পরে তিনি পর্টুগালে দূত রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা ফ্রান্সীসের কার্য্যপটুতায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কালক্রমে যুদ্ধ বিভাগের (War Office) প্রধান লেখক পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে তিনি "জুনিয়সের পত্র"

লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী বিদ্রূপাত্মক লিখনভঙ্গী হইতে রাজা প্রজা কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। এই সকল পত্র প্রচারের পর ইংলণ্ডে মহা হুলুস্থূল লাগিয়া যায়, আক্রান্ত ব্যক্তিরা লেখকের উপর খড়্গপাণি হইয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু লেখকের নাম অপ্রকাশিত থাকায় ফ্রান্সিসের কেহ অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। জুনিয়সের পত্র ইংলণ্ডে বহুল প্রচার হইয়াছিল। ইহা হইতে ফ্রান্সীস্ বাৎসরিক দশহাজার পাউণ্ড অর্থাৎ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইতেন।* ফ্রান্সীস্ একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ইতিহাস ও জীবনচরিত তিনি বহুল পরিমাণে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ল্যাটিন্, গ্রীক্ ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি পর্টুগাল, ফ্রান্স, জারমাণী ও ইটালী দেশে ভ্রমণ করিয়া সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সীসের আত্মসংযম অসাধারণ ছিল। তাঁহার রচনা তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক হইলেও কিন্তু তিনি অপ্রিয়ভাষী ছিলেন না। তিনি পরিশ্রমী, দূরদর্শী, সুশিক্ষিত ও ন্যায়প্রিয় ছিলেন। তিনি স্বয়ং একটু গর্ব্বিত হইলেও অপরের গর্ব্ব দমন করিবার জন্য বজ্রপাণি হইয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতেন. সে সময় তাঁহার লেখনী হইতে জ্বলন্ত কালকূট বহির্গত হইয়া আক্রান্ত ব্যক্তির মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত। ফ্রান্সীস্, বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াই হেষ্টিংসের গর্ব্বিত ভাবের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তার পর যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া হেষ্টিংসের দূষিত কার্য্যাবলী আলোচনা করেন, তখন হইতে তিনি তাঁহার পরম শত্রুরূপে পরিণত হন। ফ্রান্সীসের ক্রোধাগ্নি হইতে হেষ্টিংস্ সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশে

* *Memoirs of Sir Elijah Impey* by his son E. B. Impey page 116.

তাঁহার বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া ফ্রান্সীস্, বার্ক, সেরিডন প্রমুখ বাগ্মিগণের সাহায্যে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে লোকসমাজে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সীস্ ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কাউন্সেলের উপরি-উক্ত তিনজন সভ্য ব্যতীত আমরা আর একজন সভ্যের নাম করিব। তাঁহার নাম রিচার্ড-বারওয়েল। ইনি হেষ্টিংসের প্রাণপ্রতিম বন্ধু, যখন হেষ্টিংস্ নবাগত সভ্যগণের কাছে প্রতি পদে পদে নিগৃহীত হইতেছিলেন, সে সময় বারওয়েল সাহেব ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া প্রাণবন্ধুর কার্য্যাবলী একবাক্যে সমর্থন করিয়াছিলেন। বারওয়েলের পিতা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনে কলিকাতায় কার্য্য করিতেন। ১৭৪১ খৃঃ রিচার্ড-বারওয়েল কলিকাতায় ভূমিষ্ঠ হন এবং ইংলণ্ডে দিনকয়েক লেখা পড়া শিখিয়া ১৫ বৎসরের সময় একজন কেরাণী হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইহাঁর পিতা ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে দিনকতক কলিকাতা কুঠীর গভর্ণরী করিয়া পরে টাকার জোরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টার হইয়াছিলেন। রিচার্ড বারওয়েল দিনকতক ঢাকার বড়-সাহেব হইয়াছিলেন, সে সময় ইঁহার অত্যাচারে তথাকার তাঁতিকুল অত্যন্ত জ্বালাতন হইয়াছিল; ঢাকায় অবস্থানকালে ইনি কোম্পানীর লবণের কারবার হইতে দুইলক্ষ টাকার উপর আত্মসাৎ করেন। * কলিকাতা কাউন্সেলে সভ্য হইবার দুইবৎসর পরে "কলিকাতার একজন পরমাসুন্দরী বিবির" সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ফ্রান্সিসের মতে সমগ্র ইয়ুরোপের ভিতর

* See *Forrest's Selections from State Papers*, Vol II., page 476.

হেষ্টিংস্, জর্জ্জ ভান্সিটার্ট (গভর্ণর ভান্সিটার্টের কনিষ্ঠ) এবং বারওয়েলে দোসর নাই।” ফ্রান্সীসের মতে, বারওয়েল শ্রমভীরু, লুণ্ঠনপ্রিয়, “মানসিক শক্তিচালনা বা কোন কার্য্য একাগ্রতার সহিত সম্পন্ন না করিয়া উচ্চপদপ্রার্থী ছিলেন।” তিনি “ঘুষ দিয়া বা চক্রান্ত করিয়া কার্য্যসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন।” তাঁহার মন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল, কিন্তু একমাত্র ক্রীড়ায় তিনি অক্লিষ্টকর্ম্মা ছিলেন।” খেলিবার সময় বার বার হারিয়া গেলেও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এক দিবসে ইনি ৩০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৩ লক্ষ টাকা হারিয়া যান। ইঁহার সত্যপ্রিয়তার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে দুই এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি অতুল ধনের অধিপতি হইয়া ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক মাস পরে ১০,২৫,০০০৲ টাকায় একটি বিষয় ক্রয় করেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর পর ইহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। *

কাউন্সেলের সভ্যদিগের বিষয় আমরা আর অধিক কিছু না বলিয়া এক্ষণে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার-ইলাইজা-ইম্পে এবং জর্জ্জ-চেম্বার্স-লেমষ্টার ও হইডের বিষয় অতি সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া বক্তব্য বিষয় বলিতে অগ্রসর হইব।

স্যার-ইলাইজা-ইম্পে একজন সওদাগরের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের ছয় মাস পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হন। ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারস্কুলে উভয়ে বাল্যকালে একত্রে লেখাপড়া করেন এবং এই সময় হইতে দুই জনে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। হেষ্টিংস এদেশে আসিলে পর ইম্পে আরো

* See *Dictionary of National Biography.*

কিছু দিন পড়া-শুনা করিয়া ব্যবহার-শাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে সময় পারলিয়ামেণ্ট মহাসভার অনুসারে বঙ্গদেশে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়, সে সময় তিনি থর্লো সাহেবের অনুরোধে চিফ-জষ্টিস পদে নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতায় আগমনের পর কাউন্সেলে বিবাদ উপস্থিত হইলে ইম্পে বাল্যবন্ধু হেষ্টিংসকে সৎপরামর্শ দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস এক সময়ে তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে, ইম্পের সহায়তায় তিনি তাঁহার সম্ভ্রম, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মেকলে বলেন যে সময় নন্দকুমার কাউন্সেল-গৃহে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া হেষ্টিংসকে ঘুষখোর অত্যাচারী প্রমাণিত করিতে ছিলেন, সেই সঙ্কট সময়ে ইম্পে নন্দকুমারকে ইহলোক হইতে অপসরণ করিয়া সহাধ্যায়ীর ধনমান রক্ষা করেন। সেই বিপদের সময় উল্লেখ করিয়া হেষ্টিংস্ বন্ধুর কাছে ইম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস কেবল কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে সহপাঠী দুই পয়সা সংস্থান করিতে পারেন তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বন্ধুকে বেনামী করিয়া বর্দ্ধমান প্রদেশের পুলবন্দীর ঠিকা লওয়াইয়া ইম্পের আয়ের পথ বেশ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেকালের ইংরাজমহলে ইম্পে "পুলবন্দী জজ" বলিয়া শ্লেষের সহিত অভিহিত হইতেন।* সুবিখ্যাত লেখক মেকলে বলেন, "জেফরিসের মৃত্যুর পর (ইম্পে

* সে কালে পুলবন্দী জজের কেমন আধিপত্য ছিল নিম্নের গল্পে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একজন পদচ্যুত সিভিলিয়ান্ তাঁহার এক বন্ধুকে কোন্ উপায়ে প্রচুর অর্থাগম হয় তাহার সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে বন্ধু বলেন,—মেরিয়ান আলিপুরীকে (শ্রীমতি হেষ্টিংস্‌কে) প্রাণের সহিত ভক্তি অথবা পুলবন্দীর কাজে আত্মবিক্রয় কর।"—
(*Hicky's Gazette*, of 17th March 1781.)

ব্যতীত) আর কোন বিচারক ইংরাজ-বিচারাসন কলঙ্কিত করেন নাই।" "No other such Judge has dishonoured the English ermine since Jefferies drank himself to death in the Tower." ফ্রান্সীসের ধারণা ছিল যে হেষ্টিংস্ ইম্পের হস্ত দিয়া যথেচ্ছা কার্য্য করিয়া থাকেন। ইম্পে নয় বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থানের পর, নন্দকুমারকে বিচারের ভাণ করিয়া হত্যার জন্য ও অন্যান্য অপরাধে ইংলণ্ডে আহূত হন। পরে কমন্স-সভার বিচারকালে অশেষবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিছু দিবস ইনি পার্লিমেণ্টের সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইম্পে ভবলীলা সংবরণ করেন।

অবশিষ্ট পিউনি-জর্জ্জত্রয়ের মধ্যে চেম্বার্স সাহেব সুবিজ্ঞ হইলেও তিনি দুর্ব্বলচেতা বলিয়া তাঁহার শত্রুমিত্র উভয়েরই কাছে নিন্দিত হইয়াছিলেন। ইম্পের পর তিনি সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে আরূঢ় হন। ফ্রান্সীসের সহিত চেম্বার্সের প্রথম প্রথম বেশ সদ্ভাব ছিল, কিন্তু তিনি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ নন্দকুমারের বিচারকালে ফ্রান্সীসের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

লেমেষ্টার সংকীর্ণচেতা, গর্ব্বিত এবং প্রচণ্ড প্রকৃতির লোক বলিয়া কথিত হন। তিনি জুয়াখেলায় এবং নিশীথ-ভ্রমণে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হাইডেরও লেমেষ্টারের অনুরূপ সময় সময় মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সুপ্রীম-কাউন্সেল ও সুপ্রীমকোর্টের সভ্যগণ কলিকাতায় পদার্পণ করিবা মাত্র দুর্গপ্রাচীর হইতে সপ্তদশবার কামানধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগের আগমন-সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করেন। এতদিন হেষ্টিংস্ বঙ্গদেশে একছত্রে রাজ্য করিতেছিলেন।

কাউন্সলের মেম্বরগণ কদাচিৎ তাঁহার বিভিন্নবাদী হইলেও কার্য্যতঃ কিন্তু সকলেই তাঁহার মতানুমোদন করিতেন। সুতরাং, এরূপ অবস্থায়, এদেশী বাঙ্গালী কিংবা বিদেশী ইংরাজ কেহই হেষ্টিংসের ভ্রম প্রমাদ বা দুষ্কার্য্যের কথা কহিতে সাহসী হইতেন না। সভ্যত্রয়ের কাউন্সেলে বসিবার সপ্তাহ অতীত না হইতেই তাঁহারা হেংষ্টিসের কার্য্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রোহিলা-যুদ্ধাগ্নি তখনও সম্পূর্ণ-রূপে নির্ব্বাণলাভ করে নাই. এই বিষয় লইয়া নবীন সভ্যগণ হেষ্টিংস্‌কে যথেষ্টরূপে পীড়াপীড়ি করেন। লক্ষ্ণৌএর রেসিডেণ্ট মিডিল্টনের সহিত তাঁহার যে সকল পত্র লেখালিখি হইয়াছিল, নূতন সভ্যত্রয় তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, ঘুসের পত্র দেখাইলে ঘুসের কথা ধরা পড়িবে এই ভয়ে হেষ্টিংস্ কোনরূপেই তাঁহাদিগের অনুরোধ পালন করেন নাই। ইহা ব্যতীত হেষ্টিংস্ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, অযোধ্যাপ্রদেশ ডাইরেক্টারদিগের হস্তচ্যুত করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাসনান্তর্গত করেন। এই অভিসন্ধি অবগত হইয়া সভ্যত্রয় ডাইরেক্টারদিগের কাছে তাঁহার বিরুদ্ধে পাছে লেখনী সঞ্চালন করেন এই ভয়ে হেষ্টিংস্ সেই সকল পত্র মেম্বরগণকে দেখাইতে ইতস্ততঃ করেন। মেম্বরেরা হেষ্টিংসের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে রেসিডেণ্টকে. কলিকাতায় আসিতে আদেশ করিয়া পাঠান। কাউন্সেলে হেংষ্টিসের নিগ্রহের কথা চাপা রহিল না। সর্ব্বত্রই নূতন মেম্বরগণের প্রভুতশক্তির কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। এতদিন যাঁহারা হেষ্টিংস্ বা তাঁহার আশ্রিত ও অনুগতজনের অত্যা-চারে জর্জ্জরিত হইতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সময় পাইয়া সেই সকল দূষিত কার্য্য সদস্যগণের শ্রুতিগোচর করিতে আরম্ভ করিলেন। সে কালে আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত. একথা

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কোম্পানীর ইহাতে একচেটে ব্যবসা হইবার পর তাঁহাদিগের ভৃত্যবর্গ লবণ প্রস্তুতকারক মলঙ্গীদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিত। এই সময় (১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে) কতকগুলি মলঙ্গী কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের দারুণ দৌরাত্ম্যের কথা উল্লেখ করিয়া একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। এই ব্যাপারে হেংষ্টিসের আশ্রিত কান্ত বাবু প্রভৃতি লিপ্ত ছিলেন। ইহার অনতিকালপরে বৰ্দ্ধমানের অধীশ্বর মৃত তিলকচাঁদের বিধবা পত্নী গ্রেহাম সাহেবের অত্যাচারকাহিনী কাউন্সেলে নিবেদন করিয়া পাঠান, এবং স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া এ বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণিত করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ বন্ধুবর গ্রেহামকে রক্ষা করিবার জন্য অনুগত বারওয়েলের সহিত মিলিত হইয়া মহারাণীর কলিকাতা আগমনের পথে কণ্টকপ্রদান করেন। * রাণী যে সকল অভিযোগ আনয়ন করেন সে সকলের মধ্যে তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্রকে তাঁহার অঙ্কচ্যুত করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখা এবং হেষ্টিংস ও কান্ত বাবু প্রভৃতিকে ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ ছিল। সদস্যত্রয় রাণীর অভিযোগ তদন্ত করিয়া ১৭ই মার্চ্চ হেষ্টিংসের বাধা সত্ত্বেও তাঁহাকে ও তাঁহার বালক পুত্রকে এক যোড়া সুন্দর শাল ও একটি হস্তী উপহার প্রদান করেন।

বৰ্দ্ধমানের মহারাণীর অভিযোগের পর মহারাজ-নন্দকুমার প্রত্যক্ষ ভাবে হেষ্টিংসের উপর দোষারোপ করেন। এতদিন হেষ্টিংসের বন্ধুবান্ধব ও আশ্রিতজনের উপর অভিযোগ হইতেছিল, কেহ গভর্ণর-জেনারেলের

* বারওয়েল সাহেব বৰ্দ্ধমানের মহারাণীর নামে যে সকল জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ভদ্রলোকে প্রয়োগ করেন বলিয়া আমাদের জ্ঞান ছিল না।

দূষিত কার্য্যকলাপের তীব্র আলোচনা করিতে সাহসী হন নাই। মহারাজের সহিত হেষ্টিংসের আন্তরিক শক্রতা কিরূপে প্রকাশ্যভাবে পরিণত হয় তাহা মহারাজের অভিযোগ-পত্রে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাহার বর্ণনা না করিয়া মহারাজ-নন্দকুমার ফ্রান্সীস্ হস্তে ৮ই মার্চ্চের যে পত্র ।প্রদান করেন নিম্নে সেই পত্রের অনুবাদ প্রদান করিলাম ;—

"মান্যবর ওয়ারেন-হেষ্টিংস্, সুপ্রীম-কাউন্সেলের সভাপতি এবং গভর্ণর জেনারেল মহাশয়েষু ;—

"মান্যবর মহাশয় ও মহাশয়গণ! মহম্মদ মীরকাশীমখাঁ যে সময়ে ইংরাজদিগকে হত্যা ও বন্দী করিয়া প্রাধান্যলাভ করেন, যে সময় নবাব মীর-মহম্মদ-জাফরখাঁ নিজেকে অপ্রস্তুত বিবেচনা করিয়া মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, সে সময় আমি ইংরাজ দিগের কথা অনুসারে নবাবকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষ-রূপে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি নিজে অর্থ দিয়া সৈন্য সংগ্রহ, জমী-দারদিগকে একত্র করা ও আবশ্যকীয় অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম! এইরূপে নবাবকে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত এবং মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। মীরকাশীম এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুজাদ্দৌলার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময় আমি সম্রাট্ সা-আলমের নিকট হইতে নবাব মীরজাফরের জন্য সুবা-বাঙ্গালার সুবেদারী পদের সনন্দ আনয়ন করি। যত কাল নবাব জীবিত ছিলেন, আমি ততকালই বিশ্বস্ততার সহিত সম্রাটকে অঙ্গীকৃত রাজস্ব এবং কোম্পানীর দেয়, ইংরাজ-সৈন্যের ও মহারাট্টাদিগের কড়ার অনুসারে চুক্তির টাকা প্রদান করিয়াছি। নবাবের মানসম্ভ্রম বজায় এবং তাঁহার সৈন্যরক্ষার ব্যয় ও দুষ্কালের সময়

রসদ সরবাহ করিয়াছি। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নজমদ্দৌলার নিজামৎ প্রাপ্তির পর কতকগুলি ইংরাজ আমাকে আমার চিরাভ্যস্ত কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিয়া, তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মহম্মদ-রেজাখাঁকে আমার পদে নিযুক্ত করেন। মহম্মদ-রেজাখাঁ সাত বৎসর সুবা-বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি যে ভাবে শাসন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন,—যেরূপ প্রতারণার সহিত সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন, প্রভু ও আপনার প্রজাগণের উপর যেরূপ হঠকারিতা ও অত্যাচার করিয়াছেন, শস্যের ব্যবসা করিয়া তিনি তাঁহার মনিবের সংসার ও সমগ্র বঙ্গদেশকে যেরূপে মরুভূমিতেপরিণত করিয়াছেন, সে সকল কথা সকলেই সুবিদিত আছেন। এ বিষয় পক্ষপাত বিহীন হইয়া যে সময় অনুসন্ধান করা যাইবে তখনই তাঁহার চরিত্র এইরূপ কলঙ্কিত বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এখন আমি দশ বৎসর হইতে বেকার বসিয়া আছি রেজাখাঁ তাঁহার সমগ্র মন্ত্রিত্ব কালে, রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার সময় আমি কোনরূপ ভ্রম-প্রমাদ, কার্য্য নির্ব্বাহে বিলম্ব, অথবা কোনরূপ প্রতারণা করিয়াছি কি না তাহা বাহির করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমা দ্বারা এরূপ কার্য্য কখন সম্পন্ন হয় নাই কাজে কাজেই তিনিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যিনি কেন কোন সম্ভ্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হউন না, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে যেরূপ কতকগুলি অনুরক্ত লোকের সহিত মিলিত হওয়া যায় সেইরূপ কতকগুলা অসন্তুষ্ট কুচক্রী লোকের সহিতও সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। মহম্মদ-রেজাখাঁ অসীম চেষ্টা করিয়াও শেষোক্ত শ্রেণীর একজন লোককেও আমার বিরুদ্ধ দাঁড় করাইতে পারেন নাই। হেষ্টিংস্ সাহেব যখন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালার শাসনকার্য্যে প্রবিষ্ট হন, তখন তিনি আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া

রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে সময় আমি যাহা করিয়াছিলাম তাহা অগ্রে বলিতেছি। জেনারাল-ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন এবং ফিলিপস-ফ্রান্সীস্ যখন ইংলণ্ড হইতে এদেশে কৌন্সেলের সভ্য হইয়া আগমন করেন, তখন প্রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস এদেশীয় অনেক লোককে তাঁহাদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। তাঁহাদিগের আগমনের এক সপ্তাহ পরে আমি গভর্ণর সাহেবকে সভ্যত্রয়ের সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করি। গভর্ণর প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে তাঁহার একজন শত্রুর সহিত আমার মিত্রতা আছে, সেই শত্রু নাকি আমার নিকট হইতে সংবাদ লইয়া কাউন্সলের সভ্যদিগের নিকট গমন করিয়া থাকেন। গভর্ণর বলিলেন, "যখন আমার শত্রুর সহিত আপনার সখ্যতা আছে, তখন তাঁহার দ্বারাই মেম্বরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করুন না কেন?" তারপর তিনি ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "আমার নিজের সুবিধার জন্য যাহা ভাল হইবে তাহাই করিব, কিন্তু তাহাতে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।" আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমার পরম শত্রু গ্রেহাম সাহেবের * নিন্দাবাদে আপনি কাণ দিবেন না। এই অবস্থায় কয়েকদিবস অতীত হইয়াছিল।

কিছু দিবস পরে গভর্ণর সাহেব মেম্বরগণের সাহিত আমার আলাপ

* মহারাজ-নন্দকুমার যখন কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন তখন গ্রেহাম সাহেব বৰ্দ্ধমানে কার্য্য করিতেন। ইহাঁর মুন্সী সদর-উদ্দীন সাক্ষ্যপ্রদান কালে বলেন, বৰ্দ্ধমানে অবস্থানকালে তিনি নন্দকুমারের শীল-মোহর দেখিয়াছেন। গ্রেহামের স্বার্থের উপর এ সময় মহারাজ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহারাজের পরম শত্রু হইয়াছিলেন।

করিয়া দিবার জন্য ইলিয়ট সাহেবকে * আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। এই সময় হইতে আমি কখন কৌন্সেলের সভাত্রয় কখন বা গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতাম। ২৯শে পৌষ মঙ্গলবার আমি গভর্ণরের বাড়ি গিয়া দেখি গভর্ণর ও গ্রেহাম সাহেব দুইজনে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। গ্রেহামের গমনের পর গভর্ণর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'আমি এখন ঠিক জানিয়াছি যে আপনি আমার শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। এখন থেকে আমি এখানে আপনার একজন শত্রু হইলাম, এ শত্রুতা বিলাতে গিয়াও নিবৃত্তি হইবে না। আজ হইতে আপনি আমার বাড়িতে আর আসিবেন না। আপনার যতদূর সাধ্য আমার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করুন।"

ইহার পর আমি বলিলাম, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা একটু ঠাণ্ডা হইয়া অপক্ষপাতে বিচার করিবেন, এই বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব না, এই বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। আমি মনে করিলাম যে তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল কথা কহিয়াছেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি যে আমার কোন অনিষ্ট করিবেন ইহা আমার তিলমাত্রও বিশ্বাস হইল না। কিন্তু যখন দেখিলাম, যে জগৎচাঁদকে আমি বাল্যকাল হইতে অপত্যনির্বিশেষে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছি এবং এখনও সে আমার পুত্র রাজা গুরুদাসের অধীনে নায়েবের কার্য্য করিতেছে, সেই অকৃতজ্ঞ

* এই ইলিয়ট সাহেব মহারাজের বিচারকালে দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার বয়ক্রম ২০ বৎসরের অধিক নহে। হেষ্টিংস্ ও ইম্পের ইনি বড় অনুগ্রহভাজন ছিলেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পার্লিমেণ্ট-মহাসভার ইম্পের অবিচার কাহিনী জলন্তভাষায় বর্ণন করিয়া ইম্পেকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন।

জগৎচাঁদ যখন কাউন্সেলের আদেশ এবং গুরুদাসের অনভিপ্রায়ে এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই গভর্ণরের কাছে সর্ব্বদা গমন করিয়া আমার ও আমার পুত্র গুরুদাসের অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরিতেছে, তখন আমার সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল! আবার যখন শুনিলাম এই জগৎচাঁদ এবং আমার পরম শত্রু মোহনপ্রসাদ—যে মোহনপ্রসাদকে কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলেই ঘৃণা করেন, যাহাকে সকলেই প্রবঞ্চক ও কুচক্রী বলিয়া জানেন, যাহাকে স্বয়ং গভর্ণর এক সময় বাড়ি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া সম্মুখে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—সেই মোহন প্রসাদএখন আহুত হইয়া অনুগ্রহভাজন হইয়াছে, গভর্ণর তাহাকে পান দিয়া সম্মান করিতেছন, সে গুপ্তমন্ত্রণায় স্থান পাইতেছে, তখন আমার এ সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়া উঠিল।

মোহনপ্রসাদ এখন গভর্ণরের বাগানবাড়ি ও কলিকাতার বাড়ির গুপ্তমন্ত্রণা-সভায় স্থান পাইয়াছে, সে সর্ব্বদা জগচ্চন্দ্রের বাড়িতে মন্ত্রণা করিতেছে। মোহনপ্রসাদ কোন্ পদ গৌরবে গভর্ণরের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিতে সমর্থ হইয়াছে? আমার সহিত শত্রুতা করিয়া আমাকে ক্লেশে ফেলা ব্যতীত আর কি কোন কারণ আছে? আমার এদেশে কোন ক্ষমতা নাই, হেষ্টিংস্ সাহেবই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। এরূপ শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমি পরমেশ্বরের কৃপার উপরই নির্ভর করিলাম। আত্মমর্য্যাদাকে আমি জীবন অপেক্ষা বহুমূল্য বিবেচনা করি। গভর্ণরের বিরুদ্ধে আমি যে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছি তাহার জন্য আমাকে ঘোরতর বিপদে পতিত হইতে হইবে সে কথা আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি। কিন্তু আমি যদি নীরবে অবস্থান করি তাহা হইলে আমাকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিপদে পতিত হইতে হইবে। অতএব ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুরোধে আমি আপনা-

দের সমক্ষে হেষ্টিংস্ সাহেবের চরিত্রের কতিপয় কথা উল্লেখ করিব। আমার একান্ত প্রার্থনা যে আপনারা ইহাতে প্রণিধান করিবেন।

হেষ্টিংস্ যে সময় মান্দ্রাজ হইতে আগমন করিয়া বাঙ্গালার শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, সে সময় তিনি একদিন আমাকে ডাকাইয়া বলেন যে তিনি মহম্মদ-রেজাখাঁ এবং রাজা সেতাব-রায়ের অন্যায়রূপে তহবিল ভাঙ্গার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। তিনি তাঁহা-দিগকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এ কার্য্যে আমাকে সহা-য়তা করিতে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি হিসাব প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। ইহার পর গভর্ণর সাহেব আমাকে বলেন যে, তিনি কাউন্সেল কর্ত্তৃক আমাকে সুবা-বাঙ্গালার আমীন পদে নিযুক্ত করিবেন, মহম্মদ-রেজাখাঁ ও রাজা সেতাবরায় তাঁহাদিগের শাসিত প্রদেশের হিসাবপত্র আমারই নিকট প্রদান করিবেন এবং তৎপদোচিত ক্ষমতা আমার হস্তে ন্যস্ত করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। গভর্ণরের কথানু-সারে আমি তাঁহাকে আমার ক্ষমতানুসারে সাহায্য করিতে লাগিলাম। হেষ্টিংস, মহম্মদ রেজাখাঁ ও সেতাবরায়কে কলিকাতায় আনিলেন এবং আমাকে তাঁহাদিগের তহবিল ভাঙ্গার তালিকা প্রস্তুত করিতে বলায় তাঁহার কথা অনুসারে আমি তাহা প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

বাঙ্গালার নবাব সরকারের বহুমূল্য অলঙ্কার, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি পশু এবং গুপ্ত-ধনাগারের টাকা ছাড়া মহম্মদ-রেজাখাঁ ১১৭২ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্য্যন্ত, এই ছয় বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশ ও ঢাকা প্রদেশ হইতে সংগৃহীত রাজস্বের মধ্যে প্রায় ২,০২,১৮,৯৫৮৲ কোটী টাকারও অধিক অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত রেজাখাঁ যে প্রদেশ শাসন করিতেন সে প্রদেশ হইতে তিনি কোম্পা-নীকে ১৩,০০-০০০৲ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু রেজাখাঁ

তাহা না করিয়া স্বয়ংই সেই টাকা হস্তগত করিয়াছেন। এই মোট ৩,০৫,২৬,৯৫৭৲ টাকার হিসাব আমি হেষ্টিংস সাহেবের নিকট প্রদান করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত রেজাখাঁ দুর্ভিক্ষের সময় ধান্য ও চাউল ক্রয়-বিক্রয়কালে যাহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করাই। রেজাখাঁ একথা অবগত হইয়া আমাকে বলিয়া পাঠান, "আমার বিষয় যদি আপনারা কোন অনুসন্ধান না করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে দুই লক্ষ এবং হেষ্টিংস সাহেবকে দশ লক্ষ টাকা দিব।" এ কথা আমি অবগত হইবামাত্র গভর্ণর সাহেবকে নিবেদন করিলে, তিনি বলেন, "সামান্য টাকায় কোম্পানীর ক্রোরো টাকার অভিযোগ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন না।" এই কথার কয়েক দিবস পরে গভর্ণর সাহেব আমার কাছে কোন কথা উল্লেখ না করিয়া রেজাখাঁকে মুক্তি প্রদান করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে বিচার হইতেছিল তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। রেজাখাঁ হঠাৎ গভর্ণর বাহাদুরের কেন এরূপ অনুগ্রহ ভাজন হন, কেনই বা কোম্পানীর স্বার্থ হানি করিয়া হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে হঠাৎ ছাড়িয়া দেন, ইহার কারণ তিনি নিজেই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

রেজা-উদ্দিন-মহম্মদখাঁ ও মহম্মদ আলিখাঁ নামক দুইজন মুসলমান কর্ম্মচারীর কাছে কোম্পানীর এক লক্ষেরও অধিক টাকা পাওনা ছিল। তাহাদিগের মৃত্যুর পর মহম্মদ-রেজাখাঁ তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানীকে এক কপর্দ্দকও না দিয়া স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। ১১৮১ সালে রেজাখাঁ তাঁহার মুৎসদ্দী অমৃত সিংহকে কলিকাতায় কয়েদ রাখিয়া প্রচুর টাকা তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইয়াছিলেন। তাঁহার জাইগীরের আমীন গোপাল সিংহ প্রত্যেক বৎসর রেজাখাঁর

মোহর সম্বলিত ছাড়-পত্র পাইলেও রেজাখাঁ তাহার নিকট বহুল পরিমাণে টাকার দাবি করিয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন। কেহই এই হতভাগার অভিযোগ শ্রবণ করিতেছেন না। হেষ্টিংস্ সাহেব এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন, মহম্মদ রেজাখাঁর জাইগীর যিনি নায়েব-স্থবার কার্য্য করেন তিনিই সেই জাইগীর ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রেজাখাঁ তিন বৎসর যাবৎ কর্ম্মচ্যুত হইলেও তিনি উক্ত জাইগীরের স্বত্ব ভোগ করিতেছেন। কোম্পানী কেন যে এই ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন, হেষ্টিংস সাহেবই তাহার উত্তর দিবেন।

রাজা সেতাবরায় যে সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহার একটি তালিকা আমি হেষ্টিংস সাহেবকে দিয়াছিলাম। ফসলী ১১৭৩ সালের প্রথম হইতে ১১৮১ সালের শেষ পর্য্যন্ত সেতাব রায় ৯০৲ লক্ষ টাকারও বেশী আত্মসাৎ করিয়াছেন। রায়-সাহেবের অবরোধ সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌছিলে রাজাধীরাজনারায়ণের পত্র লইয়া তাঁহার একজন উকীল গভর্ণর সাহেব, রিড সাহেব ও আমার কাছে আসিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন 'যে যদি সেতাবরায়ের নিকট কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধীরাজনারায়ণ ৬০ লক্ষ টাকা কোম্পানীকে দিতে স্বীকৃত আছেন। অধিকন্তু তিনি সেতাবরায়ের পদ পাইলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ভবিষ্যৎকালে কোম্পানীকে রাজস্বও বাড়াইয়া দিবেন।”

সেতাবরায় ধীরাজনারায়ণের প্রস্তাব অবগত হইয়া আমার কাছে বলিয়া পাঠান, যদি এই অভিযোগ সম্বন্ধে আর কোন গোলমাল না করিয়া মিটমাট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি গভর্ণর সাহেবকে চারি লক্ষ, আমাকে এক লক্ষ এবং রিড সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা

দিবেন। সেতাবরায়ের এই কথা আমি গভর্ণর সাহেবকে কহিলে, তিনি বলেন, "সরকারী টাকা যে রূপেই হউক আদায় করিতে হইবে, এ বিষয় কোন বন্দোবস্ত করা যাইবে না।"

হেষ্টিংস আমার সহিত পরামর্শ বা সরকারী টাকা আদায় না করিয়াই সেতাবরায়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন ও তাঁহার পূর্ব্ব পদে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেতাবরায়ের সম্মানের সহিত মুক্তি, অথবা ধীরাজনারায়ণের কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার কারণ হেষ্টিংস সাহেবই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

খালসা-সরকারের মুৎসদ্দীদিগের বাৎসরিক বেতন বাবদ জাইগীর ও নগদে ২৫০০৲ হাজার টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। রাজা রাজবল্লভ মাসিক ২৫০০ হাজার টাকা বেতন পান অথচ দেওয়ানগঞ্জেরও প্রচুর আয় ভোগ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে কোম্পানীর স্বার্থ কিরূপে রক্ষিত হইতেছে তাহার উত্তর দেওয়া কি হেষ্টিংসের উচিত নয়?

হেষ্টিংস সাহেব যে সময় কাশী যান, তখন তিনি, কাশীপতি বলবন্ত সিংহ বেহার প্রদেশের যে সকল ভূমি নিজের জমীদারীর সহিত মিলাইয়া লন তাহা চেৎসিংহের নিকট পুনরুদ্ধার করিবার জন্য হেষ্টিংস সাহেব আমার নিকট একটি ফর্দ্দ চাহেন। আমি কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির সময় হইতে ১১৭৯ ফসলী সাল পর্য্যন্ত একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিই। সেই হিসাব অনুসারে বলবন্তসিংহের নিকট ২৪ লক্ষ টাকা পাওনা হইয়াছে। বলবন্তসিংহ বিহারপ্রদেশ হইতে কেরা-মুনগরোর (Kara Mungrour) ও বিজয়গড় নামক প্রদেশদ্বয় স্বীয় জমীদারী ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই সকল বিষয়ের তালিকা আমি হেষ্টিংস সাহেবকে প্রদান করিলে তিনি আমাকে বলেন 'রায় রাধাচরণকে এই তালিকার একখানা নকল প্রদান করিবেন; যদি

বলবন্তসিংহের পুত্র চেৎসিংহ এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন তাহা হইলে রাধাচরণ তাহার উত্তর ও আপত্তিখণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন।" হেষ্টিংস বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া চেৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, অথচ জমীদারীও পূর্ব্ববৎ চেৎ-সিংহের অধীনেই রহিয়া গেল। কোম্পানীর স্বার্থের প্রতি হেষ্টিংস সাহেব কেন লক্ষ করেন না ইহার কারণ তিনি কি আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন না?

গভর্ণর সাহেব, বাহারবন্দ ও অন্যান্য জমীদারী রাণী ভবানীর নিকট হইতে লইয়া নিজের বেনিয়ান কান্ত বাবুকে প্রদান করিয়াছেন। রাণী কোন্ অপরাধে এই বিষয় হইতে বঞ্চিত এবং কান্তবাবুই বা কোন দলিলে ইহাতে স্বত্ববান্ হইলেন তাহার কারণও কি গভর্ণর সাহেব আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন না?

দিল্লীশ্বর সাহ-আলম বাদসা আমাকে রাজ-সম্মান দ্বারা সম্মানিত করিবার জন্য এতদ্দেশীয় প্রথা অনুসারে আমাকে একখানি ঝালরদার পাল্কী এবং অন্যান্য সম্মান-চিহ্ন প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল দ্রব্য আমার কাছে আগমনকালে যখন পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হয় সেই সময় আমার প্রভু নবাব জাফরআলিখাঁ মৃত্যুমুখে পতিত, আমিও কর্ম্মচ্যুত হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলাম। পাটনার শাসনকর্ত্তা সেতাবরায় সম্রাট্প্রদত্ত দ্রব্য সকলআমি পাইলে পাছে মহম্মদ-রেজাখাঁ বিরক্ত হন এই ভয়ে, তিনি তাহা আটক করিয়া রাখিয়া দেন। হেষ্টিংস্ সাহেব কোন গতিকে একথা অবগত হইয়া সেতাবরায়ের উকীলকে দিয়া দ্রব্য গুলি পাঠাইয়া দিতে বলিয়া পাঠান। তদনুসারে তাহা প্রেরিত হয় এবং সেই অবধি সেই সকল দ্রব্য হেষ্টিংস সাহেবের দখলে রহিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহা আমি প্রাপ্ত হই নাই। আমার একান্ত বাসনা আপ-নারা গভর্ণর সাহেবকে এই প্রকার অন্যায় কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা

করিবেন। বাদসা-প্রদত্ত দ্রব্য সকল যদি আমার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করাইবেন।

উপরের কথা গুলি আমি সাধারণ ভাবে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে আমি গভর্ণরের কার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা বলিব।—

কোম্পানীর কার্য্যে নিয়োগ করিবার সময় গভর্ণর হেষ্টিংস্ সাহেব যে সমস্ত টাকা ঘুষ লইয়াছিলেন তাহার তালিকা।—

১১৭৯ সাল ১২ই আশ্বিন।—রাজা গুরুদাসের নায়েবী এবং মণিবেগমের রক্ষয়িত্রীর পদে নিয়োগের জন্য আমি গভর্ণরের খানসামা বালকৃষ্ণ, জগন্নাথ এবং আমার কর্ম্মচারী চৈতন্যনাথ, নরসিংহ ও সদানন্দের মারফতে কলিকাতায় হেষ্টিংস সাহেবকে তিন তোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছি।

প্রথম তোড়া	... ...	১,৪৭১ আক্‌বরী মোহর।	আক্‌বরী টাকা।
দ্বিতীয় "	... ...	১,৪৭১	"
তৃতীয় "	... ...	৯০০	"
এবং ১১৪০টা আধুলী	...	৫৭০	"
মোট		৪,৪১২	" অথবা ৭৫,০০৪৲

১১৭৯ সাল ১৫ই আশ্বিন।—গভর্ণরের খানসামা জগন্নাথ ও বালকৃষ্ণ এবং আমার কর্ম্মচারী নরসিংহ ও সদানন্দের মারফত গভর্ণরকে দেওয়া হইয়াছে—

এক তোড়া	...		১,২৯১ মোহর।
ঐ ঐ আধুলী ৩৫৯	বা		১৭৯॥০ "
		মোট	১,৪৭০॥০ অথবা ২৪,৯৯৮॥০

১১৭৯ সাল ১৯শে আশ্বিন।—গভর্ণর সাহেবের কথা অনুসারে উপরি-
উক্ত টাকার বাঁটার জন্য তাঁহার খানসামা জগন্নাথ ও
বালকৃষ্ণের হস্তে পাঠান হয়—প্রথম তোড়া মোহর ১৮২॥০
(১৭৲ টাকার মোহর) ... ... ৩,১০২॥০

১১৭৯ সাল ২৯শে আশ্বিন।—কলিকাতায় গভর্ণরের নিকট জগন্নাথ ও
রামকৃষ্ণ এবং শিবরামের মারফত এক তোড়া আরকটি
টাকা ... ... ১,০০০৲

১১৭৯ সাল ৪ঠা ভাদ্র।—নবাব মোবরকদ্দৌলার গর্ভধারিণী বব্বু বেগমকে
পদচ্যুত করিয়া মণিবেগমকে সেই পদে নিযুক্ত করায় হেষ্টিংস
সাহেবকে মুর্শিদাবাদে দেওয়া হয় ... ১,০০,০০০৲

১১৭৯ সালে আষাঢ় মাসে গভর্ণর সাহেব কলিকাতা হইতে কাশীম-
বাজারে গিয়া তিন মাস থাকেন। এ সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে
নবাব-বাটিতে যাইতেন। মুর্শিদাবাদ হইতে তাঁহার কলিকা-
তায় আসিবার সময় মণিবেগম রাজা গুরুদাসকে বলেন
"মহারাজ-নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠান যে গভর্ণর সাহেবকে
১,৫০,০০০৲ টাকা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। মহা-
রাজ নন্দকুমার যেন একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া হেষ্টিংসকে
জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার কাছে নগদ টাকা কি হুণ্ডি বরাত
করা যাইবে। আমি হেষ্টিংসকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে
তিনি বলেন "মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আমার কারবার আছে;
কান্তবাবুর ভাই নরসিংহকে কাশীমবাজারে দেওয়া হউক।"
এই কথা অনুসারে আমি রাজা গুরুদাস ও মণিবেগমকে লিখি
যে কান্তবাবুর ভাই নরসিংহের কাছে যেন টাকা পাঠান হয়।
১১৭৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে মণিবেগম গুরুদাসের জাতসারে

চৈতনধরের তত্ত্বাবধানে নরসিংহের মারফত গভর্ণর সাহেবকে দেওয়া হয় ... ... ১,৫০,০০০৲

পারসী ভাষায় মহারাজ-নন্দকুমারের স্বাক্ষর। মোট ৩,৫৪,১০৫৲

মহারাজ-নন্দকুমারের পত্র কৌন্সীলে আনীত হইলে মূল পারসী পত্রখানি বিশুদ্ধ রূপে অনুবাদ করিবার জন্য অনুবাদকের হস্তে প্রদত্ত হইল এবং ইংরাজি পত্রখানি সভ্যদিগের সম্মুখে পঠিত হইতে লাগিল। অভিযোগ-পত্র যতক্ষণ পড়া হইতেছিল হেষ্টিংস সাহেব একমনে দৃঢ়তার সহিত তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। এসময় তাঁহার হৃদয় কিরূপ অশান্তি-পূর্ণ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পত্র পাঠের পর হেষ্টিংস ফ্রান্সীস সাহেবকে বলিলেন আপনি সভায় বলিয়াছেন যে নন্দকুমারের পত্রোল্লিখিত বিষয় কিছুই জানেন না। আমি কৌতূহল পরবশ হইয়া একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, অনুগ্রহ করিয়া আপনি বলুন আমার বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ আনিবার পূর্ব্বে কি আপনি এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন?

ফ্রান্সীস।—মন্ত্রিসভার একজন সদস্য হইয়া ব্যক্তি বিশেষের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমি এ প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। তবে আমি এই মাত্র উত্তর দিই যে নন্দকুমার যখন অভিযোগ-পত্র আমার কাছে দেন তখন ইহার ভিতর কি লেখা আছে তাহা আমি কিছুই জানিতাম না, এখন বোর্ডের সম্মুখে পঠিত হওয়াতে জ্ঞাত হইয়াছি। কিন্তু ভাব ভঙ্গীতে আমি এরূপ বুঝিয়াছিলাম যে ইহার ভিতর গর্ভর্ণরের বিরুদ্ধে কিছু লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে মহারাজ নন্দকুমারের জীবন হেষ্টিংসের ক্রোধাগ্নিতে আহুতি দিবার স্বস্তি বচন পাঠ করিয়া শনিবারের সভা হইয়া গেল। ১৩ই

মার্চ্চ সোমবার পুনরায় মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইলে, ফ্রান্সীস সাহেব নাকি হেষ্টিংস সাহেবকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস তাহা উল্লেখ করিয়া বিলাতে পত্র লিখেন। এই বিষয়ে ফ্রান্সীস সাহেব একটি মন্তব্য সভ্যদের কাছে উপস্থিত করেন। এই কার্য্যের পর সেক্রেটারী সভ্যদের কাছে নিবেদন করেন যে তিনি মহারাজ-নন্দকুমারের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন। পত্রখানি স-কৌন্সীল গভর্ণর জেনারেলের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। পত্রখানি আনীত হইয়া কৌন্সীল সমক্ষে পঠিত হইল। ইহাতে এরূপ লিখিত ছিল ;—

"আমি ১১ই তারিখে আপনাদিগের কাছে যে পত্র পাঠাই তাহাতে মান্যবর গভর্ণর সাহেবের শাসনকালের সজ্ঞিপ্ত সত্য বিবরণ প্রদান করিয়াছি। উক্ত পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কোন অংশই আমি পরিবর্ত্তন করিতে চাহি না। পরিবর্ত্তন তো দূরের কথা, সে পত্রে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে আপনাদের আজ্ঞা হইলে আমি তাহার যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রদান করিব। বলা বাহুল্য আত্মসম্মান রক্ষা ব্যতীত এরূপ করিবার আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

"কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধির সহিত দেশ সুশাসিত হওয়াই আমার আন্তরিক বাসনা। ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরদের কাছে আমি সর্ব্বদাই বলিতাম যে কোম্পানীর ভৃত্যেরা কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও ধনোপার্জ্জনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকিলে প্রজা-সাধারণের অত্যন্ত কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। যাহাতে কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি ও প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি হয় তাহাই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের প্রথম কর্ত্তব্য। হেষ্টিংস সাহেব এদেশে আসিয়া রাজস্ব ও দেশের অবস্থা অবগত হইবার জন্য আমার সহায়তা প্রার্থনা করেন, তাঁহার কথা অনুসারে আমি তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম ; কিন্তু

যতদিন পর্য্যন্ত না কার্য্যোদ্ধার হইয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত তিনি আমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। কার্য্য সিদ্ধির পর তিনি আর আমার কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না। জানিনা তিনি কি জন্য মিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তিনি এক্ষণে নিজের স্বার্থকেই মূল উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আপনারা আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের লিখিত বিষয় গুলি বিবেচনা করিয়া যাহাতে দেশের ও কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি হয় এইরূপ ভাবে কার্য্য করুন।"

মহারাজ-নন্দকুমারের স্বাক্ষর।

পত্র পাঠ সমাপ্তির পর কর্ণেল মন্‌সন প্রস্তাব করিলেন যে মহারাজ-নন্দকুমারকে তাঁহার ৮ই তারিখের পত্রোক্ত বিষয়ের যথার্থতা সপ্রমাণ করিবার জন্য বোর্ডের সম্মুখে আহ্বান করা হউক।

মন্‌সনের প্রস্তাবের পর, গভর্ণর জেনারেল একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন। আমরা অতি সঙ্ক্ষেপে তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম।—

"নন্দকুমার যে আমার অভিযোক্তা হইয়া বোর্ডের সম্মুখে আগমন করিবে তাহা আমি প্রাণান্তেও সহ্য করিতে পারিব না। কাউন্সেলের সদস্যগণকে আমি আমার কার্য্যাবলীর বিচারক বলিয়া স্বীকার করিয়া অথবা একজন সামান্য অপরাধীর ন্যায় বিচারপ্রার্থী হইয়া এস্থানে আমি অবস্থান করিব না। যদিও আমি আইনের মর্ম্ম অনুসারে প্রমাণিত করিতে পারি না, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মন্‌সন্ ও মিঃ ফ্রান্‌সীসই প্রকৃত অভিযোক্তা, নন্দকুমার উপলক্ষ মাত্র। ইহারা কলিকাতায় আসিয়া অবধি শাসন বিষয়ক কার্য্যাদির প্রতিবাদ ও পরিবর্ত্তন করিয়া আমার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ বিষয় উভয়পক্ষেই স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিয়া বিলাতে ডিরেক্টারদিগের কাছে পত্র পাঠাইয়াছেন। সাধারণের কাছে আমাকে ঘৃণিত করিবার জন্য ইঁহারা এখন এই নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহাকে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিঃ যোসেফ ফাউক, মহারাজ-নন্দকুমার, রূপনারায়ণ চৌধুরী ও বর্দ্ধমানের মহারাণীর সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন।

"বর্দ্ধমানের রাণী আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন আমার বিশ্বাস সে সমস্ত ফাউক সাহেবের লেখা। এই সকল পত্রের অধিকাংশ ইংরাজিতে লেখা ছিল, পারসীতে যাহা লেখা ছিল তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা ইংরাজীর অনুবাদ। আমি একখানা মূল পারসী পত্র দেখিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমাকে দেখিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাতেই আমার ধারণা হয় যে তাহা নাই বলিয়াই আমাকে দেওয়া হয় নাই।

"নন্দকুমারের অভিযোগ পত্রখানি বহন করিয়া আনা তাঁহার পদোচিত কার্য্য হয় নাই। আর নন্দকুমারেরও তাঁহার হাতে পত্র পাঠাইতে চেষ্টা করায় নিতান্ত ঔদ্ধত্য ও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্রান্সীস সাহেব যখন পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে নন্দকুমারের পত্রখানি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পূর্ণ তাহা বুঝিতে পরিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে এই সকল অভিযোগের যথার্থতা প্রতিপন্ন হইলে গভর্ণরের ইহাতে মান হানি হইবে। ফ্রান্সীস সাহেব এই মানহানিকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ও বিপদের বোঝা স্কন্ধে লইয়া রাজমন্ত্রীর উপযুক্ত কার্য্য করেন নাই।

"নন্দকুমার আমাকে এই আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার অভিসন্ধি অবগত হইয়াছি। নন্দকুমারের মন্ত্রণা করিবার ক্ষমতা যেমন অধিক, কিন্তু তাহা গোপন করিবার ক্ষমতা তাঁহার তেমনই অল্প। কোন

লোকের কাছে আমার নামে অভিযোগ পূর্ণ দুইখানি কাগজ দেখিয়াছি। বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি মন্সন সাহেবের বাটিতে গিয়া তাঁহাকে এ সকল বিষয়ের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছেন। মন্‌সন সাহেবের সহিত নন্দকুমারের কোন্ সময়ে এই সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। বোধ হয় যে সময় "বুট" ও "পাসিফিক্" নামক জাহাজদ্বয় সরকারী কাগজপত্র লইয়া বিলাতে গমন করে সেই সময়ের আগে বা পশ্চাতে ইহা হইয়া থাকিবে। সে সময় যে অভিযোগ পত্র আমি দেখিয়ছিলাম তাহা হইতে ইহাতে অনেক বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা আবশ্যক হইবে বিবেচনা করিয়া আমি ইহার অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছি। আমার ইচ্ছা অদ্যকার সভার কার্য্য বিবরণীর সহিত এই অনুবাদেরও একটি নকল রাখা হউক। এরূপ করিবার আমার এই উদ্দেশ্য যে যদি কখন আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বা অপর কোন লোক এই সকল বিষয় পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহারা উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই বোর্ডের সভ্যগণই আমার প্রকৃত অভি-যোক্তা। আমার শাসনকালের প্রথম হইতে ইঁহারা আমার আইন সঙ্গত ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া আমাকে সাধারণের কাছে ক্ষমতা-হীন প্রতিপন্ন করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। আমি কোম্পানীর অধিকার সমূহের প্রধান শাসনকর্ত্তা পার্লিমেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত—আপনাদিগের অপেক্ষা পদোন্নত—আমি সামান্য অপরাধীর ন্যায় আপনা-দের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একজন নীচ, মনুষ্যকুল কলঙ্ক—যাহাকে আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন—সেই ব্যক্তির কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইব?*

* হেষ্টিংসের এই সকল প্রলাপোক্তির প্রতিবাদ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। এস্থানে আমরা বাগ্মিবর বার্কের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"নন্দকুমারই যে এই নীচ ব্যক্তি তাহা কি আমাকে নামোল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে? নন্দকুমারের শিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ভিতর হইতে আমার বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদিগের জবানবন্দী শুনিতে ও তাহার উত্তর দিবার জন্য কি আমাকে আপনারা এ স্থানে থাকিতে বলেন? তাহা কখনই হইবে না। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে নূতন সভা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে আমার অতীত আচরণের আলোচনা করিতে পারেন। আমি পুনরায় বলিতেছি যে আমি কখনই অপরাধী রূপে নন্দকুমারের সম্মুখে উপবেশন করিব না।"

গভর্ণরের প্রস্তাব শেষ হইয়া গেলে মন্ত্রীসভা মধ্যে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কর্ণেল মন্‌সন বলিলেন;—গভর্ণর কাহার মুখে শুনিয়াছেন যে আমি নন্দকুমারে সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং আমাকে তিনি অভিযোগের বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন? আশা করি তিনি বোর্ডের কাছে এ বিষয়ের সদুত্তর দিবেন।

গভর্ণর-জেনারেল।—কর্ণেল সাহেবের এই প্রশ্নটিকে আমি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। কর্ণেল সাহেব এই রাজ্যের মন্ত্রি-

"If therefore Nundcomar was a man, who (if not degarding your Lordships to say) was equal in rank, according to the idea of his country to any Peer in this House, as sacred as a Bishop,—of as much gravity and authority as a judge—and who was the Prime Minister of a country in which he lived, with what face can Mr. Hastings call this man a "wretch" and say he will not suffer him to be brought before him."—*Vide* Burke's speeches in the Impeachment of W. Hastings before the House of Lords.

সভার একজন সভ্য। নন্দকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা যিনি আমাকে বলিয়াছেন তাঁহার নাম অবগত হইলে চাই কি কর্ণেল সাহেব জাতক্রোধ হইতে পারেন, এই, কারণে আমি তাঁহার নামোল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। এ বিষয় আমিই একমাত্র জ্ঞাত নহি, এই সভার অন্যতম সভ্য বারওয়েল সাহেবেরও এ বিষয় শ্রুতিগোচর হইয়াছে আশা করি তিনি বোর্ডের সমক্ষে তাহা প্রকাশিত করিবেন।

বারওয়েল সাহেব বলিলেন আমি এ সকল বিষয় অবগত আছি, আর গভর্ণর-জেনারেল বোর্ডের সমক্ষে যে পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার একখানি নকল আমার হস্তগত হইয়াছে।

কর্ণেল মন্‌সন।—গভর্ণর-জেনারেল যখন নন্দকুমারের সহিত আমার কথোপকথন কাহার কাছে অবগত হইয়াছেন তাহার নামোল্লেখ করিলেন না। তখন আমি আর ঐ প্রশ্নের পুনরুত্থান করিতে ইচ্ছা করি না। জনসাধারণের নিকট গভর্ণরের কথার যেরূপ গুরুত্ব, মন্ত্রিসভার একজন সভ্যের বাক্যের গুরুত্ব তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই জন্য আমি বোর্ডের কাছে বলিতেছি যে গভর্ণর জেনারেল ও বারওয়েল সাহেব উভয়েই এ বিষয় মিথ্যা সংবাদ পাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নন্দকুমারের নিকট হইতে পারসী বা এদেশীয় ভাষায় লিখিত পত্র অথবা গভর্ণরের বিরুদ্ধ অভিযোগপত্র আমার হস্তগত হয় নাই।

এই তর্কের পর মহারাজ-নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে আনা হইবে কি না তাহার মত গ্রহণ করা হইল।

ফ্রান্সীস।—আমি এই প্রশ্ন অনুমোদন করি।

বারওয়েল।—রাজা নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে ডাকিয়া আনিবার তো কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমার মতে গভর্ণরকে একজন সামান্য অপরাধী সাজাইয়া নন্দকুমারকে তাঁহার অভিযোক্তা করিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা বোর্ডের নাই। বাস্তবিকপক্ষেই যদি সভ্যদিগের এই সকল অভিযোগের যথার্থতা জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সুগম উপায় অবলম্বন করিয়া ইচ্ছাপূর্ণ করিতে পারেন। নন্দকুমার কোম্পানীর পক্ষে ও গভর্ণরের বিপক্ষে যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন সে সমস্ত তিনি সুপ্রীমকোর্টের কাছে অবাধে বলিতে পারেন। সুপ্রীমকোর্টে এই অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচারকেরা যথারীতি সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিয়া বিচারাজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারেন। আমার মতে নন্দকুমারকে বলা হউক যে তিনি যেন সুপ্রীমকোর্টে গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলি দাখিল করেন। অন্যথা নন্দকুমারের আনীত গভর্ণর সাহেবের পক্ষে মানহানিকর কোন অভিযোগ বোর্ড কখনই গ্রাহ্য করিবেন না।

মন্সন।—গভর্ণরের বিরুদ্ধে মহারাজ-নন্দকুমার কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য বোর্ডের সম্মুখে তাঁহাকে আনা হউক। পরিশেষে তাঁহার অভিযোগাদি সত্য মিথ্যা বুঝিয়া সুপ্রীমকোর্টে বিচারের জন্য পাঠান যাইবে। এরূপ স্থলে আমার বিবেচনায় নন্দকুমারকে আনয়ন করা অত্যন্ত আবশ্যক ইহাতে গভর্ণর জেনারেলও তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি খণ্ডন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন।

জেনারেল ক্লেভারিং।—গভর্ণর-জেনারেলের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে গভর্ণরের সহিত বোর্ডের উপরও কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় গভর্ণর ও মন্ত্রিসভার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মহারাজ-নন্দকুমারকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিয়া প্রমাণ লওয়া হউক। এসময় যদি আমরা ইহা না করি তাহা হইলে ভবিষ্যতে চাই কি তিনি আমাদের উপর এই বলিয়া দোষারোপ করিতে পারেন যে অভিযোক্তাকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া অভিযোগ গুলির যথার্থতা খণ্ডন ও তাঁহাকে তাঁহার চরিত্র রক্ষা এবং নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে উপযুক্ত অবসর হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের রাণী গভর্ণরের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনিয়াছেন সেই সকল মূল দলিলপত্র তিনি দেখিতে ইচ্ছা করিলে রাণীর উকিলের কাছে অনায়াসেই দেখিতে পারেন। মহারাজ-নন্দকুমার ও বর্দ্ধমানের মহারাণী যে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহা যদি মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে বলিব যে নন্দকুমারের ও রাণীর অভিযোগ গুলি সমস্তই মিথ্যা এবং অসূয়াপরিপূর্ণ। এই সকল কারণে আমি বলি যে নন্দকুমারকে সভার সমক্ষে আনয়ন করা হউক।

গভর্ণর-জেনারেল।—এ সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার অসাক্ষাতে আপনারা নন্দকুমার কে আনয়ন করিতে পারেন।

এই সময় মহারাজ-নন্দকুমারকে সভার ভিতর আনা স্থির হইলে, সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাকে ভিতরে আনিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন।

মন্সন।—নন্দকুমারকে আমি সভামধ্যে আনিবার প্রস্তাব করাতে গভর্ণর

সাহেব আমাকেই তাঁহার অভিযোক্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাহার নিকট তিনি নন্দকুমারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে একথা শ্রবণ করিয়াছেন তাহার নামোল্লেখ করিতে তিনি অস্বীকৃত হইয়াছেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ বা অভিযোগ পত্র পাঠ করিয়াছি তাহা হইলেই কি তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে? গভর্ণরের পদমর্য্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই আমি এই প্রস্তাব সভামধ্যে উত্থাপন করিয়াছি এবং আইন অনুসারে আমরা যতদূর পারি নন্দকুমারের কাছে সেই সকল সংবাদ শ্রবণ করিব। যদি নন্দকুমারের কথিত বিষয় গুলি দুষিত ও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এই কারণের জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিব। গভর্ণর সাহেব স্বয়ং এখানে উপস্থিত থাকিলে এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা।

গভর্ণর-জেনারেল।—আমি এখন সভা ভঙ্গ করিলাম। আমার অবর্ত্তমানে এই সভাতে যে সকল কার্য্য হইবে তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ফ্রান্সীস।—গভর্ণরকে আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি সভাপতির আসন পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন?

গভর্ণর-জেনারেল।—আমি আপনার অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না। আমি সভা ত্যাগ করিলাম। (সবেগে গমন)।

বারওয়েল।—গভর্ণর সাহেব সভাভঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। এখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। গভর্ণরের কথায় আমি বুঝিয়াছি যে তিনি "এই সভার সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলাম" এই কথা না বলিয়া

"সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলাম" এই কথাই বলিয়াছেন। যাহা হউক আমিও এই গৃহ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি। এখন সভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পুনরায় যে পর্য্যন্ত না আমি গভর্ণর-জেনারেলের নিকট হইতে আমন্ত্রণ পত্র পাইতেছি সে পর্য্যন্ত আমি এ সভায় যোগ দিতে ইচ্ছা করি না।

(বারওয়েলের প্রস্থান।)

মন্সন।—আমার বিবেচনায় গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভা ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা নাই। এমন কি সভার কার্য্য কিছু দিন বন্দ রাখিতে হইলেও মন্ত্রীদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দরকারী কার্য্য থাকিলে "বেলা নাই" বলিয়া যে আপত্তি তাহাও গ্রাহ্যের মধ্যে আসিতে পারেনা। এক্ষণে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না গভর্ণর সাহেব পুনরাগমন করিয়া স্বীয় পদে উপবেশন করিতেছেন সে সময় পর্য্যন্ত ক্লেভারিং সাহেব সভাপতি হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

মন্সনের প্রস্তাবের পর ফ্রান্সীস সাহেবও ক্লেভারিং সাহেবকে সভাপতিপদে উপবেশন করিবার জন্য যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবনার অবতারণা করিলেন। অগত্যা জেনারেল ক্লেভারিং সভাপতিপদে উপবেশন করিয়া সকলের সম্মতি ক্রমে মহারাজ-নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে আনয়ন করিবার জন্য এসিষ্টাণ্ট-সেক্রেটারী এরিয়ল সাহেবকে আদেশ করিলেন। কাউন্সেলের প্রধান সেক্রেটারী-সারজন-ডয়লী (Sir John D'oyly) এসময় কাউন্সেলে উপস্থিত না থাকায় অরিয়ল সাহেবই দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন। মহারাজ-নন্দকুমার কাউন্সেলে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন গভর্ণরের নামে এরূপ ভাবে অভি-

যোগ আনিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখন তিনি আমার ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ করিবার জন্য জগৎ চাঁদ, মোহনপ্রসাদ প্রভৃতি নীচ প্রকৃতির লোকের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন অগত্যা আমাকে আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য এরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। গভর্ণরের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ব্যতীত আমার কাছে কয়েক খানি মূল দলিলপত্র আছে, আপনাদের তাহা দেখিবার ইচ্ছা হয়ত তাহা আমি দেখাইতে পারি।"

সভ্যেরা মূলদলিল দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মহারাজ এক-খানি দলিল প্রদান করিলেন। এখানি মণিবেগমের শীলমোহর সংবলিত পারসী পত্র। আগে থেকেই ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাউন্সেলে পত্রখানি পঠিত ও শীলটি পরীক্ষিত হইয়া যথার্থ বলিয়া বিবেচিত হইল। মণিবেগম যে সময় নবাবের রক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্তা হন, সেই সময় এই পদ সংগ্রহের জন্য গভর্ণরকে টাকা দিবার কথা মহারাজ নন্দকুমারকে লিখিয়াছিলেন।

পত্র পাঠের পর মহারাজকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহার উত্তরে তিনি বলেন,—"মণিবেগম একবার গভর্ণরের বেনিয়ান কান্ত বাবুর দ্বারা এই মূল দলিলখানি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কান্তবাবু ইহা লইয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে আমি তাহাতে অস্বীকৃত হই। ইহাতে তিনি ইহার নকল লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু সে সময়ে সন্ধ্যা হওয়াতে অন্যদিন আসিয়া তিনি ইহার নকল লইয়া যাইতে মনস্থ করেন।" পত্রোক্ত যে সকল ভৃত্য, গভর্ণরকে টাকা দিতে গিয়াছিল, তাহাদের কথায় মহারাজ বলেন—"যে সকল লোকের দ্বারা আমি টাকা পাঠাইয়াছি তাহা উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই

জানা যাইবে। ইহাদিগের মধ্যে গভর্ণরের খানসামা বালকৃষ্ণ ও জগন্নাথ এবং আমার পক্ষীয়দের মধ্যে নরসিংহ, সদানন্দ ও চৈতন্যনাথ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত ঘটনা অবগত হওয়া যাইবে। নরসিংহ ও চৈতন্যনাথ উভয়েই আমার কাছে কার্য্য করিত; কিন্তু উভয়েই কর্ম্মচ্যুত। নরসিংহ মুর্শিদাবাদে এবং চৈতন্যনাথ ও সদানন্দ তেজারতী করিতেছে। তাহারা আমার সাক্ষাতেই গভর্ণরের খানসামাকে টাকা গণিয়া দেয়। গভর্ণর এই টাকা পাইয়াছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে তিনি আমাকে বলিয়া পাঠান যে সমস্ত টাকা তাঁহার কাছে আসিয়াছে।”

ইহার পর কাউন্সেল কান্তবাবুকে ডাকাইয়া উপরি-উক্ত দলিল প্রার্থনা ও অন্যান্য বিষয়ের প্রমাণের জন্য শমন প্রেরণ করিলেন। জেরার মুখে পাছে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে হেষ্টিংস্ সাহেব কান্তকে বোর্ডে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কান্তবাবু বোর্ডের আহ্বান পত্র পাইয়া তদুত্তরে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া পাঠাইলেন,—

“আমাকে কাউন্সেলে হাজির হইবার হুকুম করা হইয়াছে। গভর্ণর সাহেব এখন এখানে, এবং আমি তাঁহার কাছেই আছি। আমি জানি না তিনি কি কারণ আপনাদের কাছে যাইতে নিষেধ করিলেন। মন্ত্রিসভার যখন পুনঃ অধিবেশন হইবে তখন আমাকে ডাকিলেই উপস্থিত হইব।

শ্রী কৃষ্ণকান্ত দাস।”

কান্তবাবুর এই পত্র পাইয়া সভ্যগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মহারাজ নন্দকুমারকে এখন আর কোন প্রশ্ন করিবার আবশ্যক না থাকায় তাঁহাকে গমন করিতে বলিয়া কাউন্সেলের সভ্যগণ সেক্রেটারীকে গভর্ণরের কাছে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নন্দকুমারের গমন এবং কাউন্সেলে পুনরাগমন করিয়া সভাপতি-পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া

পাঠান। নূতন-কাউন্সেল-প্রেরিত লোক হেষ্টিংসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আবার শান্তিভঙ্গ করিল। বারওয়েল বাগানবাটীতে গিয়াছেন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে, একাকী সভ্যদের কাছে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া হেষ্টিংস্ পরদিবস রেভিনিউ-বোর্ডের সভায় তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা বলিয়া পাঠাইলেন। সভ্যত্রয় উত্তর পাইয়া, নন্দকুমারের পত্রোক্ত যে সকল টাকা তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা কোম্পানীর ধনাগারে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস্ সেক্রেটারীর এই পত্র পাইয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। তিনি [illegible] বলিয়া পাঠাইলেন—“এ প্রকার অসম্পূর্ণ সভার [illegible] আমি কোন কর্ম্মের বলিয়া স্বীকার করি না; সুতরাং [illegible] কোন উত্তরও দিব না।” সদস্যত্রয় হেষ্টিংসের এই উক্তি [illegible] হইলেন, তাঁহারা মহারাজ-নন্দকুমারের অভিযোগ সম্বন্ধীয় কাগজপত্র জবানবন্দী প্রভৃতি কোম্পানীর এটর্ণীর কাছে প্রেরণ করিয়া টাকা আদায় করিবার জন্য হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিতে পারে কি না, এ বিষয় তাঁহার মতপ্রার্থী হইলেন।* এই সকল কার্য্যের পর সভা ভঙ্গ হইয়া যায়।

* মহারাজ-নন্দকুমারের আনীত অভিযোগ অবলম্বনে হেষ্টিংস্ সাহেবের নামে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে নালিশ চলিতে পারে [illegible] সে বিষয় Solicitor Genearl Wedderburn, Sergeant Adair, এবং Sayer সাহেবের মতই প্রধান। [illegible] শেষোক্ত ব্যক্তির মতটি উদ্ধৃত হইল;—“As I am satisfied (with proofs) a discovery will not be injurious to his defence or integrity. It is my advice that a Bill be filed in the Supreme Court of Calcutta at the suit of the Company against Mr. Hastings—which he will be obliged to answer. The circumstance may put an end to all contest in Bengal and be of great use to the Company.”

পর সভায় গভর্ণর সাহেব উপস্থিত হইলেন। এ সভায় কান্তবাবুকে লইয়া তুমুল কাণ্ড লাগিয়া গেল। জেনারেল সাহেবের একান্ত ইচ্ছা যে গভর্ণর সাহেব যেরূপ দুর্ভাগা হিন্দুদিগেকে শাস্তি দেন কান্তবাবুকে একবার সেইরূপ তুড়ুমের ভিতর প্রবেশ করান। গভর্ণর, জেনারেলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন—"এরূপ হইলে আমি আমার প্রাণ দিয়া কান্তবাবুকে রক্ষা করিব।" ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া আর কোন কার্য্য না করিয়া এ দিবসের সভা ভঙ্গ করা হইল।

উপরে আমরা সঙ্ক্ষেপে কাউন্সেলের বিবরণ বিবৃত করিলাম। হেষ্টিংসের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে, তাঁহার অতীত কার্য্যের উপর ঘোরতর সন্দেহ আসিয়া থাকে। তিনি যদি নির্দ্দোষী হইতেন তাহা হইলে তিনি অসঙ্কোচে অভিযোগ গুলির উত্তর বা কান্তবাবুকে বিনা আপত্তিতে বোর্ডে প্রেরণ করিতে পারিতেন। তিনি যতই এই কার্য্যের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন ততই সাধারণের সন্দেহ তাঁহার উপর ঘনীভূত হইয়াছিল।

কাউন্সেলের সভ্যত্রয় অত্যন্ত তাড়াতাড়ির সহিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি একটু ধীরতার সহিত এই সকল কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে হেষ্টিংস্কে সুপ্রীমকোর্টে অপদস্থ হইতে হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় হেষ্টিংস্ সতর্ক হইয়া গেলেন, অবশেষে তিনি সুপ্রীমকোর্টে মহারাজ-নন্দকুমারকে ফাঁদে ফেলিয়া চিরকালের জন্য তাঁহাকে ইহলোক হইতে শমন সদনে পাঠাইয়া দেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সুপ্রীমকোর্টে মহারাজ।

কাউন্সেলে হেষ্টিংস সাহেব, সদস্যত্রয়ের নিকট যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়া, নন্দকুমারের মুখরোধ ও সর্ব্বনাশ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বড় বেশী ভাবিতে হইল না। কমল-উদ্দীন নামক হিজলী নুনগোলার ইজারদার এই সময় গভর্ণরের সহিত মিলিত হয়। এই কমলকে গভর্ণর সাহেব এক সময় জঘন্য চরিত্রের পুরুষ বলিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবশ্যক হওয়াতে হেষ্টিংসসাহেব পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া গিয়া ইচ্ছা অনুসারে তাহার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কমলের পিতা ও পিতামহের সহিত মহারাজের প্রণয় ছিল। বিশেষতঃ ইহার পিতা মহারাজের বিপদের সময় একবার উপকার করিয়াছিল, সেই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া মহারাজও কমলের উপর একটু বেশী অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কমল বাল্যকাল হইতে মহারাজের কাছে প্রতিপালিত, তাঁহারই দ্বারা সম্মানিত ও অর্থদ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কমল, মহারাজার অনুগৃহীত হইলেও কিন্তু নিজের চরিত্রদোষে মাঝে মাঝে মহারাজার সহিত বিরোধ করিত। এইরূপ কিছু দিবস বিরোধের পর কমলের পুত্রের বিবাহের জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হয়, এজন্য কমল, মহারাজার জামাতা রাধাচরণের

সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ প্রার্থী হইলেন। মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মহারাজ তাহাকে ক্ষমা করেন, এসময় কমল একটা মোহর নজর দেয়। তার পর কমল তাহার পুত্রের বিবাহের কথা বলিয়া কিছু সন্দেশ পাঠাইবার কথা নিবেদন করে। এ সকল ফাল্গুন মাসের কথা। কমল হুগলিতে গিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়া মহারাজ নন্দকুমার ও রাধাচরণ রায় উভয়ের বাড়ীই সন্দেশ লইয়া যায় এবং কয়েক দিবসের মধ্যে মহারাজার নিকট ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। আমরা এ বিষয়ে অন্য কথা কিছু না বলিয়া কমল উদ্দীনের কথায় চক্রান্ত-অভিযোগ সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

২০শে এপ্রেল এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার পূর্ব্ব দিবস (অর্থাৎ ১৯শে এপ্রেল ১৭৭৫ খৃঃ অঃ) দিবা প্রায় ৯ টার সময় কমল উদ্দীন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে গবর্ণর সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া গভর্ণর সাহেবকে বলে যে, "মহারাজ নন্দকুমার, রায় রাধাচরণ, পিতা পুত্র ফাউক সাহেব আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন। আমাকেও সেই বিষয়ে লিপ্ত করিবার জন্য জবরদস্তী পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে দুইখানি আর্জী লিখিয়া লইয়াছেন এবং তাহাতে স্বাক্ষর করাইবার জন্য আমাকে আবদ্ধ করিয়া বল প্রয়োগ করেন। দোহাই লাটসাহেব আমি অতি কষ্টে তাহাদের হাত ছাড়াইয়া আপনার কাছে উপস্থিত হইয়াছি—আমি কিছু জানি না, দোহাই কোম্পানী, আমি এ বিষয় বিচার প্রার্থনা করি।" গভর্ণর সাহেবের সহিত মহারাজ নন্দকুমারের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে, ফাউক সাহেবের উপর হেষ্টিংস সাহেব মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ, অপরাধ এই যে, ইনি কয়েক খানি আর্জীর অনুবাদ করিয়া ক্লেভারিং সাহেবকে দিয়াছিলেন। এই দুইজন মহাপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছে।

গভর্ণর যে, আগ্রহের সহিত কমলকে গ্রহণ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? হেষ্টিংস সাহেব কমলকে বলিলেন, "আমার কাছে এ বিষয়ের কোন বিচার হইবে না, তুমি নবাগত বিচারকদিগের কাছে গমন কর, তথায় তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া তিনি ইম্পে সাহেবের কাছে একখানি অনুরোধ পত্র দিয়া কমলকে পাঠাইয়া দেন। সেই দিবস অপরাহ্ন কালে কমল ইম্পের কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল, কিন্তু সময় না থাকায় কিছু করা হইল না। ইম্পে অন্যান্য জজত্রয়কে সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের সমবেত পরামর্শে স্থির করিলেন যে, কমলের অভিযোগ যোগ্য সেই রাত্রেই কয়েকখানি আদালতের সহী মোহর সংযুক্ত পত্র গভর্ণর, বারওয়েল, ক্লাভীরিং, জোসেফ ফাউক, মহারাজ নন্দকুমার, রায় রাধাচরণ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির কাছে প্রেরণ করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে ইম্পে সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়া পাঠান। মকর্দ্দমার জবানবন্দী লওয়া হইলে পর সুপ্রীম কোর্টে রীতিমত বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে সাক্ষ্য দিবার সময় কমল বলিয়াছে "আর্চডেকিন ও গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিব এই ভয় দেখাইবার জন্য আমি দুইখানি আর্জী লিখিয়া তাহা রায় রাধাচরণের দ্বারা মহা-রাজার কাছে পাঠাইয়া দিই, এবং তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া ছিলাম। এই অনুরোধ করিয়া আমি রাধাচরণকে বলিয়া দিলাম ইহার ভিতর অনেক মিথ্যা কথা আছে যদি ভবিষ্যতে আবশ্যক হয়, তবে সত্য ঘটনা পূর্ণ-পত্র লিখিয়া দিব এবং কার্য্য শেষ হইলে মহারাজ নন্দকুমারকে ৪০০০৲ এবং আপনাকে দুই হাজার টাকা উপহার প্রদান করিব। এই বলিয়া আমি ১২টি মোহর নজর দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করি।"

"পর দিবস প্রাতঃকালে আমি মহারাজার কাছে গমন করি—তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন কমল, রাধাচরণের কাছে তুমি গঙ্গাগোবিন্দের নামে যে আর্জী দুইখানি রাখিয়া গিয়াছ তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তুমি উহা কৌন্সলে পেশ কর না? জেনারেল সাহেবকে বলিয়া তোমার সমস্ত টাকা আদায় এবং গঙ্গাগোবিন্দকে ডাকাইয়া এ বিষয় সমস্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিব। ফাউক সাহেবের সহিত তোমার যে শত্রুতা আছে তাহা তুমি রাধাচরণের সহিত তাঁহার বাড়ী গিয়া মিটাইয়া ফেল। তাহা হইলে তিনি তোমাকে জেনারেল, কর্ণেল ও ফ্রান্সীস সাহেবের কাছে পরিচিত করিয়া দিবেন এবং ইহাতে পূর্ণিয়া চাকরীও তোমার হইতে পারে। মহারাজার কথায় আমি ফাউক সাহেবের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিলে, মহারাজ, রাধাচরণকে পর দিবস আমাকে সাহেবের কাছে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করেন। আমি সে দিবস গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরদিবস রাধাচরণের সহিত ফাউকের কাছে গমন করিলাম।"

"রাধাচরণের সহিত আমি যে সময় ফাউক সাহেবের বাড়ি গমনকরি তখন তিনি কৌচের উপর শয়ন করিয়া কি পড়িতেছিলেন। আমি পাঁচ টাকা তাঁহাকে নজর দিলাম, তিনি তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র গ্রহণ করিলেন না। আমাকে বসিতে বলিয়া তিনি কামরার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তার পর তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আমি মহারাজার কাছে তোমার যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনিয়াছি, মহারাজা তোমাকে যাহা বলিবেন তাহা তুমি শুনিও ইহাতে তোমার ভাল হইবে। আমি তোমার পূর্ণিয়ার চাকরী এবং অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিব। এইরূপ কথোপকথনের পর ফাউক সাহেব পান, গোলাপজল ও আতর দিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন। ফাউক

সাহেবের নিকট হইতে আসিয়া আমি দুইদিন বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে মহারাজার কাছে যাই এবং নিবেদন করি যে কাল আমাকে বিশেষ কার্য্যের জন্য হুগলী যাইতে হইবে এজন্য মহারাজের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি। মহারাজা বলেন—ফাউক সাহেবের নামে গভর্ণরের কাছে তুমি গত অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে যে আর্জ্জী পাঠাইয়াছিলে সেই খানি আমাকে দিয়ে যেও। আমি বাড়ী গিয়া আমার নূতন মুন্সীকে দিয়া যাহা আমার স্মরণ ছিল তাহা লিখাই ও তাহাতে আমার শীল মোহর করিয়া দিই।

"আমি হুগলী গমন করিলে পর শুনিলাম সদর উদ্দীন মুন্সী কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গঙ্গা গোবিন্দের সহিত সমস্ত বিষয় মিটমাট করিয়া লই। মহারাজার কাছে গিয়া মুন্সী সদর উদ্দীনের দ্বারা গঙ্গাগোবিন্দের সহিত আমার সমস্ত বিষয় নিষ্পন্ন হইয়াছে একথা নিবেদন করি এবং আর্জ্জী দুইখানি ফেরত চাহিলাম। মহারাজা বলিলেন—রাধাচরণের সহিত তোমার যে টাকার কথা হইয়াছিল সে বিষয় কি করিলে? গঙ্গা-গোবিন্দের নিকট টাকা পাইলে আমি পূর্ব্ব কথা অনুসারে কার্য্য করিব এজন্য আমি খত লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত নহি। মহারাজা বলিলেন রাধাচরণ আমার অজ্ঞাতসারে আর্জ্জী দুইখানি ফাউক সাহেবকে দেখিতে দিয়াছেন। তিনি নাকি তাহার অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন। এ কথায় বলিলাম আমি আপনাকেই আর্জ্জী দেখিতে দিয়াছি, আমি কোন অভিযোগ করিনাই। এই কথায় মহারাজ বলিলেন কমল দুঃখিত হইও না তুমি গভর্ণর সাহেবের প্ররোচনায় ফাউক সাহেবের বিরুদ্ধে যে আর্জ্জী লিখিয়া ছিলে সে সম্বন্ধে এক্ষণে লিখিয়া দাও যে, গ্রেহাম ও গভর্ণর সাহেবের উত্তেজনায় এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলে। এরূপ

লিখিয়া দিলে ফাউক সাহেব তোমার উপর যারপর নাই প্রসন্ন হইবেন এবং পূর্ণিয়ার কর্ম্মেও নিযুক্ত করিবেন। ইহা শুনিয়া আমি গৃহে আগমন করিয়া একখানি আর্জী লিখিয়া মধ্যাহ্নে মহারাজার কাছে গিয়া প্রদান করি। সে খানি মনোনীত না হওয়াতে মহারাজ আমাকে আমার মুন্সী-সহ সন্ধ্যাকালে আসিতে আদেশ করিলেন। আমি আমার মুন্সীসহ সন্ধ্যাকালে পুনরায় গমন করিলাম। মহারাজার মুন্সী ডোমনসিংও উপস্থিত হইল। একখানা আর্জী প্রস্তুত হইলে মহারাজ তাহা দেখিয়া স্থানে স্থানে শোধন করিয়া দেন। এ সময় আমার পেটে বড় বেদনা হওয়াতে আমি ঘরে চলিয়া আসি। তার পর এক প্রহর রাত্রির সময় মহারাজার ভৃত্য ইয়ার মহম্মদ ও আমার মুন্সী আমার বাড়ীতে আসিয়া বলে যে, ইহাতে শীল মোহর করিবার জন্য মহারাজ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম ইহাতে শীল মোহর করার কথা তো আমার সহিত কিছু হয় নাই। শীলও সে সময় আমার কাছে ছিল না, বাক্সের ভিতর ছিল। ইয়ার মহম্মদ তামাক খাইয়া চলিয়া গেল। পর দিবস প্রাতঃকালে আমি ফাউক সাহেবের বাড়ী যাই, গিয়া দেখি যে রাধাচরণ ফাউক সাহেবের ছেলের ঘরে বসিয়া আছেন। আমিও উপবেশন করিলাম। আমার অবস্থান কালে রাধাচরণ বড় ফাউকের কাছে গেলেন এবং এক ঘড়ী বা দুই ঘড়ী কথোপকথন করিয়া তিনি যে স্থানে বসিয়া ছিলেন সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন। এর একটু পরে অক্রুর মান্না আমাকে বড় ফাউকের কাছে লইয়া যায়।

"আমি যখন ফাউক সাহেবের কাছে যাই তখন তিনি বিছানায় বসিয়াছিলেন, আমাকে তাঁহার সম্মুখের একখানা কেদারায় উপবেশন করিতে বলিলেন ও নানা প্রকার মিষ্ট কথায় আমাকে তুষ্ট করিয়া বিছানার ভিতর হইতে একখানা আর্জী বাহির করিয়া আমাকে তাহাতে

শীল করিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি বলিলাম মহারাজার সহিত তো আমার এমত কোন বন্দোবস্ত হয় নাই যাহাতে আমি শীলকরিতে বাধ্য, ফাউক আমার কথা শুনিয়া রুষ্ট হইয়া বলিলেন আর্জীতে যে গরীব পরওয়ার আদালাত গুস্তর প্রভৃতি শব্দ লিখিত আছে তাহা কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? ফাউক সাহেবকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হই এবং গলায় কাপড় দিয়া পায়ে ধরিয়া বলি, "আমি দরিদ্র লোক আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না ইহার সমস্ত মিথ্যা।" এই কথার পর ফাউক সাহেব অত্যন্ত রাগিয়া একখান বই তুলিলেন (Churchill voyages) ও চিৎকার করিয়া কুত্তাকা বাচ্ছা বলিয়া গালিদিতে লাগিলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম এবং ভয়ে তাঁহার কথা অনুসারে আর্জীতে সহি করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাতে শীল দস্তখত করিলাম। অনন্তর সাহেব বলিলেন এই সকল সাক্ষীকে ইহাতে সাক্ষ্য হইতে বল; আমি কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করি। তারপর সাহেব আর একখানি ফর্দ্দ বাহির করিয়া বলিলেন তুমি কি তিন বৎসরের ভিতর ৪৫০০০৲ পয়তাল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ বাৎসরিক ১৫০০ হাজার টাকা বারওয়েলকে দিয়াছ? আমি বলিলাম আজ্ঞে হাঁ। তার পর বলেন গভর্ণরকে পোনর হাজার টাকা নজর দিয়াছ? আজ্ঞে হাঁ। হুঁসিয়ার-জঙ্গ (মর্ক্ষ ভান্‌সীটার্টকে) বার হাজার টাকা দিয়াছ? প্রত্যুত্তরে স্বীকৃত হইলাম। তার পর তিনি বলেন রাজা রাজবল্লভকে সাত হাজার এবং কান্ত বাবুকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছ? আমি "হাঁ" দিয়া পশ্চাৎ সেই ফর্দ্দে দস্তক্ষত করিলাম তবে তিনি আমাকে আসিতে দেন। আমি যখন কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া আসি সে সময় ছোট ফাউক ও রাধাচরণ হাসিতে হাসিতে দরজার কাছে আসেন। আমি ছোট ফাউককে বলিলাম যে আপনার পিতা জোর করিয়া যে আর্জী-

গুলিতে সহী করিয়া লইয়াছেন সে গুলি ফিরাইয়া দিন না, হলে আমি কৌন্সেলে নালিশ করিব। উভয়েই বড় ফাউকের কাছে গেলেন, তার পর ছোট ফাউক কতকগুলা কাগজ আনিয়া বলেন এর ভিতর তোমার কাগজ আছে, কাল সকাল বেলায় আসিলে তোমাকে দিব, সে সময় মহারাজাও আসিবেন। অগত্যা আমি চলিয়া আসিয়া সদর উদ্দীনের কাছে গিয়া তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। এবং যদি আর্জী ফিরাইয়া না দেন তাহা হইলে বারওয়েল প্রভৃতিকে একথা নিবেদন করিতে অনুরোধ করিলাম। সন্ধ্যার সময় মহারাজার বাড়ীতে গমন করিয়া ফাউক সাহেবের আচরণ বিবৃত করিলাম, তিনি ইহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাম্বূল দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। পর দিবস প্রাতে ফাউক সাহেবের বাড়ীতে গমন করিলাম, ভয়ে ভয়ে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া রহিলাম, খানিক বাদে ফাউক সাহেব চলিয়া গেলেন আমি তাঁহাকে সেলাম করিলাম, তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। তার পরে মহারাজ ও রাধাচরণ আসিলেন, আমি তাঁহাকে আমার আর্জীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি বলিলেন অনেক চেষ্টা করিলাম ফাউক সাহেব কিছুতেই আমার কথা শুনেন না—এই কথা বলিয়া মহারাজা পাল্কীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি রাজার দোহাই—আদালাতের দোহাই—গভর্ণরের দোহাই—কাউন্সেলের দোহাই দিয়া চেঁচাইতে লাগিলাম। ফাউক সাহেব, মহারাজ-নন্দকুমার ও রায় রাধাচরণ ইহাঁরা জবরদস্তী করিয়া আমার কাছে সহী করিয়া লইয়াছেন "এই কথা বলিতে বলিতে আমি আমার জামা পাজামা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে দৌড়িয়া বাহিরে আসিলাম। ইয়ার মহম্মদ, নীলুসিং আসিয়া আমার হাত ধরিল আমি বলপূর্ব্বক তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পাল্কীতে উঠি। অনন্তর গভর্ণরের বাড়িতে আসিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করি।"

এই চক্রান্ত অভিযোগে মহারাজা নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। এ মকর্দ্দমায় কিছু হইবে না হেষ্টিংস তাহা অগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি এই মকর্দ্দমা নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই জাল মকর্দ্দমা প্রস্তুত করিয়া তাহা চালাইবার আয়োজন করিলেন। কাউন্সেলের সদস্যত্রয় মহারাজকে উৎসাহিত করিবার জন্য ২১শে সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন, বলাবাহুল্য হেষ্টিংস এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। চক্রান্ত অভিযোগে মোবরক দৌলার উকীল রায় রাধাচরণের বিচার সুপ্রীমকোর্টে হইতে পারে কি না তাহা হইয়া আদালতে খুব হুলুস্থুলু লাগিয়া যায়। এ বিচারে রাধাচরণও নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন এবং কমল মিথ্যাবাদী বলিয়া বিশেষরূপে নাকাল হন।

মহারাজ নন্দকুমার যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন আমরা এক্ষণে সেই জাল অপরাধের রহস্য-জাল উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

মুর্শিদাবাদে বুলাকীদাস নামে এক জন শেঠ বাস করিতেন। নবাব মীরকাশীমের শ্রীবৃদ্ধির সহিত তাঁহারও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই বুলাকী দাসের কাছে মহারাজ নন্দকুমার (১৭৫৮ জুন) একছড়া মুক্তার মালা, একখানা কল্কা একটি শিরপেঁচ ও দুইটি হীরা এবং দুইটি মাণিকের আংটি বিক্রয়ের জন্য প্রদান করেন। এই সকল দ্রব্যের মূল্য ৪৮০২১৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মীরকাশীমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নবাবের পক্ষীয় বলিয়া বুলাকী দাসের কুটী সকল লুট হইয়া যায়, এই সময় মহারাজ নন্দকুমারের গচ্ছিত সম্পত্তিও নষ্ট হইয়াছিল। এই সকল ঘটনার পর কলিকাতায় মহারাজার সহিত বুলাকীদাসের সাক্ষাৎ হইলে তাহার মূল্য দিতে না পারায় শেঠজী

মহারাজকে একখানি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়াদেন। এই অঙ্গীকার পত্রই জাল বলিয়া অবশেষে এত কাণ্ড হইয়াছিল। নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল ঃ—

আমি বুলাকীদাস

একছড়া মুক্তার হার, একখানি কল্কা, একটি শিরপেঁচ, চারটা আংটি, দুইটা হীরার দুইটা মাণিকের। রঘুনাথ রায় জীউ মহারাজা নন্দকুমার বাহাদুরের পক্ষ হইয়া ১১৬৫ সালের আষাঢ় মাসে আমার মুর্শিদাবাদের কুটীতে বিক্রয়ের জন্য গচ্ছিত রাখেন। নবাব মীরমহম্মদ কাশীম খাঁর সৈন্যের পরাজয়ের পর উপরোক্ত মহারাজা পূর্ব্বকথিত গচ্ছিত জহরত আমার নিকট দাওয়া করেন, আমার অবস্থা ভাল না হওয়াতে জহরত ফিরাইয়া বা তাহার মূল্য দিতে অক্ষম হই। আমি অঙ্গীকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা যাহা আমার কোম্পানীর কাছে প্রাপ্য আছে সেই টাকা প্রাপ্ত হইলেই আটচল্লিশ হাজার একুশ সিক্কা টাকা জহরতের মূল্য আমার কাছে পাওনা আছে সেই টাকার সহিত টাকা প্রতি ।০ আনা সুদ দিব। এ বিষয় আমি মহারাজার কাছে কোন ওজোর আপত্তি করিব না। ১১৭২ সালের ৭ই ভাদ্র লিখিত হইল।

সাক্ষী—

মহাতাব রায়।

সাক্ষী—

শীলাবত বুলাকীদাসের উকীল।

সাক্ষী—

আবদেও কমল মহম্মদ।

আলাব

বুলাকীদাস।

বুলাকীদাস ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মহারাজ নন্দকুমারকে তাঁহার স্ত্রী কন্যা প্রভৃতির সংবাদ এবং তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিতেন সেইরূপ তাহাদিগেরও উপর করিতে অনুরোধ করিয়া জীবন লীলা সংবরণ করেন। বুলাকীদাস মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি উইল করিয়াছিলেন, এই উইলের স্বত্ব অনুসারে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু ও হিঙ্গন তত্ত্বাবধায়ক এবং পদ্মমোহন দাস টাকা আদায় করিবারও ভার প্রাপ্ত হন। এই টাকা আদায় অনুসারে তিনি কিছু কিছু কমিসন পাইবার কথাও তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছিল। বুলাকীর দেনা দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ষোড়শ ভাগে বিভক্ত হইবে, তাহার মধ্যে নয় ভাগ ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যায়িত হইবে: অপর সাত ভাগের মধ্যে চার আনা তাঁহার বিধবা পত্নী, অর্দ্ধ আনা হিঃ গঙ্গাবিষ্ণু ও হিঙ্গন প্রত্যেকে, তাঁহার কন্যাত্রয় এক পয়সা হিসাবে এবং অবশিষ্ট একপাই তাঁহার ভ্রাতা শ্যামদাস প্রাপ্ত হইবেন। এই বুলাকীদাসের উইল। উইল করিবার পূর্ব্বে বুলাকীদাস পদ্মমোহন দাসকে নিজের আমমোক্তার করেন, মোহন প্রসাদ এই সময় গঙ্গাবিষ্ণুর ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার মোক্তার নিযুক্ত হন। শেঠজীর মৃত্যুর পর চিরপ্রথা অনুসারে মেয়র কোর্টে (৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৯ খৃঃ) তাঁহার উইলের প্রোবেট (Probate) লওয়া হইয়াছিল।

বুলাকীর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস পরে মহারাজ নন্দকুমার, পদ্মমোহন ও গঙ্গাবিষ্ণুকে সঙ্গে করিয়া কোম্পানীর কাছে বুলাকীর প্রাপ্য টাকার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বেলভেডিয়ারে (বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বরের আবাস স্থানের পশ্চাতে) গবর্ণর সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য গমন করেন। নন্দকুমারের যথেষ্ট চেষ্টায় কোম্পানীর নিকট বুলাকীর প্রাপ্য টাকা হস্তগত হয়। বুলাকীর বিধবা পত্নী মহারাজার যত্নে টাকা প্রাপ্ত

হইয়া যথেষ্ট পরিমাণ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহার টাকা পরিশোধ করিবার জন্য গঙ্গাবিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। পদ্মমোহন, গঙ্গাবিষ্ণু, মোহনপ্রসাদ ও কৃষ্ণজীবন দাস মুহুরীকে সঙ্গে করিয়া মহারাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বুলাকী মহারাজকে যে তমস্থক লিখিয়া দিয়াছিলেন মহারাজ তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহার একখানি দশ হাজার টাকার নাগরী অক্ষরে লিখিত, আর তিনখানি পারসী তমস্থক। ইহার মধ্যে একখানি ৪৮০২১৲ টাকার তমস্থক, দরবার খরচের জন্য দুইখানি বিল ৩৫০০০ হাজার টাকার হইবে। বুলাকীর টাকা আদায় করিবার জন্য বড় বড় কর্ম্মচারীকে যে নজর দেওয়া হইয়াছিল তাহাই দরবার খরচের অন্তর্গত।

বুলাকীদাসের অন্যতম উত্তরাধিকারী ও বিষয়ের তত্ত্বাবধারক গঙ্গা-বিষ্ণু ও পদ্মমোহন মহারাজার নিকট তমস্থক গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিলেন। হিসাব পরিষ্কার হইয়াগেল ভাবিয়া মহারাজা চলিত প্রথা অনুসারে পারসী দলীল কয়খানির মস্তক ছিন্ন করিয়া বুলাকীর কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ইহারই মধ্যে একখানি জাল বলিয়া উল্লিখিত হয়। এখনও ঐ সকল কাগজ পত্র হাইকোর্টে যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে।

পদ্মমোহন গঙ্গাবিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন না করিয়া খত লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পদ্মমোহন যত দিবস জীবিত ছিল কিম্বা বুলাকীদাসের বিধবা পত্নী যত দিবস কলিকাতায় ছিলেন তত দিবস কেহই সন্দেহ পর্য্যন্ত করেনাই।

পদ্মমোহনের মৃত্যুর পর মোহনপ্রসাদের এ বিষয় সন্দেহ হয়। তিনি অন্যান্য অংশীদার দিগকে উত্তেজিত করিয়া মহারাজার নামে ক্ষতি পূরণের মকর্দ্দমা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মোহন প্রসাদের এ

৫

কার্য্যে গঙ্গাবিষ্ণুর কোন বিশেষ সমবেদনা ছিল না। অন্য দুই একজন অংশীদার ও উত্তরাধিকারী মোহন প্রসাদের উত্তেজনায় গঙ্গাবিষ্ণুকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিল। যদি কোনরূপে এই টাকা আদায় হয় তাহা হইলে শতকরা পাঁচ টাকা মোহনপ্রসাদের লভ্য হইবে, আর মহারাজা যদি এই মকর্দ্দমায় প্রবৃত্ত না হন তাহা হইলেও মোহন প্রসাদের কিছু প্রাপ্য ছিল।

দেওয়ানী আদালতে মকর্দ্দমা রুজু হইল। এই সময় পক Palk নামক একজন উদ্ধত প্রকৃতির যুবক বিচার আসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি বিচার করিবার পূর্ব্বেই আদালত অপমান করা অপরাধে মহারাজ নন্দকুমারকে কারাগারে প্রেরণ করেন। এ সময় মহম্মদ রেজাখাঁর বিচার হইতেছে, মহারাজ না হইলে হেষ্টিংসের এক মুহূর্ত্ত চলে না। গভর্ণর সাহেব স্বয়ং কারাগারে আসিয়া মহারাজাকে কারামুক্ত করেন। এ সময় কোনরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না। ইহার পর বাউটনরস নামক একজন সাহেব দেওয়ানী আদালতে জজ নিযুক্ত হন। কিন্তু বিষয় অত্যন্ত জটিল ও কাগজপত্র নাগরীতে লিখিত হওয়াতে তিনি উভয় পক্ষকে আপোষে মিটমাট করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে এই মকর্দ্দমা ঢাকা পড়িয়া থাকে।

মহারাজার সহিত যে সময় হেষ্টিংসের ঘোর ঘনঘটা করিয়া মনো-মালিন্য উপস্থিত হয়, সে সময়ের পূর্ব্ব হইতেই মোহন প্রসাদ গভর্ণরের কাছে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হেষ্টিংসও পূর্ব্ব হইতেই এই মকর্দ্দমার বিষয় অবগত ছিলেন। এখন তিনি মোহনপ্রসাদের দ্বারা সেই পুরাতন অভিযোগ পুনরুত্থাপন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন।

চক্রান্ত অভিযোগে কমল যেমন সর্ব্বাগ্রে গভর্ণরের গৃহে উপস্থিত

হইয়াছিল, সেইরূপ মোহনপ্রসাদ ইম্পের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রাণের কথা নিবেদন করেন। লেমষ্টার ও হাইড সে সময় জষ্টিস অব দি পিসের কার্য্য করিতেছিলেন। ইম্পে তাঁহাদিগের কাছে মোহনপ্রসাদকে পাঠাইয়াছিলেন।

এতদ্দেশীয় ভাষা অভিজ্ঞ বাউটন রস যে বিষয় অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই, জজ লেমেষ্টার ও হাইড, মোহনপ্রাসদ, কমল উদ্দীন প্রভৃতি কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী শুনিয়াই স্থির করিলেন যে মহারাজ অপরাধী এবং তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৬ই মে শনিবার রাত্রি দশটার সময় জজেদের আদেশানুসারে মহারাজ নন্দকুমার কারাগারে প্রেরিত হইলেন। সকলেই বুঝিল যে হেষ্টিংসই মহারাজার তীব্র জ্বালাময় অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া সমপাঠী ইম্পের সহায়তায় মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য এই গর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

মহারাজার সহিত রাজা গুরুদাস, ও রাধাচরণ রায় ফাউক সাহেব প্রভৃতি মহারাজার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরাও কারাগারে তাঁহার কাছে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকার কথোপকথনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপ কারাবাসের প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হইলে সূর্য্যোদয়ের সহিত মহারাজার বিপদকথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কলিকাতাবাসীরা মহারাজার এই অভাবনীয় বিপদের কথা অবগত হইয়া যারপরনাই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। মহারাজাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোকসকল কারাগারের দ্বারদেশে

উপস্থিত হইল। দিবা বৃদ্ধির সহিত এই জনতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই দ্বারদেশে মহারাজার সংবাদ অবগত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দ্বিতীয় দিবসে জনতা পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে হইয়াছিল, কারাগারে পানাহার করা প্রকৃত হিন্দুর কাছে দূষণীয়, তাই মহারাজ কারাগারে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। একে গ্রীষ্মকাল তাহার উপর মানসিক উদ্বেগ এ সময় মহারাজা জলবিন্দুও পান না করিয়া কিরূপ যাতনাভোগ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

এই ক্লেশের লাঘব হইবে বিবেচনা করিয়া মহারাজ নন্দকুমার কাউন্সলে একখানি পত্র প্রেরণ করেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল ;—

কলিকাতা ৮ই মে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দঃ।

সদস্তসহ—

মান্যবর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ গভর্ণরজেনারল মান্যবরেষু
কাউন্সল ফোর্ট উইলিয়ম।

মহাশয়বর্গেষু

ইংরাজদিগের পরম মিত্র নবাব মীরজাফর আলিখাঁর আমি বিশ্বাস-ভাজন ছিলাম, এবং সুবা বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান রাজপদে উপবেশন করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। প্রায় দশ বৎসর হইতে আমি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছি, এ সময়ের মধ্যে আমার পুত্র একটি প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গভর্ণরের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছেন, আমার পরামর্শ পাইবে বলিয়াই তিনি গুরুদাসকে এই দায়িত্ব-পূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। গত মার্চ্চ মাসের পত্রে আমার উপর গভর্ণ-রের অত্যন্ত ক্রোধের কথা যদি আপনাদিগের কাছে উল্লেখ না করিতাম,

তাহা হইলে কারাগার হইতে আমার এই পত্র পাইয়া আপনারা যার-পর নাই বিস্মিত হইতেন। যে স্থানের প্রধান শাসনকর্ত্তা একজনের অপকার করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, সেই ব্যক্তির শত্রুবর্গেরাও (তাঁহারা যেরূপ কেন হউন না) সে সময় শাসনকর্ত্তার সন্তোষসম্পাদনের জন্য একত্রিত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আর একটু খুলিয়া বলিব।—রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির যিনি ক্রোধের পাত্র—সেই ব্যক্তির হতভাগা চরিত্রবিহীন শত্রুকে যদি সেই রাজ্যের নিয়ন্তা সদয়ভাবে গ্রহণ করিয়া সদাসর্ব্বদা পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহাহইলে তাহার কি দশা হইয়া থাকে? গভর্ণরজেনা-রেল যে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এজন্য এখন আমি অনুতাপ করিতেছি না, আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ এবং আমার শত্রুবর্গকে তাঁহার উৎসাহ দেওয়ার কারণ আমার পূর্ব্ব পত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সকল ঘৃণিত অপরাধ আমার উপর আরোপিত হইয়াছে এই অপ-রাধে আমার জীবন বহির্গত হইলেও কিন্তু প্রমাণ সকল লিপিবদ্ধ থাকিয়া তাহারা সকল সময়েই সাক্ষ্য দিতে থাকিবে এবং গভর্ণরের যদি কখন সাহস হয় তাহা হইলে তিনি তাহা পাঠ করিতেও পারিবেন।

যে দোষে আমি অভিযুক্ত হইয়াছি তাহা তিন বৎসর হইতে দেওয়ানি আদালতে চলিতেছে, তখন ইহাদিগের কোন সাক্ষ্যই লওয়া হয় নাই। এক্ষণে যাহাদিগের দ্বারা আমি অভিযুক্ত হইয়াছি তাহারা সাধারণের কাছে হেয় ও দুষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। আমার পূর্ব্বকার্য্য সকল ও চরিত্র উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমার নিবেদন-করিবার একমাত্র তাৎপর্য্য যে কেবলমাত্র দোষারোপ হইয়াছে বলিয়াই যেন আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ না হয়। যাহাতে আমার ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত না হয় সে বিষয়ে আপনারা একটু দৃষ্টিপ্রদান করিবেন। [স্বাক্ষর

সভাপতি মহাশয় এ সকল বিষয় অবগত আছেন, অন্যান্য সদস্যগণের অবগতির জন্য আমি নিবেদন করিতেছি যে ভোজনের পূর্ব্বে স্নান আহ্নিক পূজা পাঠ প্রভৃতি সম্পন্ন না করিলে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতে পারে না, বর্ত্তমান সময়ে আমি যে স্থানে অবস্থান করিতেছি তথায় এ সকল কার্য্য হইতে পারে না, এজন্য আমি প্রার্থনা করি যে যথায় আমার উপরোক্ত কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় এরূপ স্থানে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখা হউক।

কাউন্সেলে মহারাজের পত্র পঠিত হইলে সদস্যেরা, সেরিফ, ডেপুটিকে আহ্বান করিয়া মহারাজার অবস্থার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিলেন। দারুণ গ্রীষ্মকাল, বৃদ্ধ মহারাজ জল পর্য্যন্তও পান করিলেন না, দিন দিন শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, এরূপ অবস্থায় আর কয়েক দিন থাকিলে তাঁহার জীবননাশের সম্ভাবনা। এরূপ সময়েও তাঁহার দৃঢ়তার হ্রাস হয় নাই, তিনি প্রসন্নচিত্তে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত! কাউন্সেলের সভ্যেরা মহারাজনন্দকুমারের পত্রের শেষ অংশ প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ করিলেন। ইম্পে, নন্দকুমারের অবস্থা অতি রঞ্জিত কি না তাহা জানিবার জন্য সেরিফকে কারাগার হইতে ডাকাইয়া সমস্ত কথা অবগত হইলেন। নন্দকুমারের সে সময়ের অবস্থা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। অন্য লোকের কাছে ৮ই মে দেখিতে দেখিতে অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহারাজার কাছে প্রতি পলকে পলকে অসীম যন্ত্রণা প্রদান করিয়া গেল। ৯ই তারিখে ফাউক সাহেব যাহা দেখিলেন তাহা ভুলিবার নয়, মহারাজের জিহ্বা লালাবিহীন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, শরীর অবসন্ন হইলেও তেজঃ পরিপূর্ণ। সকলের ধারণা যে মহারাজা যদি জল পান না করেন তাহা হইলে আর এক দিন পরেই তাঁহাকে ইহ সংসার

পরিত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় মহারাজা ফাউক সাহেবকে বলিলেন,—যে "আমার জন্য আপনারা আর কষ্ট স্বীকার করিবেন না, বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে আমি নির্দ্দোষী।"

ইম্পে সাহেবের আন্তরিক ইচ্ছা নয় যে নন্দকুমার জেলের ভিতর একটু সুখে থাকেন, এ জন্য তিনি পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিলেন। পণ্ডিতেরা যদি ব্যবস্থা দেন যে, কারাগারের মধ্যে আহার করিলে কোন দোষ নাই, তাহা হইলে নন্দকুমারের সকল আপত্তি ইম্পের নিকটে অগ্রাহ্য হইবে। কৃষ্ণজীবন, কৃষ্ণগোপাল, গৌরীকান্ত ও বাণেশ্বর * প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত ইম্পের কাছে আসিয়া ব্যবস্থা দিলেন যে—"যদি কোন ব্রাহ্মণ, যে ঘরে মুসলমান অবস্থান করিয়াছে এরূপ ঘরে আবদ্ধ হইয়া স্নানাহার করে তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ করিলে সে দোষের খণ্ডন হইয়া থাকে। এই চান্দ্রায়ণ মাসকাল ব্যাপী, এই যুগের লোকদ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। ৮টি সবৎসা গাভী (একটি গাভীর মূল্য ৪৲ চারি টাকা) অসমর্থ পক্ষে ৩৮ কাহণ ৭ পণ কড়ি পুরোহিতকে দক্ষিণা দিলে ও পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবেন। এক দিবস অবস্থান করিলে এই বিধি ইহার পর যত দিবস থাকিবে এই হিসাবে দণ্ড দিলে আর জাতি নষ্টের ভয় থাকিবে না। পণ্ডিত মহাশয়েরা এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে,—"জাত নিতান্ত সহজে যায় না, ব্রাহ্মণ মুসলমানের ভাত আটবার খাইলে পর তবে তার জাত যায়!" (It is not an easy matter to lose caste. A Brahmin must eat eight times of the meal of a Mussulman before he can lose his

* নবকৃষ্ণের জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় বাণেশ্বর নামধের জনৈক পণ্ডিত নবকৃষ্ণের সভাসদ্ ছিলেন।

caste.) এই সকল পণ্ডিতের অভিনব ব্যবস্থা বলে ইম্পে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন নন্দকুমারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় তাঁহার অবস্থানের নূতন পৃথক স্থান না করিয়া দিলে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে, তখন তিনি জেলের আঙ্গিনায় অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিয়া পাঠান। এই নূতন স্থানে তাঁহার স্নান আহারের কোন আপত্তি ছিল না। মহারাজের দাস দাসী পাচক প্রভৃতি আগমন করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। ৭ই হইতে ১১ই তারিখের ১০। ১১টা দিবা পর্য্যন্ত এই কয়েক দিনের ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মহারাজ তাঁহার ইষ্ট দেবতার পূজাদি করিয়া জল গ্রহণ করিলেন। কারাগারে অবস্থান কালে মহারাজা অধিকাংশ সময় পূজা পাঠ ও জপাদি কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন, অবশিষ্ট সময় যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া কাটাইতেন। এইরূপে বিচারের দিন নিকটবর্ত্তী হইল; ৭ই জুনের রাত্রিও কাহারও বাধা না মানিয়া প্রভাত হইল। ৮ই জুন মহারাজ নন্দকুমারের সুপ্রীমকোর্টে বিচারের প্রথম দিবস। বিচার দেখিবার জন্য নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেই আদালতগৃহে লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষে ফেরার ও ব্রিক্স সাহেবদ্বয় কাউন্সেলী হইয়াছিলেন। প্রথম দিবসে জুরী নির্ব্বাচিত হয়, মহারাজা তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত দেশীয় জুরী দ্বারা বিচারিত হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিল না। ইম্পে সাহেব বিলাতি আইনের দোহাই দিয়া তাহা হইতে দিলেন না। মহারাজা শিক্ষিত ব্যবহারজীবীর সহায়তা পাইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ফেয়ার সাহেব মন্সন্ সাহেবের সেক্রেটারী নাম লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তার পর মন্সন্

সাহেবের কথায় তিনি কাউন্সেলী হন, এই তো গেল ফেযার সাহেবের ইতিবৃত্ত। তারপর ব্রিক্স সাহেব, ইনি ইংরাজ বা ব্যারিষ্টার কিছুই ছিলেন না। ইনি শ্রীরামপুরের গভর্ণরের সেক্রেটারী ছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের কাছে কোন সংবাদ দেওয়াতে কলিকাতায় এটর্ণি রূপে পরিণত হন। যে সকল জর্জ মহারাজার বিচারক হইয়া বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন তাঁহারা সে সময় এদেশীয় ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহাদিগের যিনি দোভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ইলিয়ট. এই ইলিয়ট সাহেব হেষ্টিংসের বড় অনুগত এবং ইম্পের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ইলিয়টের সহিত হেষ্টিংসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় মহারাজ পক্ষ হইতে তাঁহার দোভাষী হইবার পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল. কিন্তু প্রধান বিচারপতি বিরক্তির সহিত সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ইলিয়ট সাহেবকে দোভাষী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ সময় ইলিয়টের বয়ঃক্রম প্রায় কুড়ি বৎসর, তিনি অসাধারণ মেধাবী হইলেও এদেশী ভাষায় কতদূর অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন সে বিষয় অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। এই ইলিয়টেরই অগ্রজ ইংলণ্ডের মহাসভায় ইম্পে সাহেবকে মহারাজ নন্দকুমারকে অন্যায় পূর্ব্বক নিহত করা অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া বিশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমারকে বিচার করিবার জন্য বারজন জুরী নির্ব্বাচিত হইয়া ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে রবট্‌সন্ ও ওয়েস্টন ব্যতীত প্রায় সকলেই অজ্ঞাত নামা। রবট্‌সন সাহেব হেষ্টিংস্ সাহেবের একজন সুহৃৎ ছিলেন। ইনি জুরিদিগের মুখপাত্র রূপে পরিগণিত হইয়া ছিলেন। ওয়েস্টন হলওয়াল সাহেবের একজন ভৃত্য ছিলেন, পরে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল জুরিদিগের মধ্যে

অনেকে সঙ্কর বর্ণ ও এতদ্দেশজাত ছিলেন। একজন ন্যায়দর্শী লেখক ইহাদিগকে "কসাই টোলার জুরী" বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ভাষা ও রীতি নীতি অনভিজ্ঞ জজ ও জুরীগণ মহারাজ নন্দকুমারের বিচার করিতে আরম্ভ করেন।

জাল অপরাধে সরকার ফরিয়াদী, এই পক্ষে মোহনপ্রসাদ, কমল-উদ্দীন ও তাহার ভৃত্য হোসেন আলি, খোজা পিক্রস, সদর উদ্দীন, সহবৎ পাঠক, কৃষ্ণজীবন দাস এবং নবকৃষ্ণ এই আটজনই প্রধান সাক্ষী। ইহাদিগের সাক্ষ্য হইতে এরূপ প্রমাণ করা হয় যে, বুলাকীদাসের অঙ্গীকার পত্রোক্ত তিন জন সাক্ষীর মধ্যে কমলউদ্দীনখাঁই মহম্মদ কমল। মহাতাব রায় নামক কোন ব্যক্তিই ছিল না আর শীলাবতের মৃত্যু হইয়াছে। আসামী পক্ষে তেজরায়, বৰ্দ্ধমানের রাণীর পেস্কার রূপনারায়ণ চৌধুরী, লালা ডোমন সিং, চৈতন্য নাথ, সেখ ইয়ার মহম্মদ প্রভৃতিই প্রধান। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ কালে কমল উদ্দীন বলে যে ১৭৬৩ খৃঃ মহারাজ নন্দকুমার যে সময় নবাব মীর জাফরের সহিত মুঙ্গেরে অবস্থান করিতে ছিলেন সেই সময় মহারাজের কাছে সে তাহার মোহর পাঠাইয়া দেয়, মোহর পাঠাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে কোন কারণে সে কারাবদ্ধ হয়, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নবাব মীরজাফরের কাছে একখানি আবেদন পত্র পাঠাইবার বিষয় মহারাজ নন্দকুমারের কাছে নিবেদন করে, মহারাজ নন্দকুমার করুণা পরতন্ত্র হইয়া স্বয়ংই আর্জী লিখিয়া দেন তাহাতে মোহর অঙ্কিত করিবার আবশ্যক হওয়াতে কমল তাঁহার মোহর মহারাজার কাছে প্রেরণ করেন, ইহাঁর সহিত নবাব ও মহারাজা প্রত্যেককে সে একটি স্বর্ণ মুদ্রা ও চারটি টাকা প্রদান করিয়াছিল। অঙ্গীকার পত্রোক্ত নামের সহিত কমলের প্রচলিত নামের পার্থক্য

জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে নবাব নজম উদ্দৌলার সময় কমলউদ্দীন আলিখাঁ উপাধি লাভ করিয়া সেই সময় হইতে তিনি এই নামের মোহর ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন মোহর তিনি মহারাজার কাছে বারংবার চাহিয়াও প্রাপ্ত হন নাই। মোহনপ্রসাদের কাছে যখন অবগত হন যে মহারাজা জাল দলিলে তাঁহার মোহর ব্যবহার করিয়াছেন তখন তিনি একথা মহারাজকে নিবেদন করিলেন তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন যে তোমার (কমলের) উপর বিশ্বাস করিয়া আমি একার্য্য করিয়াছি, কমলকে মহারাজার পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্ম অনুরোধ করা হইলে কমল বলে প্রভুর জন্য জীবন দিতে পারি কিন্তু ধর্ম্ম দিতে পারি না। কমল এই সকল কথা খোজা পিক্রম ও সদর উদ্দীনের কাছে গল্প করিয়াছিলেন।

কমল মোহনপ্রসাদের নিকট অবগত হন যে মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার মোহর জাল পত্রে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা জানিয়া শুনিয়া সেই কমল মহারাজাকে জামিন হইবার জন্য অনুরোধ এবং ঋণদান ও বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা করেন; যাহার মোহর জাল দলীলে ব্যবহৃত হইতেছে ইহা জ্ঞাত হইয়াও যে সে ব্যক্তি জালকারীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে যায় এ সকল কথা কল্পিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কমল হেষ্টিংসপ্রিয় কান্তবাবুর একজন প্রধান কর্ম্মচারী বা অংশীদার, কান্তবাবুরই চেষ্টায় কমল মিথ্যা কথা কহিয়া পিতৃবন্ধু পরমোপকারী মহারাজ নন্দকুমারের জীবনসংহারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।

কমলের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য খোজাপেক্রস ও সদর উদ্দীনকে আহ্বান করা হয়। এই আর্ম্মেনিয়ান খোজা হেষ্টিংস্ ও নন্দকুমারের একজন পুরাতন বন্ধু ও শত্রু। ১৭৬৪খৃ হেষ্টিংসের স্বদেশে

গমনকালে টাকা ধার দিয়া উপকার করিয়াছিলেন, মীর কাশীমের সহিত যুদ্ধকালে মহারাজ নন্দকুমার ইঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করান। পেক্রস সেই অবমাননার প্রতিশোধ এই অবকাশে গ্রহণ করেন। সদর উদ্দীন মুন্সী কিছু দিবস মহারাজ নন্দকুমারের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তার প'র বহুকাল গ্রেহাম সাহেবের অধীনে মুন্সীগিরী করিয়াছিলেন। পাঠকের বোধহয় স্মরণ আছে যে, এই গ্রেহাম রাজা গুরুদাসের নিয়োগ কালে বিশেষরূপে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। গ্রেহামের গমন কালে তিনি বারওয়ালের নিকট মুন্সীর জন্ত অনুরোধ করিয়া যান। সদর উদ্দীনের সাক্ষ্যে বেশ বুঝিতে পারা-যায় যে, তিনি নন্দকুমারের বিপক্ষ দলের সহিত ঘনিষ্টরূপে মিলিত ছিলেন। বিশেষতঃ জেনারল ক্লেভারিংয়ের এরূপ ধারণা ছিল যে সদর উদ্দীন গুপ্তরূপে অবস্থান করিয়া চক্রান্ত অভিযোগ পরিচালনা করিয়া-ছিলেন।

শীলাবতের সাক্ষ্য প্রমাণ করিবার জন্ত সহবৎ পাঠক নামক একজন ব্রাহ্মণ এবং রাজা নবকৃষ্ণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। সহবৎ পাঠক বলে যে সে অনেক দিবস শীলাবতের অধীনে চাকরী করিয়াছে এবং তাঁহাকে লিখিতেও অনেক বার দেখিয়াছে, অঙ্গীকার পত্রে শীলাবতের লেখা বলিয়া বোধ হয় না। ইহার পর নবকৃষ্ণ সাক্ষ্যদিতে উপস্থিত হইলেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে ইনি বহুদিবস মহারাজার কাছে চাকরী করিয়াছিলেন এবং নানা বিধ কারণে মহারাজার সহিত মনোমালিন্ত ঘটিয়াছিল। নবকৃষ্ণ হেষ্টিংসের গুরুমহাশয় ও বড় পক্ষপাতী ছিলেন। নবকৃষ্ণ সাক্ষ্য প্রদান কালে বলিলেন, আমি শীলাবতকে জানি, তিনি বুলাকীদাসের মুন্সী ও উকীল ছিলেন, তাঁহাকে অনেক বার লিখিতেও দেখিয়াছি। অঙ্গীকার পত্র দেখান

হইলে তিনি বলিলেন "বুলাকীদাসের উকীল শীলাবৎ" এইটুকু শীলা-বতের হস্তাক্ষর বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহা তাহার সাধারণ ভাবের লেখা নয়, আমি তাহার লেখা অনেক কাগজ দেখিয়াছি। শীলাবৎ লর্ডক্লাইব ও আমাকে অনেক পত্র লিখিয়াছে, আমার সম্মুখে যেরূপে তাহাকে লিখিতে দেখিয়াছি ইহা সেরূপ নয়, ইহা তাহার কি অপরের লেখা তাহা পরমেশ্বরই জানেন। এ বিষয়ে তোমার মত কি একথা জিজ্ঞাসা করিলে নবকৃষ্ণ বলিলেন আসামী ব্রাহ্মণ আমি কায়েত ইহাতে আমার ধর্ম্মহানি হইতে পারে, ইহা নিতান্ত সামান্য বিষয় নহে ব্রাহ্মণের জীবন বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। তার পর বলিলেন এসময় আমার মনে কি হইতেছে তাহা প্রকাশ করিতে পরিতেছি না। আমার উপর এক-জন ব্রাহ্মণের জীবন নির্ভর করিতেছে, আমার মনে কি হইতেছে তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। অঙ্গীকার পত্রের লেখা বেশ সুন্দর, শীলাবৎ এরূপ সুন্দর লিখিতে পরিতেন না। নবকৃষ্ণ এইরূপ সাক্ষ্য দিয়া প্রস্থান করিলেন, মোহন প্রসাদ পূর্ব্বেই সাক্ষ্য প্রদানকালে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে নন্দকুমার এই অঙ্গীকারপত্র জাল করিয়াছেন। এই-রূপে ফরিয়াদী পক্ষে প্রধান প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইয়া যায়।

আসামী পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্ব্বে মহারাজার কৌন্সলী ফেয়ার সাহেব সংক্ষেপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কহিলেন, অঙ্গীকার পত্র লিখিবার সময় যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিবেন। অঙ্গীকার পত্রের সাক্ষী মাতাব রায় ও কমল এক্ষণে মরিয়াগিয়াছে, ইহাদিগের জীবিতাবস্থায় মোহন প্রসাদ এসকল বিষয় অবগত হন। বুলাকীদাস মহারাজ নন্দকুমারকে স্বহস্তে অঙ্গীকারপত্র স্বীকার করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাও তিনি আদালতে উপস্থিত করিবেন, ইহা ব্যতীত মোহন প্রসাদ ও পদ্মমোহন

গঙ্গা বিষ্ণুর সাক্ষাৎ যে হিসাবে নাম সাক্ষর করিয়াছিলেন সেই হিসাব পত্রে যে অঙ্গীকারপত্রে জহরতাদির কথা আছে তাহাও তিনি উপস্থিত করিবেন। বুলাকীদাস মহারাজাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সে সকল পত্রে তাঁহার নাম বা মোহর না থাকায় আদালতে প্রমাণ করিয়া গ্রাহ্য হইল না।

আসামী পক্ষে প্রথম সাক্ষী তেজ রায় নামক চুঁচড়া নিবাসী জনৈক ক্ষেত্রী। তিনি বলেন যে মহাতাবরায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এক্ষণে তিনি মৃত। জ্যেষ্ঠের আদেশ অনুসারে তেজরায় রূপনারায়ণ চৌধুরীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতে মহাতাবের মোহর অঙ্কিত করা হয় সেই পত্র আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তেজরায় ও ইহার ভ্রাতা সাহেব রায়ের পুত্র এবং বঙ্গুলালের পৌত্র, ধনেখালীর নিকট বড়াইবেল আদমপুর গ্রামে মাতামহের বাটীতে জন্মগ্রহণ করে। প্রায় ২॥• বৎসর অতীত হইল তাহার জ্যেষ্ঠ মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের পিতামহ হুগলীতে বাস করিতেন, মানকরে তাঁহার কারবার ছিল। ইহার সাক্ষ্য শেষ হইতে না হইতে আদালত হইতে হজুরীমল ও কাশীনাথ বাবুকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। হজুরীমল উমিচাঁদের শ্যালক ও কর্ম্মচারী এবং হেষ্টিংসের ব্যবসায়ের একজন অংশীদার। ইম্পে নন্দকুমারের ফাঁসীর হুকুম প্রদান করিলে পর এই হজুরীমল, নবকৃষ্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কালবিলম্ব না করিয়া ইম্পে সাহেবকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়া আপনাদের মস্তক হইতে কৃতজ্ঞতার বোঝা নাবাইয়া ফেলেন। কাশীনাথ বাবু হেষ্টিংস্ বন্ধু রসেল সাহেবের বেনিয়ান ছিলেন। হজুরীমল বলে আমি একজন মহাতাব রায়কে জানিতাম তাহার বয়েস কিন্তু তেজরায় কথিত ভ্রাতার বয়েসের সহিত মিলে না। কাশীনাথ বলে আমি একজন মহাতাব রায়কে

জানিতাম সে বঙ্কুলালের পুত্র বটে কিন্তু তেজরায়ের ভাই নন। তেজ-রায়কে সম্মুখে আনয়ন করা হইলে বলিলেন হুগলীর একজন বঙ্কুলাল ছিলেন তাঁহার মানকরে কারবার ছিল। ইঁহাদিগের পর বর্দ্ধমানের রাণীর পেস্কার রূপনারায়ণ চৌধুরীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেন তেজরায় ও মহাতাব ইহারা দুই ভাই, মহাতাব ১১৭৯ সালে ভাদ্রমাসে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল এবং এই সালের মাঘ মাসে সে মরিয়া যায়। মহাতাব রায় রূপনারায়ণ চৌধুরীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার মোহর অঙ্কিত আছে, বর্ত্তমান কালেও তাহা হাইকোর্টে রক্ষিত হইতেছে, ইহার এবং অঙ্গীকারপত্রের মোহরের ছাপা সমতুল্য। যে বুলাকীদাসের আদেশানুসারে তাঁহার মুহুরী মহারাজ নন্দকুমারকে যে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেন আমি তাহা জ্ঞাত আছি, সেই অঙ্গীকারপত্রে মহাতাব রায় নামক জনৈকক্ষেত্রী, মহম্মদ কমল এবং বুলাকীদাসের উকীল সাক্ষ্য ছিলেন, তাহাতে ৪০ হইতে ৪৫ বা ৪০ হইতে ৫০ হাজার টাকার কথা লিখিত আছে বলিয়া মনে হইতেছে। মহম্মদ কমল ও কমল-উদ্দীনখাঁ এ কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন কমল উদ্দীন ও মহম্মদ কমল এক ব্যক্তি নহে, মহম্মদ কমল প্রায় ৫।৬ বৎসর মরিয়া গিয়াছে। মহারাজার গৃহের পার্শ্বেই সে থাকিত এবং তথায়ই সে প্রাণত্যাগ করে। আমি তাহাকে কবর দিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। মহাতাব রায় আমার পরিচিত ব্যক্তি ছিল। আমার সম্মুখে বুলাকীদাসের অঙ্গীকার-পত্র বড়বাজার হুজুরীমলের বাড়ীতে লিখিত হয় এবং মুর্শীদাবাদ নিবাসী মহম্মদ কমল, মহাতাব রায়, শীলাবৎ ও বুলাকীদাস তাহাতে মোহর করিয়াছিলেন, সে সময় সেখ ইয়ারমহম্মদ, চৈতন্যনাথ লালা, ডোমন সিং মহাতাব রায়, শীলাবৎ ও লেখক উপস্থিত ছিল। এইরূপে জয়দেবের

সাক্ষ্য লওয়া হইলে চৈতন্যনাথের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। চৈতন্যনাথ বলে যে আমি বুলাকী দাসকে জানি, তিনি আমার সম্মুখে মহারাজার নামে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেন, তাহাতে মহাতাব রায় মুর্শিদাবাদ নিবাসী মহম্মদ কমল ও শীলাবৎ সাক্ষী হন। তাহাতে ৪০ হইতে ৫০ হাজার টাকার কথা লিখিত আছে। মহম্মদ কমল মরিয়া গিয়াছে সে কমল উদ্দীন হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। M চিহ্নিত একখানি নাগরী দলীল দেখান হইলে সে বলে ইহার বিষয় আমি জ্ঞাত আছি। ইহা একটি হিসাবের ফর্দ্দ, যে সময় ইহা লিখিত হয় সে সময় জয়দেব চোবে ও ও পুরুষোত্তম গুপ্ত উপস্থিত ছিল। মহারাজা ও গঙ্গাবিষ্ণুর সাক্ষাতে মোহন প্রসাদ ও পদ্মমোহন ইহাতে সই করিয়া দেয়। লালা ডোমন সিং বলে আমার সম্মুখেই বুলাকী দাস মহারাজাকে অঙ্গীকারপত্র লিখাইয়া দেন। তাহাতে মহম্মদ কমল, মহাতাব রায় এবং শীলাবত সাক্ষী ছিলেন। আগে আমি রাজাধিরাজ নারায়ণের কাছে কার্য্য করিতাম এক্ষণে ১৮।১৯ মাস হইতে মহারাজার জামাতা রায় রাধাচরণের কাছে কার্য্য করিতেছি, হেষ্টিংস্ সাহেব যে সময় বেনারস যান সে সময় আমি তাঁহার সহিত ছিলাম। ডোমন সিং ফারসী জানায় বুলাকী দাসের মোহর প্রমাণ করে। মীর আসদআলি বলে আমি বুলাকী-দাসকে জানিতাম, নবাব মীর কাশীম রোটসগড় হইতে কতকগুলি টাকা বুলাকীদাসের কাছে পাঠান, আমি তাহা লইয়া যাই এবং সাসীরামের নিকট দুর্গাবতী স্থানে টাকা প্রদান করিয়া একখানি রসিদ লই বলিয়া আসদআলি বুলাকী দাসের মোহর সম্বলিত একখানি কাগজ তাবিজ বাজু হইতে বাহির করিয়া দেয়। আসদআলী যে সময় ও স্থানের উল্লেখ করে সে সময় সে স্থানে সৈন্যশিবির ছিল কি না তাহা অপ্রমাণিত করিবার জন্য কতকগুলি ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীকে

আদালতে উপস্থিত করা হয়। সেখ ইয়ার মহম্মদ বলে—আমি মহম্মদ কমলকে জানি, বুলাকীদাসের অঙ্গীকারপত্রে তাহাকে শীলাবৎ ও মহাতাব রায়কে সাক্ষী হইতে দেখিয়াছি। এই পত্রে ৪৮০২১ টাকা লিখা ছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। মহম্মদ ৫।৬ বৎসর মরিয়াছে, আমি তাহাকে কবর দিতে গিয়াছিলাম। মহম্মদ কমল ও কমলউদ্দীন বিভিন্ন ব্যক্তি। মনোহর মিত্র বলিল—মহারাজার জেলে যাইবার তিন দিবস পূর্ব্বে মোহনপ্রসাদ আমাকে ডাকিয়া পাঠায়। তাহার কাছে আমি গমন করিলে সে আমাকে কতকগুলি পারসী কাগজপত্র দেখাইয়া বলে শুনিয়াছি তুমি নাকি ইহা লিখিয়াছ, আমি সেই কাগজ দেখিয়া বলি ইহা আমার লিখা নয়। তারপর বলে—যদি তুমি বল ইহা আমার লেখা তাহাহইলে মহারাজ মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ শাস্তিভোগ করিবেন, ইহার জন্য আমি তোমাকে ৫।৬ হাজার টাকা দিব। এ কথা শুনিয়া আমি বলিলাম আমি এরূপ কথা বলিতে পারিব না। তাহাহইলে এমন ধারণা একজন মানুষ যোগাড় কর যে বলে ইহা আমার হাতের লেখা, এজন্য সে যাহা চাহিবে তাহাই দিব এবং তোমাকেও খুষী করিব। বলা বাহুল্য মোহনপ্রসাদ এ সকল কথা অস্বীকার করিয়াছিল।

আমরা এক্ষণে উভয় পক্ষের মানিত সাক্ষীর সাক্ষ্য উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ করিব। কৃষ্ণজীবন যে সময় সাক্ষ্য দেন সে সময় তিনি মোহনপ্রসাদের অধীনে কার্য্য করিতেন, এ জন্য তাঁহাকে অনেক কথা ভয়ে ভয়ে বলিতে হইয়াছিল। মহারাজার এই মকর্দ্দমায় যে সকল দলীলপত্র উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কড়ারনামার নকল এবং চিহ্নিত হিসাবের তালিকাই প্রধান। এই কড়ারনামার লেখক পদ্মমোহন দাস, ইহাতে বুলাকীর পত্র দরবার খরচ এবং কতকগুলি

হুণ্ডীর কথা লিখিত ছিল। মূল কড়ারনামা খানি পদ্মমোহন এবং ইহার একখানি নকল মহারাজের কাছে ছিল। মোহন দাস নামক এক ব্যক্তি ইহা নকল করে। কৃষ্ণজীবন ইহা দেখিয়া খাতায় ইহার সম্বন্ধে হিসাব তুলিয়া রাখে। পদ্মমোহনের সমস্ত কাগজপত্র আদালতে উপস্থিত ছিল, কিন্তু মহারাজার অদৃষ্টক্রমে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা হয় নাই। কাড়ারনামার মূল পাওয়া গেলেও জজ মহাশয়েরা কিন্তু তাহার নকল-খানি প্রমাণ করিয়া গ্রহণ অথবা মোহনদাস যে তাহার নকল করিয়া-ছিল তাহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনও করেন নাই।

M চিহ্নিত দলিলখানি মহারাজ নন্দকুমার ও বুলাকীদাসের হিসা-বের তালিকা। ইহার এক অংশ নাগরী ও বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। পদ্মমোহন নাগরী এবং পুরুষোত্তম গুপ্ত বাঙ্গালা লেখক। ইহাতে অঙ্গীকার পত্রোক্ত টাকা এবং অন্যান্য হিসাব লিখিত ছিল এই M চিহ্নিত হিসাবের তালিকায় মোহনপ্রসাদের হস্তাক্ষর ছিল। কৃষ্ণজীবন সাক্ষ্য দিবার সময় যে স্থানে মহারাজার অনুকূল বলিয়াছে তাহাই মিথ্যা অথবা তাহা খণ্ডন করিবার জন্য অন্য সাক্ষী আনয়ন করা হইয়াছে। সাধা-রণতঃ মহারাজার সাক্ষীর উপর যেরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন এবং কূট প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করা হইয়াছিল, ফরীয়াদী পক্ষে এরূপ আদৌ করা হয় নাই। মহারাজা জজের এইরূপ পক্ষপাতিতা দেখিয়া নৈরাশ হইয়া ফেয়ার সাহেবকে এ কথা বিবৃত করিয়াছিলেন। একে গ্রীষ্মকাল—বিশেষতঃ সে বৎসর অত্যন্ত বেশী গ্রীষ্ম হইয়াছিল, জজেরা ৫। ৬ বার ভিতরকার জামা বদলাইয়াছিলেন, স্বভাবতই শরীর অবসন্ন তাহার উপর কৌন্‌সীলের জেরা জাল অতিক্রম করা নিতান্ত সামান্য কথা নহে।

সাক্ষ্য গ্রহণের পর মহারাজার কৌন্‌সলী ফেয়ার সাহেব জুরিদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডের আইন

অনুসারে তাঁহার সে আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া গেল। তাঁহারা মনে করিলে মহারাজাকে বলিবার জন্য আদেশ করিতে পারিতেন তাহা হয় নাই। তার পর ইম্পে সাহের জুরীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রধান বিচারপতি ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য বেশ বিশদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহার বলিবার ভাব ভঙ্গিতে জুরীরা ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্যে বিশ্বাস এবং আসামীর পক্ষের সাক্ষ্যে অবিশ্বাসের কথা সহজেই বুঝিয়া লইলেন। জুরীরা একঘণ্টা পরামর্শ করিয়া মহারাজ নন্দকুমারকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন।

১৬ই জুন মহারাজার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তিনি অবিকম্পিত ভাবে মৃত্যু আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। মহারাজার এই বিপদাগমে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যেমন ঘোরতর দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন, তেমনি হেষ্টিংসের দল আহ্লাদে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ আহ্লাদের বেগ উপশম হইতে না হইতে মহারাজার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইম্পেকে বাহবা দিয়া একখানি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিলেন * তাহাতে লিখিত হইল—হে প্রভু! আপনাদের আগমনেই

* "To the Honourable Sir Elijah Impey, Lord Chief Justice of the Honourable the Supreme Court of Judicature, and the Judges thereof.

"My Lords,

"The King of England, regarding with an indulgent eye on the subjects of this kingdom, formed a new law; and conferring on you, gentlemen, the administration of justice, sent you to this country. When we heard this news, our hearts were filled with various doubts concerning the manner in which the new law would operate, but some months have now elapsed since your arrival in Calcutta, during which,

আমরা উল্লসিত ও আপনাদের বিচারশক্তি দেখিয়া পরম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে ভগবান আপনাদিগকে জীবিত রাখিয়া দেশের কল্যাণবিধান করুন। কিছুদিবস পূর্ব্বে নূতন মহারাজ উপাধিপ্রাপ্ত নবকৃষ্ণ, হুজুরীমল, প্রভৃতি জাল অপরাধে প্রাণদণ্ড হওয়া দেশের আচার

---

in all such causes as have come before the Court, you, gentlemen, in every way attentive, to the welfare of this country, by receiving complaints, by forming regulations for issuing warrants, by weighing the representations of the plaintiff and defendant, by investigating the evidence on both sides, by distinguishing the characters of the witnesses, and in every way by a complete examination, have established the new law: upon this, doubt, which we before entertained being removed, confidence and joy sprang up in our hearts, and we are thoroughly convinced that the country will prosper, the bad be punished, and the good be cherished. May the God of Gods ever preserve you in health, and may you long continue to administer justice in this country.

"The law of you, gentlemen, may differ in sundry points from the us rages of this country, the Shaster, and the Bebhar (or religious customs). We will examine into these points, and represent them; and our prayer is, that in the usages of this country, the Shaster, and the Bebhar, and in giving and receiving (i. e. in metters of property), it may be so ordered that our welfare may in every respect be promoted, and our religion preserved.

"(Signed) Maha Rajah Nubkissen,
Rajah Huzroo Mull,
Rajah Ramlochun
&c. &e. &c.,

ও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া রাধাচরণ মিত্রের প্রাণদণ্ড আজ্ঞা স্থগিত করিবার জন্য ইংলণ্ডাধিপের কাছে আবেদন করিয়া পাঠান। মুন্সী নবকৃষ্ট এক্ষণে স্বতন্ত্র ব্যক্তি সুতরাং সেই দেশেই জাল অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে একথা লিখিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন কেন? *

ইংলণ্ডাধিপের আদেশ না আসা পর্য্যন্ত মহারাজার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার জন্য নবাব মোবরকদ্দৌলা একখানি পত্র কাউন্সীলে প্রেরণ করেন কিন্তু তাহার কোন ফল ফলিল না। মহারাজার ভাই

---

* রাধাচরণ একজন ইহুদীর নাম জাল করিয়াছিলেন বলিয়া ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে কলিকাতার অধিবাসীরা তাহার প্রতিকূলে একখানি আবেদনপত্র ইংলণ্ডাধিপের কাছে প্রেরণ করেন। নন্দকুমারের কোন কোন অনভিজ্ঞ শত্রুপক্ষীয় বলেন যে নন্দকুমারও তাহাতে সহি করিয়াছিলেন। পাঠকদিগের অগতির জন্য নিম্নে সমস্ত নামের তালিকা প্রদত্ত হইল।—

হুজুরীমল।	কাশীনাথ।	মোহনপ্রসাদ।
কৃষ্ণচাঁদ দাস।	হীরালাল।	বদ্দনাথ।
গোকুল ঘোষাল।	শুকদেব মল্লিক।	কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত
শোভারাম বসাক।	রাসবিহারী শেঠ।	বিশ্বনারায়ণ ঠাকুর।
রাধামোহন বসাক।	দয়ারাম ঠাকুর।	রাম রাম বর্ম্মা।
চূড়ামণি দত্ত।	প্রাণকৃষ্ণ খান্না।	দয়ারাম ঘোষ।
রামকিশোর।	রামনাথ শর্ম্মা।	জয়কৃষ্ণ শর্ম্মা।
কুণ্ডু ঘোষাল।	রামচরণ রায়।	উদয়রাম।
কৃপারাম মিত্র।	হরিকৃষ্ণ দত্ত।	রাধাকৃষ্ণ মল্লিক।
দুর্গারাম ঠাকুর।	তোতারাম বসু।	রামসুন্দর মিত্র।
রামশঙ্কর বসু।	গোবর্দ্ধন মিত্র।	নিমাইচরণ শেঠ।
বিজয়রাম।	রাধাচরণ মল্লিক।	কৃপারাম ঘোষ।
মাণিকচাঁদ।	হরেকৃষ্ণ মল্লিক।	জয়কৃষ্ণ দাস।
খেলারাম রায়।	মদন দত্ত।	পীতাম্বর শেঠ।

শম্ভুনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণও একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে সকল আশাই বিফল হইল।

মহারাজার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, তিনি পুনরায় কারাগারে নীত হইলেন। এ স্থানে একটি দ্বিতল গৃহ তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় তিনি অধিকাংশ সময় পূজা পাঠ বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপকথন ও শাস্ত্রালাপে সময় যাপন করিতেন। দণ্ডাজ্ঞার পর হইতে তাঁহাকে দ্বাবিংশ দিবস ইহলোকে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই কয়েকদিবসের পর তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ইহা জানিয়াও মৃত্যুভয় জনিত উদ্বেগ তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই।

বৃন্দাবনবিহারী শেঠ।	কালীরাম পাল।	লক্ষ্মীকান্ত দাস।
গণেশ বসু।	কন্দর্প ঘোষ।	আন্দীরাম দাস।
কীর্ত্তিচন্দ্র খান্না।	কেবলরাম।	রাধাকান্ত শর্ম্মা।
দয়ারাম শর্ম্মা।	শ্যাম চক্রবর্ত্তী।	দয়াচাঁদ।
হরেকৃষ্ণ ঠাকুর।	নবকৃষ্ণ মুন্সী।	শ্যাম মজুমদার।
রাধাকৃষ্ণ।	পরমানন্দ বসাক।	রামশঙ্কর বসু।
রামনারায়ণ সেন।	গঙ্গারাম মিত্র।	মহাদেব দাস।
কামদেব দাস।	শঙ্কর হালদার।	রামনিধি ঠাকুর।
গোকুল বসু।	রামশঙ্কর দত্ত।	কমলপ্রসাদ।
দুর্গারাম দত্ত।	কৃষ্ণচরণ।	রামচাঁদ ঘোষ।
শ্যামচাঁদ দত্ত।	গুরুচরণ শেঠ।	পীতাম্বর শেঠ।
বাবুরাম পালিত।	গোকুলকিশোর শেঠ।	দুর্গারাম সেন।
নন্দরাম সেন।	উদয়চাঁদ খান্না।	বৃন্দাবন দাস।
বলরাম বিশ্বাস।	রামনিধি শর্ম্মা।	রামনিধি বাঁড়ুর্য্যে।
দয়ারাম মুকুর্য্যে।	চণ্ডী হালদার।	মনোহর মুকুর্য্যে।
গোবিন্দরাম।	মাণিক দত্ত।	নিত্যানন্দ।
গোকুল মিত্র।	কেবলরাম ঠাকুর।	হরেকৃষ্ণ ঠাকুর।
রামশঙ্কর মিত্র।	উদয়রাম শর্ম্মা।	

তিনি প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় সর্ব্বদাই নির্ভীক চিত্তে সেই অন্তিমকালের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজের কারাবাসের সময় তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা দিবসের অধিকাংশ সময় নিকটে থাকিতেন। বৃদ্ধ মহারাজাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য সকল সময়ই তাঁহার কারাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। কলিকাতা কাউন্সলের সদস্যত্রয় ব্যতীত অন্যান্য সাহেবেরাও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এ সময় কলিকাতায় এরূপ জনরব উঠে যে, জেনারেল সাহেব বধ্যভূমিতে সদল বলে গমন করিয়া মহারাজার উদ্ধারসাধন করিবেন। দেখিতে দেখিতে অন্তিমদিবস নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আমরা কলিকাতার সেই সময়কার সেরিফ ম্যাক্রেবী সাহেবের লিখিত বিবরণ হইতে সেই সময়ের হৃদয় বিদারক দৃশ্য পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

"৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমি মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি তিনি আমাকে যথানিয়ম সম্বর্দ্ধনা করিয়া অতি প্রশান্ত ভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মহারাজার এই নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল যে, মহারাজাকে যে চিরদিনের জন্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, সে কথা বোধ হয় ইনি অবগত নহেন। আমি দ্বিভাষীর দ্বারা বলাইলাম যে, অদ্য আমি তাঁহাকে আমার শেষ অভিবাদন করিতে আসিয়াছি। বিশেষতঃ কল্য শোচনীয় সময় আমার কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্তই সম্পন্ন করিতে হইবে, আপনার যে সকল অন্তিমবাসনা আছে, সে সকল পূরণ করিতে আমি সম্পূর্ণ চেষ্টা করিব। বাহক ও শিবিকা যথা সময়ে আপনার গৃহদ্বারে অবস্থান করিবেক। আপনার যে সকল আত্মীয় বন্ধু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তাহাদিগকেও আমি রক্ষা করিব।

"মহারাজা বলিলেন—আপনার ভদ্রতায় আমি বড় বাধিত হইয়াছি, এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" তারপর কপালে অঙ্গুলী দিয়া বলিলেন, বিধাতার ইচ্ছা কখন খণ্ডিত হয় না—জেনারেল সাহেব, মন্‌সন সাহেব ও ফ্রান্সীস সাহেবকে তাঁহার সম্মান করিতে কহিয়া রাজা গুরুদাসকে রক্ষা এবং ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এ সময় মহারাজার নিরুদ্বেগ ভাব দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়; একটীও দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হয় নাই অথবা তাঁহার মুখশ্রী ও স্বরেরও বৈলক্ষণ্য হয় নাই। মহারাজার কাছে আমার আসিবার কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জামাতা রায় রাধাচরণের কাছে চিরবিদায় লইয়াছেন, অথচ মহারাজা ক্ষোভ বিহীন! মহারাজার এই লোকোত্তর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আমি আর তথায় বেশী দাঁড়াইতে পারিলাম না। নীচে নামিয়া আসিয়া জেলরক্ষকের কাছে শুনিলাম মহারাজার আত্মীয় স্বজনেরা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে পর তিনি মনোযোগের সহিত হিসাব পরিদর্শন ও মন্তব্য লিখিতেছিলেন।

"পরদিবস প্রাতঃকালে ৭৷৷০টার সময় আমি জেলে গমন করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনা করা যায় না, দরিদ্র লোকেরা মহারাজার কাছে চিরবিদায় লইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া দিক্ সকল আকুলিত করিতেছে, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের তিন ঘণ্টা পরে যখন আমি ইহা লিখিতে আরম্ভ করি তখনও আমি ভাল করিয়া স্থিরতা লাভ করিতে পারি নাই। মহারাজা প্রশান্তমনে উপবেশন করিলে আমিও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। এই সময় একজন যদৃচ্ছাক্রমে ঘড়ি দেখেন, মহারাজা ইহা দেখিয়া বলিলেন "আমি প্রস্তুত আছি" ইহা বলিয়াই তিনি তাঁহার তিনজন ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মৃতদেহ রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা শোকে

অভিভূত হইয়া পড়িলেন বটে কিন্তু মহারাজা নির্ব্বিকার ও চিন্তাশূন্য। আমরা প্রায় ১ঘণ্টা বসিয়াছিলাম এ সময়ের মধ্যে তিনি অনেক সময় রাজা গুরুদাস, জেনারেল, কর্ণেল মন্‌স ও ফ্রান্সীস সাহেবের কথা কহিতে লাগিলেন। মনের ভিতর যে একটা উদ্বেগ ভাব তাহা দেখা গেল না। অবশিষ্ট সময় হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আমার দিকে চাহিয়া জেলের একজন চাকরকে ডাকিয়া এ স্থানে তাঁহার যে সকল দ্রব্য আছে তাহা রাজা গুরুদাসকে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তার পর মহারাজ প্রশান্তচিত্তে পাল্কীতে গিয়া বসিলেন।

"আমরা বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইয়া দে'খলাম ময়দান লোক পরিপূর্ণ হইয়াগিয়াছে, ইহা'দগের ভিতর কাহারও হাঙ্গামা করিবার ভাব দেখিলাম না। মহারাজা পাল্কীতে বসিয়াই এক বার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। ফাঁসী কাট দে'খয়া মহারাজার মুখে কোন উদ্বেগের ভাব দেখিতে পাইলাম না। মহারাজের ব্রাহ্মণত্রয় এখনও উপস্থিত না হওয়াতে তিনি একটু ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন, এরমধ্যে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। কাহারও সহিত মহারাজার দেখা করিবার ইচ্ছা আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন অনেকের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু ইহা দেখা করিবার সময় ও স্থান নহে। এই বলিয়া তিনি পাল্কীতে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম মহারাজ! সময় প্রায় নিকট হইয়া আসিল এ সময় একটি কথা বলিব:বধ্যমঞ্চে যখন আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া সঙ্কেত করিবেন সেই সময় রজ্জু লম্বমান হইবে। তিনি কহিলেন হাতনাড়িয়া সঙ্কেত করিব। আমি বলিলাম হাত বাঁধা থাকিবে সুতরাং পা নাড়িলেই হইবে। তিনি

তাহাই করিবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। সময় উপস্থিত দেখিয়া আমি বধ্যমঞ্চের নিকট পাল্কী আনিতে আদেশ করিলাম। তিনি পাল্কী হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে মঞ্চ সোপানের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্ত দ্বয় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বদ্ধ করা হইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একবার চতুর্দ্দিক দেখিলেন কিন্তু কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চোপরি উপস্থিত হইলেন। এই সময় বস্ত্র দ্বারা তাঁহার বদন আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক হইলে আমি আমাদের একজন ব্রাহ্মণ সিপাহিকে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিলাম। রাজা তাহাতে আপত্তি করিয়া তাঁহার যে সেবক পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিল তাহাকে নির্দ্দেশ করিলেন। মহারাজার মুখ আচ্ছাদিত হইল তিনি সরল ভাবে দাঁড়াইলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে দেখিলাম তিনি নির্ভয় চিত্তে স্থিরতর নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া নিজের পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ইহার পরই মঞ্চাপসরণের শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ সংযত চিত্ত হইয়া দেখিলাম মহারাজার হস্ত দ্বয় প্রথমে যেরূপ বাঁধা হইয়াছিল সেইরূপ রহিয়াছে মুখমণ্ডলে কোন বিকৃত চিহ্ন নাই এই শোচনীয় ব্যাপারে মহারাজা যেরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন ইহার উদাহরণ কোন গ্রন্থে বা কাহারও কাছে এরূপ কথা শ্রবণও করিনাই।

মহারাজ নন্দকুমার যখন বধ্য মঞ্চে আরোহণ করেন তখনও ভারতীয় জন সাধারণ বিশ্বাস করে নাই যে হিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানীয় প্রত্যেক হিন্দুর মাননীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চির দিনের জন্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তখন তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল মহারাজাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই সকল আড়ম্বর করা হইয়াছে, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল তাহাদের ধারণা সর্ব্বৈব মিথ্যা এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নাই মহারাজার প্রাণ বহির্গত হইয়াগেল—তাঁহার মৃত দেহ লম্বাভাবে ঝুলি-

তেছে তখন সেই লোক সমষ্টি গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া ভয় বিহ্বল চিত্তে কেহ বা গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া পাপ ক্ষালন করিতে লাগিল, যে যেদিক্ পাইল সে সেই দিকে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অসংখ্য লোকের অর্ত্তনাদে যে স্থান আকুলিত হইতেছিল এক্ষণে তথায় মহারাজার তিনজন ব্রাহ্মণ আর কতিপয় ইউরোপীয় ব্যতীত আর কেহই নাই।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে মহারাজার মৃত্যুদিবসে কলিকাতার ব্রাহ্মণেরা অনাহারে দিবস অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। সেই অবধি অনেক দিবস পর্য্যন্ত মফঃস্বলের ব্রাহ্মণেরা কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে পীপাসায় কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইয়াগেলেও কলিকাতায় জলগ্রহণ করিতেন না. সেই সময় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে গিয়া বাস করেন। মহারাজার মৃত্যুসংবাদে সমগ্র বঙ্গদেশ বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছিল। *

মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আমরা

---

* মহারাজার মৃত্যুতে দেশের ভিতর যেরূপ শোকোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল নিম্নের গানটিতে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

মহারাজ নন্দকুমার রে,
তোর রাজপাট জমিদারী কারে দিলি রে ?
নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেষ্টিং সাহেব এলো জান করিবার বারি ॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গাঙ্গের পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা যোড়া ডিঙ্গি বেয়ে ॥
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফৌহারাতে হাঁস।
যোড় বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুল্‌তি বাঁস॥
ছোট রাণী উঠে বলে বড়রাণী গো দিদি।
সিঁতেয় ছিল কড়া সিন্দুর বঞ্চিৎ করিলেন বিধি।

আলোচনা করিলাম। মহারাজা সাধারণ অধ্যবসায় বুদ্ধিবলে উন্নতি লাভ করিয়া নবাব মীরজাফরের সময় উন্নতির চরম শিখরে অরোহণ করেন। নবাব আলিবর্দ্দী বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা সারফরাজকে যেরূপ নিহত করেন সাদা ভাবে দেখিতে গেলে মীর জাফর মুষ্টিমেয় ইংরাজ সাহায্যে সিরাজকে পরাস্ত করিয়া সেইরূপ সিংহাসন অধিকার করেন, কিন্তু তিনি উপযুক্ত মন্ত্রী অভাবে মুষ্টিমেয় ইংরাজের মুষ্টির মধ্যেই পতিত হইলেন। এইরূপে তাঁহার প্রথম নবাবী অতীত হইলে তিনি দ্বিতীয়বার নন্দকুমারের বুদ্ধি বলের উপর নির্ভর করিয়া অদৃষ্ট পরিক্ষা করিতে অগ্রসর হন। মহারাজ নন্দকুমার প্রভুর স্বাধীনতা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অসীম সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে, মহারাজা স্বীয় প্রভুর মঙ্গলের জন্য স্বীয় সমূহ অমঙ্গল সম্ভাবনা সত্বেও পশ্চাৎ পদ হন নাই। তাঁহার প্রভু তাঁহার এই গুণের কথা সবিশেষ অবগত ছিলেন এইজন্য তিনি মৃত্যুকালে মহারাজার হস্তে পুত্রাদি ন্যস্ত করিয়া শান্ত মনে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লন। মহারাজার শত্রু পক্ষীয়রা তাঁহাকে স্বার্থপর প্রভৃতি বলিয়া যত কেন নিন্দা করুন না সেই অমূলক কথায় কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা মহারাজকে দুর্মুখ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সংসার চক্রে নানা অবস্থায় নানা প্রকার লোকের সহিত মিলিত হইতে হইয়াছিল, সকল সময়ই সকল প্রকার লোকের প্রতি প্রিয়ভাষী হওয়া নিতান্ত সামান্য কথা নহে। ফল কথা তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন জন-সাধারণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। জন সাধারণের সুখের জন্য কোম্পানীর লোকের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইত এবং ইহাদিগের জন্য তাঁহাকে হেষ্টিংসের ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইতে হয়।

বিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

গভর্ণর হেষ্টিংস, নন্দকুমারের ফাঁসি, চেৎসিংহের উচ্ছেদ অযোধ্যার বেগমদিগের দুর্দ্দশা প্রভৃতি অসংখ্য পাপলীলা সম্পন্ন করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে, বার্ক সেরিডন প্রমুখ বাগ্মীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মহাসভায় গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করিবার আয়োজন করেন। পাপের বোঝা সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ না হইলে তাহার কার্য্য হয় না যতক্ষণ অতি ক্ষুদ্রতম অংশও ধারণ করিবার সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ বহন করিয়া থাকে হেষ্টিংসের পাপ বোঝা পূর্ণ হইয়াছে, অতি দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত পাপ কার্য্যের এখন বিচার হইতে আরম্ভ হইল। যে দেশের লোক রাজাকেও অপরাধী দেখিলে তাঁহাকে বিনা দণ্ডে নিস্কৃতি প্রদান করে না সে দেশের লোক যে দুষ্কর্ম্মান্বিত গভর্ণর জেনারেলকে নিগৃহীত করিবে তাহাতে আর আশ্চার্য্য কি? ১৭৮৮ খৃঃ অঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই মহাবিচারসভার প্রথম অধিবেশন হয়। লর্ডস ও কমন্স সভার সভ্যগণ ব্যতীত অন্যান্য দর্শকদিগের জন্য প্রবেশের টিকিট করা হইয়াছিল। ইহার এত দুর্ম্মুল্য হইয়াছিল যে ৫০ পাউণ্ড বা পাঁচশত টাকা মুল্যে ইহার একখানি টিকিট বিক্রিত হয়। বাগ্মীবর এড্মন বার্ক যখন বজ্রনির্ঘোষে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল প্রতিধ্বনিত করিয়া হেষ্টিংসের কুকীর্ত্তি পরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের, হেষ্টিংসের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উৎপন্ন করিয়াছিলেন, হেষ্টিংসের পৈশাচিক অত্যাচার কাহিনী

শ্রবণ করিয়া যখন সেরিডন মহিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূপতিতা হন সে সময় হেষ্টিংস যেরূপ তীব্র যাতনা ভোগ করিয়াছেন তাহা বৃশ্চিকণীর দংশন যাতনা অপেক্ষাও অধিকতর যাতনা ময়। আমরা হেষ্টিংসের সেই সময়কার মনের ভাব পাঠকের কাছে ধারণ করিলাম। "For half an hour I looked up at the orator in a revere of wonder, and actually felt myself the most culpable man on earth."—সাত বৎসর ধরিয়া এই বিরাট বিচার হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে হেষ্টিংস যে কতবার এইরূপ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় হেষ্টিংসকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার ভারতীয় বন্ধুরা কতকগুলি প্রসংশাপত্র সংগ্রহ করেন তাহাতে অন্তঃপুরবাসিনী রমণী হইতে কাশী নবদ্বীপ মিথিলা প্রদেশের পণ্ডিতদের হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এইপ্রসংশা পত্রে জগৎচাঁদের পুত্র মহানন্দ, মহারাণী ভবানী ও রামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ইহাদেরই জন্য মহারাজা গভর্ণরের অপ্রিয় ভাজন হইয়াছিলেন।

সার ইলাইজা ইম্পেও মহারাজ নন্দকুমারকে বিচারের ভাণ করিয়া হত্যাকরা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া সার গিলবার্ট ইলিয়ট কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে নিগৃহীত হন। বহুক্লেশের পর তিনি তাঁহার ব্যবহার জীবী বন্ধুদিগের সাহায্যে কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

মহারাজার মৃত্যুর কএক বৎসর পরে গৌড়পতি রাজা গুরুদাস রায় ও জগৎচন্দ্র রায় উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। গুরুদাসের রাণী জগদম্বা তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হন কিন্তু তাঁহার জীবিতাবস্থার মহারাজার দৌহিত্র রাজা মহানন্দ সমস্ত বিষয় হস্তগত করিয়া লন। শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় মহারাজার দৌহিত্র বংশের বংশধর ইনি রাজোপাধি ভূষিত না হইলেও সাধারণের কাছে রাজা

অপেক্ষা বেশী সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। সমাজের কাছে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত আমাদের ন্যায়দর্শী গভর্ণমেণ্ট কেন যে তাঁহার উপর কৃপা বর্ষণে বিমুখ তাহা ঈশ্বরই জানেন।

মহারাজার ভ্রাতার বংশধরেরা ও ভদ্রপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থান্তর হইলেও সাধারণের কাছে মহারাজার বংশীয় বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সম্পূর্ণ।